ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ (আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ সিরিল-লিখিত)

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ (পত্রাবলি)

গ্রীক পাঠ্য: Conciliorum Oecumenicorum Decreta,1973 ও Acta Conciliorum Oecumenicorum পুস্তকদ্বয় on-line না থাকায় বিকল্প পাঠ্য এ লিংকে পাওয়া যেতে পারে (যা স্থানে স্থানে COD বা ACO-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2024

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ
AsramSoftware - Donations
Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: December 1, 2024

Version 1.1 (April 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল

বাছাইকৃত পত্র

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু সিরিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু সিরিলের লেখাসমূহ

বিশপ নেস্তরিউস ও বিশপ সিরিলের মধ্যে খ্রিষ্টতাত্ত্বিক বিবাদ (৪২৮-৪৩০)

এফেসস মহাসভা (৪৩১)

এফেসস মহাসভার পরবর্তীকাল (৪৩১-৪৪৪)

বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্ব

১। ৪২৮ সালের আগেকার খ্রিষ্টতত্ত্ব

২। ৪২৮ সালের পরের খ্রিষ্টতত্ত্ব

মিশরের সন্ন্যাসীদের কাছে পত্র

নেস্তরিউসের কাছে প্রথম পত্র

নেস্তরিউসের কাছে দ্বিতীয় পত্র

সিরিলের কাছে নেস্তরিউসের পত্র

নেস্তরিউসের কাছে তৃতীয় পত্র

পুনর্মিলন-সূত্র

মেলিতেনেসের আকাকিউসের কাছে পত্র

এউলোগিউসের কাছে পত্র

সুকেন্সুসের কাছে প্রথম পত্র

সুকেন্সুসের কাছে দ্বিতীয় পত্র

বিশ্বাস-সূত্র প্রসঙ্গ

তিবেরিউস ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে দেওয়া উত্তর

কালোসিরিউসের কাছে পত্র

পরিশিষ্ট

আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা ও আরাধনা

পর্বীয় পত্রাবলি

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল—১ম পুস্তক)
২ শামু (শামুয়েল—২য় পুস্তক)
যোব
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
যোয়েল
হাবা (হাবাকুক)
জেফা (জেফানিয়া)
জাখা (জাখারিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
যাকোব
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
যুদা (যুদার পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

৫ম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত ছিল: পশ্চিম ও প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম।
পোপের ধর্মাসন ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজাসন এই রোমেই ছিল।

প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্তান্তিনোপলিস (আজকালের ইস্তাম্বুল)।
রাজধানীর বিপরীতে ছিল সেই খাল্কেদন (আজকালের কাদিকে) যেখানে রাজ-আদালত বসত।

ভূমিকা

সাধু সিরিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশপ সিরিল ৩৭৫ বা ৩৮০ সালে মিশরে, অজানা স্থানে, খ্রিষ্টিয়ান একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের প্রথা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে

তাঁকে নাম-করা কোন একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবং পরে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য, বিশেষভাবে পবিত্র শাস্ত্র ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য নাম-করা কোন একটা মঠে পাঠানো হয়। কালক্রমে তাঁর মামা যিনি, মিশরে অবস্থিত আলেক্সান্দ্রিয়ার সেই বিশপ থেওফিলুস যুবা সিরিলের উৎকৃষ্টতা লক্ষ করে স্থানীয় মণ্ডলীর দেখা-শোনা ক্ষেত্রে তাঁকে কাছে ডেকে আনেন। ৪০২ সালে তিনি রোম-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিথিনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত খাল্কেদোন শহরে তথাকথিত ‘ওক গাছ’ সিনোদোসে যোগদান করেন; সেই উপলক্ষে তিনি যুবা সিরিলকেও সঙ্গে নিয়ে যান। এবং তাঁর মৃত্যুতে সিরিল নিজেই ১৭ই অক্টোবর ৪১২ সালে নব বিশপ হিসাবে আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর ধর্মাসন গ্রহণ করেন।

তাঁর মামা বিশপ থেওফিলুস যেমন কড়া বিশপ হয়েছিলেন, নতুন বিশপ সিরিলও ঠিক সেই মত আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীকে কঠোরভাবে চালনা করেন। বাস্তবিকই তিনি বিশেষভাবে ভ্রান্তমতপন্থীদের, বিধর্মীদের ও ইহুদীদের প্রতি সত্যিকার উগ্র ভাবেই ব্যবহার করেন, যেমন: প্রতিদ্বন্দ্বীদের মারধর করানো, তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া ইত্যাদি ধরনের ব্যবহার। আলেক্সান্দ্রিয়ার পূর্বকালীন বিশপদের মত তিনিও মনে করেন, বিশপের ইচ্ছা কেবল মণ্ডলীগত ব্যাপারে নয়, সরকারী ব্যাপারেও চাপিয়ে দেওয়া চাই; তাই যখন শহরের প্রদেশপাল অরেস্তেস স্পষ্টভাবে বিশপ সিরিলের প্রতি নিজের অমত প্রকাশ করেন, তখন বিশপ সিরিলকে অপমানিত করা হয়েছে ভেবে আম্মনিউস নামক

একজন সন্ন্যাসী সেই অরেস্তেসকে গুরুতর ভাবে আঘাত করেন; সেই সন্ন্যাসী অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় কিন্তু বিশপ সিরিল তাকে সাক্ষ্যমরই বলে তুলে ধরে তার গুণকীর্তন করেন। তাই পরবর্তীকালে কনস্তান্তিনোপলিস মণ্ডলীর বিশপ নেস্তরিউসের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বিবাদ চলাকালেও ঠিক এ ধরনের উগ্র মনোভাব কথাকর্মেও প্রকাশ পায়।

যাই হোক, পালক হিসাবে বিশপ সিরিল যে আদর্শবান, তা তাঁর অসংখ্য উপদেশ ও পবিত্র শাস্ত্র সংক্রান্ত লেখা দ্বারা প্রমাণিত। নিজের ধর্মপ্রদেশের আধ্যাত্মিক গঠনে ও উন্নয়নে ব্যস্ত থেকে তিনি ৪৪৪ সালে, ২৭শে জুনে, মৃত্যুবরণ করেন। সময়ক্রমে মণ্ডলী তাঁকে সাধু বলে ঘোষণা করে ও ১৮৮৩ সালে পোপ ত্রয়দশ লিও তাঁকে মণ্ডলীর আচার্য বলে সম্মানিত করেন।

সাধু সিরিলের লেখাসমূহ

বিশপ সিরিল ধর্মতত্ত্ব ও বাইবেল-ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বহু কিছুর লেখক, যেমন:

আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা ও আরাধনা

ইশাইয়া পুস্তকের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় শ্রেণির নবীদের পুস্তকগুলোর ব্যাখ্যা

সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা (অবশিষ্টাংশ)

যোহন-সুসমাচারের ব্যাখ্যা

মথি-সুসমাচারের ব্যাখ্যা (অবশিষ্টাংশ)

রোমীয়দের কাছে পত্রের ব্যাখ্যা (অবশিষ্টাংশ)

লুক-সুসমাচারের ব্যাখ্যা (অবশিষ্টাংশ)

পবিত্র ও সমসত্তাময় ত্রিত্ব সংক্রান্ত ধন

পবিত্র ও সমসত্তাময় ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

নেস্তরিউসের বিপক্ষে

যথার্থ বিশ্বাস প্রসঙ্গে সম্রাট থেওদোসিউসের কাছে পত্র

বিশ্বাস প্রসঙ্গে সম্রাটবংশীয় আর্কাদিয়া ও মারিনার কাছে পত্র

বিশ্বাস প্রসঙ্গে সম্রাটবংশীয় পুলখেরিয়া ও এউদোকিয়ার কাছে পত্র

সম্রাটের সমীপে আত্মপক্ষসমর্থন

দ্বাদশ অধ্যায় (তথা, দ্বাদশ আনাথেমা) বিষয়ক ব্যাখ্যা

প্রাচ্য বিশপদের বিপক্ষে, দ্বাদশ অধ্যায় বিষয়ে পক্ষসমর্থন

থেওদোরেতোসের বিপক্ষে, দ্বাদশ অধ্যায় বিষয়ে পক্ষসমর্থন

সেই একমাত্র জনিতজনের মনুষ্যত্বধারণের ব্যাখ্যা

খ্রিষ্ট যে এক (সংলাপ)

দিওদোরোস ও থেওদোরোসের বিপক্ষে (অবশিষ্টাংশ)

তিবেরিউস ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে দেওয়া উত্তর

সম্রাট যুলিয়ানুসের বিপক্ষে

পর্বীয় পত্রাবলি

বিবিধ উপদেশ

পত্রাবলি

বিশপ নেস্তরিউস ও বিশপ সিরিলের মধ্যে খ্রিষ্টতাত্ত্বিক বিবাদ (৪২৮-৪৩০)

বিশপ সিরিলের সমকালীন সেই নেস্তরিউস সিরিয়ার এমন সন্ন্যাসী যাঁকে রোম-সম্রাট থেওদোসিউস ১০শে এপ্রিল ৪২৮ সালে কনস্তান্তিনোপলিস মণ্ডলীর বিশপ পদে নিযুক্ত করেন। বিশপ সিরিল দ্বারা অন্যায়বিচারে বিচারিত হয়েছেন বলে আলেক্সান্দ্রিয়ার কয়েকজন প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) কনস্তান্তিনোপলিসে আশ্রয় নিয়ে সেখানকার সর্বোচ্চ মণ্ডলী-আদালতের মধ্য দিয়ে সম্রাটের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন। যেহেতু বিশপ নেস্তরিউসই ছিলেন সেই আদালতের প্রধান বিচারকর্তা, সেজন্যই দুই বিশপের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ বাধে, কারণ নাম করা আলেক্সান্দ্রিয়া-আসনের বিশপ যে রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ দ্বারা বিচারাধীন হবেন তা বিশপ সিরিলের কাছে অসহ্য অপমান স্বরূপ। এই ভিত্তিতে বিশপ সিরিল কনস্তান্তিনোপলিসের গণ্যমান্যদের মধ্যে যত ষড়যন্ত্র খাঁটান যাতে বিশপ নেস্তরিউসের নেতৃত্বে তাঁর কোন বিচার না হয়।

অথচ কনস্তান্তিনোপলিস ও আলেক্সান্দ্রিয়া আসন দু'টোর মধ্যকার শত্রুভাব যতই অনস্বীকার্য হোক না কেন, তবু সেই শত্রুভাবই যে হল বিশপ সিরিল ও বিশপ নেস্তরিউসের মধ্যকার আসন্ন খ্রিষ্টতত্ত্ব-বিবাদের কারণ, তা মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু

তবুও এটাও স্বীকার্য যে, সেই শত্রুভাব ব্যাপারটা আরও বেশি রুক্ষ করে তোলে; অর্থাৎ ব্যাপারটা যদি এত রুক্ষ হয়ে না উঠত তাহলে সম্ভবত বিশপ নেস্তরিউসের পদচ্যুতিও হত না, মরুপ্রান্তরে তাঁর নির্বসনও হত না।

কিন্তু শুধুমাত্র উগ্র মনা বিশপ সিরিলের উপরে বিবাদের সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়াও চলবে না, কেননা বিশপ নেস্তরিউসও নিয়োগের পর পরেই এমন পদক্ষেপ নেন যা প্রজ্ঞাবান কোন ব্যক্তি নিতেন না; যেমন, ভ্রান্তমতপন্থীদের বিরুদ্ধে অতি কড়া রাজাজ্ঞা জারি করা, প্রবীণদের (অর্থাৎ পুরোহিতদের) ও জনগণের আচরণ-সংস্কার ক্ষেত্রে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া, মণ্ডলীর একতা থেকে ও সাক্রামেন্ত গ্রহণ থেকে বিচ্যুতির হুমকি ঘোষণা করায় শহরে বসবাসকারী যত সন্ন্যাসীকে নিজ নিজ মঠে ফিরে যেতে বাধ্য করা, অবাধ্যদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া, ও সম্ভবত সম্রাটের বোন সেই প্রভাবশালী পুলখেরিয়ার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। এক কথায়, বিশপ নেস্তরিউস শহরে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যা অবশ্যই তাঁর অনুকূলে নয়। এবং তেমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি গির্জায় এমন উপদেশ প্রদান করেন যা তাঁর নিজের বাসস্থান সেই আন্তিওখিয়ায় গ্রাহ্য হতেও পারত কিন্তু দূরদূরান্তে স্থিত সেই কনস্তান্তিনোপলিসে, বিশেষভাবে সাধারণ জনগণের মধ্যে, একেবারে অগ্রাহ্যই ছিল। উদাহরণ স্বরূপ: সেসময় ধন্যা কুমারী মারীয়া কনস্তান্তিনোপলিসে 'ঈশ্বরজননী' নাম দ্বারা সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে তাঁকে 'খ্রিষ্টজননী' নাম দ্বারা সম্মানিতা করা হত। তাই যে কনস্তান্তিনোপলিসে ঈশ্বরজননী নাম প্রচলিত ছিল, আন্তিওখিয়ার মানুষ হওয়ায় বিশপ নেস্তরিউস সেই কনস্তান্তিনোপলিসে, জনগণের সামনে, তাত্ত্বিক ধরনের উপদেশ দানকালে সেখানে প্রচলিত 'ঈশ্বরজননী' নাম অগ্রাহ্য করে 'খ্রিষ্টজননী' নামটা একমাত্র উপযোগী নাম বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে বেশ কয়েকজন প্রকাশ্যে তাঁর ঘোষণাকে পছন্দ করে না, এমনকি জনগণ মনে করে, বিশপ মা মারীয়াকে অবনমিত করছেন। তেমন অসন্তোষের মধ্যে ক'টা মাস অতিবাহিত হতে হতে জন্মোৎসব (বড়দিন) এসে গেছে: মিসার সময়ে বিশপ নিজের ধারণা আরও স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন এমনকি জনগণের মধ্যে অশান্তি বাধে: এ ঘটনা উদ্দেশ করেই বিশপ সিরিল বিশপ নেস্তরিউসকে 'গোটা মণ্ডলীরই পতনের কারণ' বলে চিহ্নিত করেন। এই পর্যায়ে দু'ই বিশপের মধ্যে যে বিবাদ চলছিল, তা আপস-মিমাংসার অতীতে চলে যায়, এবং কনস্তান্তিনোপলিস-আদালতে বিশপ সিরিলের বিপক্ষে যে মামলা বিশপ নেস্তরিউসের হাতে ছিল, ও বিশপ নেস্তরিউসের বিপক্ষে বিশপ সিরিলের হাতে যে ঈশ্বরনিন্দা

অভিযোগ ছিল, এ ব্যাপার দু'টো একটামাত্র ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়: দুই বিশপের মধ্যে যিনি অবশেষে জয়ী হবেন তিনি উভয় মামলায়ই জয়ী হবেন।

সেই ৪২৮ সালের বড়দিন থেকেই পরিস্থিতি গুরুতর হতে লাগে: প্রথমে কনস্তান্তিনোপলিসে বিশপ নেস্তরিউসের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক পুস্তিকা রটতে লাগে; পরে বিশপ সিরিল নিজে মিশরের সন্ন্যাসীদের কাছে প্রেরিত একটা পত্রের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা মিশরের বাইরেও জ্ঞাত করেন; তারপর তিনি বিশপ নেস্তরিউসের কাছে প্রেরিত একটা পত্র দ্বারা বলেন, তিনি নিজেই ব্যাপারটা তদন্ত করতে চান; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে, ৪৩০ সালে, তিনি বিশপ নেস্তরিউসের কাছে দ্বিতীয় একটা পত্র পাঠান যে পত্রে তাঁকে তাঁর সমর্থিত ভ্রান্ত খ্রিষ্টতত্ত্ব সংশোধন করতে আহ্বান করেন। তাতে বিশপ নেস্তরিউস তত খুশি হন না, এবং বিশপ সিরিলের কাছে এমন পত্র পাঠান যেখানে, ধন্যা মারীয়া ক্ষেত্রে তিনি 'ঈশ্বরজননী' নামের স্থানে 'খ্রিষ্টজননী' নামটাই আরও বেশি উপযুক্ত নাম বলে সমর্থন করেন। এসময়ে দুই বিশপের মধ্যকার প্রতিকূলতা সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়।

তেমন পর্যায়ে বিশপ সিরিল সাথে সাথে বিশপ নেস্তরিউসের বিপক্ষে পোপ কেলেস্তিনুসের সমর্থন পেতে চেষ্টা করেন; বিশপ নেস্তরিউসও বিশপ সিরিলের বিপক্ষে একই পদক্ষেপ নেন কিন্তু যে পত্রগুলো রোমে পাঠান সেগুলো গ্রীক ভাষায় লেখা হওয়ায় অনুবাদকের দরকার আছে বৈকি, অথচ রোমে একটামাত্র অনুবাদককেও পাওয়া যায় না বিধায় কেউই সেই পত্রগুলো পড়ে না। পরবর্তীকালে বিশপ নেস্তরিউস আরও পত্র পাঠান, কিন্তু রোমের অনুবাদক সেগুলো সূক্ষ্মভাবে অনুবাদ করে না এমনকি নিরপেক্ষতাও রক্ষা করে না। অপরদিকে বিশপ সিরিলের পাঠানো যে পত্রগুলো, সেগুলো লাতিন ভাষায় অনূদিত বিধায় রোমে অনুকূল মনোভাবেই গৃহীত হয়। ৪৩০ সালের আগষ্ট মাসের শুরুতে পোপ কেলেস্তিনুস গোটা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে একটা বিশপ-সিনোদোস সম্মিলিত করেন; কিন্তু সেই সিনোদোস সম্ভবত এ ব্যাপারে তত মন দেয় না, কারণ সম্মিলিত বিশপদের মতে খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ক শেষ উত্তর ৩৮২ সালে রোমে অনুষ্ঠিত এক সিনোদোসে দেওয়া হয়ে গেছিল; নানা বিষয়ের মধ্যে সেই সিনোদোস তাদের দণ্ডিত করেছিল যারা 'দু'টো পুত্র' নামক ভ্রান্তমত সমর্থন করে। সুতরাং, যেহেতু বিশপ সিরিলের অভিযোগ অনুসারে বিশপ নেস্তরিউস ঠিক সেই প্রত্যাখ্যাত ভ্রান্তমত সমর্থন করেন, সেজন্য রোম মনে করে, সেই সিনোদোসের জারীকৃত দলিল অনুসারে বিশপ নেস্তরিউসকে আপনা আপনিই দণ্ডিত করা উচিত। কিন্তু

তবুও এমনটা মনে হয়, ইতিমধ্যে রোম অনুভব করে বিশপ নেস্তরিউসের বিপক্ষে বিশপ সিরিলের অভিযোগ তত ন্যায্য নয়; বাস্তবিকই পোপ কেলেস্তিনুস যে পত্র বিশপ নেস্তরিউসকে পাঠান তাতে কড়া একটা কথাও ব্যবহৃত নয়। অবশ্যই, পত্র নির্দেশ করে, বিশপ নেস্তরিউসকে দশ দিনের মধ্যে কৈফিয়ত দিতে হবে অর্থাৎ বিশপ লিখিত আকারে নিজের ভুল প্রত্যাখ্যান করবেন, কিন্তু রোম যে যে ভুলের তালিকা দেয়, তা, বলতে গেলে, তত গুরুত্বপূর্ণ ভুল নয়। এবং বিশপ নেস্তরিউসের কাছে এ দাবিও রাখা হয় যেন তিনি রোমে ও আলেক্সান্দ্রিয়ায় ঘোষিত বিশ্বাস স্বীকার করেন; এ এমন দাবি যা, বলতে গেলে, একেবারে নিষ্প্রয়োজন ছিল যেহেতু কনস্তান্তিনোপলিস মণ্ডলী যুগ যুগ ধরে একই বিশ্বাস স্বীকার করে আসছিল।

অতএব, পত্রটা হালকা বটে, কিন্তু পত্রের সঙ্গে যুক্ত লিপিটা একেবারে হালকা নয়, কেননা লিপিটা এমনটা নির্দেশ করে, বিশপ সিরিলই রোম-সিনোদোসের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করবেন। বলা বাহুল্য, বিশপ সিরিল রোমের পত্র পেয়ে আনন্দিত হন, কেননা রোমের সমর্থনে তিনিই এখন বিশপ নেস্তরিউসের বিচারক হয়ে ওঠেন, এবং সাথে সাথে আলেক্সান্দ্রিয়ায় মিশরের বিশপদের এক সিনোদোসে সম্মিলিত করে সেই সিনোদোসের নামে বিশপ নেস্তরিউসের কাছে তৃতীয় পত্র পাঠান।

যাঁরা সেই পত্র দেখতে পান, সেই বিশপ নেস্তরিউসের কাছে ও আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর বিশপদেরও কাছে পত্রটার মনোভাব অগ্রাহ্য হয় বৈকি। বাস্তবিকই বিশপ সিরিল আলেক্সান্দ্রিয়ার সমর্থিত খ্রিষ্টতত্ত্ব অধিক কড়াকড়ি ভাবে উপস্থাপন করার আগে বিশপ নেস্তরিউসকে তীব্র কথায় আক্রমণ করেন, 'আপনি গোটা মণ্ডলীরই পতনের কারণ হচ্ছেন এবং সেইখানে, সেই কনস্তান্তিনোপলিসে শুধু নয় বরং সর্বত্রই সব রকম মানুষদের মধ্যে নবীন ও অদ্ভুত ভ্রান্তমতের খামির অনুপ্রবেশ করিয়েছেন'। এবং একথা বলার পর তিনি বলে চলেন, 'চারদিকে সর্বত্রই আপনার কারণে মণ্ডলীগুলোকে সংক্ষুব্ধ, জনসমাবেশ পতনোন্মুখ, যথার্থ বিশ্বাস অস্বীকৃত ও পালকে বিক্ষিপ্ত বলে না দেখার ভান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়'। বিশপ সিরিলের বিবেচনায়, বিশপ নেস্তরিউস যে নিকেয়া-মহাসভার জারীকৃত বিশ্বাস-সূত্র স্বীকার করবেন, এমনটা এখন আর যথেষ্ট নয়; বরং বিশপ নেস্তরিউস এখন পর্যন্ত যা বলেছেন বা ভেবেছেন, তাঁকে এখন তা লিখিত আকারে সবই প্রত্যাখ্যান করতে হবে; আর শুধু তা নয়; রোমের প্রতিনিধি হিসাবে বলবান হয়ে বিশপ সিরিল বিশপ নেস্তরিউসকে দেখান তিনি কোথায় প্রকৃত ও যথার্থ খ্রিষ্টতত্ত্ব পাবেন; হ্যাঁ, তিনি তা পাবেন আলেক্সান্দ্রিয়া-মণ্ডলীর প্রেরিত সেই

পত্রগুলোতে যা ‘আমরা যথার্থ ও ভ্রান্তিমুক্ত বলে গণ্য করি’: এক কথায়, বিশপ নেস্তরিউস ‘যথার্থ ও ভ্রান্তিমুক্ত’ খ্রিষ্টতত্ত্ব বিশপ সিরিলের প্রেরিত দ্বিতীয় পত্রেই পাবেন। তাই রোমের ‘হালকা’ দলিল বিশপ সিরিলের হাতে তাঁর নিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পরিণত হয়ে বিশপ নেস্তরিউসের কাছে শুধু নয়, আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর বিশপদের কাছেও অসহ্য হয়। তাছাড়া, আন্তিওখিয়ার সেই বিশপগণ বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বে যথার্থ বিশ্বাসের বিরোধী তত্ত্ব পান। যাই হোক না কেন, বিশপ সিরিল এতে তুষ্ট না হয়ে নিজের তৃতীয় পত্রে বারোটা দফা যোগ করেন যা তাঁর মতে অবশ্যপালনীয়: এক একটা দফার শেষ উক্তি হল: যে কেউ তা মেনে নেয় না, সে ‘আনাথেমা’ হোক অর্থাৎ মণ্ডলীর একতা থেকে বিচ্ছিন্ন হোক। বিশপ সিরিলের এসমস্ত কিছু এমন তীব্র তর্কাতর্কি জাগায় যা প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই বিশপকেও অতিক্রম করে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে এবিষয়ে বিশপ সিরিল আত্মপক্ষসমর্থন মূলক তিনটে পুস্তক লিখতে নিজেকে বাধ্য মনে করেন।

বিশপ সিরিলের এ তৃতীয় পত্র ও সেই ‘দ্বাদশ আনাথেমা’ দফা মিশরের দু’জন বিশপ দ্বারা ৩০শে নভেম্বর ৪৩০ সালে, বিশপ নেস্তরিউসের উদ্‌যাপিত এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানের পর পরেই কনস্তান্তিনোপলিসের মহাগির্জার বেদিতে রাখা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সম্রাট একটা মহাসভা আহ্বান করেছিলেন যা পরবর্তী সালে অর্থাৎ ৪৩১ সালে এফেসসে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে সম্মিলিত হওয়ার কথা।

এফেসস মহাসভা (৪৩১)

মহাসভা ২২শে জুন ৪৩১ সালে এফেসসে শুরু হয়, কিন্তু আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর বিশপগণ তখনও এসে পৌঁছননি এমন সময় সম্রাটের প্রতিনিধির অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিশপ সিরিল উপস্থিত বিশপদের সম্মিলিত করে সেই একটা দিনের মধ্যে, বিশপ নেস্তরিউসের অনুপস্থিতিতে, তাঁকে মণ্ডলীচ্যুত ও কনস্তান্তিনোপলিস ধর্মাসন থেকে পদচ্যুত বলে ঘোষণা করেন। অথচ বিশপ নেস্তরিউস এফেসসে ছিলেন, এমনকি যে গির্জায় মহাসভা চলছিল তিনি সেই গির্জার কাছাকাছি একটা প্রাসাদে অপেক্ষা করছিলেন যেহেতু আন্তিওখিয়ার বিশপদের অনুপস্থিতিতে তিনি এমন সভায় যোগ দিতে ইচ্ছুক নন যে সভার সভাপতি বিশপ সিরিল ও যার সদস্য হিসাবে বিশপ সিরিল পন্থী বিশপগণ ছাড়া অন্য কেউই ছিলেন না। তাছাড়া এফেসসের বিশপ মেম্নন ইতিমধ্যে এটা রটিয়ে যে, বিশপ নেস্তরিউস পবিত্রা কুমারীকে ঈশ্বরজননী নামে সম্মানিত না করায় তাঁকে

অপমান করছিলেন, শহরবাসীদের মন বিশপ নেস্তরিউসের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলেন । যাই হোক, পদচ্যুতি পত্র সেই একই দিনে, সন্ধ্যাবেলায়, বিশপ নেস্তরিউসকে জানানো হয়: তাতে শহরবাসীরা পবিত্রা কুমারীর অপমানকারীর বিচ্যুতির কথা শুনে আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু সম্রাটের প্রতিনিধি খবরটা পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিশপদের সিদ্ধান্ত শূন্য বলে ঘোষণা করেন এবং সম্রাট নিজেও নিজের প্রতিনিধির বিবরণী পড়ে সেই দিনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। ইতিমধ্যে, ২৬শে জুনে, আন্তিওখিয়ার বিশপগণ এসে পৌঁছন। এসমস্ত বিষয়ে একেবারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁরা সমবেত হয়ে বিশপ সিরিলকে ও বিশপ মেম্ননকে যে যার ধর্মাসন থেকে বিচ্যুত বলে ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তও সম্রাটের কাছে পাঠানো হয়। অবশেষে, ৯ই জুলাইতে পোপ কেলেস্তিনুসের প্রতিনিধিগণও এফেসসে এসে পৌঁছন: তাঁদের নির্দেশ করা হয়েছিল, তাঁরা বিশপ সিরিলের সভা-পরিচালনা মেনে নেবেন ও বিশ্বমণ্ডলীর দ্বিতীয় ধর্মাসন হিসাবে আলেক্সান্দ্রিয়া ধর্মাসনের মর্যাদা রক্ষা করবেন; সেই অনুসারে তাঁরা পরদিন সভায় আসন নিয়ে সেই ২২শে জুনের সভার দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, ও পরদিনে, ১১ই জুনে, সভার অধিবেশন উদ্বোধন কালে, ২২শে জুনে জারীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ বৈধ বলে ঘোষণা করেন ও বিশপ নেস্তরিউসের বিরুদ্ধে গৃহীত মণ্ডলীচ্যুতি ও পদচ্যুতি ক্ষেত্রে সম্মতি জানান।

এসমস্ত কিছুর পরে বিশপ সিরিলের একমাত্র বিপক্ষ দল হলেন শুধুমাত্র আন্তিওখিয়ার সেই বিশপগণ। সেই ২২শে জুনের অধিবেশনে তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে ব্যবহার ক'রে তিনি, আন্তিওখিয়ার বিশপগণ তাঁকে যে আপোল্লিনারিউস-ভ্রান্তমতপন্থী বলে অভিযুক্ত করছিলেন, নিজের পক্ষপাতী বিশপদের সমবেত করে সেই অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন ও উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে যথার্থ ধর্মশিক্ষার অধিকারী বলে স্বীকৃতি পান ও সেইসঙ্গে আন্তিওখিয়ার বিশপদের মণ্ডলীচ্যুতি দণ্ডাজ্ঞাও পান।

তেমন অবস্থা-পরিস্থিতিতে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব যিনি, সেই সম্রাট এলোমেলো দণ্ডাজ্ঞার সম্মুখীন হয়ে সিদ্ধান্ত নেন, বিশপ নেস্তরিউস, বিশপ সিরিল ও বিশপ মেম্নন যে যার ধর্মাসন থেকে পদচ্যুত হোন ও তিনজনকেই গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হোক, এবং উভয় পক্ষের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকেন ও এ নতুন সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন যা অনুসারে উভয় পক্ষের একটা প্রতিনিধি দল খাল্কেদোনে স্থিত রাজপ্রাসাদে এলে তাঁর নিজের সাক্ষাতে গোটা ব্যাপারটা

নূতন করে আলোচিত হোক; কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় না। ইতিমধ্যে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনগুলোতে, বিশপ নেস্তরিউস এফেসস থেকে চলে যাবার অনুমতি পেয়ে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে নিজেকে নির্বাসিত করে আন্তিওখিয়ার একটা মঠে আশ্রয় নেন।

খাল্কেদোনের পঞ্চম সার্বিক অধিবেশনে ব্যাপারটা যেভাবে শুরুতে ছিল সেইভাবে রইল: তখনও বিশপ সিরিল ও বিশপ মেম্নন গৃহবন্দি অবস্থায় রয়েছেন ও উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দল একসাথে বসতে সম্মত নন; এর ফলে আর কোন কূলকিনারা না থাকায় সম্রাট মহাসভা স্থগিত করে এক্ষেত্রে ভাবী অগ্রগতির অপেক্ষায় সকল বিশপকে যে যাঁর স্থানে ফিরিয়ে পাঠান। এবং বিশপ সিরিল ও বিশপ মেম্ননকে মুক্ত করে দিয়ে নিজ নিজ ধর্মাসনে ফিরে যেতে অনুমতি প্রদান করেন।

তাতে এসমস্ত কিছুর প্রকৃত ও একমাত্র বিজয়ী হলেন বিশপ সিরিল বটে; কিন্তু তবুও ব্যাপারটা আদৌ সমাপ্ত নয়; এর প্রমাণ এটা যে, সেই একই ৪৩১ সালে আন্তিওখিয়ার বিশপদের সঙ্গে তাঁর নতুন সংঘর্ষ হয়: তা এমন সংঘর্ষ যা বিশপ নেস্তরিউসের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের চেয়ে আরও বেশি কঠিন।

এফেসস মহাসভার পরবর্তীকাল (৪৩১-৪৪৪)

আন্তিওখিয়ার বিশপ জন ও কিরোস মণ্ডলীর নাম-করা ঐশতত্ত্ববিদ বিশপ থেওদোরেতুস দ্বারা চালিত হয়ে আন্তিওখিয়ার বিশপগণ উপরোক্ত ধর্মতাত্ত্বিক বিবাদ সমাপ্ত বলে গণ্য করেন না। প্রকৃতপক্ষে, বিশপ নেস্তরিউসের খ্রিষ্টতত্ত্ব আন্তিওখিয়ার ঐতিহ্যগত গবেষণায়ই রোপিত ছিল, এজন্য বিশপ নেস্তরিউসের পদচ্যুতি ও নির্বাসনের ফলে যে মণ্ডলীগুলোর মধ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, তা ভাবাও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সেই বিশপগণ বিশপ সিরিলের উপস্থাপিত খ্রিষ্টতত্ত্ব, বিশেষভাবে সেই দ্বাদশ 'আনাথেমা' দফা মেনে নিতে সম্মত নন যেহেতু তাঁদের মতে সেই ধর্মতত্ত্ব আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত দ্বারা দূষিত ও তাঁদের নিজেদের সমর্থিত খ্রিষ্টতত্ত্বের বিরোধী তত্ত্ব। অন্য দিকে বিশপ সিরিলও এবিষয়ে সচেতন যে, তাঁর প্রতি সম্রাটের সমর্থনও মণ্ডলীগুলোর মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপনেই জড়িত হওয়ায় তাঁর পক্ষে আন্তিওখিয়ার বিশপদের সঙ্গে আপস-মিমাংসায় আসা একান্ত প্রয়োজন।

দু' বছর কেটে যায়; অবশেষে ৪৩৩ সালে, এপ্রিল মাসে, বিশপ সিরিল ও আন্তিওখিয়ার বিশপ জন 'পুনর্মিলন-সূত্র' বলে পরিচিত এমন দলিল স্বাক্ষরিত করেন যা

অনুসারে দুই পক্ষ যে যার খ্রিষ্টতত্ত্ব এমন ভাবে সংশোধন করে যাতে সেই খ্রিষ্টতত্ত্ব উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়; অর্থাৎ উভয় পক্ষ নিজ নিজ ক'টা চরম দাবি প্রত্যাহার করে।

তাতে মণ্ডলীগুলোর মধ্যে এক প্রকার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; এবং যদিও সময় সময় নতুন নতুন সমস্যা গজিয়ে ওঠে, তবু সম্রাট দ্বিতীয় থেওদোসিউস ব্যাপারটা মিটিয়ে দেন।

বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্ব

বিশপ সিরিলের লেখার সংখ্যা অগণন বলা চলে; সেটার মধ্যে তাঁর খ্রিষ্টতাত্ত্বিক গবেষণাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যেহেতু বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণের মধ্যে প্রভু যিশুর মনুষ্যত্ব-ধারণ সংক্রান্ত গবেষণা ক্ষেত্রে তিনিই প্রাধান্যের অধিকারী। এজন্য বিষয়টা মনোযোগের যোগ্য।

আরও, নিজের ধর্মতাত্ত্বিক লেখায় বিশপ সিরিল এমন শব্দগুলো ব্যবহার করেন যা সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য কিছুটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

শব্দার্থ

• **'ব্যবস্থা', 'পরম্পরাগত শিক্ষা' ও 'থেওলোগিয়া' :** সাধু পল এমন **রহস্য-ব্যবস্থার** কথা উল্লেখ করেন যা আদি থেকে স্রষ্টা ঈশ্বরে গুপ্ত ছিল ও যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে কল্পনা করেছিলেন (এফে ৩:৯ দ্রঃ)। **'ব্যবস্থা'** শব্দটা (গ্রীক ভাষায় οἰκονομία, ওইকোনমিয়া) খ্রিষ্টের মুক্তিদায়ী মনুষ্যত্বধারণ-রহস্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং, সেই **'ব্যবস্থাই'** হলো খ্রিষ্টবিশ্বসীদের সেই মূখ্য বিষয় যা তাদের জীবন ও প্রচারকর্ম চিহ্নিত করে; ঈশ্বরের তেমন রহস্য-ব্যবস্থা না থাকলে বাকি সবকিছু তথা জীবন ও প্রচারকর্মও আর থাকে না।

সাধু পল এমন **'পরম্পরাগত শিক্ষাও'** (παραδόσεις, পারাদোসেইস) উল্লেখ করেন (১ করি ১১:২) যা মন্ডলীতে সম্প্রদান করা হয় যাতে বিশ্বাসীগণ খ্রিষ্টবিশ্বাসের বিষয়াদি যথার্থ ভাবে শিখতে পারে ও খ্রিষ্টীয় নীতি অনুসারে চলতে পারে। বলা বাহুল্য, পরম্পরাগত শিক্ষার মূল উৎস হলো উপরোল্লিখিত 'রহস্য-ব্যবস্থা'।

- **‘হিপোস্তাসিস’** (ὑπόστασις) ও **‘প্রসোপোন’** (πρόσωπον): বিশপ সিরিলের আগে ঈশ্বরত্ব তিনটে **‘হিপোস্তাসিসে’** অর্থাৎ তিন প্রকার **অস্তিত্বশীলতা** অনুসারে **অস্তিত্বশীল** বলে উপস্থাপিত ছিলেন। তাতে ত্রিত্ব হিসাবে এক-ঈশ্বর যিনি, তিনি সর্বদাই পিতা-হিপোস্তাসিস, পুত্র-হিপোস্তাসিস, ও পবিত্র আত্মা-হিপোস্তাসিসে অস্তিত্বশীল। ‘হিপোস্তাসিস’ শব্দটা ত্রিত্বতত্ত্বে এখনও ব্যবহৃত যেমন, যিশু খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যকার একত্রীকরণ ‘καθ’ ὑπόστασιν’ (কাথ্ হিপোস্তাসিন) অর্থাৎ ‘হিপোস্তাসিস অনুযায়ী’ একত্রীকরণ বলে অভিহিত।

অন্যদিকে, প্রাচীনকালে, ‘প্রসোপোন’ (πρόσωπον) গ্রীক শব্দটার প্রাথমিক অর্থ প্রকৃতপক্ষে ছিল ‘মুখোশ’ বা মানুষের ‘চেহারা’; কিন্তু কালক্রমে শব্দটা ‘ব্যক্তি’ বা ‘ব্যক্তিত্ব’ অর্থও গ্রহণ করে। ৫ম শতাব্দীতে, অর্থাৎ বিশপ সিরিল ও বিশপ নেস্তরিউসের খ্রিষ্টতাত্ত্বিক বিবাদে, আন্তিওখিয়া মণ্ডলী ও বিশপ নেস্তরিউস এ শব্দ দ্বারা খ্রিষ্টের দু’টো স্বরূপের একত্রীকরণ নির্দেশ করেন; কিন্তু বিশপ সিরিল শব্দটা অতিরিক্ত হলকা মনে করে তা আদৌ পছন্দ করেন না; সেটার স্থানে তিনি **‘হিপোস্তাসিস’** শব্দটাই উপযোগী শব্দ বলে মনে করেন। আরও, তিনি ‘হিপোস্তাসিস’ ও ‘প্রসোপোন’ শব্দ দু’টো একপ্রকারে **‘স্বরূপ’** শব্দের সমার্থক শব্দ বলে গণ্য করেন। এর ফলে, যখন দুই পক্ষ এ শব্দ তিনটে আলাদা অর্থ অনুসারে ব্যবহার করেন, তখন তাঁদের মধ্য যে বিবাদ দেখা দেবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

- ‘একত্ব’ (ἑνότης, হেনোতেস), ‘একত্রীকরণ’ (ἕνωσις, হেনোসিস), ‘একত্রিত হওয়া’ (ἑνοῦσθαι, এনুস্থাই): বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বে এ গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো নিচে বিস্তারিত ভাবে করা হবে।

- এ পুস্তকে যা ‘আনাথেমা’ (ἀνάθεμα) বলে অনূদিত (ও যা বাইবেলে সাধারণত ‘বিনাশ-মানতের বস্তু’ বলে অনূদিত, যেমন যাত্রা ২২:১৯; রো ৯:৩ ইত্যাদি পদ), তা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ২য় শতাব্দী থেকে এমন নিন্দনীয় ঈশ্বরনিন্দা বা অপব্যাখ্যা বোঝায় যা সেটার সমর্থনকারী ব্যক্তিকে মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে; আরও, একজন ব্যক্তিও ‘আনাথেমা’ বলে চিহ্নিত হতে পারে সেই একই অর্থ অনুসারে যে, সে মণ্ডলী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, অথবা, মণ্ডলী তাকে মণ্ডলীচ্ছ্যুত করেছে।

১। ৪২৮ সালের আগেকার খ্রিষ্টতত্ত্ব

৫ম শতাব্দীর শুরুতে, আলেক্সান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টতত্ত্ব ছিল λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্‌ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণি ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্ব, যা অনুসারে, যেহেতু একক খ্রিষ্টের কার্যকারিতার সত্যকার একমাত্র উৎস হলেন স্বয়ং লোগোস-বাণী, সেজন্য কেবল সেই লোগোস-বাণীই খ্রিষ্টের মাংসের উপরে প্রকৃত ও ক্রিয়াশীল কার্যকারিতা রাখেন। আলেক্সান্দ্রিয়ায়, বিশপ সিরিলের পূর্বসূরী বিশগণ, বিশেষভাবে বিশপ সাধু আথানাসিউস, এ শ্রেণি খ্রিষ্টতত্ত্বই সমর্থন করে এসেছিলেন, ফলত বিশপ সিরিলের ধর্মতাত্ত্বিক গঠনও এ খ্রিষ্টতত্ত্বে রোপিত ছিল। তাই যখন এমনটা দেখা যায় যে, বিশপ সিরিল নিজের আধ্যাত্মিক গুরু সাধু আথানাসিউসের ধর্মশিক্ষা প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই পালন করেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

সুতরাং, যেহেতু বিশপ সিরিল নিজের খ্রিষ্টতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্‌ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণি গ্রহণ করে থাকেন, সেজন্য তিনি খ্রিষ্টের একত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষ হিসাবে খ্রিষ্টের একত্ব প্রমাণিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না; কেননা, যখন যিনি খ্রিষ্টের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন তিনি হলেন সেই লোগোস-বাণী, তখন এটা দাঁড়ায় যে, মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীতে একটামাত্র স্বরূপ বা হিপোস্তাসিস রয়েছে (বিশপ সিরিল ‘স্বরূপ’ ও ‘হিপোস্তাসিস’ শব্দ দু’টো সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন যার অর্থ হল, নিজের বাস্তব ক্ষেত্রে অস্তিত্বশীল এক ব্যক্তিত্ব)। অন্যদিকে, যেমন আগেকার বিশপ আথানাসিউস, তেমনি এখন বিশপ সিরিলও প্রধানত আরিউসপন্থীদের বিরুদ্ধে লোগোস-বাণীর অপরিবর্তনশীলতা ও ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করতে ব্যস্ত। অন্যদিকে, আপোল্লিনারিউসের যে ভ্রান্তমত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, সেটা খণ্ডন করতে তিনি তত ব্যস্ত নন; বাস্তবিকই, আরিউস ও আপোল্লিনারিউসের পন্থীরা খ্রিষ্ট সম্পর্কে যে ভ্রান্ততত্ত্ব সমর্থন করত তথা লোগোস-বাণীই যে খ্রিষ্টের প্রাণ, তা তিনি খণ্ডন করতে ব্যস্ত নন। এক্ষেত্রে, তাঁর ধর্মগুরু সাধু আথানাসিউসের বৈষম্যে, তিনি খ্রিষ্টে বিরাজিত একটা যুক্তিসম্পন্ন মানবীয় প্রাণ মেনে নেন, ও তেমনটা করায় আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত থেকে নিজেকে মুক্ত করেন ও আপন ধর্মগুরুর চেয়ে খ্রিষ্টতত্ত্ব-গবেষণায় অগ্রসর হন।

তবে, যেইভাবে বলা হয়েছে সেই অনুসারে বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লোগোস-বাণীর ঈশ্বরত্ব ও অপরিবর্তনশীলতা: এ এমন বৈশিষ্ট্য যা তাঁর

ধর্মগুরু সাধু আথানাসিউসের এই বাক্যেই ব্যক্ত, তথা, 'লোগোস-বাণী মানুষ হলেন, তিনি যে মানবে প্রবেশ করলেন এমন নয়'। এই বাক্যের জোরে বিশপ সিরিল খ্রিস্টে লোগোস-বাণী ও মাংসের মধ্যে এমন অপরিমেয় দূরত্ব দেখেন যা সেই লোগোস-বাণী ও মাংসের সিদ্ধ একত্রীকরণ দ্বারাও পূরণ করা সম্ভব নয়। ফলত, 'খ্রিষ্ট স্বরূপে ঈশ্বর' সূত্রটা হয়ে ওঠে বিশপ সিরিলের অবিরাম ঘোষিত সূত্র, ও ঠিক এ সূত্রই হল তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্বের মূল বিষয়। অবশ্যই, তাঁর বিপক্ষ যারা, তারা তাঁর সেই 'খ্রিষ্ট স্বরূপে ঈশ্বর' সূত্রে আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতের মত সদৃশ ভ্রান্তমত লক্ষ করে যার ফলে যে কেউ 'খ্রিষ্ট স্বরূপে ঈশ্বর' বলে, সে প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টের মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করে।

কিন্তু বিশপ সিরিল খ্রিস্টের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করতে আদৌ সম্মত নন, এমনকি যখন তিনি 'দেহ' বা 'মাংস' শব্দ ব্যবহার করেন, তখনও দেহবিশিষ্ট ও প্রাণ-বিশিষ্ট মনুষ্যত্বকেই নির্দেশ করেন, এর ফলে তাঁর ধারণায় খ্রিস্টের দেহ সত্যকার এমন দেহ যা যন্ত্রণাভোগ করতে ও মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম, অর্থাৎ, পাপের কথা বাদে খ্রিষ্ট সবদিক দিয়েই মানুষদের সমান। কিন্তু খ্রিস্টের এই মনুষ্যত্বকে তিনি 'স্বরূপ' বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে সম্মত নন, যার ফলে তাঁর মতে খ্রিস্টে মানব-স্বরূপ বলতে কিছুই নেই: মনুষ্যত্ব তাঁরই মনুষ্যত্ব ঠিকই, কিন্তু খ্রিষ্ট যেমন স্বরূপে ঈশ্বর, তেমনিই যে স্বরূপে মানুষও, একথা বিশপ সিরিল মানেন না। এক্ষেত্রে তিনি অধিক স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, খ্রিষ্ট মানুষের চেয়ে আরও বেশি সত্যকার ঈশ্বর।

কিন্তু তাঁর একথার অর্থ এ নয় যে, তিনি খ্রিষ্ট ও তাঁর মাংসের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেন; বাস্তবিকই তিনি ঘোষণা করেন, 'ধারণ-করা মাংস খ্রিস্টের চেয়ে অন্য কিছু এমন নয়, বরং সেই মাংস তাঁরই স্বীয় মাংস'। তাঁর মতে যদিও তাঁর মনুষ্যত্ব স্বরূপে তাঁর স্বীয় নয়, তথাপি 'যে মাংস তাঁর ঐশ্বরিক সত্তা থেকে একেবারে দূরে ছিল, তিনি সেই মাংসকে একেবারে আপন করে তুলেছেন'। তাঁর গুরু সাধু আথানাসিউস থেকে নেওয়া সূত্র অনুসারে তিনি দেহকে লোগোস-বাণীর স্বীয় দেহ বলে গণ্য করেন যদিও সেই দেহ, স্বরূপে, লোগোস-বাণীর দেহ নয়। সেই দেহ তা-ই, যা লোগোস-বাণী 'পরিধান করলেন', লোগোস-বাণী সেই দেহে 'বসবাস করলেন': সেই দেহ হল 'লোগোস-বাণীর পবিত্রধাম'। লক্ষণীয় বিষয়: বিশপ সিরিলের ভাষায় 'খ্রিষ্ট' ও 'লোগোস-বাণী' শব্দদ্বয় একই অর্থ বহন করে কেননা তেমনটা বলায় তিনি মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীকেই নির্দেশ করেন যেহেতু খ্রিষ্ট স্বরূপেই মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণী; এবং এটাই তাঁর

মূলতত্ত্ব যার জোরে তিনি ঘোষণা করেন, খ্রিষ্ট হলেন ‘লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মানুষ-হওয়া একমাত্র স্বরূপ’।

সুতরাং, লোগোস-বাণী মাংসকে নিজেরই মাংস করলেন, এধারণার উপর জোর দেওয়ার পর বিশপ সিরিল খ্রিষ্টের এ বিষয় দু’টোর মধ্যকার সম্পর্কের কথা ভাবেন: যেহেতু তাঁর ধারণা অনুসারে এটা সন্দেহের অতীত যে খ্রিষ্ট ও মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণী এক, সেজন্য খ্রিষ্ট সংক্রান্ত অন্য তাত্ত্বিক বিষয়ে সময় নষ্ট না করে তিনি লোগোস-বাণী ও তাঁর মাংসের মধ্যকার নানা সম্পর্ক চিহ্নিত করবেন বলে মনস্থ করেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, তিনি ‘দেহ’ শব্দ ছাড়া ‘মনুষ্যত্ব’ ও ‘মানব স্বরূপ’ শব্দ দু’টোও ‘মাংস’ এর সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন; এবং যেহেতু তিনি λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণি ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্বকে কেন্দ্র করেই নিজের গবেষণায় অগ্রসর হন, সেজন্য ‘মনুষ্যত্বধারণ’ রহস্যকে নিজের মাংসের সঙ্গে লোগোস-বাণীর ‘একত্রীকরণ’, ‘সাক্ষাৎ’, ‘বন্ধন’ বা ‘সম্পর্ক’ বলে গণ্য করেন: অবশ্যই এই মাংস অবাস্তব নয় অর্থাৎ এই মাংস কেবল দেখতেই যে মাংস তা নয় বরং তা প্রকৃতই মাংস হওয়ায় সেটাকে হতে হবে ভঙ্গুর, দুর্বল ও যন্ত্রণাভোগ করতে ও মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম। কিন্তু লোগোস-বাণীরই মাংস বলে সেই মাংস লোগোস-বাণীর সঙ্গে চিরকাল ধরে অবস্থান ক’রে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ করার সক্ষমতাও রাখে; তবু এবিষয়ে একথা স্পষ্ট হওয়া চাই যে, সেই একত্রীকরণ, যৌথ সহযোগিতা ও সাক্ষাৎ, লোগোস-বাণীর ও মাংসের নয় বরং মাংসের সঙ্গে লোগোস-বাণীরই একত্রীকরণ, যৌথ সহযোগিতা ও সাক্ষাৎ, অর্থাৎ, যেহেতু ‘বাণীই হলেন মাংস’, সেজন্য এসব কিছুতে বাণীই প্রাধান্য রাখেন: তিনিই সেই মাংসকে নিজের মাংস করেন, তিনিই যৌথ সহযোগিতায় প্রাধান্য রাখেন ও তিনিই মাংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এর উল্টো নয়। সুতরাং লোগোস-বাণীকে ও মাংসকে একই পর্যায়ে রাখা হয় না। এর ফলে বিশপ সিরিলের এসমস্ত উদাহরণ এমন যা দ্বারা তিনি নানা ভাবে মাংসধারণ রহস্যকে ঘোষণা করেন। এবং যখন এমনটা মনে হতে পারে, তিনি লোগোস-বাণী ও মাংস স্বতন্ত্র দু’টো বিষয় বলে উপস্থাপন করেন, তখনও, সবসময়ই, তিনি লোগোস-বাণীর আপন মাংস সহ অনন্য সেই লোগোস-বাণীকেই নির্দেশ করেন; শুধু এই অর্থ অনুসারেই খ্রিষ্ট একই সময়ে ঈশ্বর ও মানুষ; অর্থাৎ, মনুষ্যত্ব-ধারণের পরে খ্রিষ্ট একেবারে অবিচ্ছেদ্য।

কিন্তু তবুও এক্ষেত্রে বিশপ সিরিল নিজেই এটা অনুভব করেন যে, যদি খ্রিষ্টের একত্বের উপরে (অর্থাৎ মাংসধারণের পরেও লোগোস-বাণীরই প্রাধান্যের উপরে)

অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়, তাহলে খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের ভূমিকা হ্রাস পায়, এর ফলে খ্রিষ্টের পরিত্রাণকর্মও কেমন যেন অর্থশূন্য হবে, কেননা মনুষ্যত্ব ও যন্ত্রণাভোগ একেবারে প্রকৃত না হলে তবে মনুষ্যত্বের অর্থাৎ মানবজাতিরই পরিত্রাণ অর্থশূন্য হবে। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য তিনি লোগোস-বাণী ও মাংসের মধ্যে একটা 'তাত্ত্বিক' ব্যবধান ধরে নেন যাতে লোগোস-বাণী ও মাংসের স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারেন, কিন্তু তেমন তাত্ত্বিক-মাত্র ব্যবধান রাখার পরে তিনি সাথে সাথে 'আসল' তত্ত্ব ঘোষণা করে বলেন, খ্রিষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব থেকে মনুষ্যত্বকে ছিন্ন করা আর সম্ভব নয়, কেননা খ্রিষ্ট বলতে মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণী বোঝায়। এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে, কেনই বা বিশপ সিরিল লোগোস-বাণী ও মাংসের মধ্যে একটা 'তাত্ত্বিক' ব্যবধান ধরে নেন? কারণ, মাংসের কথা আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মনুষ্যত্বের যন্ত্রণা-সাপেক্ষতাই তুলে ধরতে অভিপ্রায় করেন, যাতে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব সত্যকার মনুষ্যত্ব। কেননা সেই দেহ বা মাংস লোগোস-বাণীরই স্বীয় কিছু না হলে তবে কোন পরিত্রাণ হয়নি; এটাই সেই কারণ যার জন্য তিনি সেই 'তাত্ত্বিক' ব্যবধান ধরে নেন।

তবে লোগোস-বাণীর মনুষ্যত্বধারণ অর্থাৎ বাণী যে মাংস হলেন তা মানব-পরিত্রাণ সাধ্য করে তোলে। এই অনুসারে খ্রিষ্ট হয়ে ওঠেন সেই দ্বিতীয় আদম যাঁর দ্বারা ঈশ্বর নবসৃষ্টি সাধন করেন ও মানুষকে বিনামূল্যেই ঐশপুত্রত্বের অংশী হবার সুযোগ দান করেন। খ্রিষ্টের তেমন পরিত্রাণকর্ম এজন্যই সম্ভব যে, যিনি প্রথম সৃষ্টিকর্মের মাধ্যম হয়েছিলেন, সেই লোগোস-বাণী কুমারী থেকে এমন দেহ আপন করে নিলেন যা আমাদের দেহের সমান দেহ, এবং যেহেতু সেই নেওয়া দেহ যন্ত্রণাভোগ করতে সমর্থ ছিল সেজন্য দেহের সেই যন্ত্রণাভোগ দ্বারা লোগোস-বাণী মানবজাতির অবক্ষয় শেষ করে দিলেন। এজন্য বিশপ সিরিল ঘোষণা করতে পারেন, মানবজাতির পরিত্রাণকর্ম সিদ্ধ হয়েছে কারণ লোগোস-বাণী এমন প্রকৃত মাংস ধারণ করেছেন যা যন্ত্রণাভোগ করতে ও মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম; হ্যাঁ, সেই মাংস যদি লোগোস-বাণী থেকে অন্য কিছু হত অর্থাৎ সেই মাংস যদি লোগোস-বাণীর স্বীয় মাংস না হত তবে কোন পরিত্রাণ হত না। বাস্তবিকই অন্য একটা লেখায় বিশপ সিরিল পরিত্রাণের কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি আমাদের মানব-বৈশিষ্ট্যে নিজেকে নমিত করেন ও নিজের ঐশবৈশিষ্ট্যে আমাদের উত্তোলন করেন'। এবং এজন্য বিশপ সিরিল সেই 'যৌথ

সহযোগিতা'র কথা বলেন যা অনুসারে খ্রিষ্টের মধ্যে মানব ও ঐশ্বরিক বাস্তবতাদ্বয় একসাথে কার্যকর হল।

কিন্তু তবুও লোগোস-বাণী খ্রিষ্টের একমাত্র সক্রিয় বিষয় হয়ে থাকলেন: অর্থাৎ খ্রিষ্ট প্রকৃত মানুষ হয়েও তবু ঈশ্বর, অর্থাৎ, যেইভাবে উপরে বলা হয়েছে, যিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ, সেই খ্রিষ্টের মধ্যে লোগোস-বাণী-ঈশ্বরই প্রাধান্য রাখেন।

২। ৪২৮ সালের পরের খ্রিষ্টতত্ত্ব

যিনি ৪২৮ সালে কনস্তান্তিনোপলিস মণ্ডলীর বিশপ পদে নিযুক্ত হন, সেই বিশপ নেস্তরিউসের প্রচার বিশপ সিরিলকে নিজের খ্রিষ্টতত্ত্ব মূল্যায়ন করতে বাধ্য করে। কেননা বিশপ নেস্তরিউস আলাদা দু'টো খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে দাঁড়াবার ফলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ বিবাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী সেই কনস্তান্তিনোপলিসে নানা ভ্রান্তমতের অনুসারী (আপোল্লিনারিউস, ফতিনুস, সামোসাতার পলের অনুসারীরা) বসবাস করত যারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করত। সেই অনুসারে, আপোল্লিনারিউস-পন্থীরা বিশপ সিরিলের মত λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্‌ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণি ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্ব সমর্থন করত, কিন্তু খ্রিষ্টের মধ্যে লোগোস-বাণীর প্রাধান্যের উপরে এতই চাপ দিচ্ছিল যে, তারা ঈশ্বরের পুত্রকেই খ্রিষ্টের প্রকৃত ও একমাত্র প্রাণ করে তুলেছিল; এইভাবে খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব অস্বীকার না করলেও তবু তাঁর মনুষ্যত্বের চেয়ে তাঁর ঈশ্বরত্বকেই বেশি প্রাধান্য দিত যার ফলে তাঁর মনুষ্যত্ব কেমন যেন হ্রাস পাচ্ছিল। তাদের বিপরীতে ফতিনুস ও সামোসাতার পলের অনুসারীরা খ্রিষ্টকে সাধারণ এমন একটা মানুষ বলে গণ্য করত যিনি ঈশ্বর দ্বারা দত্তক পেয়েছিলেন ও ঈশ্বরের বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন; এর ফলে এরা খ্রিষ্টের মানবীয় দিকের উপরে এতই চাপ দিত যার ফলে, তাদের মতে, খ্রিষ্ট ছিলেন একটা সাধারণ মানুষ যার মধ্যে ঈশ্বরত্ব অবস্থান করছিলেন। এতে লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, দুই পক্ষ একই অভিপ্রায় দ্বারা প্রভাবিত ছিল তথা, লোগোস-বাণীর ঈশ্বরত্বকে ও তাঁর অপরিবর্তনশীলতাকে কোন একীভূতি বা মিশ্রণ থেকে রক্ষা করা। কিন্তু, খ্রিষ্টের দুই দিকের উপরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার ফলে এমনটা দাঁড়াত যে, তারা হয় তাঁর ঐশ্বরিক দিক, না হয় তাঁর মানবীয় দিক অস্বীকার করত।

এ দু'টো খ্রিষ্টতত্ত্বের দুর্বলতা সেই আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে পরিচিত ছিল যেখানে বিশপ নেস্তরিউসের ঐশতাত্ত্বিক গঠন হয়েছিল। এজন্য, এ দু'টো খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ে পরিচিত হওয়ায় বিশপ নেস্তরিউস মনে করেন, আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর ঐতিহ্যগত খ্রিষ্টতত্ত্বে অবলম্বন করে তিনি ব্যাপারটা সহজে মিটিয়ে দেবেন। সেই অনুসারে, আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর অন্যান্য তত্ত্ববিদদের সঙ্গে খ্রিষ্টের মধ্যকার একত্বের সমর্থক হলেও তিনি, সেই তত্ত্ববিদদের মত, এই সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন তথা, খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের মধ্যকার পার্থক্য বিশ্লেষণ করা। এতে তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তিনি 'ঈশ্বরবাহক মানুষ' বা 'খ্রিষ্টের মানুষ' (অর্থাৎ খ্রিষ্টে বিরাজমান যে মানুষ, সেই মানুষ) থেকে ঈশ্বরত্বকে স্পষ্টভাবে নির্ণয় করবেন যাতে লোগোস-বাণীর ঈশ্বরত্বের উপর মানবীয় কোন পরিবর্তন আরোপিত না হয়; অর্থাৎ তিনি খ্রিষ্টে বিরাজমান স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে যেকোন ধরনেরই একীভূতি এড়াতে চান। কেননা বিশপ নেস্তরিউস খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বকে খ্রিষ্টের এমন প্রকৃত ও স্বকীয় স্বরূপ গণ্য করতেন যা ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে সেই এক ও একই খ্রিষ্টকে জীবনময় করে তোলে। স্বরূপদ্বয়ের সেই একত্ব খ্রিষ্টের 'প্রসোপোনে' সিদ্ধি লাভ করে, কেননা সেখানে সত্তাময় একত্ব স্বরূপদ্বয়ের স্পষ্ট পার্থক্য দ্বারা দ্বন্দ্বের বিষয় হয় না। অন্যদিকে, স্বরূপদ্বয়ের একীভূতিকরণের ফলে বা স্বরূপদ্বয়ের একটার তথা, হয় মানবীয় স্বরূপের, না হয় ঐশ্বরিক স্বরূপের জোরপূর্বক দমনকরণের ফলে খ্রিষ্টের সাধিত পরিত্রাণকর্মকে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। যেমন একটা মানুষ, সেই প্রথম আদম, পাপ করেছে, তেমনি একটা মানুষ, দ্বিতীয় আদম সেই খ্রিষ্ট আমাদের ত্রাণ করেছেন: সুতরাং, যদি খ্রিষ্ট সত্যকার মানুষ না হতেন তাহলে কোন পরিত্রাণকর্ম সাধিত হত না। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশপ নেস্তরিউস খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব বিষয়ে ঘোষণা করতেন, 'ঐশ্বরিক অধিকারের মধ্যস্থ হিসাবে সেই খ্রিষ্টকেই আমি তাঁর ঈশ্বরত্বের সঙ্গে যুক্তভাবে উপাসনা করি'।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, কুমারী মারীয়াকে যে কোন্ উপাধি আরোপ করা উচিত, এই পর্যায়ে তা তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। এজন্য, আপোল্লিনারিউস পন্থীরা 'ঈশ্বরজননী' নাম সমর্থন করতে করতে ও ফতিনুস পন্থীরা 'মানবজননী' নাম সমর্থন করতে করতে যখন বিশপ নেস্তরিউস এই নাম দু'টোর মধ্যে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে, শাস্ত্র যা ব্যবহার করে সেই 'খ্রিষ্টজননী' নাম উপস্থাপন করেন, তখন, আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে বিশপ সিরিল চিৎকার করে বলেন, এটা 'গোটা মণ্ডলীরই পতনের কারণ' (নেস্তরিউসের কাছে বিশপ সিরিলের ৩য় পত্র দ্রঃ)। প্রকৃতপক্ষে সবাই অনুভব

করছিল, এটা কুমারী মারীয়াকে যে কোন্ সম্মানসূচক নাম আরোপণীয় সংক্রান্ত ব্যাপার তত নয়, বরং সেই নাম যে কোন্ খ্রিষ্টতত্ত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল, সেই খ্রিষ্টতত্ত্বই ছিল প্রকৃত ব্যাপার। কেননা প্রতিটি পক্ষ যে নাম কুমারী মারীয়াকে আরোপ করত, সেই নাম নির্দেশ করত এক একটা পক্ষ কোন্ খ্রিষ্টতত্ত্বের সমর্থক ছিল। তাই, যখন আপোল্লিনারিউস পন্থীরা পবিত্রা কুমারীকে 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করত, তখন তারা খ্রিষ্টের মধ্যে লোগোস-বাণীর ভূমিকার উপর প্রাধান্য দিচ্ছিল। একই প্রকারে, যখন ফতিনুস ও সামোসাতার পলের পন্থীরা পবিত্রা কুমারীকে 'মানবজননী' বলে অভিহিত করত, তখন এটা স্পষ্ট ছিল যে, তারা খ্রিষ্টের মানবীয় দিক লক্ষ করছিল। যখন বিশপ নেস্তরিউস 'ঈশ্বরজননী' নামটা প্রত্যাখ্যান না করেও তবু 'খ্রিষ্টজননী' নামটা পছন্দ করছিলেন, তখন এটা স্পষ্ট যে, তিনি সমস্যার এমন সমাধানের কথা ভাবছিলেন যা মানবীয় ও ঐশ্বরিক দিক দু'টোর মধ্যে একটা পার্থক্য দেখাবে ও খ্রিষ্টকে এমন ব্যক্তিত্ব বলে নির্দেশ করবে যে-ব্যক্তিত্ব সেই ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব যুক্ত করবে যা স্বরূপ পর্যায়ে সমান ভাবে উপস্থিত।

সুতরাং, পবিত্রা কুমারীকে যে কোন্ নাম আরোপণীয়, এব্যাপার প্রকাশ করে, খ্রিষ্টতত্ত্ব-সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। কেননা বিশপ সিরিল হোন, বিশপ নেস্তরিউস হোন, বা সেই খ্রিষ্টতত্ত্ব-বিবাদে জড়িত অন্যান্যরাই হোন, তাঁরা সবাই পালকীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারেই আচরণ করছিলেন, কেননা তাঁরা তাঁদের যত্নে ন্যস্ত ভক্তজনদের কাছে যথার্থ একটা পদ্ধতি দেবেন বলে অভিপ্রায় করছিলেন যেন সেই ভক্তজনেরা পরিত্রাণ-ব্যবস্থা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বাস্তবিকই বিশপ নেস্তরিউস ও বিশপ সিরিল এই এক ব্যাপারে একমত, তথা: খ্রিষ্টতত্ত্ব পরিত্রাণ-দৃষ্টিকোণ অনুসারেই পালনীয়। একই সময় এটাও স্পষ্ট যে, তাঁরা পরিত্রাণ বিষয় সম্পর্কে একেবারে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। যেমনটা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, বিশপ নেস্তরিউসের বিবেচনায় পরিত্রাণ তখনই মাত্র সম্ভাব্য যখন পরিত্রাণ-সাধক প্রকৃত একজন মানুষ: অবশ্যই সেই পরিত্রাণ-সাধক একজনমাত্র তথা পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞা সেই লোগোস-বাণী যাঁর ঈশ্বরত্ব তাঁর সাধিত মানবীয় কর্মের প্রয়োজনীয় প্রভাব ব্যবস্থা করেন।

বিশপ সিরিলও এটা সমর্থন করেন যে, পরিত্রাণ দ্বিতীয় আদম সেই খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়েই সাধিত, কেননা তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানই ঐশপরিত্রাণ ব্যবস্থা সিদ্ধ করে তোলে। কিন্তু, তাঁর বিশিষ্ট λόγος-σὰρξ (লোগোস-

সার্ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণি ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে তিনি একত্বকারী প্রকৃত ব্যক্তিত্ব হিসাবে লোগোস-বাণীকেই দেখেন, যেহেতু, যেভাবে বারবার বলা হয়েছে, সেই অনুসারে, যেহেতু খ্রিষ্ট বলতে মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীকে বোঝায়, সেজন্য পরিত্রাণকর্মের শুধু নয় কিন্তু সমস্ত কর্মকাণ্ডেরও প্রকৃত ব্যক্তিত্ব হলেন সেই লোগোস-বাণী। এদিকে বিশপ সিরিল এবিষয়ে একেবারে পরিষ্কার কথা বলেন, 'নিজের মাংস-সহ যিনি পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণী, আমরা তাঁকে একমাত্র খ্রিষ্ট বলে স্বীকার করি' (বিশপ সিরিলের ৩য় পত্র, ৪ দ্রঃ); 'এবং' শব্দের স্থানে ব্যবহৃত 'সহ' শব্দটাই দেখায় বিশপ নেস্তরিউসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশপ সিরিলের দৃষ্টিকোণ কত না দূরে রয়েছে। তথাপি এটাই লক্ষণীয় যে, বিশপ সিরিল তাঁর সমস্ত লেখার পলে পলে ঘোষণা করেন, খ্রিষ্টের মাংস সত্যকার মাংস, এমনকি, এমন মাংস যা যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রাণে প্রাণময়; নেস্তরিউসের কাছে তাঁর ২য় পত্রে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে পুনরায়, কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবেই, বলেন, 'আমরা এমনটা বলি না যে, লোগোস-বাণীর স্বরূপ রূপান্তরিত হয়ে মাংস হল; এও বলি না যে, সেই স্বরূপ প্রাণ ও দেহ-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হল, বরং এটা বলি যে, সেই লোগোস-বাণী 'হিপোস্তাসিস' অনুযায়ী যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন-প্রাণে-প্রাণময় মাংসকে অনির্বচনীয় ও ধারণাতীত ভাবে নিজেতে একত্রিত করে মানুষ হলেন'। অতএব, খ্রিষ্টের পরিত্রাণকর্মের ও তাঁর সমস্ত কর্মেরই প্রকৃত সাধক হলেন লোগোস-বাণী: তাঁর মাংস এমন মাংস যা যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রাণময়ই মাংস, কিন্তু তেমন মাংসও এমন যন্ত্ররূপেই মাত্র দাঁড়ায় যা লোগোস-বাণী, যা তাঁর নিজের নিজস্ব কর্ম, সেই পরিত্রাণকর্ম সিদ্ধ করণার্থে ব্যবহার করেন। এবং বিশপ নেস্তরিউসের কাছে ২য় পত্রে বিশপ সিরিল, উপরোল্লিখিত কথার পর পরে বলে চলেন, 'যা সত্যকার একত্বে যুক্ত হল সেই স্বরূপ দু'টো ভিন্ন হলেও, যা দ্বৈত তা থেকে একমাত্র খ্রিষ্ট ও পুত্রই উদ্ভূত হলেন'। এসমস্ত থেকে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, বিশপ সিরিল খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বকে তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক কিছু নয় কিন্তু সত্যকার ও বাস্তব কিছু বলে গণ্য করেন।

সুতরাং, যখন তিনি খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বকে একেবারে সিদ্ধতামণ্ডিতই মনুষ্যত্ব বলে গণ্য করেন (যেহেতু সেই দেহ প্রকৃত এমন দেহ যা যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট এমন প্রাণ-সম্পন্ন যে-প্রাণ কিন্তু লোগোস-বাণীর সঙ্গে একীভূত করতে নেই), তখন বিশপ সিরিলের পক্ষে দরকার আছে, তিনি এটা বুঝিয়ে দেবেন, সেই খ্রিষ্টে পরস্পর-বিরুদ্ধ সেই বাস্তবতা দু'টোর তথা ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের একত্রীকরণ কেমন করে সিদ্ধি লাভ করেছে; এমনকি, দরকার আছে, তিনি খ্রিষ্টের মানবীয় ও ঐশ্বরিক দিক দু'টোর মধ্যে মিশ্রণের মত কিছুও

প্রবেশ করতে দেবেন না, যাতে করে বোঝা যেতে পারে, খ্রিষ্টের মধ্যে মানবীয় বলতে কী কী রয়েছে ও ঐশ্বরিক বলতে কী কী রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি 'হিপোস্তাসিস অনুযায়ী' সূত্রটা উপস্থাপন করেন।

তিনি নিজের ধর্মগুরু সাধু আথানাসিউসের খ্রিষ্টতত্ত্বের সেই ভিত্তি থেকে শুরু করেন যা অনুসারে লোগোস-বাণী মনুষ্যত্ব ধারণ করায় লোগোস-বাণী নিজেই মানুষ হলেন; অতএব, লোগোস-বাণীই খ্রিষ্টের সমস্ত কর্মকাণ্ডের একমাত্র ও প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-প্রণেতা: যিশু মাংস-হওয়া সেই স্বয়ং লোগোস-বাণী ছাড়া অন্য কেউ নন; দ্বিতীয়ত, মনুষ্যত্ব-ধারণ এমন ঘটনা যাতে গোটা ত্রিত্বই সক্রিয়ভাবে সক্রিয়, এবং পবিত্রা কুমারীকে সেই ভূমিকা আরোপিত যা সমস্ত মাতাদের স্বীয় ভূমিকা তথা একটা পুত্রকে প্রসব করা। কিন্তু এই পুত্র সাধারণ একটা ছেলে নয়, তিনি বরং সেই লোগোস-বাণী যিনি পবিত্রা কুমারীতে ও পবিত্রা কুমারী থেকে জনিত হন। এর ফলে বিশপ সিরিল ঘোষণা করেন, তেমন প্রজনন গুণে পবিত্রা কুমারী যথার্থ ভাবেই 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিতা। তাই লোগোস-বাণী যে মনুষ্যত্ব আপন করে নিয়েছেন, সেই মনুষ্যত্ব অসম্ভব বা কাল্পনিক নয় বরং বাস্তব ও সত্যকার মনুষ্যত্ব। এইভাবে বিশপ সিরিল আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত একেবারে বাতিল করে দেন; এমনকি সেই ভ্রান্তমত এতেই একেবারে শূন্য হয়ে যায় কারণ বিশপ সিরিল ঘোষণা করেন, খ্রিষ্টে যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট একটা প্রাণ উপস্থিত। কিন্তু খ্রিষ্টের এই প্রাণের কথা ঘোষণা করার পর বিশপ সিরিল এবিষয়ে কোন ব্যাখ্যা কখনও উপস্থাপন করেন না।

যে ক্ষণে লোগোস-বাণী পূর্ণ মনুষ্যত্ব ধারণ করেছেন, সেই ক্ষণে তিনি আমাদের সঙ্গে সমসত্তাময় হয়েছেন, কিন্তু এসমস্ত কিছু এমন ভাবে ঘটেছে যে, তাঁর মধ্যে তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার কোন পরিবর্তন হয়নি, ও তিনি নিজের মধ্যে যা একত্রিত করেছেন, সেই মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের অক্ষুণ্ণতা বিনষ্ট বা রূপান্তরিত করেননি। তাই বিশপ সিরিলের ধারণায়, সেই একমাত্র খ্রিষ্ট বিশিষ্ট ও অমিশ্রণীয় দু'টো বিষয় নিয়ে গঠিত তথা তিনি ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব নিয়ে গঠিত, কিন্তু মনুষ্যত্ব-ধারণের পরে খ্রিষ্টের এ বিষয় দু'টো প্রভেদ করা আর সম্ভব নয়। মানুষের বেলায়ও তেমনি ঘটে, কেননা প্রকৃত মানুষ হবার আগে আমরা মানুষের দেহকে তার প্রাণ থেকে প্রভেদ করতেও পারি, কিন্তু মানুষ প্রকৃত মানুষ হবার পর প্রাণ ও দেহ প্রভেদ করা সম্ভব নয়; সুতরাং, যেমন মানুষের বেলায় দু'টো বিষয়ের কথা একমাত্র ব্যক্তিত্বে বর্তমান আছে বলে বলা যেতে পারে না, তেমনি খ্রিষ্টের বেলায়: যখন ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি তথা লোগোস-বাণী মানুষ হন, তখন থেকে

মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের মধ্যে কোন বিভাজনের কথা বলা যেতে পারে না। এউলোগিউসের কাছে পত্রে বিশপ সিরিল বলেন, ‘একত্রীকরণটা স্বীকৃত হলে তবে একত্রিত বস্তুগুলো নিজেদের মধ্যে আর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং এর ফলে একটিমাত্র পুত্র রয়েছেন, তাঁর একটামাত্র এমন স্বরূপ রয়েছে যা মাংস-হওয়া-বাণীর স্বরূপ অনুযায়ী স্বরূপ’। তিনি আরও বলেন, ‘বিষয়টা বিবেচনা করলে তবে আমরা বলি, একত্রিত স্বরূপ দু’টো, কিন্তু পুত্র ও প্রভু সেই খ্রিষ্ট এক, তিনি মানুষ-হওয়া ও মাংস-হওয়া ঈশ্বরের লোগোস-বাণী’ (সুকেন্সুসের কাছে ১ম পত্র, ৭)।

তথাপি, বিশপ সিরিলের দৃষ্টিকোণ অনুসারে যেহেতু এটা স্পষ্ট যে, যিশু মাংস-হওয়া সেই স্বয়ং লোগোস-বাণী ছাড়া অন্য কেউ নন, সেজন্য লোগোস-বাণীর মনুষ্যত্ব-ধারণ সিদ্ধিলাভ করার পরে খ্রিষ্টের বিশিষ্ট স্বরূপ হল ঐশ্বরিক স্বরূপ; এজন্যই বিশপ সিরিল ‘স্বরূপ’ শব্দটা খ্রিষ্টের ঐশ্বরিকই বৈশিষ্ট্যের উপর প্রায় সবসময়ই আরোপ করেন, কেননা ঐশ্বরিক এই স্বরূপই লোগোস-বাণীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। একথা ছাড়া বিশপ সিরিল খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবাদে গুরুত্বপূর্ণ আরও দু’টো শব্দ তথা ‘হিপোস্তাসিস’ ও ‘প্রসোপোন’ শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ বলে ব্যবহার করেন; কেননা যেহেতু তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে স্বয়ং লোগোস-বাণীই মানুষ হন, সেজন্য তিনি ‘স্বরূপ’ মর্যাদা কোন প্রকারেই খ্রিষ্টের মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উপর আরোপ না করতে বাধ্য; কেননা তিনি যদি খ্রিষ্টের মানবীয় বৈশিষ্ট্যটা ‘স্বরূপ’ বলে চিহ্নিত করতেন তাহলে তাঁর পক্ষে একেবারে অগ্রহণযোগ্য দ্বিবিধ একটা ফলাফলে জড়িত হওয়া আবশ্যকীয় হত: হয় তিনি এটা মেনে নেবেন যে, খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব লোগোস-বাণীর ক্রিয়াশীলতা ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবেই অস্তিত্বশীলতা প্রাপ্ত ছিল, না হয়, তিনি এটা মেনে নিতে বাধ্য হবেন যে, খ্রিষ্ট ছিলেন অসাধারণ এমন একটা মানুষ মাত্র যিনি বিশিষ্ট স্বরূপের অধিকারী ও ফলত লোগোস-বাণীর সঙ্গে কেবল ঘটনাক্রমেই সংযুক্ত: এর অর্থ: দু’জন পুত্র অথবা দু’জন খ্রিষ্ট আছেন বলে স্বীকার করা। অবশ্যই, বিশপ সিরিল তেমন ধারণা দু’টো একেবারে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি, তাঁর প্রতিবাদী সেই বিশপ নেস্তরিউসের বেলায় তিনি মেনে নেন, ‘মাংস ও ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য, এবং এটাও দেখাবার জন্য যে লোগোস-বাণীর স্বরূপ একটা ও মাংসের স্বরূপ অন্য একটা’, বিশপ নেস্তরিউসের কথা গ্রহণযোগ্য (এউলোগিউসের কাছে পত্র দ্রঃ), কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বিশপ নেস্তরিউসকে খ্রিষ্টে স্বরূপদ্বয়কে ঘটনাক্রমেই মাত্র যুক্ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কেননা তেমনটা করে বিশপ নেস্তরিউস ‘এটা স্বীকার করতে ভান

করেন যে, ঈশ্বর হয়ে থাকতেই লোগোস-বাণী মাংস হলেন ও মানুষ হলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি (তথা বিশপ নেস্তরিউস) মাংস হওয়ার অর্থ বোঝেন না, সেজন্য দু'টো স্বরূপের কথা বলেন, এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তাঁকে ধরে নিয়ে ও সেইসঙ্গে বিচ্ছিন্ন এমন একটা মানুষকে ধরে নিয়ে যে-মানুষ শুধু সম্মান ও অধিকারের সমতা গুণে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই স্বরূপ দু'টো নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করেন' (আকাকিউসের কাছে পত্র ১৫ দ্রঃ)। তাই যেহেতু বিশপ নেস্তরিউস খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বেও 'স্বরূপ' মর্যাদা আরোপ করেছেন, সেজন্য, বিশপ সিরিলের মতে, বিশপ নেস্তরিউস সেই ফতিনুসের ও সামোসাতার সেই পলের ধারণা বাস্তবরূপে সমর্থন করেন।

অবশ্যই, এটা স্বীকার্য যে, এই দু'টো খ্রিষ্টতত্ত্বের মধ্যকার চরম বৈষম্যের কারণ এটাও যে, বিশপ দু'জন যে যে শব্দ ব্যবহার করেন, এক একজন সেই শব্দগুলোতে আলাদা অর্থ আরোপ করেন। বিশপ সিরিলের মতে, 'স্বরূপ' শব্দটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সেই প্রকৃত সত্ত্ব নির্দেশ করে যা ভিত্তি করে একটা জীব তার নিজের বাস্তবতায় বিরাজমান; কিন্তু তিনি 'স্বরূপ', 'হিপোস্তাসিস' ও 'প্রসোপোন' শব্দত্রয়ের মধ্যে একপ্রকার মৌলিক সমতা অনুভব করেন; এবং এ তিনটে শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে তিনি 'সত্তা' শব্দও ধরে নেন। যাই হোক না কেন, নেস্তরিউসের সঙ্গে বিবাদ ক্ষেত্রে তিনি 'স্বরূপ' ও 'হিপোস্তাসিস' শব্দদ্বয় বেশি ব্যবহার করেন; এবং এ শব্দ দু'টোর মধ্যে তিনি 'হিপোস্তাসিস' এর চেয়ে 'স্বরূপ' শব্দটাকেই বেশি প্রাধান্য দেন।

সুতরাং, 'হিপোস্তাসিস' ও 'স্বরূপ' শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ বলে ধরে নিয়ে, যখন বিশপ সিরিল খ্রিষ্টের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের একত্রীকরণের ফল দেখাতে চান, তখন তিনি 'হিপোস্তাসিস অনুযায়ী' সূত্র ব্যবহার করেন যদিও একই অর্থ রক্ষা করে তিনি সময় সময় 'স্বরূপ অনুযায়ী' সূত্রটাও ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, উভয় সূত্র খ্রিষ্টের মানবীয় ও ঐশ্বরিক দিক দু'টোর মধ্যকার সত্তাময় একত্ব উপলব্ধি করতে দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, একত্রীকরণটা দু'টো স্বরূপ বা দু'টো হিপোস্তাসিসের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করে; এবং একত্রীকরণটা সত্তাময় না হলে তবে সেই দু'টো স্বরূপ ও দু'টো হিপোস্তাসিস দু'টো হয়ে থাকত, পৃথকও হয়ে থাকত। যে ক্ষণে সেই দু'টো স্বরূপ ও দু'টো হিপোস্তাসিস একটামাত্র স্বরূপে বা একটামাত্র হিপোস্তাসিসে যুক্ত হয়, কেবল সেই ক্ষণেই সেই দু'টো দৃঢ়তম একত্বে সিদ্ধিলাভ করে, এমন একত্রীকরণ যা, হয় স্বরূপ অনুযায়ী, না হয় হিপোস্তাসিস অনুযায়ী হয়। তিনি এমনটা বলেন না যে, মাংসকে লোগোস-বাণীর হিপোস্তাসিসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, এটাও বলেন না, লোগোস-বাণী

মাংসের হিপোস্তাসিসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু এটাই বলেন যে, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব থেকে একটা হিপোস্তাসিসময় বা স্বরূপময় একত্ব সিদ্ধিলাভ করেছে। বিশপ সিরিলের ধারণায়, খ্রিষ্টের মধ্যে কেবল এটাই হল প্রকৃত ও একমাত্র সম্ভাব্য একত্ব। বিশপ নেস্তরিউসের কাছে ২য় পত্রে বিশপ সিরিল বলেন, আমি 'বরং এটা বলি যে, সেই লোগোস-বাণী 'হিপোস্তাসিস' অনুযায়ী যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন-প্রাণে-প্রাণময় মাংসকে অনির্বচনীয় ও ধারণাতীত ভাবে নিজেতে একত্রিত করে মানুষ হলেন (…); যা সত্যকার একত্বে যুক্ত হল সেই স্বরূপ দু'টো ভিন্ন হলেও, যা দ্বৈত তা থেকে একমাত্র খ্রিষ্ট ও পুত্রই উদ্ভূত। কিন্তু তেমনটা হয়নি কেমন যেন সেই একত্রীকরণের ফলে স্বরূপ দু'টোর ভিন্নতা মিলিয়ে গেছে, বরং একত্বের উদ্দেশে ঈশ্বরত্বের ও মনুষ্যত্বের অনির্বচনীয় ও রহস্যময় যৌথ সহযোগিতা গুণেই আমাদের জন্য সেই একমাত্র প্রভু, খ্রিষ্ট ও পুত্র উদ্ভূত হলেন' (নেস্তরিউসের কাছে ২য় পত্র, ৩ দ্রঃ)। এবং তাঁর ৩য় পত্রে বিশপ সিরিল আরও সূক্ষ্মভাবে বলেন, 'আমরা স্বীকার করি, তিনি (অর্থাৎ, লোগোস-বাণী) মাংস হলেন ও সেই বসবাস আমরা বিভক্ত করি না (…); বরং স্বরূপে এক হওয়ায় ও মাংসে রূপান্তরিত না হওয়ায় তিনি, বলতে গেলে, সেই বসবাস সেইভাবে সিদ্ধ করলেন যেভাবে মানুষের প্রাণ নিজের দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত' (নেস্তরিউসের কাছে ৩য় পত্র, ৪ দ্রঃ)।

বিশপ সিরিল 'একত্ব' (ἑνότης - হেনোতেস) ধারণাও বারবার ব্যবহার করেন: তা চিহ্নিত করার জন্য তিনি 'ἕνωσις' / 'ἑνοῦσθαι' (হেনোসিস - একত্রীকরণ / এনুস্থাই - একত্রিত হওয়া) ও 'σύνθεσις' (সিন্থেসিস - সংগঠন) শব্দ দু'টো ব্যবহার করেন: উভয় শব্দ নিজেদের মধ্যে পৃথক ও বহুবিধ উপাদানের একত্বকরণ নির্দেশ করে। শব্দ দু'টোর মধ্যে বিশপ সিরিল 'ἕνωσις' / 'ἑνοῦσθαι' (হেনোসিস - একত্রীকরণ / এনুস্থাই - একত্রিত হওয়া) শব্দটাই বেশি পছন্দ করেন যেহেতু শব্দটার সেই 'εν' অর্থাৎ 'এক' ধাতু যেকোন সংখ্যা (দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা) একেবারে বাতিল করে, ফলে শব্দটা স্বরূপদ্বয়ের বিরুদ্ধ শব্দ, যার ফলে, যে কেউ দ্বৈতস্বরূপ সমর্থন করে সে অবশ্যই একত্বকে অস্বীকার করে: তাই হিপোস্তাসিস অনুযায়ী একত্রীকরণ থেকে ভিন্ন অন্য ধরনের একত্রীকরণ ধরে নিলে তবে আমাদের পক্ষে দু'টো খ্রিষ্টকে তথা মানুষ-খ্রিষ্টকে ও লোগোস-বাণী-খ্রিষ্টকে ধরে নেওয়া আবশ্যকীয় হবেই: বিশপ সিরিলের মতে, বিশপ নেস্তরিউস ঠিক তাই সমর্থন করতেন। কেননা, যেহেতু 'ἕνωσις' / 'ἑνοῦσθαι' (হেনোসিস - একত্রীকরণ / এনুস্থাই - একত্রিত হওয়া)

সত্তাময়ই একটা একত্রীকরণ লক্ষ করে, সেজন্য তা যেকোন প্রকার ‘συνάφεια’ (সুনাফেইয়া - সংযোজন) বা ‘παράθεσις’ (পারাথেসিস - সন্নিধি) থেকে একেবারে পৃথক: অথচ খ্রিস্টের দু’টো দিক একত্বে আনার জন্য বিশপ নেস্তরিউস ঠিক এ শব্দ দু’টোই ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে বিশপ সিরিল সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেন, ‘একত্রীকরণ’ বলতে একটামাত্র জিনিসের ‘সংযোজন’ বোঝায় না, বরং দু’টো বা তিনটে এমন জিনিসের সংযোজন বোঝায় যেগুলোর একটা, স্বরূপে, অন্যটা থেকে ভিন্ন।’ (এইলোগিউসের কাছে পত্র দ্রঃ)।

বিশপ সিরিলের খ্রিস্টতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সমস্ত সন্দেহ বাতিল করে দেয় ও যে অনুমান ভিত্তি হিসাবে রাখা হয়েছে তা যুক্তি সহকারে পালন করে। এবং কোন্ ধরনের একত্রীকরণ সম্পর্কে তিনি কথা বলছেন তা সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তিনি ‘একত্রীকরণ’ ধারণাটা ‘স্বরূপ’ ধারণার সঙ্গে বাঁধেন; এবং এ বন্ধনের জোরে এই একত্রীকরণটা হয় ‘স্বরূপময়’, না হয় ‘হিপোস্তাসিস অনুযায়ী’ একত্রীকরণ হয়; আরও, এ একত্রীকরণ ‘স্বরূপ অনুযায়ী’ একত্বে বা, আরও সূক্ষ্মভাবে, ‘হিপোস্তাসিস অনুযায়ী’ একত্বে সিদ্ধিলাভ করে। এসমস্ত কিছুর অর্থ এটা যে, এই ধরনের একত্রীকরণ একটামাত্র স্বরূপে বা হিপোস্তাসিসে সমাপ্ত হবে যাতে করে খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব থেকে এমন একটিমাত্র খ্রিস্ট, একটিমাত্র পুত্রই দাঁড়ান যিনি মাংস-হওয়া লোগোস-বাণী ছাড়া অন্য কেউ নন।

বিশপ সিরিলের মতে, যুক্তি-ভিত্তিক এ প্রক্রিয়া ও সূক্ষ্মতম এ ভাষা উত্তমরূপে বোঝায় খ্রিস্টে কেমন করে মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব সিদ্ধিলাভ করে ও স্বরূপ দু’টোর মধ্যে মিশ্রণ বা একীভূতিজনিত যেকোন ঝুঁকি আপনা আপনিই এড়ায়। এবং তাঁর অভিযোক্তারা যে প্রধান অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে চাপাচ্ছিল তথা তিনি যে খ্রিস্টের সেই দুই দিক (ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব) এমনভাবে একত্রিত করছিলেন যার ফলে সেই দুই দিক একীভূত হয়, এবিষয়ে বিশপ সিরিল প্রতিবাদে নিজের দৃঢ় ধারণা ঘোষণা করেন: যা দ্বারা খ্রিস্ট সংগঠিত, সেই ঐশ্বরিক ও মানবীয় বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে দু’টো, ও এক একটা নিজ নিজ আলাদা বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত ঠিকই, তথাপি ‘মানবীয় মন (…) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ও মেনে নেয় যে, সেই বাস্তবতা দু’টোর ফল হলেন সেই এক-ঈশ্বর যিনি পুত্র, খ্রিস্ট ও প্রভু’ (আকাকিউসের কাছে পত্র, ১৪ দ্রঃ)। খ্রিস্টে উপস্থিত কর্মক্রিয়ার ভিন্নতা আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্য বিশপ সিরিল আকাকিউসের কাছে পত্রে এটা মেনে নেন যে, তিনি আন্তিওখিয়ার বিশপদের সঙ্গে একমত হয়ে সেই নানা বচন গ্রহণ করেন যা খ্রিস্টে

আরোপণীয়; এবিষয়ে তিনি তিন প্রকার বচন চিহ্নিত করেন, তথা: সেগুলো যা তাঁর মনুষ্যত্বের জন্য উপযোগী, সেগুলো যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঈশ্বরত্বকে লক্ষ করে, ও সেগুলো যা তাঁর মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ করে। তথাপি এবিষয়ে তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন, এসমস্ত বচন 'সেই একমাত্র পুত্রতে তথা মাংস-হওয়া বাণী-ঈশ্বরে আরোপিত হোক' (আকাকিউসের কাছে পত্র, ১৬ দ্রঃ)।

বিশপ সিরিলের যে খ্রিষ্টতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এতক্ষণে উপস্থাপিত, তা তাঁর উৎকৃষ্ট সূত্রে সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত, যা অনুসারে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর গুরু সাধু আথানাসিউসেরই সূত্র অনুসারে, μία φύσις τοῦ θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένῃ (মিয়া ফুসিস তু থেউ লোগু সেসার্কোমেনে) অর্থাৎ, খ্রিষ্ট হলেন 'লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ' (সুকেন্সুসের কাছে ১ম পত্র ৬, ও সেই টীকাও দ্রঃ)। তাঁর এই সূত্র তিনি নিজের অসংখ্য লেখাগুলোতে তত ব্যবহার করেননি একথা সত্য, কিন্তু খ্রিষ্টতাত্ত্বিক বিবাদের সবচেয়ে জরুরী ক্ষণে সূত্রটা উপস্থিত; কেননা তিনি এতে নিশ্চিত যে, যত সূত্রের মধ্যে এটাই তাঁর নিজের ধারণা সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করে। তাছাড়া, λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণি ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্ব ভিত্তিক আলেক্সান্দ্রিয়ার ঐতিহ্যের অধিকারও এ সূত্র দ্বারা স্বীকৃত। যদিও বিশপ সিরিল মনে করেন, সূত্রটা তাঁর পূর্বসূরী সেই নাম-করা বিশপ আথানাসিউসের লেখা থেকে আগত, তবু, প্রকৃতপক্ষে, সূত্রটা লাওদিকেয়ার সেই বিশপ আপোল্লিনারিউসেরই সূত্র যিনি ভ্রান্তমতপন্থী ছিলেন। কিন্তু তবুও সূত্রটার গুরুত্ব থেকে যায়, কারণ বিশপ সিরিল তা তাঁর সার্বিক খ্রিষ্টতাত্ত্বিক গবেষণার অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট করেন। অর্থাৎ, আপোল্লিনারিউস যে অর্থে সূত্রটা ব্যবহার করেন ও বিশপ সিরিল যে অর্থে তা ব্যবহার করেন, সেই অর্থ দু'টো ভিন্ন। কেননা বিশপ সিরিল যে 'স্বরূপের' কথা বলেন তা হল লোগোস-বাণীরই স্বরূপ; এবং আপোল্লিনারিউসও লোগোস-বাণীরই স্বরূপের কথা বলেন; তথাপি, আপোল্লিনারিউসের মতে লোগোস-বাণী এমন মনুষ্যত্বে মানুষ হলেন যা অপূর্ণাঙ্গ যেহেতু সেই মনুষ্যত্ব নিজস্ব প্রাণ-বিহীন এমনকি সেই মনুষ্যত্ব লোগোস-বাণী থেকেই নিজের অস্তিত্বশীলতা নেয়, যার ফলে লোগোস-বাণী হয়ে ওঠেন খ্রিষ্টের দেহের প্রকৃত প্রাণ—দূরের কথা। অপরদিকে, যেভাবে দেখানো হয়েছে সেই অনুসারে, বিশপ সিরিল খ্রিষ্টে উপস্থিত পূর্ণাঙ্গই মনুষ্যত্ব সমর্থন করেন যেহেতু, তাঁর ধারণায়, সেই মনুষ্যত্ব যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রাণে প্রাণময়। অবশ্যই, বিশপ সিরিল 'মনুষ্যত্ব' শব্দের স্থানে বহুবার 'মাংস' শব্দটা ব্যবহার করেন, কিন্তু এর কারণ এটাই যে, তিনি প্রেরিতদূত যোহনের ভাষাই

ব্যবহার করেন যিনি লিখেছিলেন ‘বাণী হলেন মাংস’ (যোহন ১:১৪)। সুতরাং, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশপ আপোল্লিনারিউস ও বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

সুতরাং, সূত্রটা আপোল্লিনারিউসের, কিন্তু আপোল্লিনারিউসের মন অনুসারে ব্যবহৃত নয়। অর্থাৎ, সূত্রটা বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে প্রবিষ্ট করে সেই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী উপলব্ধি করতে হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশপ সিরিলের কাছে একমাত্র ব্যক্তিত্ব হলেন সেই লোগোস-বাণী, ও যে ‘স্বরূপের’ কথা বলা হয় তা সবসময়ই সেই লোগোস-বাণীরই স্বরূপ যিনি যে মাংস ধারণ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপেই নিজেরই মাংস করে তুলেছেন যেহেতু পরিত্রাণ-ব্যবস্থা সিদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁর পক্ষে সেই মাংস অত্যাবশ্যক। সূত্রটা কিন্তু এটাও দেখায় যে, মানুষের দেহ ও প্রাণ, এবং খ্রিষ্টে বর্তমান মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের মধ্যকার যে তুলনা বিশপ সিরিল প্রায়ই ব্যবহার করেন, সেই তুলনা সীমিত; কেননা মানুষের দেহ ও প্রাণ যখন পারস্পরিক ভাবে নিজেদের সম্পূর্ণ করায় নতুন একটা স্বরূপকে তথা একটা মানুষকেই জীবনময় করে, তখন সেই দেহ ও সেই প্রাণ নিজ নিজ সত্তাময় ভিন্নতা অতিক্রম করে। কিন্তু খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে সেই দু’টো স্বরূপের কোন একটাও অপরটা সম্পূর্ণ করে না, ও সেই দু’টোর একত্রীকরণ থেকে নতুন একটা স্বরূপ উৎপন্ন হয় না। যে হিপোস্তাসিসকে বা যে একমাত্র স্বরূপকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তা হল, একত্রীকরণে প্রবিষ্ট স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে একটামাত্র: হয় সেই খোদ স্বরূপ, না হয় ঈশ্বরের পুত্রের খোদ হিপোস্তাসিস।

সুতরাং, বিশপ সিরিল λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণি ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্বকে তত বিকশিত করেন না। ঠিক এ অসামঞ্জস্যের কারণেই, অর্থাৎ খ্রিষ্টের মধ্যে লোগোস-বাণীর উপরে দেওয়া অতিরিক্ত প্রাধান্যের কারণেই পরবর্তীকালে বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্ব থেকে নানা ভ্রান্তমত উৎপন্ন হয়। কিন্তু, একইসময়ে, একথা মেনে নিয়ে এটাই ভুলে যেতে নেই যে বিশপ সিরিল খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের উপর তত প্রাধান্য না দিলেও তবু প্রায়ই তাঁর সেই মনুষ্যত্বের কথা উপস্থাপন করেন: তিনি এটা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, খ্রিষ্ট আমাদের একজন, তাঁর মাংস প্রকৃতই মাংস, ও মানুষ হিসাবে সাধিত তাঁর কর্মকাণ্ডই প্রকৃত।

উপসংহার স্বরূপ বলা যেতে পারে, খ্রিষ্টতত্ত্ব ক্ষেত্রে বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্ব যথেষ্ট সমস্যা অমিমাংসিত অবস্থায় রেখেছে, এবং এবিষয়ে সেকালের তত্ত্ববিদগণ নিজেরাও

সচেতন ছিলেন; অর্থাৎ, যেমন এইমাত্র বলা হয়েছে, খ্রিস্টে বর্তমান মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের মধ্যকার সম্পর্ক অমিমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। এজন্য, যদিও জীবনকালে বিশপ সিরিল নিজের খ্রিষ্টতত্ত্বের চরমপন্থী সমর্থনকারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছিলেন, তবু তাঁর মৃত্যুর পরে সেই চরমপন্থীরা, বিশেষভাবে প্রভাবশালী এউতিখেস, এমন পদক্ষেপ নেন যার ফলে সম্রাট মার্কিয়ানুস ৪৫১ সালে একটা মহাসভা আহ্বান করতে বধ্য হন (খাল্কেদোন বিশ্বজনীন মহাসভা)। সেই মহাসভায় অদ্বৈতস্বরূপের চেয়ে দ্বৈতস্বরূপ তত্ত্ব গৃহীত হয় ও বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্ত পত্রগুলোর মধ্যে কেবল নেস্তরিউসের কাছে ২য় পত্র গৃহীত হয় (এক্ষেত্রে মহাপ্রাণ সাধু লিও দ্রঃ)।

মিশরের সন্ন্যাসীদের কাছে পত্র

- পত্র নং ১ -

পত্রটা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বিশপ সিরিল ও কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ নেস্তরিউসের মধ্যকার বিবাদের সূত্রপাত বলে পরিগণিত। সেই অনুসারে পত্রটা মোটামুটি ৪২৯ সালের প্রথমাংশের লেখা। পত্র থেকে জানা যায়, প্রকৃত প্রাপকগণ ছিলেন আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপের অধীনস্থ মিশরের সকল সন্ন্যাসী; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পত্রটা রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিস পর্যন্তও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বাস্তবিকই ৪২৮ সালের খ্রিষ্টজন্মোৎসব উপলক্ষে কনস্তান্তিনোপলিসের মহাগির্জায় আর্চবিশপ নেস্তরিউস যে উপদেশ পেশ করেন, তা বিশপ সিরিলের এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে যার ফলে তিনি, যেমন এ পত্রের মাধ্যমে সন্ন্যাসীদের, তেমনি অন্য নানা উপলক্ষে অন্যান্যদেরও বিশপ নেস্তরিউসের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে তোলেন। একথাও স্মরণযোগ্য যে, সেসময়ে কোন একটা কারণে বিশপ সিরিলের সম্রাট-আদালতের বিচারাধীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; এবং তিনি বিচারাধীন হলে তবে আদালতের সভাপতি বিশপ নেস্তরিউস নিজেই হবেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ধর্মতাত্ত্বিক সংক্রান্ত সতর্কতার পাশে পাশে পত্রটার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যাতে কনস্তান্তিনোপলিসের আদালতের সদস্যবৃন্দ বিশপ সিরিলের পত্র পড়ে তাঁর বিপক্ষে তোলা অভিযোগ বাতিল করে দেন। আর প্রকৃতপক্ষে বিশপ নেস্তরিউস বিশপ সিরিলের এ পত্রকে নিজের ব্যক্তিত্বেরই বিরোধী আক্রমণ বলে গণ্য করেন (নেস্তরিউসের বিপক্ষে প্রথম পত্র ১ অধ্যায় দ্রঃ)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫

সিরিল, সন্ন্যাসীদের পিতৃগণ সেই প্রাচীনবর্গের ও পরিসেবকদের সমীপে, ও তোমাদের সঙ্গে যাঁরা বিজনাশ্রমী ও ঈশ্বরবিশ্বাসে নিষ্ঠাবান হয়ে স্থিতমূল, সেই প্রিয়তম ও স্নেহভাজনদের সমীপে প্রভুতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন, রীতিমত, আলেক্সান্দ্রিয়ায় এসেছিল; এবং একথা জানবার জন্য সত্যিকারে উৎসুক হয়ে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, পিতৃগণের পদচিহ্নে সততার সঙ্গে এগিয়ে চলতে চলতে তোমরাও যথার্থ ও ভ্রান্তিমুক্ত বিশ্বাসে নিজেদের বিশিষ্ট করার জন্য তৎপর কিনা, উত্তম ঐক্যবদ্ধ জীবন-বাসীদের মত উৎকৃষ্ট কিনা, ও কৃচ্ছ্রসাধনার শ্রম বিষয়ে গর্ব কর কিনা একথা মেনে যে, মঙ্গলের পক্ষে সৎসাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করাটা বেছে নেওয়াটাই সত্যকার খাদ্য। তাঁরা আমাকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের ওখানে অবস্থা ঠিক তাই; এমনকি এটাও বললেন যে, তোমরা তোমাদের পূর্বসূরীদের উজ্জ্বল কর্মকীর্তি সাধনে সদা অধিকতর উদ্দীপনার সঙ্গে সচেষ্ট। তাই আমি সত্যিই খুশি ছিলাম ও আমার মন এতে আনন্দিত ছিল, কেননা আমি ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমার সন্তানদের গৌরব আমার নিজেরও গৌরব বলে গণ্য করছিলাম। কেননা এটা অযুক্তিকর যে, ব্যায়াম-ওস্তাদেরা যুবকদের সামর্থ্য বিষয়ে উল্লাস করবে; এমনকি এটাও অযুক্তিকর যে, সেই যুবকেরা নিজ নিজ নৈপুণ্য-কৌশলে মূল্যবান কিছু সাধন করলে ওস্তাদ যারা তারা ওদের সাফল্যকে নিজেদের মাথার জয়মালা বলে ধারণ করবে ও নিজেদের সাহস বিষয়ে গর্ব করবে। কিন্তু আমরা আত্মায় পিতা, ও শুভ সংগ্রামের লক্ষ্যে উপদেশ-তেলে তোমাদের মাখাই যেন চর্চার মধ্য দিয়ে মাংসজনিত দুর্মতি অতিক্রম ক'রে এবং পাপকর্মে পতন ও প্রলুব্ধকারী শয়তান-সাধিত পরাজয় এড়িয়ে জয়মালা অর্জন করতে পার, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রিয় যে আনন্দ, তোমরা যেন সেই আনন্দে এমন মাত্রায়ই পূর্ণ হতে পার যা সেই ব্যায়ামবিদদের আনন্দের চেয়ে কম নয়।

২। সুতরাং, ত্রাণকর্তার সেই শিষ্য যেইভাবে বলেন, সেই অনুসারে '*তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সচ্চরিত্রতা, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্জ্ঞান, সদ্জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, ভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, ও ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর। এই সমস্ত সদ্গুণ যদি তোমাদের অন্তরে থাকে ও উপচে পড়ে, তবে এগুলো আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে তোমাদের অলস ও নিষ্ফল রাখবে না*' (ক)। আমি মনে করি, যারা খ্রিষ্টে আন্তর আধ্যাত্মিক জীবনের গৌরব বেছে নেয় ও প্রীতিজনক পথ চলতে দৃঢ়সঙ্কল্পিত, তাদের

পক্ষে এটা দরকার যে, তারা সরল ও প্রশংসনীয় বিশ্বাসে অলঙ্কৃত হবে, এবং তাতে সদ্‌গুণ যোগ করবে; এবং এটা সাধন করার পর তারা খ্রিষ্ট-রহস্য-জ্ঞানে ধনবান হবে ও সিদ্ধ জ্ঞানপ্রাপ্তি অভিমুখে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিজেদের উন্নীত করবে। আমার বিবেচনায়, এটাই *'খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে ওঠা'* (খ) বচনের অর্থ। অতএব, সন্ন্যাসীদের উচিত দূরদর্শিতা অনুসারে তোমরা কোমর বেঁধে আত্মা ও দেহের দুর্মতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; তবেই তোমরা উৎকৃষ্ট ও সম্মাননীয় হবে ও সেই শুভ প্রত্যাশায় স্থান পাবে যা পবিত্রজনদের জন্য প্রস্তুত করা রয়েছে। তাছাড়া, তোমাদের মধ্যে যেন এমন যথার্থ বিশ্বাস থাকে যা অন্যান্যদের বিশ্বাসের চেয়ে মহত্তর; ও সেই বিশ্বাসও যেন একেবারে অনিন্দনীয় হয়। তাই এইভাবে পবিত্র পিতৃগণের ভক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমরাও তাঁদের সঙ্গে ঊর্ধ্বলোকের মঠগুলোতে বসবাস করবে ও সেই স্বর্গীয় তাঁবুগুলোতে স্থান পাবে যা ধন্য ইশাইয়া তখনই স্মরণ করিয়ে দেন যখন বলেন, *তোমার চোখ যেরুশালেম দেখতে পাবে, যা প্রাচুর্যময় বাসস্থান, যা এমন তাঁবুগুলো যা কখনও সরানো হবে না* (গ)।

৩। আমি কি একথা জানি না যে তোমরা শুচি ও প্রশংসনীয় জীবন যাপন করছ? এও কি জানি না যে তোমাদের মধ্যে এমন বিশ্বাস বসবাস করছে যা যথার্থ ও অলঙ্ঘনীয়? তবু আমি যখন শুনেছি, নানা বাগাড়ম্বর-মনা মানুষ তোমাদের মাঝে এসেছে, এমনকি কেউ না কেউ তোমাদের সরল বিশ্বাস ধ্বংস করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে: এরা নাকি ফাঁপা কথা দিয়ে ভিড় উত্তেজিত ক'রে (ক) এমন জিজ্ঞাসা রাখে ও প্রশ্ন উত্থাপন করে পবিত্রা কুমারী মারীয়াকে 'থেওতোকোস' [Θεοτόκος - ঈশ্বরজননী] বলে অভিহিত করা উচিত কিনা (খ)। তোমরা যদি এসমস্ত বিষয় থেকে দূরে থাকতে তবে ভালই হত। ক্ষীণ মনা ও প্রশিক্ষিত চিত্তের মানুষ যা যা প্রায়ই আয়নায়ই যেন দর্শন করতে অক্ষম, সেবিষয়াদির সম্মুখীন হওয়া তোমাদের পক্ষে আদৌ উচিত হয়নি, কেননা ঐশ্বরিক বিষয়াদি সংক্রান্ত সূক্ষ্মতম ব্যাপারসমূহ অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনকেও অতিক্রম করে। কিন্তু, যেহেতু ইতিমধ্যে তোমরা, অন্তত একবার, তেমন কথার প্রতি বিমুখ হওনি; আরও, যেহেতু তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ তেমন তর্কাতর্কিতে নামতে পছন্দ করে থাকে যার ফলে অনভিজ্ঞ মনা মানুষের পক্ষে এ ক্ষতি কাঁটার মত তাদের নিজেদেরই বিঁধিয়ে দেয়,

সেজন্য আমি এবিষয়ে তোমাদের কিছু কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করেছি। কিন্তু এর লক্ষ্য এ নয় তোমরা যেন আরও বেশি তর্কাতর্কি কর, বরং কেউ তোমাদের আক্রমণ করলে তোমরা যেন তাদের অসার বাক্যগুলোর বিপক্ষে সত্য দাঁড় করিয়ে ভ্রান্তিসূচিত ক্ষতি এড়াতে পার ও মণ্ডলীর কাছে পবিত্র প্রেরিতদূতদের দ্বারা সম্প্রদান করা প্রাচীন বিশ্বাস-উপযোগী বাক্য দ্বারা অন্যদেরও মন সত্যে স্থিত ক'রে তাদের, ভাই-ই যেন, উপকার করতে পার; এর ফলে তারাও যেন নিজেদের প্রাণে সেই বিশ্বাস মূল্যবান পাথরের মত রক্ষা করতে পারে।

৪। তাই আমি এতে বিস্মিত হয়েছি যে কেই না কেউ সন্দেহ করে পবিত্রা কুমারীকে 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করা উচিত কিনা। যখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, তখন যিনি তাঁকে প্রসব করলেন সেই কুমারী কেমন করে 'ঈশ্বরজননী' না হয়ে পারেন? ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত শিষ্যেরাই এ বিশ্বাস আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, যদিও তাঁরা ঠিক এ শব্দ ব্যবহার করে না থাকেন; পবিত্র পিতৃগণ দ্বারা আমরা তেমনটাই ভাবতে শিখেছি। এজন্য যিনি ৪৬ বছর ধরে আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর আসন অলঙ্কৃত করেছেন ও নিন্দনীয় ভ্রান্তমতপন্থীদের ভ্রান্তমতের বিপক্ষে অপরাজেয় ও প্রৈরিতিক চিত্ত দাঁড় করিয়েছেন, এবং নিজের লেখাসমূহ দ্বারা সুরভিত সুগন্ধ দ্বারাই যেন সমস্ত জগৎকে আনন্দিত করেছেন ও ধর্মতত্ত্বসমূহের যথার্থতা ও সততার জন্য সকলের দ্বারা স্বীকৃত, পবিত্র স্মৃতির যোগ্য আমাদের সেই পিতা আথানাসিউস (ক) আমাদের কল্যাণার্থে পবিত্র ও সমসত্তাময় ত্রিত্ব বিষয়ক একটা পুস্তক লিখে, তৃতীয় উপদেশের প্রথম অংশে ও শেষ অংশে পবিত্রা কুমারীকে 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করেন। তাই এই পর্যায়ে আমি তাঁর নিজের বাণী প্রয়োগ করতে নিজেকে বাধ্য মনে করি; তাঁর বাণী এরূপ: 'আমরা এবিষয়ে যেভাবে বারবার চেতনা দিয়েছি, পবিত্র শাস্ত্রের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যই আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট সম্বন্ধে একথা দু'টো ঘোষণা করা, তথা তিনি সততই ছিলেন ঈশ্বর, এবং তিনি পুত্র যেহেতু তিনি পিতার বাণী, তাঁর প্রভা ও তাঁর প্রজ্ঞা; একইসঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করা দরকার যে, কাল পূর্ণ হলে, আমাদের জন্য মাংস ধারণ করে তিনি ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া থেকে মানুষ হলেন।'

এবং অন্য বিষয়ে অন্য কিছু বলার পর তিনি বলে চলেন, 'সত্যিই অনেকেই পুণ্যবান ও সমস্ত কালিমা থেকে মুক্ত ছিলেন: বস্তুতই যেরেমিয়াকে মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্রিত করা হল, ও যোহন জন্ম নেবার আগেও ঈশ্বরজননী মারীয়ার কণ্ঠস্বরে আনন্দে নড়ে উঠলেন।'

সেই আথানাসিউস বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং এটা স্বীকার্য যে, তিনি এমন কিছু কখনও বলেননি যা পবিত্র শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কেননা যিনি সেই পবিত্র ও প্রখ্যাত মহাসভায় (আমি তো নিকেয়ায় (খ) উপযোগীভাবে সমবেত মহাসভারই কথা বলছি) সবার প্রশংসার পাত্র ছিলেন, সেই উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত মানুষ কেমন করে সত্য থেকে ভ্রান্ত হতে পারতেন? সেসময় তিনি বিশপ পদের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু মণ্ডলী-সেবকদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব বলে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর সুবুদ্ধি, কোমলতা ও ক্ষীণতম ও অতুলনীয় মনের জন্যই তাঁকে সেসময় শুভ স্মৃতির যোগ্য বিশপ আলেক্সান্দার (গ) দ্বারা উচ্চপদে উন্নীত করা হয়েছিল; এবং বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে তিনি ছিলেন পিতার সঙ্গে সন্তানেরই মত: তিনি তাঁকে উপযোগী বিষয়ের দিকে চালনা করতেন ও প্রতিটি কর্মের ব্যাপারে তাঁকে পথ দেখাতেন।

৫। এবং যেহেতু এমনটা হতে পারে যে কেউ না কেউ মনে করে, তারা ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত সেই খোদ পবিত্র শাস্ত্র থেকে নেওয়া বিষয় দ্বারা আমাদের বক্তব্য খণ্ডন করবে; এমনকি, যেহেতু তারা এমনটা ঘোষণা করে, সেই পবিত্র ও মহৎ সভা এমনটা কখনও বলেনি যে প্রভুর মাতা ছিলেন 'ঈশ্বরজননী' ও সেই ধরনের কিছুও কখনও স্থির করেনি, সেজন্য এসো, যতদূর সম্ভব খ্রিষ্টের উপলব্ধ ব্যবস্থার রহস্য দেখাই, এমনটাও দেখাই কিভাবে সেই রহস্যের সংবাদ পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা দেওয়া হয়েছে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত পিতৃগণ নিজেরাই তখনই কী কী উচ্চারণ করেছেন যখন নির্মল বিশ্বাস-সংজ্ঞা ঘোষণা করেছেন (ক)। ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে তাঁরাই যে কথা বলছিলেন এমন নয়, বরং তাঁদের মধ্যে পিতা ঈশ্বরের আত্মাই কথা বলছিলেন। যেহেতু তাঁরা এটা দেখিয়েছেন যে যিনি পবিত্রা কুমারী থেকে জন্ম নিলেন তিনি স্বরূপে ঈশ্বর, সেজন্য আমি মনে করি, সেই কুমারীকে যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করা উচিত

তা কেউই ভাবতে ও ঘোষণা করায় আদৌ সঙ্কোচ বোধ করবে না। সেই বিশ্বাস-সূত্রের কথা এ :

৬। আমরা এক-ঈশ্বরে, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি, এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি], যিনি পিতা থেকে, তথা পিতার সত্তা থেকে একমাত্র জনিতজন বলে জনিত : ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর ; তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ; স্বর্গে ও মর্তে যা কিছু রয়েছে তা সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল ; মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে অবরোহণ করলেন ও মাংস হলেন ও মানুষ হলেন, তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন, জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন ; এবং আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি।

৭। নিজেদের ও অন্যান্যদের জন্য সর্বনাশা গর্ত খোঁড়ে যারা, ভ্রান্তমতের সেই উদ্ভাবকেরা এমন নির্বোধ চিন্তাধারায় পিছলে পড়েছে যার ফলে তারা মনে করে ও ঘোষণা করে, পুত্র সম্প্রতিকালীন (ক) ; ও সৃষ্টবস্তুর বেলায় যেভাবে ঘটে তাঁকেও সেইভাবে পিতা ঈশ্বর দ্বারা অস্তিত্বে আনা হয়েছে। যিনি সর্বযুগের ও কালের পূর্ববর্তী, যিনি যুগগুলোর নির্মাতা, যখন সেই হতভাগারা তাঁকে কালের সূচনায় গন্ডিবদ্ধ করে, তখন তারা লজ্জায় লাল হয় না। তাছাড়া, তাদের যেমন মনে হয় সেইভাবে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতা ও গৌরব অবনমিত করায় তারা কোন রকমেই মাত্র তাঁকে অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর মহত্তর হতে দেয় ; এবং এটা বলে যে, তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থলে রয়েছেন : অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ উৎকৃষ্টতার গৌরবেরও অধিকারী নন, সৃষ্টবস্তুর একই পর্যায়েও স্থিত নন। কিন্তু এমন কেইবা ঐশ্বরিক উৎকৃষ্টতার নিম্নতর হতে ও সৃষ্টবস্তুর পর্যায়ের ঊর্ধ্বতর হতে পারে? ব্যাপারটা একেবারে বোধের অতীত। স্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যকার কোন স্থান বা যুক্তি দেখা যায় না। কিন্তু এরা যা যা বলে, তাদের কথা অনুসারে তাঁকে ঈশ্বরত্বের আসন থেকে সজোরেও নিচে টেনে নিলেও তারা তাঁকে পুত্র ও ঈশ্বর বলে অভিহিত করে, ও এমনটাও বলে তিনি উপাসনার যোগ্য, যদিও বিধান এ

ঘোষণা করে যে, '*তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে*' [খ]। আরও, দাউদের মুখ দিয়ে শাস্ত্র ইস্রায়েলীয়দের বলে: *তোমার মধ্যে যেন কোন সম্প্রতিকালীন ঈশ্বর না থাকে, বিজাতীয় কোন ঈশ্বরকেও প্রণাম করবে না* [গ]।

৮। কিন্তু ওরা সত্যের সেই সমতল সদর রাস্তা পরিত্যাগ করেছে বিধায় গর্ত ও পাথর ভরা পথে পা বাড়াচ্ছে ও শলোমনের কথামত '*নিজের মাঠের অক্ষরেখা থেকে সরে গেছে ও নিজেদের হাতে অনুর্বরতা জড় করছে*' [ক]। কিন্তু, এই আমরা যাদের উপরে ঐশ্বরিক আলো মনে উজ্জ্বল হয়েছে, এই আমরা যারা ওদের আজেবাজে কথার চেয়ে অতুলনীয়ভাবে শ্রেয়তর চিন্তার অধিকারী হওয়া বেছে নিয়েছি ও পবিত্র পিতৃগণের বিশ্বাস অনুসরণ করেছি, সেই আমরা এটা বলি যে, পুত্র ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় ভাবে পিতা ঈশ্বরের সত্তা থেকে সত্যিকারে জন্ম নিয়েছেন; এও বলি যে, তিনি তাঁর নিজের 'হিপোস্তাসিসে' উপলব্ধ, তিনি সমসত্তায় তাঁর জনকের সঙ্গে মিলিত; তিনি তাঁরই মধ্যে, ও একাধারে নিজেতেই পিতার অধিকারী। আমরা স্বীকার করি, তিনি আলো থেকে আলো, স্বরূপ অনুসারে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, গৌরবে ও কর্মক্রিয়াতে সমান, এবং [পিতার মত] সমভাবে ও আদৌ হ্রাসীকৃত-নয় ভাবে সবকিছুর অধিকারী। এইভাবে, পবিত্র আত্মার কথাও যোগ করলে পবিত্র ও সমসত্তাময় ত্রিত্ব ঈশ্বরত্বের একমাত্র স্বরূপে মিলিত।

৯। কিন্তু ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত শাস্ত্র বলে, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মাংস হলেন [ক], অর্থাৎ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণপ্রাপ্ত মাংসের সঙ্গে নিজেকে একত্রিত করলেন। এবং সুসমাচারের প্রচার-বাণী অনুসরণ করে সেই পবিত্র ও মহৎ সভা বলল, তিনি সেই একমাত্র জনিতজন যিনি পিতা ঈশ্বরের সত্তা থেকে জনিত, যাঁর দ্বারা ও যাঁর মধ্যে সবকিছু অস্তিত্বশীল; শাস্ত্র আরও বলে যে, তিনি মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে অবরোহণ করলেন; মাংস হলেন, মানুষ হলেন, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন ও পুনরুত্থান করলেন এবং সময়মত বিচারকরূপে আগমন করবেন। তাছাড়া [মহাসভার] সেই পিতৃগণ সেই একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বর থেকে [নিঃসৃত] লোগোস-বাণী বলে অভিহিত করলেন। সুতরাং একথা বিবেচনা করা হোক যে, তাঁকে

‘প্রভু’ ও ‘যিশু খ্রিষ্ট’ বলে অভিহিত করায় তাঁরা ‘একমাত্র পুত্র’ বলার মধ্য দিয়ে এটা ঘোষণা করেন, তিনি পিতা ঈশ্বর থেকে জনিত, তিনি একমাত্র জনিতজন, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো; তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী।

১০। ‘খ্রিষ্ট’ [তথা ‘তৈলাভিষিক্তজন’ (ক)] নামটা যে কেবল সেই ইম্মানুয়েলকে আরোপিত হয়নি তা অবশ্যই বলা যেতে পারে, কেননা অন্যান্যদের বেলায়ও নামটা আরোপ করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এক স্থানে ঈশ্বর মনোনীতদের বিষয়ে ও আত্মায় পবিত্রীকৃতজনদের বিষয়ে বলেন, *আমার খ্রিষ্টদের [অর্থাৎ আমার ‘তৈলাভিষিক্তজনদের’] তোমরা স্পর্শ করো না ও আমার নবীদের কোন অনিষ্ট করো না* (খ)। যাঁকে শামুয়েলের হাত দ্বারা তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল, ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত দাউদও সেই সৌলকে ‘প্রভুর খ্রিষ্ট’ (গ) [অর্থাৎ তৈলাভিষিক্তজন] বলে অভিহিত করেন। কিন্তু আমি কেন এবিষয়ে কথা বলছি যখন আমরা সহজে দেখতে পাচ্ছি, এ নামটা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাদেরই প্রতি আরোপণীয় খ্রিষ্টে বিশ্বাসগুণে যাদের ধর্মময়তাপ্রাপ্ত করা হয়েছে ও [পবিত্র] আত্মায় পবিত্রীকৃত হয়ে যাদের তেমন আহ্বানের যোগ্য করা হয়েছে? এজন্যই নবী হাবাকুক খ্রিষ্ট-রহস্যের কথা ও তাঁর মধ্য দিয়ে আসন্ন পরিত্রাণের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, *তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণের পরিত্রাণের জন্য, তোমার খ্রিষ্টদের [তথা তৈলাভিষিক্তজনদের] পরিত্রাণ করতে* (ঘ)। সুতরাং, যেমন বলেছিল, ‘খ্রিষ্ট’ নামটা কেবল ও বিশেষভাবে সেই ইম্মানুয়েলের উপযোগী নাম নয়, কিন্তু তাদেরও উপযোগী, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা যাদের তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছে। শব্দটা ক্রিয়াকর্ম থেকে আগত, এবং সেই অনুসারে ‘খ্রিষ্ট’ শব্দটা তৈলাভিষিক্ত হওয়া থেকে আগত। এবং আমাদেরও যে সেই গৌরবময় ও মূল্যবান অনুগ্রহ দ্বারা ধনবান করা হয়েছে, তা প্রজ্ঞাবান যোহন তখনই ঘোষণা করেন যখন বলেন, *তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে, যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ* (ঙ); এবং একটু পরে তিনি বলেন, *তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে; কিন্তু তাঁর সেই তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে* (চ)। এবং সেই ইম্মানুয়েল সম্পর্কে লেখা আছে, ‘*ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে*

তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন’ (ছ)। ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেই দাউদ তাঁর বিষয়ে বলেন, *তুমি ধর্মময়তা ভালবেসেছ ও অধর্ম ঘৃণা করেছ, এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর, তোমার সঙ্গীদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* (জ), তাই যখন পবিত্রা কুমারী সম্পর্কে এমনটা বলা হয়, তিনি সেই ইম্মানুয়েলকে প্রসব করলেন, তখন অন্যান্য নারীদের তুলনায় তাঁর মধ্যে উচ্চতর কীবা দেখা যেতে পারে? তৈলাভিষিক্তজনদের এক একজনের মাকেও ‘খ্রিষ্টতোকোস’ [Χριστοτόκος - খ্রিষ্টজননী] বলে অভিহিত করতে পছন্দ করলে, তাতে অযৌক্তিক কিছুই থাকবে না (ঝ)।

১১। কিন্তু, গৌরব ও উৎকৃষ্টতা ক্ষেত্রে আমাদের ত্রাণকর্তার অতুলনীয় পার্থক্য-সূচিত যে বৈষম্য বর্তমান, তা যথেষ্ট, এমনকি তা এমন যে, যা কিছু আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সেই বৈষম্য তা একেবারে বাতিল করে দেয়। কেননা আমরা দাস, কিন্তু যদিও তিনি আমাদের মাঝে ও আমাদের যা [তথা মানবীয়তা] তারও মধ্যে এলেন, তবু তিনি স্বরূপে প্রভু ও ঈশ্বর। এজন্য ধন্য পলও এই বলে তাঁকে খ্রিষ্ট ও প্রভু বলে অভিহিত করলেন, *‘তোমরা এবিষয়ে নিশ্চিত থাক যে, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র কিংবা অশুচি বা লোভী মানুষ বা পৌত্তলিক, তারা কেউই খ্রিষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না’* (ক)। তাই, যেমন বলে এসেছি, সেই অনুসারে, অন্যান্যরা তৈলাভিষিক্ত হওয়ার ফলে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ‘খ্রিষ্ট’ হতে পারে, তবু কেবল খ্রিষ্টই খ্রিষ্ট ছাড়া সত্যিকারে সেই ঈশ্বরও যিনি ইম্মানুয়েল [তথা আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর]। যে কেউ এটা বলতে চায় যে, অন্যান্যদের মাতা হল খ্রিষ্টজননী, সে তাতে ভুল করে না বটে, কিন্তু তারা খ্রিষ্টজননী ছাড়া যে ঈশ্বরজননীও, তা নয়, বরং তাদের সবার মধ্যে একমাত্র পবিত্রা কুমারীই একইসময়ে খ্রিষ্টজননী ও ঈশ্বরজননী বলে পরিগণিত ও তাই বলে অভিহিত। কেননা তিনি আমাদের মত এমন সাধারণ মানুষকে নয় বরং পিতা ঈশ্বর থেকে সেই লোগোস-বাণীকে প্রসব করলেন যিনি মাংস-হওয়া ও মানুষ-হওয়া [বাণী]। ঐশঅনুগ্রহ গুণে আমরাও ‘ঈশ্বর’ বলে অভিহিত, কিন্তু পুত্র-ঈশ্বরের বেলায় সেরকম নয়, কেননা যদিও তিনি মাংস হলেন তবু স্বরূপে ও সত্যিকারেই তিনি পুত্র-ঈশ্বর।

১২। সম্ভবত তুমি প্রতিবাদ করে বলবে, আমাকে বল, সেই কুমারী হয় তো কি ঈশ্বরত্বের মাতা হলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, সর্বস্বীকৃত স্বীকারোক্তি অনুসারে ঈশ্বরত্বের জীবনময় ও স্বয়ংঅস্তিত্বশীল লোগোস-বাণী পিতা ঈশ্বরের সমসত্তা থেকে জনিত হলেন, এবং তিনি কালের গন্ডিতে এমন অস্তিত্বের অধিকারী যা আদিহীন; তিনি আপন জনকের সঙ্গে সতত সহঅস্তিত্বশীল, তাঁর মধ্যে ও তাঁর সঙ্গে অস্তিত্বশীল ও বিবেচিত। যেহেতু তিনি চরমকালে মাংস হলেন অর্থাৎ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণপ্রাপ্ত মাংসের সঙ্গে নিজেকে একত্রিত করলেন, সেজন্য আমরা ঘোষণা করি, তিনি একটি নারী থেকে মাংসময় ভাবেও (ক) জন্ম নিলেন। তাঁর সম্পর্কে যে রহস্য, তা কোন প্রকারে আমাদের জন্মের সদৃশ। কেননা পার্থিব সন্তানদের মাতাগণ জন্মদান লক্ষ্যে প্রকৃতির কাছে নিজেদের নিবেদন ক'রে নিজেদের গর্ভে সেই মাংসের অধিকারী হয় যা, ঈশ্বরের কোন না কোন অনির্বচনীয় শক্তির জোরে একটু একটু করে সংগঠিত হয় ও বৃদ্ধিলাভ করে, এবং অবশেষে মানব-জাতিতে সিদ্ধিলাভ করে। তাছাড়া ঈশ্বর তাঁর নিজের জানা পদ্ধতি অনুসারে জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করান: নবীর বাণীমত '*তিনি মানুষের অন্তঃস্থলে আত্মা গড়ে তোলেন*' (খ)। মাংসের 'লোগোস' [λογος - যুক্তি বা কারণ] এক জিনিস, প্রাণের 'লোগোস' আলাদা জিনিস। তবু, যদিও তারা কেবল পার্থিব দেহের মাতা, তবু সেই জীবনময়কে প্রসব করে যে, আমি আবার বলছি, প্রাণ ও দেহ দিয়ে সংগঠিত; কেউই এমনটা বলে না, তারা একটা অংশ মাত্রই প্রসব করে। কেউই এমনটা বলবে না, এলিশাবেথ দেহকে প্রসব করলেন কিন্তু প্রাণকে প্রসব করেননি: তিনি অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেই বাপ্তিস্মদাতাকে প্রসব করলেন যিনি প্রাণ ও দেহ এ দু'টো অংশ-বিশিষ্ট অনন্য ব্যক্তিত্ব। আমরা এমনটা দেখাব যে, ইম্মানুয়েলের জন্মের সময়েও একই জিনিস ঘটল। যেমন আমি বলে এসেছি, সেই অনুসারে: পিতার সত্তা থেকে তাঁর একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী জন্ম নিলেন; তারপরে তিনি যে মাংস ধারণ করলেন ও সেই মাংসকে তাঁর নিজের মাংস করে তুললেন এবং এর ফলে তিনি যে মানবপুত্রও বলে অভিহিত হলেন ও আমাদের মত হলেন, সেজন্য এটা স্বীকার করা অযৌক্তিক বলে মনে করি না, এমনকি এটা স্বীকার করা আবশ্যকই মনে করি যে, তিনি ঠিক সেইভাবে মাংস অনুসারে নারী-সঞ্জাত, যেভাবে মানুষের প্রাণও নিজের দেহের সঙ্গে একই সময়ে

সঞ্জাত হয় ও আমরা সেটাকে দেহের সঙ্গে একমাত্র জিনিস বলে গণ্য করি, যদিও সেই দ্বিতীয় স্বরূপ যা, তা যা তা সেই অনুসারেই পরিগণিত হয় ও নিজের লোগোস অনুসারে অস্তিত্বশীল [গ]। তাই একজন যদি এমনটা বলত যে একজনের মা প্রাণের নয়, কেবল দেহেরই জননী, তাহলে সে অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে ভাবেই কথা বলত। আমি যেমন বলে এসেছি, পবিত্রা জননী বৈশদৃশ দু'টো উপাদান-ঘটিত একটা জীবকে জন্ম দিলেন, দু'টো থেকে অনন্য মানুষকে জন্ম দিলেন, এবং এক একটা [তথা দেহ ও প্রাণ] যা, তা হয়ে থেকেও তবু সেইসঙ্গে কেমন যেন পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য রেখে এক একটা নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে প্রকৃতিগত একত্বের লক্ষ্যে যৌথ সহযোগিতা দান করল।

১৩। যেহেতু খ্রিষ্টে যে একত্রীকরণ রয়েছে তা অধিক দরকারী বিষয়, সেজন্য তা বহু অন্য বিষয়ের মধ্য দিয়েও বিচার-বিবেচনা করা তত কঠিন নয় এমনকি একেবারে সহজ ব্যাপার হবে। তবে এসো, তেমনটা উপযোগী হলে তাহলে একনিষ্ঠা সহকারে ও যথাসম্ভব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ধন্য পলের উক্তিসমূহ তলিয়ে দেখি। সেই একমাত্র জনিতজন বিষয়ে তিনি বলেন, *অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি নিজেকে অবনমিত করলেন* [ক]। যিনি অবস্থায় ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না, তিনি কে? অথবা, তিনি কেমন করে নিজেকে অবনমিত করলেন, কেমন করে সেই অবমাননায় ও দাসের অবস্থায় নেমে গেলেন? তাই এরা অনন্য প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে ভাগ ভাগ করায় (আমি বলছি, সেই মানুষকে ও সেই লোগোস-বাণীকে পিতা ঈশ্বর থেকে পৃথক করায়) যদি এমনটা ঘোষণা করে যে, পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত যিনি তিনিই সেই অবমাননা সহ্য করলেন এবং এভাবে তারা তাঁর থেকে ঈশ্বর থেকে উদ্গত লোগোস-বাণীকে পৃথক করে, তাহলে আগে তাদের দেখাতে হবে কি করে তিনি পিতার সঙ্গে অবস্থা ও সমতার অধিকারী বলে পরিগণিত এমনকি ঠিক তাই ছিলেন, যাতে করে, তিনি যা ছিলেন না, তাতে নেমে তিনি সেই ধরনের অবমাননাও সহ্য করতেন। কিন্তু পিতার সঙ্গে সমতায় যা রয়েছে, আমরা যদি তা সেটার স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে বিচার-বিবেচনা করি, তাহলে সৃষ্টগত বলতে তার কিছুই নেই।

তবে কেমন করে বলা যেতে পারে, তিনি নিজেকে অবনমিত করলেন, যখন অবস্থায় মানুষ হওয়ায় আমাদের মত তিনিও নারী থেকে জন্ম নিলেন? আমাকে বল, মানুষ হবার জন্য তিনি মানুষের যোগ্যতার চেয়ে ঊর্ধ্বতর কোন্ প্রাচীনতম যোগ্যতা থেকে নেমে এলেন? অথবা, যিনি স্বরূপে দাসদের মধ্যে অবস্থান করতেন ও দাসত্বের জোয়ালের অধীন ছিলেন, তাঁর বিষয়ে আমরা কেমন অর্থেই বা এটা ধরে নেব যে তিনি আদিতে দাসের অবস্থার অধিকারী না হয়েও তা ধারণ করলেন?

১৪। কিন্তু এবিষয়ে ওরা [অর্থাৎ নেস্তরিউস ও প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর বিশপগণ] নাকি বলেন, যিনি স্বরূপে ও সত্যিকারে স্বাধীন পুত্র, যিনি পিতা ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত লোগোস-বাণী, যিনি জনকের অবস্থায় অস্তিত্বশীল ও তাঁরই সমান, তিনি নারীজাত এক মানুষে আবাস নিলেন: এটাই সেই অবমাননা, এটাই সেই অবমাননার মূল্য ও দাসের অবস্থায় নিজেকে নমিত করার মূল্য। তাই, হে আমার বন্ধুসকল, নিজেকে অবনমিত করার জন্য ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর পক্ষে কি একটা মানুষে বসবাস করা-ই কি যথেষ্ট হল? এবং তিনি যে সেইভাবে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন ও তেমন অবস্থাই হল নিজেকে অবনমিত করার জন্য তাঁর বেছে নেওয়া উপায়, এটা ঘোষণা করায় কি ব্যাপারটা সমাধান হবে? আমি শুনতে পাচ্ছি তিনি পবিত্র প্রেরিতদূতদের বলছেন, *যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (ক)। শোন, তিনি কোন্ যুক্তির জোরে এমনটা বলেছিলেন যে, যারা তাঁকে ভালবাসত তাদের মধ্যে তাঁর নিজের সঙ্গে স্বয়ং পিতা ঈশ্বরও বসবাস করছিলেন? যেহেতু যে যে প্রাণ তাঁকে ভালবাসে পিতা সেই সমস্ত পবিত্র প্রাণের মধ্যে নিজের বাসস্থান করলেন, সেজন্যই হয় তো আমরা কি পিতাকেও অবনমিত বলে গণ্য করব? পিতাও কি পুত্রের একই অবমাননা সহ্য করলেন বলে মনে করব? পিতাও কি দাসের অবস্থা ধারণ করলেন বলে বিবেচনা করব? [পবিত্র] আত্মাও কি আমাদের মধ্যে বসবাস করেন? তবে এমনটাও কি হতে পারে যে, তিনিও মানুষ হওয়ার মধ্য দিয়েই ব্যবস্থার [অর্থাৎ পরিত্রাণ-ব্যবস্থার] সিদ্ধি ঘটান? নাকি, আমরা এমনটা ঘোষণা করি যে, সকলের

পরিত্রাণ ও জীবনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা [অর্থাৎ পরিত্রাণ-ব্যবস্থা] কেবল পুত্রেরই দ্বারা সিদ্ধিলাভ করল? দূরের কথা! এ অদ্ভুত ও একেবারে নির্বোধ ধর্মতত্ত্ব।

১৫। সুতরাং, পিতা ঈশ্বরের অবস্থায় ও সমতায় অস্তিত্বশীল লোগোস-বাণী তখনই নিজেকে অবনমিত করলেন যখন তিনি, যোহনের কথা অনুসারে, 'মাংস হয়ে' (ক) নারীর মধ্য দিয়ে জন্ম নিলেন, এবং পিতা ঈশ্বর থেকেই যাঁর উৎপত্তি, তিনি আমাদের খাতিরে আমাদের জন্মের মত জন্ম সহ্য করলেন। তাহলে ওরা আমাদের এবিষয়ে শিক্ষা দিন, পিতা ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত সেই লোগোস-বাণী কেমন করে আমাদের দ্বারা 'খ্রিষ্ট' বলে পরিগণিত ও অভিহিত হতে পারেন। তাঁকে তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল বিধায়ই যদি তিনি খ্রিষ্ট বলে অভিহিত, তাহলে পিতা কাকেই বা আনন্দ-তেলে তথা পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত করলেন? যদি ওরা উত্তরে বলে, যিনি তাঁর থেকে জনিত তিনিই প্রকৃতপক্ষে অনন্য লোগোস-বাণী-ঈশ্বর, ও এটাই সত্য বলে সমর্থন করে, তবে ওরা অজ্ঞতায় রয়েছে, সেই একমাত্র জনিতজনের স্বরূপ অবমাননা করে, ও মাংস-দ্বারা-ব্যবস্থা রহস্যটা বিষয়ে মিথ্যা বর্ণনা দেয়। কেননা, যে লোগোস-বাণী স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি যদি পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সম্পূর্ণরূপেই পবিত্রতা বিহীন হতেন, এবং ওরা অনিচ্ছাকৃত ভাবেও এটা মেনে নিত যে, তিনি পূর্বকালীন এমন সময়ে অস্তিত্বশীল ছিলেন যখন, তখনও তৈলাভিষিক্ত না হওয়ার ফলে, সেই সহভাগিতা বিহীন ছিলেন যা পরবর্তীকালেই দান হিসাবে তাঁকে দেওয়া হওয়ার কথা। স্বরূপে যা পবিত্রতা বিহীন তা পরিবর্তনশীল ও তা সম্পূর্ণরূপে পাপবিহীন ও ভুল করার সম্ভাবনা বিহীন বলে গণ্য হতে পারে না। ফলত এটা দাঁড়ায় যে, লোগোস-বাণী শ্রেয়তর অবস্থার দিকে পরিবর্তনের অধীন হয়েছিলেন। তবে তিনি কেমন করে সেই একইজন হয়ে আছেন ও তাঁর পরিবর্তন হয়নি? এবং যে লোগোস-বাণী স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি যদি পিতার অবস্থা ও সমতায় তৈলাভিষিক্ত ও পবিত্রিত হয়ে থাকতেন, তাহলে হয় তো কেউ না কেউ এ পদ্ধতি দ্বারা অন্ধকারময় চিন্তাধারার দিকে আকর্ষিত হয়ে বলতে পারত, হয় তো স্বয়ং পিতাও পবিত্রীকরণ বিহীন ছিলেন। তেমনটা হলে তবে, যিনি পবিত্রীকরণের আগে অবস্থায়ও তাঁর সমান বলে অস্তিত্বশীল ছিলেন, সেই পুত্রকে যদি পবিত্রিত করা হয়ে থাকত, তাহলে পুত্র নিজেকে পিতার চেয়ে মহত্তর দেখা দিতেন কিন্তু পিতা, পুত্রের

সাদৃশ্যে পবিত্রিত হবার লক্ষ্যে নিজেকে শ্রেয়তর করার অধিকার ধারণ না করার ফলে যা ছিলেন ও সতত থাকবেন সেই একই অবস্থায় থেকে যান। আরও, যিনি পিতা ও পুত্রকে পবিত্রিত করেন, সেই পবিত্র আত্মাই উভয়ের চেয়ে মহত্তর বলে প্রতীয়মান হন যেহেতু এতে কোন সন্দেহ নেই, দ্বন্দ্বও নেই যে, '*নিম্নতর পাত্র ঊর্ধ্বতর পাত্র দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়*' (খ)। কিন্তু এসমস্ত উক্তি অসার কথা, জঘন্য বিষয় ও উন্মাদের অপরাধ। সেই সমসত্তাময় ত্রিত্ব স্বরূপেই পবিত্র : পিতা পবিত্র, একইভাবে ও সমসত্তাময় ভাবে পুত্রও পবিত্র, ও একই প্রকারে আত্মাও পবিত্র। সুতরাং, স্বীয় স্বরূপ ক্ষেত্রে পিতা ঈশ্বর থেকে জনিত লোগোস-বাণী অনন্য উপায় অনুসারে পবিত্রিত হন না।

১৬। এবং কেউ যদি মনে করে, পবিত্রা কুমারী-সঞ্জাত যিনি, তিনি তৈলাভিষিক্ত ও পবিত্রিত হলেন, এবং কেবল এজন্যই তিনি 'খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত, তাহলে সে এগিয়ে এসে বলুক, সেই অভিষিক্তজন যে সবকিছুর মহত্তর ঈশ্বরের একই গৌরব ও একই আসনের অধিকারী, তা দেখাবার জন্য সেই তৈলাভিষেক যথেষ্ট কিনা ; এবং তা যথেষ্ট হলে এবং সে এমনটা বললে যে, এটাই সত্য, তাহলে আমরাও তৈলাভিষিক্ত, যেইভাবে ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত যোহন বলেন, *তোমাদেরও এমন তৈলাভিষেক আছে, যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ* (ক)। তেমনটা হলে তবে আমরাও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতার অধিকারী হতাম, এবং আমি মনে করি, আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ আর কিছুই থাকত না, তাঁর সঙ্গে সেইভাবে আসন নেওয়াও নিষিদ্ধ হত না যেইভাবে সেই ইম্মানুয়েল অবশ্যই আসন গ্রহণ করে থাকেন ; কেননা তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছিল, '*আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ*' (খ)। তবে ঊর্ধ্বলোকের আত্মাদের পবিত্র ভিড়ও আমাদের উপাসনা করত : '*যখন তিনি সেই প্রথমজাতককে বিশ্বজগতে আনেন, তখন বলেন, ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর চরণে প্রণিপাত করুন*' (গ)। কিন্তু যদিও আমাদের পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করা হয়ে থাকে, তবু দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দ্বারাই আমাদের ধনবান করা হয়েছে ; আমাদের 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করা হয়েছে (ঘ) বটে, কিন্তু আমাদের নিজস্ব স্বরূপের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আমরা অবশ্যই অজ্ঞ হয়ে থাকব না। কেননা আমরা তো মাটিরই, আমরা দাসদের মাঝেই স্থিত, কিন্তু পুত্র স্বরূপে ও সত্যিকারে সবকিছুর প্রভু ও স্বর্গ থেকে নেমে আসেন।

১৭। যেহেতু আমরা যথার্থ ভাবে ভাবব বলে বেছে নিচ্ছি সেজন্য আমরা অবশ্যই এটা বলি না যে, পিতা ঈশ্বর মাংস হলেন, এমনটাও বলি না যে, ঈশ্বরত্বের স্বরূপ মনুষ্যত্ব ধারণ না করে একটা নারীর মধ্য দিয়ে জন্ম নিল। কিন্তু একত্রীকরণের দিকে পথ ধরে আমরা সেই এক-যিশু-খ্রিষ্ট ও প্রভুকে উপাসনা করব: ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন লোগোস-বাণীকে উপাসনা করব, পবিত্র জননী থেকে সঞ্জাত হয়ে যিনি সম্পূর্ণরূপে মানুষ তাঁকেও উপাসনা করব: তাঁকে আমরা মাংসের কারণেও ঈশ্বরত্বের বাইরে রাখব না, আমাদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কারণেও তাঁকে সাধারণ মনুষ্যত্বে নমিত করব না। এর ফলে এটা উপলব্ধি করা যাবে যে, ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন লোগোস-বাণী স্বেচ্ছাকৃত অবমাননার অধীনে নিজেকে অধীন করেছেন। যিনি স্বরূপে স্বাধীন, তিনি দাসের অবস্থা ধারণ করায় এইভাবেই নিজেকে নমিত করেছেন। এইভাবেই তিনি আব্রাহামের বংশকে ধারণ করলেন এবং রক্ত ও মাংসের সহভাগী হলেন। কেননা যদি তাঁকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলে ধরে নিই, তাহলে তিনি আব্রাহামের সেই বংশকে কি স্বরূপে নিজ থেকে ভিন্ন কিছুর মত ধারণ করতে পারতেন? এটা কেমন করে বলা যেতে পারত যে, সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হবার জন্য [ক] তিনি নিজের মাংসের সহভাগিতা করলেন? কেননা যা সম্পর্কে বলা হয়, তা অন্যান্যদের সদৃশ, তা বৈসাদৃশ্য থেকে সেইদিকে ছুটে চলে যার সদৃশ হওয়া দরকার আছে।

১৮। সুতরাং, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী আব্রাহামের বংশকে ধারণ করলেন ও রক্ত ও মাংসের সহভাগী হলেন, এবং এভাবে নারীজাত সেই দেহকে আপন করলেন যাতে ঈশ্বর হয়ে থেকে শুধু নয় কিন্তু আমাদের মত মানুষও হয়ে সেই একত্রীকরণের অনুগ্রহ গুণে তিনি উপলব্ধ হতে পারতেন। তাই সর্বস্বীকৃত স্বীকারোক্তি গুণে সেই ইম্মানুয়েল দু'টো জিনিস নিয়ে তথা ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব থেকে উদ্ভূত। সেই এক-প্রভু যিশু খ্রিষ্টই হলেন একমাত্র ও সত্যকার পুত্র, ঈশ্বর ও সেইসঙ্গে মানুষ; তিনি তাদেরই মত এমন ঈশ্বরীকৃত মানুষ নন যারা অনুগ্রহ গুণে তেমনটা হয়, কিন্তু তিনি সেই সত্যকার ঈশ্বর যিনি আমাদের খাতিরে মানব অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এবিষয়ে ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত পল তখনই বিশ্বাসের ভিত্তি যুগিয়ে দেন যখন বলেন, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের*

অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি (ক)। তবে, যিনি বিধানের অধীনে প্রেরিত হলেন ও, যেমনটা বলেছি, নারী থেকে জন্ম নিলেন, তিনি সেই একই ব্যক্তি ছাড়া আর কেইবা হতে পারেন যিনি ঈশ্বর বলে আগে ছিলেন বিধানের ঊর্ধ্বে যেহেতু সবদিক দিয়ে ভাইদের মত হবার জন্য নিজেকে বিধানের অধীন ক'রে মানুষ বলে আত্মপ্রকাশ করলেন? এজন্যই মোশির বিধান অনুসারে তিনি পিতরের সঙ্গে কর বা রাজস্ব দিতেন। কিন্তু পুত্র হিসাবে যেহেতু তিনি স্বাধীন এবং বিধানের অধীনস্থ মানুষ হয়েও তিনি ঈশ্বর হিসাবে বিধানের ঊর্ধ্বে, সেজন্য এ বলে উপদেশ দিতেন, '*পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন?*' উত্তরে পিতর বলেছিলেন, '*অন্য লোকদের কাছ থেকে*', এবং তিনি বলে চলেছিলেন, '*তবে ছেলেরা করমুক্ত*' (খ)।

তবে, যখন এটা স্পষ্ট যে এমনটা বলা যেতে পারা যায় না যে খ্রিষ্ট মাংসের বাইরে আছেন ও তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরের জনিত লোগোস-বাণী, বরং এটা বলা উচিত যে, যেহেতু তিনি মানুষ হলেন সেজন্য তিনি সেই প্রথম ও সেই দ্বিতীয় দিকের অধিকারী [তথা তিনি মাংসের বাইরে ও একাধারে ঈশ্বরের লোগোস-বাণী], সেজন্য এসো, পবিত্র শাস্ত্র থেকে বিশ্বাসের প্রমাণ বের করে এবার এটা দেখাই যে, তিনি স্বরূপে ঈশ্বর ও ঐক্যের দিকে নিজেকে [তথা নিজের ঈশ্বরত্বকে] চালনা করলেন: আমি সেই ঐক্যের কথা বলছি তিনি নিজের মাংসের সঙ্গে যে ঐক্যের অধিকারী। একথা যে সত্য, তা দেখাবার পরেই আমাদের পক্ষে ও যথার্থ ভাবে এমনটা বলা যেতে পারবে: পবিত্রা কুমারী 'থেওতোকোস' [Θεοτόκος - ঈশ্বরজননী]।

১৯। এজন্য, নবী ইশাইয়া তখনও মানুষ-হওয়া নয় ও তখনও বর্তমান নয় সেই একমাত্র পুত্রকে আগে থেকে দেখিয়ে বলেছিলেন, *হে দুর্বল যত হাত ও কম্পিত যত হাঁটু, সবল হও; হে ভীরুহৃদয়, সান্ত্বনা পাও, সাহস ধর, ভয় করো না; এই যে তোমাদের ঈশ্বর! তিনি বিচারের জন্য আসীন আছেন ও রায় ব্যক্ত করবেন; তিনি আসবেন ও আমাদের ত্রাণ করবেন। তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে ও বধিরের কান শুনতে পাবে; তখন খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে ও বোবার জিহ্বা স্পষ্ট হবে* (ক)। লক্ষ কর, নবী তাঁকে 'প্রভু' নাম দ্বারা চিহ্নিত করেন ও 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত

করেন, কেননা তিনি সত্যি আত্মায়ই কথা বলছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে সেই ইম্মানুয়েল এমনিই ঈশ্বরবাহক কোন মানুষ ছিলেন না, তাঁকে একটা মাধ্যম হিসাবেও নেওয়া হচ্ছিল না, কিন্তু সত্যিই ছিলেন মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর। ঠিক সেসময়েই অন্ধের চোখ খুলে গেছিল ও বধিরের কান শুনতে পেয়েছিল; ঠিক সেসময়েই খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দিয়েছিল ও বোবার জিহ্বা স্পষ্ট হয়ে গেছিল। [পবিত্র] আত্মা ঠিক সেইভাবেই তাঁর কথা প্রচার করার জন্য পবিত্র সুসমাচার-রচয়িতাদের আদেশ দিচ্ছিলেন: *'তুমি যে সিয়োনকে শুভসংবাদ দাও, উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ; তুমি যে যেরুশালেমকে শুভসংবাদ দাও; তোমরা যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর, ভয় করো না; যুদার শহরগুলোকে বল, এই যে আমাদের ঈশ্বর; দেখ, প্রভু মহাপরাক্রমে আসছেন, ও বাহুটা আধিপত্য সহকারে আসছে। দেখ, তাঁর সঙ্গে মজুরি ও তাঁর সাক্ষাতে তাঁর আপন কর্ম রয়েছে। পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়াবেন তাঁর আপন পাল ও তাঁর আপন বাহু দ্বারা মেষশিশুদের জড় করবেন'* [খ]। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আমাদের জন্য ঈশ্বর থেকে আগত পরাক্রমে ও প্রভুত্বের আধিপত্যে তথা প্রতাপে ও প্রভুত্বে দেখা দিলেন। ঠিক এজন্যই তিনি সেই চর্মরোগীকে বলেছিলেন, *আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও* [গ]; খাটুনি স্পর্শ করলেন ও যে মৃত ছিল, বিধবার সেই ছেলেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন [ঘ]।

২০। তিনি মেষশিশুদের জড় করলেন, কেননা তিনিই সেই উত্তম পালক যিনি মেষগুলোর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। এজন্যই তিনি এও বলছিলেন, *যেমন পিতা আমাকে জানেন তেমনি আমিও পিতাকে জানি এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক* [ক]। এবং তাঁর বিষয়ে প্রচারকর্ম শুরু করতে গিয়ে ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেই বাপ্তিস্মদাতা গোটা যুদেয়া জুড়ে যারা ছিল, তাদের সকলকে তাঁকে ঈশ্বরত্বের একটা মাধ্যম বলে নয়, এমনিই ঈশ্বরবাহক সাধারণ একটা মানুষ বলেও নয় (অর্থাৎ সেইভাবে যেভাবে কেউ কেউ ধরে নিচ্ছে), বরং মাংসবিশিষ্ট ঈশ্বর বলে অর্থাৎ মানুষ-হওয়া-ঈশ্বরকে বলে প্রচার করতেন; তিনি বলতেন,*প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, আমাদের ঈশ্বরের রাস্তাসকল সমতল কর* [খ]। খ্রিষ্টের অর্থাৎ মানব আকারে দেখা দেওয়া সেই লোগোস-

বাণীর পথ ছাড়া তিনি কার্ পথ প্রস্তুত করতে আদেশ করেছিলেন? মনে করি, ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেই পলও যা বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, বিশ্বাসের জন্য তা যথেষ্ট হয়; তিনি বলেন, *তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* (গ)। তবে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হোক: পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত সেই পুত্র কেমন করে ঠিক ঈশ্বরেরই আপন পুত্র বলে গণ্য হতে পারেন? মানুষ থেকে যা প্রকৃতি অনুসারে সঞ্জাত, সেবিষয়ে যেমন গণ্য করা হয় ও ঘোষণা করা হয় যে, তা মানুষেরই নিজস্ব, অন্য পশুদের নিজস্ব নয়, তেমনি যা কিছু ঈশ্বরের সত্তা থেকে উদ্ভূত তা ঈশ্বরেরই নিজস্ব। তবে, সকলের পরিত্রাণ ও জীবনের জন্য যাঁকে পিতা ঈশ্বর দ্বারা তুলে দেওয়া হয়েছে, কেমন করে সেই খ্রিষ্ট ঈশ্বরেরই নিজস্ব পুত্র বলে অভিহিত হন? কারণ '*তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে*' (ঘ), এবং নবীর বাণী অনুসারে '*তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন*' (ঙ)। তবে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেই ঐক্যের সিদ্ধি অবশ্যই এটা প্রকাশ করে যে, যিনি পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত, তিনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র। সেই দেহ আমাদের দেহ থেকে ভিন্ন ছিল না, বরং ছিল তাঁরই নিজস্ব দেহ অর্থাৎ পিতার সেই লোগোস-বাণীরই দেহ যিনি কুমারী থেকে সঞ্জাত।

২১। এরপর, যদি তাঁর উপর মাধ্যমজাতীয় সাহায্যের একমাত্র ও অতিসাধারণ ভূমিকা আরোপ করা হত, তাহলে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা হত যে, তিনি সত্যিকারে পুত্র। উদাহরণ স্বরূপ, একটি লোককে ধরে নেওয়া হোক যার ছেলে সেতারে নিপুণ ও বাজনা ক্ষেত্রে উত্তমরূপে প্রশিক্ষিত; লোকটা কি ছেলের সঙ্গে সেই সেতার ও সঙ্গীতচর্চার সেই বাদ্যযন্ত্রকেও ছেলে বলে পরিগণিত করবে? (ক)। তেমন কথা কি একেবারে বোধশূন্য নয়? সেতার তো শীল্পকলা প্রদর্শনেরই জিনিস বলে গণ্য হওয়া উচিত, কিন্তু ছেলেকে নিজ জনকের এমন সন্তান বলে ধরে নেওয়া হয় যে সেই সেতার থেকে আলাদা ভাবেই গণনার যোগ্য। এবং এরপর যদি এটাও বলা হত যে নারী-সঞ্জাত একজনকে সাহায্যকারী হিসাবে নেওয়া হয়েছে যাতে তার মধ্য দিয়ে অলৌকিক কাজ

সাধিত হত ও ঐশ্বরিক সুসমাচার-প্রচারের উজ্জ্বল প্রকাশ হত, তাহলে এটাও বলা যেতে পারত যে, পবিত্র নবীগণ এক একজনও, এমনকি তাঁদের সকলের মধ্যে প্রথমত সেই মোশিই হয়েছিলেন ঈশ্বরের মাধ্যম মাত্র। কেননা তিনি লাঠি বাড়িয়ে নদনদী রক্তে পরিণত করেছিলেন (খ); সাগর দু'ভাগ করে ইস্রায়েল সন্তানদের তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে পার হতে আদেশ করেছিলেন (গ); সেই লাঠি পাথরের উপর রাখায় তিনি পাথরগুলো জলের উৎস করেছিলেন ও পাথুরে (ঘ) একটা উৎসধারা দেখিয়েছিলেন (ঙ); তিনি ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ (চ) ও বিধানের সেবাকর্মী হয়েছিলেন এবং জনগণের আগে আগে চলতেন। তেমনটা হলে তবে যাঁরা খ্রিষ্টের আগেকার মানুষ, খ্রিষ্টে এমন কিছুই ছিল না যা তাঁদের চেয়ে মহত্তর; তাঁকেও মাধ্যম হিসাবে ও ভূমিকা অনুসারে ধরে নেওয়া হত। তেমনটা হলে তবে ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত দাউদ অবশ্যই তখন ফাঁপা কথা উচ্চারণ করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *মেঘলোকে কেইবা হবে প্রভুর তুল্য? ঈশ্বরসন্তানদের মধ্যে কেইবা হবে প্রভুর সদৃশ?* (ছ)।

২২। কিন্তু অধিক প্রজ্ঞাবান পল সেই মোশিকে সেবকদের মধ্যেই দেখান, কিন্তু ঐশব্যবস্থা ক্রমে যিনি নারী-সঞ্জাত তাঁকে ঈশ্বর ও প্রভু বলে ডাকেন; কেননা তিনি লিখেছেন, *এজন্য, হে পবিত্র ভাইয়েরা, তোমরা যারা স্বর্গীয় এক আহ্বানেরই অংশীদার, আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজকের প্রতি, সেই যিশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ; যিনি তাঁকে নির্মাণ করেছেন, তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত, মোশিও যেমন তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন। তবে নির্মাতা যেমন গৃহের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী, তেমনি তিনিও মোশির চেয়ে বেশি গৌরব পাবার যোগ্য; কেননা প্রতিটি গৃহের একজন না একজন নির্মাতা থাকে, কিন্তু যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। মোশি আসলে তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, পরবর্তীকালে যা কিছু ঘোষিত হওয়ার কথা, যেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; কিন্তু খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ* (ক)। তাই লক্ষ করা হোক তিনি কেমন করে তাঁর বেলায় মনুষ্যত্বের পরিসীমা রক্ষা করেছেন ও সেইসঙ্গে তাঁর উপর সর্বোচ্চ গৌরবের ও ঐশ্বরিক মর্যাদার উচ্চতা আরোপ করেছেন। কেননা 'মহাযাজক' ও 'প্রেরিতদূত' বলায়, এবং

একথার উপর জোর দিয়ে যে 'তাঁকে যিনি নিযুক্ত করেছেন, তাঁর কাছে তিনি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন', এমনটা বলেন যে মোশির চেয়ে তিনিই বেশি সম্মানের যোগ্য ছিলেন সেই নিয়মের ভিত্তিতে যা অনুসারে 'নির্মাতা গৃহের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী'; তারপর তিনি বলে চলেন, 'প্রতিটি গৃহের একজন না একজন নির্মাতা থাকে, কিন্তু যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর'। সুতরাং ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেই মোশিকে নির্মিত কর্ম ও বস্তুর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খ্রিষ্ট সবকিছুর নির্মাতা বলে নির্দেশিত। এবং এটা সত্য যে, ঈশ্বর বিষয়েই তো বলা হয় তিনিই সবকিছুর নির্মাতা। ফলত, তিনি যে সত্যকার ঈশ্বরও, এবিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নেই; অন্যদিকে *'মোশি তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন'*, *'কিন্তু খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য'*। তাছাড়া, নবীর মুখ দিয়ে ঈশ্বর বলেন, *'আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ'* (খ)।

২৩। হয় তো এমনটা হতে পারে, কেউ না কেউ জিজ্ঞাসা করবে: যখন খ্রিষ্ট ও মোশি দু'জনেই নারী-সঞ্জাত, তখন তাঁদের মধ্যে কেমন ভিন্নতা ভাবা যেতে পারে? কেমন করে একজন গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য সেবক রূপে দাঁড়ান কিন্তু অপর একজন পুত্র রূপে স্বরূপে প্রভু ও নিজের গৃহের মধ্যে তথা আমাদের মধ্যে রয়েছেন? যার ধীশক্তি সুস্থ, ও ধন্য পল যা ঘোষণা করেন সেবিষয়ে যে কেউ একমত, আমি মনে করি তার কাছে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট। প্রথমজন ছিলেন মানুষ ও ছিলেন দাসত্বের জোয়ালের অধীন; দ্বিতীয়জন স্বরূপে স্বাধীন যেহেতু তিনি ঈশ্বর ও সবকিছুর নির্মাতা এবং আমাদের জন্য স্বেচ্ছাকৃত অবমাননা সহ্য করলেন। কিন্তু এই অবমাননা তাঁকে ঐশগৌরব থেকে দূর করে দেবে না, সবকিছুর উপরের উৎকৃষ্টতা ও সর্বোচ্চতা থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেবে না। কেননা যেমন তাঁর আত্মা দ্বারা ধনবান হয়ে ওঠা এই আমরা (আত্মা তো আমাদের হৃদয়ে বসবাস করেছেন (ক), এবং আমরা যা তা যেন না হয়ে থাকি (খ) সেইলক্ষ্যে আমাদের ঈশ্বরসন্তানদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তবু আমরা অবরোহণ করিনি) স্বরূপে মানুষ ও ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে বলি *'আব্বা, পিতা'* (গ), তেমনি লোগোস-বাণী ঈশ্বর যিনি, যিনি পিতা ঈশ্বরের সত্তার দীপ্তিতে দীপ্তিমান ছিলেন, তিনিও প্রকৃতিকে তার

দেয় মর্যাদায় সম্মানিত করলেও নিজের উৎকৃষ্টতা ছেড়ে বের হননি ও মনুষ্যত্বেও ঈশ্বর হয়ে থাকলেন। তাই আমরা বলি, কুমারী-সঞ্জাত সেই পবিত্রধাম [অর্থাৎ প্রভুর দেহ] যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু পবিত্র পত্রাবলির বিশ্বাস ও পবিত্রজনদের উক্তিসমূহ অনুসরণ করে আমরা ঘোষণা করব, বাণী হলেন মাংস, সেইভাবে যেভাবে আমরা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে এসেছি। সেই অনুসারে তিনি আমাদের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। যেহেতু তাঁর মৃত্যু ছিল জগতের পরিত্রাণ, সেজন্য তিনি ঈশ্বর বলে স্বরূপে জীবন হয়ে থেকেও ‘*ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক’রে ক্রুশ সহ্য করলেন*’ (ঘ)। তবে ‘জীবন মৃত্যুবরণ করলেন’, একথা কোন্ অর্থেই বা বলা হয়? তা বলা হয় যাতে এটা দেখানো যেতে পারে যে, যে জীবন জীবনকে নতুন করে সঞ্জীবিত করছিলেন, সেই জীবন নিজের মাংসে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

২৪। তবে, যদি আমরা অনুসন্ধান করি আমাদের মধ্যে মৃত্যু কীভাবে ঘটে, তাহলে সুবোধসম্পন্ন একটা মানুষ হয় তো কি এটা ঘোষণা করবে, দেহের সঙ্গে প্রাণেরও বিনাশ হয়? আমি মনে করি, এবিষয়ে কেউই সন্দেহটুকুও করে না। তাছাড়া মানুষের মৃত্যু অনিবার্য ব্যাপার মাত্র। একইপ্রকারে স্বয়ং ইম্মানুয়েলের বেলায় ভাবা হোক। লোগোস-বাণী ছিলেন কেমন যেন তাঁর নিজের নারী-সঞ্জাত দেহে ও সেই দেহকে সময়মত মৃত্যুর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন: তাতে তিনি নিজের স্বরূপে যন্ত্রণাভোগ করছিলেন না (কেননা স্বয়ং তিনিই জীবন ও জীবনদাতা), কিন্তু মাংসের যা যা বিশিষ্ট তা আপন ক’রে যাতে যন্ত্রণাভোগটা তাঁর নিজেরই যন্ত্রণাভোগ বলে গণ্য হত, এবং তিনি একাই সকলেরই সমতুল্য হওয়ায় সকলের হয়ে মৃত্যুবরণ করায় যাতে নিজের রক্ত দ্বারা আকাশের নিচে যা কিছু রয়েছে তার মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারতেন এবং নিচে, এ পৃথিবীতে শায়িত যারা, যাতে তাদের পিতা ঈশ্বরের জন্য অর্জন করতে পারতেন, সেজন্য নবী ইশাইয়া তখনই এসবকিছু সত্যাশ্রয়ী বলে পূর্বঘোষণা করলেন যখন আত্মায় বলছিলেন, *তাই তিনি উত্তরাধিকার রূপে বহুজনকে পাবেন ও বলবানদের লুটের মাল ভাগ করে নেবেন; এর বিনিময়ে তাঁর প্রাণ মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হল ও তিনি অপকর্মাদের একজন বলে গণ্য হলেন, এবং তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করলেন এবং তাদের শঠতার জন্য তাঁকেই তুলে দেওয়া হল* (ক)।

২৫। সুতরাং, যিনি সবার চেয়ে যোগ্য, সেই একমাত্রজনই সবার জন্য নিজের প্রাণ তুলে দিলেন ও এমনটা হতে দিলেন যাতে ঐশব্যবস্থার লক্ষ্যপূরণে মাংস অল্পক্ষণের মত মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে তিনি মৃত্যুকে বিনাশ করলেন, কেননা জীবন বলে তিনি যে নিজের স্বরূপের বিপরীত কোন কিছুই ভোগ করবেন তা সহ্য করছিলেন না; তাছাড়া তিনি সবার দেহে অবক্ষয় শেষ করে দিতে অভিপ্রেত ছিলেন যাতে এভাবে মৃত্যুর অধিকার বিনাশ করতে পারেন। '*আদমে যেমন আমরা সবাই মৃত্যুভোগ করি, খ্রিষ্টেও তেমনি আমাদের সবাইকে জীবিত করা হবে*' (ক)। তিনি যদি আমাদের জন্য মানবীয় ভাবে যন্ত্রণাভোগ না করতেন, তবে আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা দরকার ছিল তা তিনি ঐশ্বরিক ভাবে সাধন করতে পারতেন না। কেননা এটাই বলা হয়, তিনি মানুষ হিসাবে আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু, স্বরূপে ঈশ্বর হওয়ায়, তিনি পরে পুনরুত্থান করলেন। তাই যদি, শাস্ত্র অনুসারে, তিনি মাংসে মৃত্যুভোগ না করতেন, তাহলে [পবিত্র] আত্মা দ্বারাও তাঁকে জীবিত করা হত না অর্থাৎ তিনি পুনরুত্থান করতেন না। এবং একথা যদি সত্য হত তবে আমাদের বিশ্বাস বৃথাই হত (খ) ও আমরা এখনও আমাদের নিজেদের পাপে থেকে যেতাম। কিন্তু তা নয়, কেননা, ধন্য পলের বাণীমত, আমরা তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি (গ) ও তাঁর রক্ত দ্বারা পাপক্ষমা গ্রহণ করেছি।

২৬। কিন্তু, খ্রিষ্ট সত্যিকারে পুত্র না হলে ও স্বরূপে ঈশ্বর না হলে বরং আমাদের মত সাধারণ মানুষ ও ঈশ্বরত্বের যন্ত্র-মাত্র হলে তবে আমরা, ঈশ্বরে না থাকায়, কেমন করে ঈশ্বরে পরিত্রাণ পেতে পারতাম? কেননা তেমনটা হলে তবে আমাদের জন্য এমন একজন মৃত্যুবরণ করত যে আমাদের চেয়ে মহত্তর ও তাকে তার নিজের চেয়ে বহিরাগতই প্রতাপ দ্বারা পুনরুত্থিত করা হত। তেমনটা হলে তবে কেমন করে মৃত্যু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে বিনাশ করা হল? আমি শুনছি, নিজের প্রাণ সম্পর্কে তিনি প্রজ্ঞা সহকারে বলছেন, *কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে* (ক)। যিনি মৃত্যুকে জানেন না তিনি নিজের মাংস দ্বারা আমাদের সঙ্গে মৃত্যুর দিকে নেমে গেলেন যেন আমরাও তাঁর সঙ্গে জীবনে পুনরুত্থান করতে

পারি। তিনি আমাদের মত মানুষ রূপে নয় কিন্তু আমাদের সঙ্গে ও আমাদের চেয়ে ঊর্ধ্বতর ঈশ্বর রূপে বিজয়ী রূপে পাতাল লুট করার পর পুনরুত্থান করলেন। আমাদের মানবস্বরূপ ধনবান হয়ে উঠল কারণ তাঁর মধ্যেই প্রথম হয়ে অক্ষয়শীলতা সিদ্ধিলাভ করল; এবং শত্রু রূপে অনুপ্রবিষ্ট সেই মৃত্যু জীবনের দেহ দ্বারা বিনষ্ট হল। মৃত্যু যেমন আদমে বিজয়ী হয়েছিল, তেমনি খ্রিষ্টে নিপাতিত হল। পৃথিবীতে রয়েছে যারা তাদের কাছে এটা দেখাবার জন্য যে স্বর্গ প্রবেশ্য ছিল, যিনি আমাদের জন্য ও আমাদের কাছ থেকে স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে আরোহণ করছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ করে ঐশপ্রেরণাপাপ্ত সামসঙ্গীত-রচয়িতা এই বলে জয়গীতিকা উৎসর্গ করলেন, *ঈশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে। আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান কর, স্তবগান কর, আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তবগান কর, কারণ ঈশ্বর সকল জাতির উপর রাজত্ব করেলন* (খ)। তাছাড়া ধন্য পল তাঁর বিষয়ে বলেন, *যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন* (গ)।

২৭। সুতরাং, যেহেতু তিনি স্বরূপে সত্যিকারে ঈশ্বর ও রাজা, এবং সেই ক্রুশবিদ্ধজন গৌরবের রাজা বলেও অভিহিত (ক), সেজন্য পবিত্রা কুমারী যে 'ঈশ্বরজননী' তা ঘোষণা করা কেমন করে সন্দেহের বিষয় হতে পারে? একত্রীকরণের পরে খ্রিষ্টকে দু' ভাগে বিভক্ত না করে বরং তুমি তাঁকে একক বলেই উপাসনা কর। তবেই সেই নির্বোধ ইহুদী বৃথাই হাসবে; তবেই সে সত্যিকারে 'প্রভুঘাতক' হবে ও আমাদের মত একজনের বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য নয় কিন্তু সবার ত্রাণকর্তা স্বয়ং ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য দণ্ডিত হবে। তবেই সে শুনতে পাবে, '*ধিক্ সেই পাপিষ্ঠ জাতিকে, শঠতায় ভারগ্রস্ত সেই জনগণকে! আহা, অপকর্মার বংশ, বিকৃত-মনা সন্তানেরা! তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছ, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছ*' (খ)। তাছাড়া গ্রীকদের সন্তানেরা কোন ভাবেই খ্রিষ্টিয়ানদের বিশ্বাস অবজ্ঞা করবে না: আমরা সাধারণ একটা মানুষকে উপাসনা করি না—তা দূরের কথা—কিন্তু তাঁর গৌরব বিষয়ে অজ্ঞ না হয়ে আমরা, স্বরূপে ঈশ্বর যিনি তাঁকেই উপাসনা করি; এবং যদিও তিনি আমাদের মত

হলেন, তবু তিনি যা ছিলেন তা হয়ে থাকলেন তথা ঈশ্বর। তাঁর দ্বারা ও তাঁর সঙ্গে, পবিত্র ও জীবনদাতা আত্মার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

২ (ক) ২ পি ১:৫-৮।

(খ) এফে ৪:১৩।

(গ) ইশা ৩২:২০ সত্তরী পাঠ্য।

৩ (ক) 'এরা নাকি ফাঁপা কথা দিয়ে ভিড় উত্তেজিত ক'রে' [ইত্যাদি] : সেই 'ফাঁপা কথা' হল খ্রিষ্ট সংক্রান্ত বিশপ নেস্তরিউসের সমর্থিত ভ্রান্ত ধারণাসমূহ যা মিশরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

(খ) 'কুমারী মারীয়াকে 'থেওতোকোস' বলে অভিহিত করা উচিত কিনা' : বিশপ নেস্তরিউস ও বিশপ সিরিলের মধ্যে বিবাদ আপাতদৃষ্টিতে হল, কুমারী মারীয়ার উপর 'থেওতোকোস' (ঈশ্বরজননী) নামটা আরোপণীয় কিনা ; কেননা তেমন নামের আরোপণীয়তা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবাদটা 'থেওতোকোস' (ঈশ্বরজননী) নাম-আরোপণের খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ভিত্তিই সংক্রান্ত : অর্থাৎ খ্রিষ্ট ঈশ্বর না হলে তবে কুমারী মারীয়াকে ঈশ্বরজননী নাম আরোপণীয় নয়, কিন্তু খ্রিষ্ট ঈশ্বর হলে তবে যে কেউ পবিত্রা কুমারীকে নামটা আরোপ করে না, সে আসলে খ্রিষ্টকেই ঈশ্বর বলে স্বীকার করতে সম্মত নয়।

৪ (ক) 'পিতা আথানাসিউস' : আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রয়াত বিশপ আথানাসিউস বিশপ সিরিলের সময়েও জনগণের মধ্যে, বিশেষভাবে সন্ন্যাসীদেরই মধ্যে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বাস্তবিকই, খ্রিষ্টতত্ত্ব ক্ষেত্রে সাধু আথানাসিউস ছিলেন বিশপ সিরিলের ধর্মগুরু।

(খ) 'আমি তো নিকেয়ায় মহাসভারই কথা বলছি' : একথা সত্য, কেননা নিকেয়া-মহাসভায় (৩২৫) সাধু আথানাসিউসের উপস্থিতির গুরুত্ব সর্বস্বীকৃত। তাছাড়া, পত্রের গ্রাহক সেই সন্ন্যাসীদের কাছে সাধু আথানাসিউস অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন যেহেতু আরিউসের ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে তাঁর অবিরত সংগ্রামের কারণে তাঁকে বহু কষ্ট এমনকি নির্বাসনও ভোগ করতে হয়েছিল।

(গ) 'বিশপ আলেক্সান্দার' বিশপ আথানাসিউসের আগে আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর বিশপ ছিলেন ; বস্তুতপক্ষে এই বিশপ আলেক্সান্দারই নিজের সচিব হিসাবে যুবক আথানাসিউসকে নিকেয়া-মহাসভায় সঙ্গে করে নিয়েছিলেন।

৫ (ক) বিশপ সিরিল যে বিশপ নেস্তরিউসকে ইঙ্গিত করে কথা বলছেন তা সুস্পষ্ট, কেননা বিশপ নেস্তরিউস আগের বছর, প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে (২৫ ডিসেম্বর) কনস্তান্তিনোপলিসের মহাগির্জায় এটা বলেছিলেন যে, 'ঈশ্বরজননী' নামটা শাস্ত্রে ও নিকেয়া-

মহাসভার জারীকৃত বিশ্বাস-সূত্রেও কোথাও উল্লিখিত না হওয়ায় সেই নাম ব্যবহার না করা যথার্থ বিশ্বাসের বিরুদ্ধ আচরণ নয়।

৭ (ক) 'তারা মনে করে ও ঘোষণা করে, পুত্র সম্প্রতিকালীন': 'তারা' বলতে বিশপ সিরিল সেই আরিউস-পন্থীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যারা ঠিক তাই বলত। কিন্তু বিশপ নেস্তরিউস, কমপক্ষে এ পত্রের সময়ে, তেমন কথা কখনও উচ্চারণ করেননি; তাই বিশপ সিরিলের একথা ন্যায্য নয়।

(খ) মথি ৪:১০; দ্বিঃবিঃ ৬:১৩।

(গ) সাম ৮১:১০ সত্তরী পাঠ্য।

৮ (ক) প্রবচন ৯:১২ সত্তরী পাঠ্য।

৯ (ক) যোহন ১:১৪।

১০ (ক) 'খ্রিষ্ট' গ্রীক শব্দটা এখানে তার প্রকৃত অর্থে তথা 'তৈলাভিষিক্ত' অর্থ অনুসারে ব্যবহৃত: পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যাদের তৈলাভিষিক্ত করতেন তাদের উপর রাজকীয় বা যাজকীয় ভূমিকা বা পবিত্রতা বর্ষণ করতেন।

(খ) সাম ১০৫:১৫ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) ১ শামু ১৬:১৩।

(ঘ) হাবা ৩:১৩ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) ১ যোহন ২:২০।

(চ) ১ যোহন ২:২৭।

(ছ) প্রেরিত ১০:৩৮।

(জ) সাম ৪৫:৮ সত্তরী পাঠ্য।

(ঝ) 'খ্রিষ্টতোকোস' নামটা ঠিক বিশপ নেস্তরিউস দ্বারাই উপস্থাপিত হয়েছিল বিধায় এটা দাঁড়ায় যে, বিশপ সিরিলের এই উক্তি বিশপ নেস্তরিউসকেই লক্ষ করছে। অপরদিকে বিশপ সিরিল মনে করেন, মানুষ-হওয়া-লোগোস-বাণীকে চিহ্নিত করার জন্য নামটা অনুপযোগী; এ নামের চেয়ে ঈশ্বরজননীই উপযোগী নাম যেহেতু তেমনটা বললে তবে যিনি 'মাংস হলেন' (যোহন ১:১৪ দ্রঃ) সেই লোগোস-বাণী স্পষ্টভাবে ঈশ্বর বলে নির্দেশিত হন। অন্যদিকে, সাধু সিরিলের মতে, খ্রিষ্টতোকোস তথা খ্রিষ্টজননী নামটা কেবল লোগোস-বাণীকে লক্ষ করে না, সকল মাতাকেও লক্ষ করে।

১১ (ক) এফে ৫:৫।

১২ (ক) ‘তিনি একটি নারী থেকে মাংসময় ভাবেও জন্ম নিলেন’ : যখন বিশপ সিরিল ‘মাংস’, ‘মাংসময়’ ইত্যাদি সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তিনি খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বকেই নির্দেশ করেন। ‘মাংস’ শব্দটা এজন্য প্রাধান্য পায় যেহেতু বিশপ সিরিলের ও আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর ঐতিহ্যগত খ্রিষ্টতত্ত্ব ‘বাণী হলেন মাংস’ (যোহন ১:১৪) উক্তির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করত। সুতরাং, এখানে ‘মাংসময় ভাবে’ বলতে ‘মানবীয় ভাবে’ বোঝায়।

(খ) জাখা ১২:১ সপ্তরী পাঠ্য।

(গ) ‘যেভাবে মানুষের প্রাণও নিজের দেহের সঙ্গে একই সময়ে সঞ্জাত হয়’ ইত্যাদি : একক মানুষ যে প্রাণ ও দেহের একত্রীকরণে গঠিত, ও একক খ্রিষ্ট যে লোগোস-বাণী ও মাংসের একত্রীকরণে গঠিত, এধারণা বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় যে, প্রাণের কথা উল্লেখ করে বিশপ সিরিল স্পষ্টভাবে বলেন, প্রাণ স্বয়ংঅস্তিত্বশীল; এতে, যে সন্ন্যাসীরা ছিলেন বিশপের এই পত্রের গ্রহীতা, তাঁরা খুব সহজে অনুমান করতে পারতেন, প্রাণের মত লোগোস-বাণীও নিজস্ব অস্তিত্বশীলতার অধিকারী; বাস্তবিকই অন্য স্থানে তিনি লেখেন, লোগোস-বাণী মাংসে সেই ভাবে অবস্থান করেন ‘যেইভাবে প্রাণ মানব-দেহে অবস্থান করে’ (ইশাইয়া পুস্তকের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ২)। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, তাঁর এধারণা আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতের অধিক নিকটবর্তী ধারণা (আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত সম্পর্কে নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির লেখা দ্রঃ); এবং প্রকৃতপক্ষে, যখন তাঁর এ পত্র আন্তিওখিয়া অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে, তখন তাঁর এধারণা ও আপোল্লিনারিউসের ধারণা এক না হলেও তবু সেখানকার বিশপগণ তাঁকে আপোল্লিনারিউস-পন্থী বলে অভিযুক্ত করেন।

১৩ (ক) ফিলি ২:৬-৮ দ্রঃ।

১৪ (ক) যোহন ১৪:২০।

১৫ (ক) যোহন ১:১৪ দ্রঃ।

(খ) হিব্রু ৭:৭।

১৬ (ক) ১ যোহন ২:২০।

(খ) সাম ১১০:১।

(গ) হিব্রু ১:৬।

(ঘ) সাম ৮২:৬ সপ্তরী পাঠ্য।

১৭ (ক) হিব্রু ২:১৭ দ্রঃ।

১৮ (ক) গা ৪:৪-৫।

(খ) মথি ১৭:২৪-২৬ দ্রঃ।

১৯ (ক) ইশা ৩৫:৩-৬ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ইশা ৪০:৯-১১ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) মথি ৮:৩।

(ঘ) লুক ৭:১২-১৫ দ্রঃ।

২০ (ক) যোহন ১০:১৫-১৬।

(খ) মথি ৩:৩ দ্রঃ।

(গ) রো ৮:৩১-৩২।

(ঘ) রো ৪:২৫ দ্রঃ।

(ঙ) ১ পি ২:২৪; ইশা ৫৩:১২।

২১ (ক) বিশপ সিরিল বলতে চান: ছেলে ও বাদ্যযন্ত্র কি একই জিনিস?

(খ) যাত্রা ৭:১৯-২০ দ্রঃ।

(গ) যাত্রা ১৪:২১-২২ দ্রঃ।

(ঘ) 'তিনি পাথরগুলো জলের উৎস করেছিলেন ও পাথুরে একটা উৎসধারা দেখিয়েছিলেন' (সাম ১১৪:৮ দ্রঃ): সামসঙ্গীত-রচয়িতা কাব্যিক ভাবে সেই পাথরকে এমন জলের উৎসধারা বলে দেখেন যা আলৌকিক ভাবে দেখা দিয়েছিল।

(ঙ) যাত্রা ১৭:৬ দ্রঃ।

(চ) ১ তি ২:৫; গা ৩:১৯ দ্রঃ।

(ছ) সাম ৮৯:৭ সত্তরী পাঠ্য।

২২ (ক) হিব্রু ৩:১-৬।

(খ) ২ করি ৬:১৬; লেবীয় ২৭:১১-১২; এজে ৩৬:২৬-২৭ দ্রঃ।

২৩ (ক) এফে ৩:১৭ দ্রঃ।

(খ) 'আমরা যা তা যেন না হয়ে থাকি': মানুষ স্বরূপে যা নয়, খ্রিষ্টের পরিত্রাণকর্মের গুণে সে তা অর্থাৎ 'ঈশ্বর' হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, মানুষ স্বরূপে তো মানুষ, ঈশ্বর নয়; কিন্তু খ্রিষ্টের পরিত্রাণকর্মের ফলে সে ঈশ্বরের সন্তান ও খ্রিষ্টের ভাই হয়ে উঠে ঈশ্বরীকৃত হয়। প্রাচীন খ্রিষ্টমণ্ডলীতে এই ধারণা খুবই প্রচলিত ছিল: সাধু ইরেনেউস, সাধু আগস্তিন ইত্যাদি পিতৃগণ সাম ৮২:৬ ভিত্তিক একই কথা বলতেন, কেননা গ্রীক সত্তরী পাঠ্যে ঈশ্বর নিজেই মানুষকে উদ্দেশ করে ঘোষণা করেন, 'আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর'।

(গ) রো ৮:১৫।

(ঘ) হিব্রু ১২:২।

২৪ (ক) ইশা ৫৩:১২ সত্তরী পাঠ্য।

২৫ (ক) ১ করি ১৫:২২।

(খ) ১ করি ১৫:১৪ দ্রঃ।

(গ) রো ৬:৩ দ্রঃ।

২৬ (ক) যোহন ১০:১৮।

(খ) সাম ৪৭:৬-৮ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) এফে ৪:১০।

২৭ (ক) ১ করি ২:৮ দ্রঃ।

(খ) ইশা ১:৪ সত্তরী পাঠ্য।

নেস্তরিউসের কাছে প্রথম পত্র

- পত্র নং ২ -

৪২৯ সালের শেষাংশে লেখা এই পত্র বিশপ সিরিল ও বিশপ নেস্তরিউসের মধ্যে প্রায় আসন্ন বিচ্ছেদের প্রথম পর্ব বলে পরিগণিত হতে পারে। ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপর্ণ কিছু না থাকলেও তবু পত্রতে আলেক্সান্দ্রিয়া ও কনস্তান্তিনোপলিসের ধর্মাসন-দ্বয়ের মধ্যকার চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায়। বস্তুতপক্ষে নেস্তরিউসের ঘটিত সেই 'বিশ্বময় কলঙ্ক' উল্লিখিত যা বিষয়ে বিশপ সিরিল বিশপ নেস্তরিউসকে তাঁর সমর্থিত খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ভ্রান্ত ধারণা সংস্কার করতে আহ্বান করেন। পত্রে বিশপ নেস্তরিউসের প্রতি বিশপ সিরিলের রুষ্ট মনোভাবও প্রকাশ পায় যা অবশ্যই বিশপ নেস্তরিউসকে আঘাত করে ও দু'জনের মধ্যে শান্তি আনবার ব্যাপারে বাধাস্বরূপ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৩ ৪

সিরিল ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বরপ্রিয় সহকর্মী নেস্তরিউসের সমীপে : প্রভুতে শুভেচ্ছা।

১। শ্রদ্ধেয়, আলেক্সান্দ্রিয়ায় এমন সম্মাননীয় ও বিশ্বাসযোগ্য লোক এসে এটা জানিয়ে দিলেন যে, আপনি অধিক বিরক্তিবোধ করছেন ও আমাকে কষ্ট দেবার জন্য যথাসাদ্ধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। শ্রদ্ধেয়, আপনি যে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট তার কারণ জানতে ইচ্ছা করছিলাম বিধায় তাঁরা এটা বললেন যে, আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে আগত ক'টা লোক পবিত্র সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে লেখা পত্রটা রটাচ্ছে [ক]; এবং সেই পত্র হিংসা ও অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠল।

২। তাই আমি বিস্মিত হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, হয় তো, হে শ্রদ্ধেয়, আপনার পক্ষে এব্যাপারের চেয়ে অন্য ব্যাপারে মন দিওয়া উচিত। আমি যা লিখেছিলাম, তা থেকেই যে বিশ্বাস সংক্রান্ত সেই উত্তেজনা উৎপন্ন হয়েছে তা নয়, বরং, হে শ্রদ্ধেয়, আপনারই উচ্চারিত বা উচ্চারিত-নয় বাক্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তথাপি আমরা

ব্যাখ্যামূলক ক'টা লেখা দ্বারা কষ্ট করে চেষ্টা করছি যাতে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সংশোধন করতে পারি। খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর, এমন কেউ রয়েছে যারা তা স্বীকার করা উচিত মনে করে না, কিন্তু এটা ঘোষণা করে যে, তিনি বরং হলেন ঈশ্বরত্বের এক মাধ্যম ও যন্ত্রস্বরূপ বা ঈশ্বরবাহক এক ব্যক্তিত্ব; এক্ষেত্রে, একথার চেয়ে অনুপযোগী কথা কি থাকতে পারে? তাই, হে শ্রদ্ধেয়, আপনার দ্বারা যা বলা হয়েছে বা বলা হয়নি সেবিষয়ে আমরা ক্ষুব্ধ হতে বাধ্য ছিলাম। এই যে ক'টা লেখা রটে বেড়াচ্ছে, ব্যক্তিগত দিক দিয়ে আমি তাতে তত বিশ্বাস রাখি না। কিন্তু যখন বিশ্বাস অপমানের বিষয় হচ্ছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে, তখন আমি কেমন করে নীরব থাকব? নাকি আমরা খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব না? এবং অনুপযোগী নীরবতার বিষয়েও কৈফিয়ত দেব না, যখন তিনি যা বলা দরকার তা বলতে আজ্ঞা দিলেন?

৩। শ্রদ্ধেয়, এ পরিস্থিতিতে আমি যে কি করব সেবিষয়ে আপনারই সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া দরকার বটে, কেননা রোমের ধর্মপ্রাণ ও সম্মাননীয় বিশপ কেলেস্তিনুস ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন সেই সম্মাননীয় বিশপগণ আমাদের কাছে আপনার ক'টা লেখার (ক) কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যা, আমি জানি না কেমন ক'রে, আগে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা বলছেন, এব্যাপারে তাঁরা একেবারে হতবাক। যারা আনাতোলিয়ায় স্থিত সমস্ত মণ্ডলীগুলো (খ) থেকে আগত ও সেই লেখাগুলোর বিরুদ্ধে গজ্‌গজ্ করছে, আমরা কেমন করে তাদের যত্ন নেব? শ্রদ্ধেয়, আপনি কি এমনটা মনে করছেন, সেধরনের উপদেশ থেকে সামান্যতম উত্তেজনা উৎপন্ন হয়েছে? যারা ভিন্ন ধারণা পোষণ করতে প্ররোচিত হয়েছে (আর আমি বুঝতে পারছি না তা কি ক'রে হয়েছে], সত্যের কাছে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা সবাই কষ্টভোগ করছি ও যথেষ্ট পরিশ্রমের সম্মুখীন হচ্ছি। শ্রদ্ধেয়, যখন আপনিই গজ্‌গজ্ করার বাধ্যবাধকতায় সবাইকে প্ররোচিত করেছেন, তখন কেমন ন্যায্যতার সঙ্গেই বা আমাকে অভিযুক্ত করছেন? কেন আপনি আমার বিরুদ্ধে বৃথাই চেচানোর চেয়ে বরং নিজের ধারণা সংস্কার করেন না যাতে বিশ্বময় এ কলঙ্ক বন্ধ হয়? জনগণের মধ্যে ছুটতে ছুটতে উপদেশটা যদি ইচ্ছার সীমার বাইরে চলে গিয়ে থাকে, তবে তা প্রত্যাহরণ দ্বারা সংস্কার করা হোক ও যাদের বিশ্বাস টলমল করা হয়েছে, পবিত্রা কুমারীকে 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করায় তাদের কাছে সংশোধিত

বাক্য মঞ্জুর করা হোক। ক্ষুব্ধ হয়েছে যারা তারা এভাবে নিরাময় হলে ও সবাই সত্যাশ্রয়ী ধারণার অধিকারী হলে তবেই শান্তিতে ও একাত্মতায় জাতিসকলের মিলন উদ্‌যাপন করা যেতে পারবে। কিন্তু খ্রিষ্টবিশ্বাসের খাতিরে আমরা সবকিছু ভোগ করতে ও কারাবাস এমনকি মৃত্যুর অভিজ্ঞতায়ও পৌঁছতে প্রস্তুত; শ্রদ্ধেয়, এবিষয়ে আপনি সন্দেহ পোষণ না করুন।

৪। সত্যিকথা বলতে গিয়ে আমি এটা বলি যে, যখন শুভময় স্মৃতির আত্তিকুস (ক) বেঁচে ছিলেন, সেসময়ে আমি পবিত্র ও সমসত্তাময় ত্রিত্ব বিষয়ে একটা পুস্তিকা লিখেছিলাম যার মধ্যে একমাত্র জনিতজনের মনুষ্যত্ব-ধারণ বিষয়ক একটা উপদেশ অন্তর্ভুক্ত যা তাদের [অর্থাৎ সেই সন্ন্যাসীদের] কাছে সদ্য প্রেরিত উপদেশের অনুরূপ। তাছাড়া বিশপগণের সাক্ষাতে, নিযুক্ত মণ্ডলীসেবকদের সাক্ষাতে ও নিযুক্ত-নয় বাকি যত মানুষ তা শুনতে ইচ্ছুক তাদেরও সাক্ষাতে একই কথা পাঠ করে শুনিয়েছি, কিন্তু সেটার অনুলিপি কাউকেই দিইনি। তাই এটা সম্ভব হতে পারে যে, সেটার একটা সংস্করণ তৈরি হওয়ার ফলে আমাকে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে যে, আমি, হে শ্রদ্ধেয়, আপনার বিশপ-শ্রেণিভুক্তির আগেই পুস্তিকা রচনা করেছিলাম।

---

১ (ক) 'সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে লেখা পত্রটা রটাচ্ছে': এটা জানা কথা যে, সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে লেখা পত্র (যা উপরে দেওয়া) কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ নেস্তরিউসের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৩ (ক) 'আপনার ক'টা লেখা': সম্ভবত সেই লেখাগুলো ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা বিশপ নেস্তরিউস লাতিন ভাষায় অনুবাদ না করে রোমে পাঠিয়েছিলেন (ভূমিকা দ্রঃ)। এজন্য পোপ কেলেস্তিনুস পত্রগুলো না পড়ে বিষয়টা রোমে বিশপ সিরিলের প্রতিনিধি পসিদোনিউসের কাছে, ও তারপরে বিশেষ পত্রের মাধ্যমে স্বয়ং বিশপ সিরিলের কাছে অনুসন্ধান করেন।

(খ) 'যারা আনাতোলিয়ায় স্থিত সমস্ত মণ্ডলীগুলো' (ইত্যাদি): বিশপ সিরিলের একথা তত নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা, প্রথমত, অঞ্চল হিসাবে আনাতোলিয়া তত বড় নয়; দ্বিতীয়ত, সেসময় সেই অঞ্চলের বিশপগণ বিশপ নেস্তরিউস ও তাঁর উপদেশ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতেন না; এমনকি, যেহেতু তাঁরা ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে মূলত বিশপ নেস্তরিউসের খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ে একই ধারণা সমর্থন করতেন, সেজন্য সম্ভবত সেবিষয়ে আপত্তিকর কিছুই বলতেন না।

৪ (ক) ‘আত্তিকুস’ ৪০৬ থেকে ৪৩৫ পর্যন্ত কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ হয়েছিলেন।

নেস্তরিউসের কাছে দ্বিতীয় পত্র

- পত্র নং ৪ -

পত্রটা ৪৩০ সালের ২৬ জানুয়ারী ও ১৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে লেখা হয়। বিশপ সিরিল ও বিশপ নেস্তরিউসের মধ্যকার বিবাদ ইতিমধ্যে আরও ব্যাপক হয়েছে বিধায় দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলে প্রতীয়মান। পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে, বিশপ সিরিলের উপস্থাপিত খ্রিষ্টের 'দ্বৈতস্বরূপ' সংক্রান্ত স্বীকারোক্তির ভাষা সেসময়ে তত সূক্ষ্ম না হলেও তবু সেক্ষেত্রে বিশপ নেস্তরিউস নিজের উত্তরে দেখান, শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি তা মেনে নিতে সম্মত এমনকি নিজের খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ধারণা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিশপ সিরিলের পক্ষে তাও যথেষ্ট নয়, যেইভাবে অল্প দিনের মধ্যে বিশপ সিরিলের তৃতীয় পত্র প্রমাণিত করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

সিরিল ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বরপ্রিয় সহকর্মী নেস্তরিউসের সমীপে: প্রভুতে শুভেচ্ছা।

১। শ্রদ্ধেয়, আমি এবিষয়ে অবগত হয়েছি যে, কেউ না কেউ [ক] আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে ফাঁপা কথা বলছে, এমনকি তারা তা প্রায়ই করে থাকে, বিশেষভাবে নানা আনুষ্ঠানিক ধর্মসভার উপলক্ষটাই সুযোগ ক'রে ও আপনার কান খুশি করবে বলে মনে ক'রে বিবেচনাশূন্য কথা উচ্চারণ করে; তারা যে পরের কোন অন্যায়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নয়, তাদের এমনিই ন্যায্যতা সহকারে তিরস্কার করা হয়েছে যেহেতু, উদাহরণ যোগে, একজন অন্ধ ও গরিবদের প্রতি অন্যায় করেছে, আর একজন মায়ের উপর খড়্গ তুলেছে, আর একজন কোন একটা দাসীর সঙ্গে পরের টাকা চুরি করেছে ও অতীতকাল থেকেই চোর বলে এমন পরিচিতি লাভ করেছে যা শত্রুদের জন্যও কাম্য নয়। আমি কিন্তু এদের বিষয়ে তত সময় ব্যয় করতে ইচ্ছা করি না, যাতে আমার ক্ষুদ্রতা

মাত্রা প্রভু ও সদ্‌গুরুর অতীতে ও পিতৃগণের অতীতেও বিস্তারিত না করি। কেননা পছন্দ করা জীবনধারণ যাই হোক না কেন, নির্বোধদের নির্বুদ্ধিতা এড়ানো সম্ভব নয়।

২। কিন্তু এরা, যাদের মুখ অভিশাপ ও তিক্ততায় ভরা, এরা সবার বিচারকর্তার কাছে কৈফিয়ত দেবেই। আমি কিন্তু সেবিষয়ে ফিরব যা সম্পর্কে আমাকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত হতে হয়, এবং খ্রিষ্টে একটা ভাই যেন আমি এবারও আপনার কাছে লোগোস-বাণীর বিষয়ে শিক্ষা ও বিশ্বাস বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দেব; তেমনটা আপনি করবেন মহৎ সতর্কতা সহকারে, ও এটাই মনে রাখবেন যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসী ক্ষুদ্রজনদের একজনেরও পতনের কারণ হওয়া মহৎ দণ্ডের ব্যাপার (ক)। তারপর, আঘাতগ্রস্তদের সংখ্যা মহৎ হলে তবে আমরা কি, সত্যান্বেষীদের জন্য বিশ্বাস বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করার জন্য ও পূর্বদর্শিতা সহকারে যত পতনের কারণ দূর করে দেবার জন্য প্রয়োজনমত যথাসাধ্য সচেষ্ট হব না? আমরা তেমন কর্মে উত্তমরূপে সফল হব যদি পবিত্র পিতৃগণের বাণীতে নির্ভর করে সেই বাণীসমূহ বাস্তবায়নে আপ্রাণ চেষ্টা করি; এবং এতেও সফল হব যদি, যা লেখা হয়েছে আমরা সেই অনুযায়ী বিশ্বাসে স্থিতমূল কিনা এবিষয়ে নিজেদের যাচাই ক'রে আমাদের অন্তর্নিহিত চিন্তা-ধারণা এক একটার যথার্থ ও সিদ্ধ ধর্মতত্ত্ব দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃঢ়ীকৃত করি।

৩। সুতরাং, সেই পবিত্র ও মহৎ ধর্মসভা (ক) এটা ঘোষণা করে যে, পিতা দ্বারা স্বরূপে জনিত হয়েছেন যিনি তিনি সেই একমাত্র জনিতজন যিনি সত্যকার ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, যাঁর মধ্য দিয়ে পিতা সবকিছু নির্মাণ করলেন; যিনি অবরোহণ করলেন, মাংস হলেন, মানুষ হলেন, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন, তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে আরোহণ করলেন। ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত লোগোস-বাণী যে মাংস হলেন ও মানুষ হলেন, একথার অর্থ বিবেচনা করে আমাদেরও পক্ষে এসমস্ত কথা ও ধর্মতত্ত্ব পালন করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমরা এমনটা বলি না যে, লোগোস-বাণীর স্বরূপ রূপান্তরিত হয়ে মাংস হল; এও বলি না যে, সেই স্বরূপ প্রাণ ও দেহ-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হল, বরং এটা বলি যে, সেই লোগোস-বাণী 'হিপোস্তাসিস' অনুযায়ী যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন-প্রাণে-প্রাণময় মাংসকে অনির্বচনীয় ও ধারণাতীত ভাবে নিজেতে

একত্রিত করে মানুষ হলেন ও মানবপুত্র বলে নিযুক্ত হলেন; এবং তেমনটা এমনিই ইচ্ছাক্রমে বা পছন্দমত হয়নি, সাধারণ একটা ‘প্রসোপোন’ ধারণ করায়ও হয়নি। যা সত্যকার একত্বে যুক্ত হল সেই স্বরূপ দু’টো ভিন্ন হলেও, তবু যা দ্বৈত তা থেকে একমাত্র খ্রিষ্ট ও পুত্রই উদ্ভূত। কিন্তু তেমনটা হয়নি কেমন যেন সেই একত্রীকরণের ফলে স্বরূপ দু’টোর ভিন্নতা মিলিয়ে গেছে, বরং একত্বের উদ্দেশে ঈশ্বরত্বের ও মনুষ্যত্বের অনির্বচনীয় ও রহস্যময় যৌথ সহযোগিতা (খ) গুণেই আমাদের জন্য সেই একমাত্র প্রভু, খ্রিষ্ট ও পুত্র উদ্ভূত হলেন।

৪। সেই অনুসারে আমরা ঘোষণা করি, যুগগুলোর পূর্বে অবশ্যই অস্তিত্বশীলতার অধিকারী হয়েও ও পিতা-জনিত হয়েও তিনি মাংস অনুসারে নারী দ্বারাও জনিত হলেন; তিনি যে নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপের উৎপত্তি পবিত্রা কুমারীতে নিলেন তা নয়, এবং পিতা থেকে পাওয়া প্রজননের পর তাঁর পক্ষে যে সেই কুমারী থেকে দ্বিতীয় জন্ম নেওয়া অবশ্যই দরকার ছিল, তাও নয়, কেননা যিনি যুগগুলোর পূর্বে অস্তিত্বশীল ও পিতার সঙ্গে সহ-সনাতন, তাঁর পক্ষে অস্তিত্বশীল হবার জন্য দ্বিতীয় উৎপত্তি দরকার আছে এমনটা বলা নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ ও সেইসঙ্গে একেবারে অসার কথা মাত্র; কিন্তু, ‘হিপোস্তাসিস অনুসারে’ নিজেতে মনুষ্যত্বকে একত্রিত ক’রে যেহেতু তিনি আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য একটি নারী থেকে বের হয়ে এগিয়ে গেলেন, সেজন্য আমরা ঘোষণা করি: তিনি মাংস অনুসারে জন্ম নিলেন। কিন্তু আমরা এমনটা ঘোষণা করি না যে, পবিত্রা কুমারী থেকে আগে একটা সাধারণ মানুষ জন্ম নিল ও তারপরে লোগোস-বাণী তার মধ্যে নেমে এলেন, কিন্তু এটা ঘোষণা করি যে, আগে থেকেও একমাত্র হওয়ায়ই তিনি কুমারীর গর্ভ থেকে মাংস অনুযায়ী জন্ম সহ্য করলেন ও এইভাবে নিজের মাংসের সেই জন্মকে তিনি আপন করে নেন (ক)।

৫। একই প্রকারে, আমরা ঘোষণা করি: তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন ও পুনরুত্থান করলেন; ঈশ্বরের লোগোস-বাণী যে নিজের স্বরূপে সেই সমস্ত আঘাত, পেরেকের বিঁধরণ বা অন্যান্য ক্ষত ভোগ করলেন, তা নয়, কেননা অশরীরীও হওয়ায় ঈশ্বরত্ব যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন; কিন্তু যা তাঁর নিজের দেহ হয়েছিল, তা সেসমস্ত কিছু ভোগ করেছিল

বিধায়ই আমরা ঘোষণা করি: তিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন, অর্থাৎ যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন যিনি তিনি যন্ত্রণাসাপেক্ষ দেহে ছিলেন। আমরা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কেও সেইভাবে ভাবি। ঈশ্বরের লোগোস-বাণী স্বরূপে অমর ও অক্ষয়শীল, তিনি তো জীবন ও জীবনদাতা। কিন্তু যেহেতু পলের কথামত তাঁর নিজের দেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণে সকলের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করল [ক], সেজন্য আমরা ঘোষণা করি, তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন: তাঁর নিজের [তথা ঐশ্বরিক] স্বরূপ সংক্রান্ত যা, তা যে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করেছিল তা নয় (এমনটা বলা বা ভাবা তো উন্মাদনা স্বরূপ), কিন্তু উপরে যেমন বলেছি, সেই অর্থ অনুসারে, এজন্য যে, তাঁর মাংস মৃত্যুকে আস্বাদ করল। তাঁর মাংসের পুনরুত্থান সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। আমরা তাঁর পুনরুত্থান ঘোষণা করি, কিন্তু এ অর্থে নয় যে তিনি অবক্ষয়ে পতিত হয়েছিলেন, বরং এজন্য যে, তাঁর দেহ পুনরুত্থান করল।

৬। সেই অনুসারে আমরা এক-খ্রিষ্ট ও প্রভুকে স্বীকার করব, কিন্তু লোগোস-বাণীর একইসঙ্গে একটা মানুষকেও উপাসনা করি তা স্বীকার করি না পাছে 'একইসঙ্গে' বলায় কোন বিচ্ছিন্নতা-ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়। না, আমরা সেই এক ও একই জনকে উপাসনা করি, কেননা তাঁর দেহ লোগোস-বাণী থেকে অন্য কিছু নয়: এই দেহ নিয়েই তিনি স্বয়ং পিতার পাশে আসীন: দু'জন পুত্রই যে আসীন সেই অনুসারে নয়, বরং নিজের মাংসের সঙ্গে একত্রীকরণ অনুযায়ীই এক-পুত্র। আমরা 'হিপোস্তাসিস' অনুযায়ী সেই একত্রীকরণ অসম্ভব বা অশালীন কিছু বলে অস্বীকার করলে তবে দুই পুত্রকে ঘোষণায় পতিত হই। তবে বিচ্ছিন্নতা একেবারে দরকার হত ও এটা ঘোষণা করাও দরকার হত যে, একজন প্রকৃতপক্ষে এমন মানুষ যে 'পুত্র' উপাধি দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত, এবং অপর একজন প্রকৃতপক্ষে হলেন সেই ঈশ্বর-থেকে-বাণী যিনি স্বরূপেই 'পুত্র' নাম ও উপাধিরও অধিকারী। অতএব, এক-প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে দুই পুত্রে বিচ্ছিন্ন করতে নেই।

৭। কেউ না কেউ যে সেই 'প্রসোপোন-দ্বয়ের' একত্রীকরণ বিষয়ে কথা বলবে, বিশ্বাসের যথার্থ উপলব্ধির জন্য তা আদৌ উপযোগী হবে না। শাস্ত্র এমনটা বলেনি, লোগোস-বাণী নিজের সঙ্গে একটা মানুষের 'প্রসোপোন' একত্রিত করেছেন, বরং বলেছে, '*বাণী মাংস*

হলেন’ [ক]। লোগোস-বাণী যে মাংস হলেন, তা এটা ছাড়া অন্য কিছু নয় তথা, তিনি রক্ত ও মাংসের এমনভাবে সহভাগী হলেন ঠিক যেভাবে আমরা রক্ত ও মাংসের সহভাগী, তিনি আমাদের দেহেরই একেবারে সমান দেহ ধারণ করলেন, ও মানুষ হিসাবে একটি নারী থেকে উৎপন্ন হলেন: এতে তিনি নিজের ঈশ্বর হওয়াটা ও পিতা ঈশ্বরের জনিত হওয়াটা বর্জন করেননি বরং তিনি যা ছিলেন, তা মাংসধারণেও হয়ে থাকলেন। এটা সেই কথা যা যথার্থ বিশ্বাসের ধর্মতত্ত্ব সর্বত্রই ঘোষণা করে; আমরা দেখতে পাব, পবিত্র পিতৃগণও সেইভাবে ভাবতেন; তাঁরা সেইভাবেই পবিত্রা কুমারীকে ‘ঈশ্বরজননী বলে ঘোষণা করার সৎসাহসের অধিকারী হয়েছিলেন: লোগোস-বাণীর স্বরূপ তথা ঈশ্বরত্বের স্বরূপ যে পবিত্রা কুমারী থেকে উৎপন্ন হল একারণে নয়, কিন্তু একারণে যে, প্রাণবিশিষ্ট ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সেই পবিত্র দেহ কুমারী থেকে সঞ্জাত হল। লোগোস-বাণী ‘হিপোস্তাসিস অনুসারে’ এদেহের সঙ্গে একত্র হওয়ার পর আমরা ঘোষণা করি: লোগোস-বাণী মাংস অনুসারে জনিত হলেন।

খ্রিষ্টীয় ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়েই আমি এখনও আপনার কাছে এসমস্ত কথা লিখছি: ভাই হিসাবে আপনাকে আবেদন জানাচ্ছি, ও খ্রিষ্টের সাক্ষাতে ও মনোনীত স্বর্গদূতদেরও সাক্ষাতে আপনাকে অনুরোধ করছি যেন আমাদের মত আপনিও একথাগুলো ভাবেন ও সেবিষয়ে শিক্ষাদান করেন যাতে মণ্ডলীগুলোর শান্তি সুরক্ষিত থাকে ও ঈশ্বরের যাজকদের মধ্যে একাত্মতা ও ভালবাসার বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আপনার সঙ্গে যে ভ্রাতৃসঙ্ঘ রয়েছে, তাদের কাছে আমাদের শুভেচ্ছা জানান। যে ভ্রাতৃসঙ্ঘ আমার সঙ্গে রয়েছে তারা খ্রিষ্টেতে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

---

১ (ক) ‘কেউ না কেউ’: এনারা হলেন রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিসের ধর্মীয় আদালতে বিশপ সিরিলের অভিযোগকারী বিশপগণ; সেই আদালতের সভাপতি ছিলেন বিশপ নেস্তরিউস নিজেই; ও সেই বিশপদের নাম বিশপ সিরিলের একটা পত্র থেকে জানা যায় যা মোটামুটি সেসময়েই লেখা হয়েছিল: ‘খাইরেমোন, বিক্তোর, সফ্রনা ও সেই দেউলিয়া দাস ফ্লাবিয়ানুসের মত লোকেরাই যে আমার নিন্দা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই’ (সাধু সিরিলের ১০ম পত্র)।

২ (ক) মথি ১৮:৬ দ্রঃ।

৩ (ক) ‘সেই পবিত্র ও মহৎ ধর্মসভা’ অর্থাৎ ৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত সেই নিকেয়া-মহাসভা যার কথা সেই ৫ম শতাব্দীতে ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সবাই মেনে নিত।

(খ) ‘যৌথ সহযোগিতা’ (συνδρομή - সুন্দ্রমে, যার প্রকৃত অর্থ হল একসাথে দৌড়): যদিও এ শব্দ আপোল্লিনারিউস-ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা ‘একত্ব’ ধারণা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত ছিল, তবু শব্দটা যথার্থ ত্রিত্বতত্ত্বেও ব্যবহৃত ছিল; বিশপ সিরিল এখানে শব্দটা ঠিক সেটার যথার্থ অর্থ অনুসারেই ব্যবহার করেন।

৪ (ক) ‘নিজের মাংসের জন্মকে আপন করে নেওয়া’: বাক্যটা ঐশতাত্ত্বিক ভাষায় বিশপ সিরিলের এ সূত্রের অনুরূপ, তথা: ‘লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মানুষ-হওয়া একমাত্র স্বরূপ’।

৫ (ক) হিব্রু ২:১৪ দ্রঃ।

৭ (ক) যোহন ১:১৪।

সিরিলের কাছে নেস্তরিউসের পত্র

- পত্র নং ৫ -

বিশপ সিরিলের উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় পত্র গ্রহণ করে বিশপ নেস্তরিউস এই পত্র দিয়ে উত্তর দেন। নিজের পত্রে বিশপ সিরিল যেমন নিকেয়া-মহাসভার স্থির করা বিশ্বাস-সূত্র উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, তেমনি ভাবে বিশপ নেস্তরিউস একই বিশ্বাস-সূত্র উপস্থাপন করেন, কিন্তু আন্তিওখিয়ার পরম্পরাগত ব্যাখ্যা অনুসারেই তা উপস্থাপন করেন। তাতে তিনি বিশপ সিরিলের ধারণাসমূহ প্রত্যাখ্যান করেন ও তাঁর সমস্ত পরামর্শও গ্রহণ করেন না। যদিও বিশপ নেস্তরিউসের ব্যাখ্যা যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে মিল রাখে, তবু আলেক্সান্দ্রিয়ার ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল রাখে না বিধায় বিশপ সিরিলের পক্ষে পত্রটা গ্রহণযোগ্য নয়। পত্রটা ৪৩০ সালে লেখা হয়েছিল।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

নেস্তরিউস সহকর্মী সম্মাননীয় ও ভক্তপ্রাণ সিরিলের সমীপে: প্রভুতে শুভেচ্ছা।

১। আপনার অসাধারণ পত্রে (ক) আপনি আমার বিরুদ্ধে যে যে অপমনাজনক কথা উচ্চারণ করেছেন, এমন কথা যা চিকিৎসকেরই ধৈর্যের যোগ্য ও যা বিষয়ে বাস্তবতা দ্বারাই সময়মত উত্তর দেওয়া হবে, তা আমি উল্লেখ না করে বাদ দিই; কিন্তু ঘটনাটা এমনিই নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, কেননা তেমন ব্যবহারের ফলে আমাকে মহৎ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে। সেজন্য, সাধ্যমত ব্যাপারটা অতি দীর্ঘায়িত না করে আমি তা সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করব: এর ফলে, অস্পষ্ট ও অরুচিকর আলাপ-আলোচনা যে বমি বমি ভাব সৃষ্টি করে, তা থেকে আপনাকে রেহাই দেব। আমি আপনার ভালবাসার অতি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থেকে শুরু করতে যাচ্ছি: আপনার সেই কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে উপস্থাপন করব। সুতরাং, আপনার পত্রে নিহিত সেই অপরূপ শিক্ষা কি?

'সেই পবিত্র ও মহৎ সভা [বলেছে যে,] যিনি পিতা ঈশ্বর দ্বারা স্বরূপে একমাত্র জনিত পুত্র বলে জনিত হয়েছিলেন, যিনি সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর ও

আলো থেকে আলো, ও যাঁর দ্বারা পিতা সবকিছু নির্মাণ করেছেন, তিনিই অবরোহণ করেছেন, মাংস হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন, পুনরুত্থান করেছেন।'

২। হে ভক্তপ্রাণ, একথাগুলোই যে আপনার নিজের কথা, তা আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন। এখন কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসের লক্ষ্যে ভ্রাতৃ আবেদন স্বরূপ আমার একথাও শুনুন যা সেই একই কথা যা দ্বারা মহান পল তাঁর প্রিয় শিষ্য তিমথিকে আবেদন জানাচ্ছিলেন, '*তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক; কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে*' (ক)। 'নিবিষ্ট থাক' এর অর্থ কি? অর্থটা এ: আপনি সেই পবিত্রজনদের পরম্পরা বিষয়ে কেবল ভাসায় ভাসায়ই অবগত হওয়ার ফলে ক্ষমার যোগ্য অজ্ঞতাবশত নিজেকে প্রতারণা করেছেন, কারণ এটা মনে করেছেন যে, সেই পিতৃগণ পিতার সঙ্গে সহ-সনাতন সেই লোগোস-বাণীকে যন্ত্রণাসাপেক্ষ বলে ঘোষণা করেছেন (খ)। কিন্তু আপনি তেমনটা সমীচীন মনে করলে তবে তাঁদের কথা আরও বেশি মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করুন, তাতে এটা দেখতে পাবেন যে, পিতৃগণের সেই ঐশঅনুপ্রেরণা প্রাপ্ত সমাবেশ সমবেত কণ্ঠে সেই সমসত্তাময় ঈশ্বরত্বকে যন্ত্রণাসাপেক্ষ বলে ঘোষণা করেনি, পিতার সঙ্গে সহ-সনাতন সেই ঈশ্বরত্বকে সম্প্রতিকালেই মাত্র জনিত বলেও ঘোষণা করেনি, যে ঈশ্বরত্ব মৃত পবিত্রধামকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন সেই ঈশ্বরত্বকে পুনরুত্থিত বলেও ঘোষণা করেনি। এবং আপনি আমার ভ্রাতৃযত্নে কর্ণপাত করলে তবে আমি সেই পবিত্র পিতৃগণেরই বাণী অক্ষরে অক্ষরে উল্লেখ ক'রে তাঁদের সেই মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্ত করব যা আপনি তাঁদের বিরুদ্ধে ও তাঁদের মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রেরও বিরুদ্ধে তুলে ধরছেন।

৩। তাঁরা বলেন, 'আমি তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেও বিশ্বাস করি'। তাই আপনি লক্ষ করুন, 'একমাত্র জনিত' ও 'পুত্র' ও 'প্রভু' ও 'যিশু খ্রিষ্ট' বলায় তাঁরা কেমন করে আগে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের সাধারণ নামদ্বয় (ক) ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করেছেন যাতে করে, পরে, সেই নাম দু'টোর উপরে মনুষ্যত্ব-ধারণ,

পুনরুত্থান, মৃত্যুযন্ত্রণা সংক্রান্ত পরম্পরা গাঁথতে পারেন; আরও, লক্ষ করুন, তাঁরা কেমন করে আগে প্রতিটি স্বরূপের নির্দেশমূলক সাধারণ নামগুলো মিলিত ভাবে বসিয়েছেন পাছে এমনটা হয় যে, পুত্রত্ব ও প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো বিচ্ছিন্ন করা হয় ও স্বরূপ দু'টোর বৈশিষ্ট্যগুলোও পুত্রত্বের এককত্বের ঘটিত একীভূতির কারণে বিলীন হতে বিপন্ন হয়।

৪। এতে তাঁদের শিক্ষাগুরু ছিলেন সেই পল যিনি ঐশ্বরিক মনুষ্যত্বধারণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় ও মৃত্যুযন্ত্রণার কথা যোগ করতে বাধ্য হওয়ায় আগে সেই 'খ্রিষ্ট' নাম উল্লেখ করেন যা, যেমনটা একটু আগে বলেছি, হল স্বরূপদ্বয়ের মিলিত সাধারণ নাম, যাতে করে তিনি এমন কথা যোগ করতে পারেন যা উভয় স্বরূপ ক্ষেত্রে উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে তিনি কী বলেন? তিনি বলেন, '*খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; কিন্তু*' (অন্তর্বর্তী অংশটা উল্লেখ না ক'রে) '*মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন*' (ক)। কেননা, যেহেতু তিনি মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, সেজন্য পাছে এ থেকে কেউ এমনটা মনে করে যে সেই লোগোস-বাণী-ঈশ্বর যন্ত্রণাসাপেক্ষ, সেমর্মে তিনি সেই 'খ্রিষ্ট' নাম উল্লেখ করেন যা, 'প্রসোপোনের' একত্বে, যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নয় ও যন্ত্রণাসাপেক্ষও সত্তার (খ) নির্দেশক শব্দ; এর ফলে যেন নির্দ্বিধায়ই এটা বলা যেতে পারত যে, খ্রিষ্ট একাধারে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ, তথা, তিনি ঈশ্বরত্বের দিক দিয়ে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন ও তাঁর দেহের স্বরূপের দিক দিয়ে যন্ত্রণাসাপেক্ষ।

৫। আমি এবিষয়ে আরও বেশি কথা যোগ করতে পারতাম, যেমন, সর্বপ্রথমে, এটা যে, ব্যবস্থার [অর্থাৎ মাংসধারণ-ব্যবস্থার] লক্ষ্যে সেই পবিত্র পিতৃগণ প্রজননের কথা নয় কিন্তু মনুষ্যত্বেরই কথা স্মরণ করিয়েছেন। কিন্তু আমার এটাও মনে আছে যে, আমি শুরুতে কথা দিয়েছিলাম, আমার বক্তব্যকে স্বল্প কথায় সীমাবদ্ধ করব, যার ফলে এখন আপনার ভালবাসার দ্বিতীয় প্রমাণে পদার্পণ করি।

৬। আপনার সেই দ্বিতীয় প্রমাণে আমি মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব সংজ্ঞার ভিত্তিতে স্বরূপদ্বয়ের বিভাজন ও একটামাত্র 'প্রসোপোনে' সেই দু'টোর মধ্যকার সংযোজন সমর্থন করেছি যাতে করে এমনটা না বলা হয় যে, লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের পক্ষে নারী থেকে দ্বিতীয় জন্মলাভের দরকার আছে, বরং যেন একথাই ঘোষণা করা হয় যে, ঈশ্বরত্বের পক্ষে যন্ত্রণার অধীন হওয়া সম্ভব নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে ঘোষণা দু'টোই সত্যিকারে যথার্থ ও এমন যা প্রভুর স্বরূপদ্বয় সংক্রান্ত যত ভ্রান্তমত মুকাবিলা করতে সক্ষম। কিন্তু বাকি অংশটা যদি গুপ্ত এমন কোন প্রজ্ঞার অধিকারী হয় যা শ্রোতাদের কানের পক্ষে অবোধ্য, তাহলে তা জানবার ভার আপনার প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। আমার দিক দিয়ে এটা বলব যে, আমার মতে তা আগেকার উপস্থাপিত ঘোষণাসমূহের বিরোধী। কেননা যাঁকে আপনি শুরুতে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন বলে ও দ্বিতীয় জন্মলাভের গ্রহীতা হতে অসমর্থ বলে উপস্থাপন করেছিলেন, আপনি কেমন করে এখন তাঁকে এমন যন্ত্রণাসাপেক্ষ বলে ও সম্প্রতিকালেই মাত্র সৃষ্ট বলে উপস্থাপন করবেন আমি তা জানি না; কেননা এর ফলে, স্বরূপে যা ঐশ্বরিক লোগোস-বাণীর সহজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ, তা পবিত্রধামের [তথা মানবদেহের] সঙ্গে সংযোজনের ফলে [ক] অবশ্যই বিনষ্ট হবে, এবং অলঙ্ঘনীয় ও ঈশ্বরিক স্বরূপ থেকে অবিচ্ছেদ্য সেই পবিত্রধাম যে পাপীদের খাতিরে নিজেকে জন্ম ও মৃত্যুর অধীন করবেন একথাও মানুষদের ধারণায় তুচ্ছ বিষয় বলে দাঁড়াবে। তাছাড়া, '*এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব*' [খ], ইহুদীদের প্রতি উচ্চারিত প্রভুর এবাণীর উপরেও আর বিশ্বাস রাখা চলবে না; কেননা 'আমার ঈশ্বরত্বকে ভেঙে ফেল, তা তিন দিনের মধ্যে পুনরায় জেগে উঠবে', তিনি এমন কথা তো বলেননি।

৭। আমি এখানেও আরও বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করছিলাম, কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছিলাস তা স্মরণ করে বাধাগ্রস্ত হচ্ছি। তথাপি, যত সংক্ষিপ্ত ভাবেই হোক, কিছুটা বলা একান্ত প্রয়োজন।

পবিত্র শাস্ত্রে যখন প্রভুর ব্যবস্থার [অর্থাৎ পরিত্রাণ-ব্যবস্থার] কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের নয়, কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্বেরই জন্ম ও যন্ত্রণাভোগের কথা সর্বত্র সম্প্রদান করা হয়; এর ফলে অধিক সূক্ষ্ম ঘোষণা অনুসারে পবিত্রা কুমারীকে

‘ঈশ্বরজননী’ নামে নয় বরং ‘খ্রিষ্টজননী’ [ক] নামেই অভিহিত করা উচিত। আপনি এপ্রসঙ্গে সুসমাচার-রচয়িতাদের [খ] এবাণী শুনুন, ‘*যিশু খ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান*’ [গ]; তবে লোগোস-বাণী-ঈশ্বর যে দাউদসন্তান ছিলেন না একথা তো স্পষ্ট [ঘ]। ইচ্ছা করলে এখন আপনি এই সাক্ষ্য শুনুন, ‘*যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়*’ [ঙ]; আরও একটা বচন লক্ষ করুন যা ঘোষণা করে, *যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে* [চ]। এবং কেইবা এমনটা ভাবতে পারবে, সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব হল [পবিত্র] আত্মার সৃষ্টি? এবং ‘*যিশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন*’ [ছ], এবিষয়েও কি বলা যাবে? আরও, ‘*যিশুর মা মারীয়া*’ [জ]; আরও, ‘*তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে*’ [ঝ]; আরও, ‘ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও’ [ঞ]; আরও, ‘*[…] তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত*’ [ট]। এবং যন্ত্রণাভোগ সম্পর্কে, ‘*ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন*’ [ঠ]; আরও, ‘*খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন*’ [ড]; আরও, ‘*খ্রিষ্ট মাংসে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিধায়*’ [ঢ], এবং ‘*এ আমার ঈশ্বরত্ব নয়*’ *কিন্তু* ‘*এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য টুকেরা টুকরো করা হয়েছে*’ [ণ]।

তাছাড়া আরও হাজার হাজার বচন রয়েছে যা মানুষকে সতর্ক করে যাতে সে পুত্রের ঈশ্বরত্বকে নয় কিন্তু ঈশ্বরত্বের স্বরূপের সঙ্গে সংযুক্ত সেই মাংসকেই সম্প্রতিকালীন বলে ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করার উপযোগী বলে গণ্য করে, ও যা ভিত্তি করে খ্রিষ্ট নিজেকে দাউদের প্রভু ও সন্তান বলে চিহ্নিত করেন: তিনি বলেন, ‘খ্রিষ্ট বিষয়ে আপনাদের মত কি, তিনি কার্‌ সন্তান?’ তাঁরা বললেন, ‘দাউদের।’ এবং যিশু উত্তরে তাদের বললেন, ‘তবে দাউদ কীভাবেই বা আত্মার আবেশে তাঁকে প্রভু বলেন? তিনি তো বলেন, প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর* [ত]; অবশ্যই, কারণ মাংস অনুসারে তিনি দাউদের সন্তান, কিন্তু ঈশ্বরত্ব অনুসারে তাঁর প্রভু। সেজন্য সুসমাচারের পরম্পরা অনুসারে সেই দেহকে পুত্রের ঈশ্বরত্বের পবিত্রধাম বলে মেনে নেওয়া

ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত: হ্যাঁ, সেই পবিত্রধাম সর্বোচ্চ ও ঐশ্বরিক সংযোজন গুণে এমন ভাবে সংযুক্ত যার ফলে ঈশ্বরত্বের স্বরূপ সেই পবিত্রধামের স্বীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ আপন করে নেয়। কিন্তু সেই 'আপন করে নেওয়ার' মধ্যে সেই যুক্ত মাংসের বৈশিষ্ট্যসমূহকেও তথা জন্ম, যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যুকেও অন্তর্ভুক্ত করা, হে ভাই, তা তো এমন মনেরই চিহ্ন যে-মন পৌত্তলিকদের প্রভাব দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে বা আপোল্লিনারিউস ও আরিউস (খ) ও বাকি যত ভ্রান্তমতের উন্মাদনা দ্বারা বা আরও বেশি গুরুতর কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কেননা এরা যারা 'আপন করে নেওয়া' ধারণাটা দ্বারা নিজেদের আকর্ষিত হতে দেয়, সেই 'আপন করে নেওয়া'টার জোরে তাদের পক্ষে এটা অনিবার্য যে, তারা লোগোস-বাণী-ঈশ্বরকে দুধ-পুষ্টিসাধনের, ক্রমশ বেড়ে ওঠার, যন্ত্রণাভোগের সময়ে ভয়ে অভিভূত হওয়ার ও স্বর্গদূতদের দরকারী সহায়তারও অধীন করে। এবং আমি পরিচ্ছেদন, যজ্ঞবলি, ঘাম, ক্ষুধা ইত্যাদি কতগুলো বিষয়ে নীরব থাকি যা মাংসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও আমাদের খাতিরে ঘটেছিল বিধায় উপাসনার যোগ্য, কিন্তু ঈশ্বরত্বে আরোপ করলে মিথ্যা অর্থ বহন করে ও আমাদের জন্যও ন্যায্য দণ্ডের কারণ হয়ে ওঠে যেহেতু তেমনটা ভেবে আমরা নিজেরাও নিন্দুক হয়ে উঠি।

৮। এসমস্তই হল পবিত্র পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা (ক), এসমস্তই হল পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাবাণী, এইভাবেই মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসা ও মহিমা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলে। *'এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়'* (খ), আমাদের সকলকে লক্ষ করেই তো পল এবাণী বলেন। তাই, আপনি যাদের পতনের কারণ হয়েছেন, আপনার পক্ষে সেই সকলের যত্ন নেওয়া সমুচিত; একই সময়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ ঈশ্বর সংক্রান্ত ব্যাপারে ও আমাদের মধ্যে যা যা ঘটছে সেই ব্যাপারেও আপনাকে খুবই যত্নশীল দেখাচ্ছে। কিন্তু এটা স্বীকার করুন যে, যারা মানি-পন্থীদের (গ) মত ভাবে বিধায় পবিত্র মহাসভা দ্বারা এখানে দণ্ডিত হয়েছে বা হয় তো যারা আপনার নিজের অধিক্ষেত্রের মণ্ডলীসেবক, আপনি তাদের দ্বারা ভুলভ্রান্তিতে আকর্ষিত হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে মণ্ডলীর অবস্থা দিনে দিনে শ্রেয়তর হচ্ছে ও খ্রিষ্টের অনুগ্রহে জনগণের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, তেমন অগণন ভিড় লক্ষ করে একজন নবীর সঙ্গে বলে উঠতে পারে, *'সমুদ্র যেমন জলরাশিতে*

আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ' (ঘ)। যথার্থ শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ বলে সম্রাটদ্বয় উত্তম অবস্থায় আছেন, এবং স্বল্প কথায় বক্তব্য সমাপ্ত করতে গেলে: মানুষ এটা অনুভব করছে যে, আমাদের এখানে দিনের পর দিন সেই বচন সিদ্ধিলাভ করে যা ঈশ্বরশত্রু সমস্ত ভ্রান্তমত সংক্রান্ত ও মণ্ডলীর যথার্থ বিশ্বাসও সংক্রান্ত, তথা, 'শৌলের কুল এগোতে এগোতে অধিক দুর্বল হচ্ছিল, দাউদের কুল এগোতে এগোতে অধিক শক্তিশালী হচ্ছিল' (ঙ)।

৯। ভাইয়ের কাছে ভাই যেন, এটাই আমার পরামর্শ, 'আর কেউ যদি মনে করে, সে তর্ক করতে পছন্দ করে', তাহলে আমাদের মধ্য দিয়ে পল তাকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলবেন, *আচ্ছা, তেমন অভ্যাস আমাদের নেই, ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোরও নেই* (ক)। আমি ও যাঁরা আমার সঙ্গে রয়েছেন সেই আমরা সবাই আপনার সঙ্গে রয়েছেন যাঁরা, সেই ভ্রাতা সকলকে খ্রিষ্টে সাগ্রহে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। হে সম্মাননীয় ও ভক্তপ্রাণ প্রভু, সতত ভাল থাকুন ও আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

---

১ (ক) 'আপনার অসাধারণ পত্রে': সেই ৫ম শতাব্দীতে, রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ ধর্মাসন ছিল রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিস-মণ্ডলী। সুতরাং নিম্নতর ধর্মাসন সেই আলেক্সান্দ্রিয়া-মণ্ডলীর বিশপ সিরিল যে সর্বোচ্চ ধর্মাসনের বিশপ নেস্তরিউসের উপর বিশ্বাস সংক্রান্ত নিজের ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা চাপাবেন তা অবশ্যই 'অসাধারণ' ব্যাপার। তাছাড়া, পত্রটা এজন্যও 'অসাধারণ', কেননা বিশপ নেস্তরিউসের কাছে বিশপ সিরিলের পত্রের ধারণাগুলো আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

২ (ক) ১ তি ৪:১৩, ১৬।

(খ) আপনি 'এটা মনে করেছেন যে, সেই পিতৃগণ পিতার সঙ্গে সহ-সনাতন সেই লোগোস-বাণীকে যন্ত্রণাসাপেক্ষ বলে ঘোষণা করেছেন': আলেক্সান্দ্রিয়া ও আন্তিওখিয়া মণ্ডলীদ্বয়ের খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ যে পরস্পর বিরুদ্ধ তা এই বাক্যে প্রকাশিত। বিশপ সিরিল নিজের পত্রে সূক্ষ্ম ভাবে লিখেছিলেন, লোগোস-বাণী যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন কিন্তু তাঁর ঈশ্বরত্বে নয়, কেবল তাঁর মনুষ্যত্বেই যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন; কিন্তু বিশপ নেস্তরিউস তা গ্রহণ করেননি কেননা আন্তিওখিয়ার খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে, লোগোস-বাণী যন্ত্রণাভোগ করেছেন এমনটা বলাই গ্রহণযোগ্য নয়; তাঁদের কাছে তেমনটা বলা সেই আরিউস ও আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত অনুযায়ীই ছিল যারা স্বরূপদ্বয় একটামাত্র স্বরূপে একীভূত করেছিল (৭ অধ্যায় দ্রঃ)।

৩ (ক) বিশপ নেস্তরিউস 'খ্রিষ্ট' নামটা শুধু নয় কিন্তু সেই 'একমাত্র জনিত' ও 'পুত্র' নাম দু'টোও 'ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের সাধারণ নামদ্বয়' বলে নির্দেশ করেন; এবং ক'টা পংক্তির পরে তিনি 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটা কেবলমাত্র ঐশ্বরিক লোগোস-বাণীর বেলায় উল্লেখ করেন; তাতে দেখা যেতে পারে, বিশপ নেস্তরিউস ও বিশপ সিরিল উভয়ই নিকেয়া-মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র মানেন, কিন্তু তা ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবিকই বিশপ সিরিল বিশ্বাস-সূত্রের ভিত্তিতে ঘোষণা করেন, ঐশ্বরিক এক ব্যক্তিত্ব তথা সেই ঐশ্বরিক লোগোস-বাণী মানুষও হলেন, অপরদিকে বিশপ নেস্তরিউস 'ঐশ্বরিক লোগোস-বাণী' ও 'মানুষ' শব্দদ্বয় থেকে 'দ্বৈতস্বরূপ' ও সেই স্বরূপদ্বয়ের 'সংযোজন' (৬ অধ্যায়, নিচে, দ্রঃ) ঘোষণা করেন।

৪ (ক) ফিলি ২:৫-৬, ৮।

(খ) 'সত্তা' ও 'প্রসোপোন': সেই ৫ম শতাব্দীতে 'সত্তা' (οὐσία - উসিয়া) ও 'স্বরূপ' (φύσις - ফুসিস) শব্দ দু'টো একই অর্থ বহন করত; তাই এখানে 'সত্তা'র অর্থ হল স্বরূপ; অন্যদিকে, 'হিপোস্তাসিস' (ὑπόστασις) ও 'প্রসোপোন' (πρόσωπον - ব্যক্তি / ব্যক্তিত্ব) শব্দ দু'টো সমার্থক শব্দ না হলেও বিশপ নেস্তরিউস শব্দ দু'টো সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন; সেই অনুসারে বিশপ নেস্তরিউস এখানে খ্রিষ্ট-ব্যক্তিত্বের সেই একত্ব উপস্থাপন করেন যেখানে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব বৈশিষ্ট্যদ্বয় উভয়ই নিহিত। পাঠক / পাঠিকা ইতিমধ্যে অনুভব করেছেন, ব্যাপারটা খুবই জটিল, কেননা বিশপ নেস্তরিউস ও বিশপ সিরিল ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ক্ষেত্রে, সেই শব্দগুলোর অর্থ সম্পর্কে একমত নন।

৬ (ক) 'পবিত্রধামের [তথা মানবদেহের] সঙ্গে সংযোজনের ফলে': ২ অধ্যায়ে বিশপ নেস্তরিউস সংক্ষিপ্ত ভাবে এবিষয় উপস্থাপন করেছিলেন যে, লোগোস-বাণী যন্ত্রণাভোগ করেননি, মৃত্যুবরণও করেননি; তাঁর মতে, এমনটা বলতে এটা বোঝায় যে, পবিত্রধামের সঙ্গে অর্থাৎ মানবদেহের সঙ্গে লোগোস-বাণীর সংযোগ লোগোস-বাণীর ঈশ্বরত্বের বিশিষ্ট গুণাবলি ধ্বংস করবে, ফলত ঈশ্বরত্ব যে যন্ত্রণাসাপেক্ষ নয় তাও ধ্বংস করবে যেহেতু মানবদেহের বিশিষ্ট গুণাবলি অন্যায়ভাবে মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীতে স্থানান্তরিত হবে।

(খ) যোহন ২:১৯।

৭ (ক) 'খ্রিষ্টজননী': এটাই সেই নাম যা বিশপ নেস্তরিউস বিশপ সিরিলের সমর্থিত 'ঈশ্বরজননী' নামের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন যেহেতু, যেমন উপরে বলা হয়েছে, 'খ্রিষ্ট' এমন নাম যা মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীকেই নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে 'খ্রিষ্টজননী' ও 'ঈশ্বরজননী' নাম দু'টো সংক্রান্ত সমস্যা নেস্তরিউসের কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাঁর বিপক্ষরাই বরং সমস্যাটার গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করেছিল যাতে, যে সাধারণ জনগণ 'ঈশ্বরজননী' নামের প্রতি খুবই আসক্ত ছিল, সেই জনগণ যেন 'খ্রিষ্টজননী' নামের সমর্থনকারী বিশপ নেস্তরিউসের বিপক্ষে দাঁড়ায়।

(খ) এই অনুচ্ছেদে বিশপ নেস্তরিউস মানুষ-হওয়া-যিশু খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে যে যে বচন উল্লেখ করেন, তাঁর ধারণায় সেই বচনগুলো প্রমাণ করে, ঐশ্বরিক লোগোস-বাণীকে মারীয়ার পুত্র বলে অভিহিত করা উচিত নয়। সমস্যা সেই একই সমস্যা যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তথা, বিশপ সিরিল ও বিশপ নেস্তরিউস খ্রিষ্টতত্ত্বে 'বিপরীত' ভাষা ব্যবহার করেন। পরবর্তী টীকাও (গ) একই সমস্যা দেখায়।

(গ) মথি ১:১।

(ঘ) 'লোগোস-বাণী-ঈশ্বর (…) দাউদসন্তান ছিলেন না': অন্যদিকে বিশপ সিরিলের ধারণা অনুসারে লোগোস-বাণী-ঈশ্বর মানুষ হিসাবে দাউদসন্তানও ছিলেন।

(ঙ) মথি ১:১৬।

(চ) মথি ১:১৮।

(ছ) যোহন ২:১।

(জ) প্রেরিত ১:১৪।

(ঝ) মথি ১:২০।

(ঞ) মথি ২:১৩।

(ট) রো ১:৩। বিশপ নেস্তরিউস একটু উপরে বলেছিলেন, 'লোগোস-বাণী-ঈশ্বর (…) দাউদসন্তান ছিলেন না', এখন কিন্তু বলেন, ঈশ্বরের পুত্র 'মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত'। আসলে বিশপ নেস্তরিউস এতে দেখাতে ইচ্ছা করেন যে, নূতন নিয়ম কেবল খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব সম্পর্কেই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর কথা বলে।

(ঠ) রো ৮:৩।

(ড) ১ করি ১৫:৩।

(ঢ) ১ পি ৪:১।

(ণ) ১ করি ১১:২৪ দ্রঃ।

(ত) মথি ২২:৪২-৪৪; সাম ১১০:১।

(থ) 'আপোল্লিনারিউস ও আরিউস': বিশপ সিরিল যে আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতপন্থী, এই অভিযোগ ঠিক এসময় থেকেই শুরু হয়। তিনি আরিউসপন্থী বলেও অভিযুক্ত হন যেহেতু আরিউসপন্থীরাও এটা সমর্থন করত যে, লোগোস-বাণীর ঐশ্বরিক স্বরূপ যন্ত্রণাসাপেক্ষ: বিশপ নেস্তরিউস ঠিক এব্যাপারেই বিশপ সিরিলকে অভিযুক্ত করেন।

৮ (ক) 'এসমস্তই হল পবিত্র পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা': এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য বিষয় এটা যে, প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় পক্ষই নিজেদের সমর্থনে একই কথা ঘোষণা করতেন যে, তাঁদের সমর্থিত

ধারণা ‘পবিত্র পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা’ অনুযায়ী। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, উভয় পক্ষের এ দাবি সত্য; কেননা সমস্যা প্রকৃতপক্ষে অন্যই ছিল, তথা, তাঁরা বিপরীত ব্যাখ্যা অনুসারেই সেই ‘পবিত্র পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা’ পালন করছিলেন।

(খ) ১ তি ৪:১৫।

(গ) ‘যারা মানি-পন্থীদের মত ভাবে’ ইত্যাদি: বিশপ নেস্তরিউস ফিলিপ নামক কে যেন একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যে সম্প্রতিকালে কনস্তান্তিনোপলিসে অনুষ্ঠিত একটা মহাসভায় মানি-পন্থী বলে দণ্ডিত হয়েছিল।

‘যারা আপনার নিজের অধিক্ষেত্রের মণ্ডলীসেবক’ ইত্যাদি: বিশপ নেস্তরিউস কনস্তান্তিনোপলিসে উপস্থিত আলেক্সান্দ্রিয়ার সেই প্রবীণদের দিকে ইঙ্গিত করেন যাঁরা, রাজধানীতে যা যা ঘটছিল তা সবই বিশপ সিরিলকে জানাতেন। লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, বিশপ সিরিলেরও ২য় পত্রের শুরুতে একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে, অর্থাৎ, রাজধানীর নেস্তরিউসপন্থী কয়েকজন প্রবীণ বিশপ সিরিলের বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়াচ্ছেন বলে তীব্রভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অনুমান করা যায়: উভয় পক্ষ একে অন্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে অভিযুক্ত না করার লক্ষ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ পরক্ষভাবে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট অন্য কয়েকজন দ্বারাই নিক্ষেপ করতেন; এইভাবে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের মধ্যকার ব্যক্তিময় সম্পর্ক নষ্ট হত না।

(ঘ) ইশা ১১:৯।

(ঙ) ২ শামু ৩:১ সত্তরী পাঠ্য।

৯ (ক) ১ করি ১১:১৬।

নেস্তরিউসের কাছে তৃতীয় পত্র

- পত্র নং ১৭ -

বিশপ সিরিলের দ্বিতীয় পত্র পেয়ে বিশপ নেস্তরিউস তাঁকে যে উত্তর পাঠান, তা অগ্রাহ্য বলে বিবেচনা করে বিশপ সিরিল তাঁর কাছে এই তৃতীয় পত্র পাঠান যা বিশপ নেস্তরিউসের কাছে ৪৩০ সালের ৩০শে নভেম্বরে পৌঁছয়। প্রকৃতপক্ষে পত্রটা এমন ধর্মতাত্ত্বিক দলিল যা দ্বারা বিশপ সিরিল এক বছরকালীন দীর্ঘ সেই উত্তেজনাময় তর্কাতর্কি শেষ করতে অভিপ্রায় করছিলেন যাতে রোম-ধর্মাসনও কোন রকমে জড়িত হয়েছিল। এমনকি, পোপ কেলেস্তিনুস বিশপ নেস্তরিউসকে যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব বিশপ সিরিলের উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন; এবং রোমের এ সহযোগিতার গুণেও বলবান হয়ে বিশপ সিরিল তেমন দায়িত্ব এমন তেজের সঙ্গে গ্রহণ করেন যাতে বিশপ নেস্তরিউসের সঙ্গে শুধু নয়, কিন্তু আন্তিওখিয়া অঞ্চলের বিশপগণের সঙ্গেও বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়। পত্র শেষে যুক্ত 'দ্বাদশ আনাথেমা' অংশটা পাঠকের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, বিশপ সিরিলের একরোখা মনোভাব অন্যায্যই ছিল।

এই পত্রে ও অন্যান্য পত্রেও যা 'আনাথেমা' (ἀνάθεμα) বলে অনূদিত (ও যা বাইবেলে সাধারণত 'বিনাশ-মানতের বস্তু' বলে অনূদিত, যেমন যাত্রা ২২:১৯; রো ৯:৩ ইত্যাদি পদ), তা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ২য় শতাব্দী থেকে এমন নিন্দনীয় ঈশ্বরনিন্দা বা অপব্যাখ্যা বোঝায় যা সেটার সমর্থনকারী ব্যক্তিকে মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে; আরও, একজন ব্যক্তিও 'আনাথেমা' বলে চিহ্নিত হতে পারে সেই একই অর্থ অনুসারে যে, সে মণ্ডলী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, অথবা, মণ্ডলী তাকে মণ্ডলীচ্ছতু করেছে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

সিরিল ও মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় সমবেত মহাসভা (ক), ধর্মসেবায় সহকর্মী ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বরপ্রিয় নেস্তরিউসের সমীপে: প্রভুতে শুভেচ্ছা।

১। যেহেতু আমাদের ত্রাণকর্তা স্পষ্টই বলেন, *যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়* (খ), সেজন্য, হে ভক্তপ্রাণ, যাদের আপনি সবার ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের চেয়ে আপনাকে ভালবাসতে দাবি করেন, সেই আমরা কি করতে পারি? বিচারের দিনে কে আমাদের রক্ষা করবে? তাঁকে উদ্দেশ করে যে যে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা আপনার দ্বারা উচ্চারণ করা হয়েছে, সেই কথার সামনে দীর্ঘকাল ধরে নীরব হয়ে থাকবার জন্য আমরা কেমন ছুতা পাব? তেমন ধর্মতত্ত্ব ভাবা ও প্রচার করার ফলে যদি আপনি কেবল নিজেরই ক্ষতি করতেন, তবে আমাদের দুশ্চিন্তা হালকাই হত। কিন্তু আপনি গোটা মণ্ডলীরই (গ) পতনের কারণ হচ্ছেন এবং সেইখানে, সেই কনস্তান্তিনোপলিসে শুধু নয় বরং সর্বত্রই সব রকম মানুষদের মধ্যে নবীন ও অদ্ভুত ভ্রান্তমতের খামির অনুপ্রবেশ করিয়েছেন; বাস্তবিকই আপনার উপদেশগুলোর পাঠ্য বিস্তারিত ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই কোন্ প্রতিবাদ আমাদের নীরবতাকে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করবে? খ্রিষ্টের সেই কথা স্মরণ না করা কি সম্ভব? কেননা তিনি বলেন, *এমনটি মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্য এসেছি; শান্তি নয়, খড়্গাই আনবার জন্য এসেছি; কেননা আমি পিতা থেকে ছেলেকে, মা থেকে মেয়েকে বিচ্ছিন্ন করতে এসেছি* (ঘ)। যখন বিশ্বাস আঘাতগ্রস্ত হয়, তখন মাতাপিতার প্রতি দেয় সম্মান বাসি ও বিপজ্জনক বস্তুর মত দূর হোক; সেই নিয়মও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হোক যা সন্তানদের ও ভাইবোনদের স্নেহ করতে আমাদের বাধ্য করে; এবং ধর্মপ্রাণ মানুষদের কাছে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হোক, যাতে শাস্ত্রের বাণী অনুসারে তারা শ্রেয়তর পুনরুত্থান পেতে পারে (ঙ)।

২। সেই অনুসারে, সেই মহৎ রোমে, পুণ্যতম ও ধর্মপ্রাণ ভাই ও সহ-সেবাকর্মী সেই বিশপ কেলেস্তিনুসের (ক) সভাপতিত্বে সমবেত পবিত্র সিনোদোসের (তথা ধর্মসভার) সঙ্গে আমরা এ তৃতীয় পত্র দ্বারা আপনাকে সতর্কবাণী দিচ্ছি ও আদেশ করছি: আপনি যা যা ভাবেন ও শিখিয়ে দেন তেমন নির্বোধ ও জঘন্য ধর্মতত্ত্বসমূহ থেকে সরে যান ও পবিত্র প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে আদিকাল থেকেই দেওয়া যথার্থ বিশ্বাস মেনে নিন, কেননা সেই প্রেরিতদূতগণই ছিলেন '*প্রত্যক্ষদর্শী ও বাণীর সেবাকর্মী*' (খ)। এবং, হে

ধর্মপ্রাণ, আপনি যদি উপরোল্লিখিত পুণ্যতম ও ধর্মপ্রাণ ভাই ও সহ-সেবাকর্মী সেই বিশপ কেলেস্তিনুসের স্থির করা তারিখ (গ) মেনে না নেন, তাহলে জেনে নিন যে, ঈশ্বরের যাজকদের ও বিশপদের মধ্যে কোন স্থান ও কথা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আপনার কোন সহভাগিতা থাকবে না (ঘ)। কেননা চারদিকে সর্বত্রই আপনার কারণে মণ্ডলীগুলোকে সংক্ষুব্ধ, জনসমাবেশ পতনোন্মুখ, যথার্থ বিশ্বাস অস্বীকৃত ও পালকে বিক্ষিপ্ত বলে না দেখার ভান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; অথচ আপনাকে তাদের প্রতিরক্ষা স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল, ও আপনি তেমনটা হতে পারতেন যদি পবিত্র পিতৃগণের ধর্মভক্তির পদাঙ্কে আমাদের সঙ্গে যথার্থ বিশ্বাস অনুসরণ করে চলতেন। আমরা সবাই তো নিযুক্ত-নয় ও নিয়োগপ্রাপ্ত সেই মণ্ডলীসেবকদের সহভাগিতায় রয়েছি, বিশ্বাসের কারণে যাদের আপনার দ্বারা, হে ধর্মপ্রাণ, মণ্ডলীর সহভাগিতা-বঞ্চিত করা হয়েছে বা পদচ্যুত করা হয়েছে (ঙ)। যারা যথার্থ ধর্মতত্ত্ব স্পষ্টভাবে রক্ষা করল, তারা যে ন্যায্যতা সহকারে আপনার প্রতিরোধ করেছে বিধায় আপনার দ্বারা দণ্ডিত হবে, তা ন্যায্য নয়। বিষয়টা আপনি রোমের বিশপ সেই পুণ্যতম ও বিশপত্বে আমাদের সহকর্মী কেলেস্তিনুসের কাছে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেছেন। হে ধর্মপ্রাণ, এককালে নিকেয়ায় সমবেত পবিত্র মহাসভা দ্বারা পবিত্র আত্মায় একসময়ে ব্যক্ত করা যে বিশ্বাস-সূত্র, আপনার পক্ষে আমাদের সঙ্গে সেই বিশ্বাস-সূত্র এমনিই স্বীকার করা যথেষ্ট হবে না। আপনি সেই বিশ্বাস-সূত্রকে কণ্ঠে স্বীকার করলেও সেটার অর্থ যথার্থরূপে মেনে নেন না, কিন্তু তা বিকৃত অর্থেই মেনে নেন (চ)। তাই আপনি বরং লিখিত আকারে ও শপথের জোরেই স্বীকার করুন, আপনি আপনার জঘন্য ও ভক্তিহীন ধর্মতত্ত্বকে 'আনাথেমা' বলে স্বীকার করেন ও সেগুলোর বদলে সেই ধর্মতত্ত্বগুলো ভাববেন ও শিখিয়ে দেবেন যা সেই আমাদেরই একই ধর্মতত্ত্ব যারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিশপ রূপে জনসমাবেশসমূহের ধর্মশিক্ষক ও গণপতি। হে ধর্মপ্রাণ, জেনে নিন যে, রোমের পবিত্র ধর্মসভা ও আমরা সবাই আপনার কাছে প্রেরিত আলেক্সান্দ্রিয়া-মণ্ডলীর পত্রগুলোর সঙ্গে একমত, কেননা আমরা সেগুলোকে যথার্থ ও ভ্রান্তিমুক্ত বলে গণ্য করি। তাছাড়া, আমাদের এ পত্রের সঙ্গে আমরা তাই যোগ করেছি যা আপনার পক্ষে ভাবা ও শিখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, এবং তাও যোগ করেছি যা থেকে আপনার পক্ষে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা দরকার।

কাথলিক ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীর যে বিশ্বাসে পশ্চিম ও পূবের যথার্থ বিশ্বাস-অবলম্বী সকল বিশপ একমত, সেই বিশ্বাস এ :

৩। আমরা এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি, এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি], যিনি পিতা থেকে, তথা পিতার সত্তা থেকে একমাত্র জনিতজন বলে জনিত: ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর; তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; স্বর্গে ও মর্তে যা কিছু রয়েছে, তা সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল। মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি অবরোহণ করলেন ও মাংস হলেন ও মানুষ হলেন, তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন, জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন; এবং আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি।

যারা বলে, 'এমন সময় ছিল যখন তিনি ছিলেন না'; অথবা, 'জনিত হবার আগে তিনি ছিলেন না'; অথবা, 'তিনি শূন্য থেকে বা অন্য 'হিপোস্তাসিস' বা সত্তা থেকে জনিত হয়েছেন'; অথবা, 'ঈশ্বরের পুত্র পরিবর্তন ও রূপান্তর সাপেক্ষ', কাথলিক ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী এদের সকলকে 'আনাথেমা' বলে ঘোষণা করে।

আমরা পবিত্র পিতৃগণ দ্বারা ব্যক্ত স্বীকারোক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি, কেননা তাঁদের মধ্যে পবিত্র আত্মাই কথা বলছিলেন; এবং তাঁদের মনের অভিপ্রায় অনুসারে, রাজ-পথ ধরেই যেন এগিয়ে চলি; এটার জোরে আমরা ঘোষণা করি, যিনি পিতার একই সত্তা থেকে জনিত, যিনি সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, স্বর্গে ও মর্তে যা কিছু রয়েছে, তা সবই যাঁর দ্বারা হয়েছিল, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য অবরোহণ করলেন ও নিজেকে অবমাননার অধীন করলেন, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত সেই লোগোস-বাণী নিজেই মাংস হলেন ও মানুষ হলেন; অর্থাৎ, পবিত্রা কুমারী থেকে মাংস ধারণ করে ও সেই গর্ভ থেকেই সেই মাংসকে আপন মাংস করে তিনি নিজেকে আমাদের [মানবীয়] জন্মের অধীন করলেন ও একটি নারী থেকে বের হলেন। তিনি যা ছিলেন তা হারালেন না, কিন্তু মাংস ও রক্ত ধারণ করলেও সেইভাবেও তিনি যা ছিলেন তাই হয়ে থাকলেন তথা তিনি স্বরূপে ও সত্যিকারে ঈশ্বর হয়ে থাকলেন। মাংস

যে ঐশ্বরিক স্বরূপে স্থানান্তর করল তা আমরা ঘোষণা করি না, লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের অনির্বচনীয় স্বরূপও যে মাংসের স্বরূপে স্থানান্তর করল তাও ঘোষণা করি না: তিনি অপরিবর্তনশীল, এবং শাস্ত্র যেমনটা বলে সেই অনুসারে যেহেতু তিনি সতত সেই একইজন হয়ে থাকেন সেজন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর-বিহীন। যখন তিনি দৃশ্যমান হলেন, সেসময়েও, কাপড়ে জড়ানো নবজাত হয়েও ও তাঁকে প্রসব করেছিলেন যিনি সেই কুমারীর কোলে থাকতেও তিনি ঈশ্বর বলে তাঁর দ্বারা নিখিল সৃষ্টজীব পূর্ণ ছিল ও নিজের জনকের সঙ্গে একসাথে রাজত্ব করছিলেন। কেননা ঈশ্বরত্ব মাত্রাবিহীন, পরিমাপবিহীন, সীমাহীন [ক]।

৪। যেহেতু আমরা এটা স্বীকার করি যে, লোগোস-বাণী 'হিপোস্তাসিস' অনুযায়ীই মাংসের সঙ্গে একত্রিত, সেজন্য আমরা এক-পুত্র ও প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টকে উপাসনা করি। আমরা মানুষ ও ঈশ্বরকে বিভক্ত করি না তাঁরা কেমন যেন মর্যাদা ও অধিকারের একত্বের জোরেই একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হতেন (এমনটা বলা তো নির্বুদ্ধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়)। এবং আমরা ঈশ্বরের লোগোস-বাণীকে প্রকৃতরূপে 'খ্রিষ্ট' [ক] নাম আরোপ করি না ও একইপ্রকারে সেই নারী-সঞ্জাতকে 'খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত করি না, কিন্তু নিজের মাংস-সহ যিনি পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণী, আমরা তাঁকে এক-খ্রিষ্ট বলে স্বীকার করি। কেননা, ধন্য সুসমাচার-রচয়িতা যোহন যেইভাবে বলেন, যদিও তিনি ধার্মিকদের কাছে পবিত্র আত্মাকে '*সীমা না রেখেই*' [খ] দান করেন, তবু তিনি আমাদের সঙ্গে মানবীয় ভাবে তৈলাভিষিক্ত হলেন। কিন্তু আমরা এমনটা ঘোষণা করি না যে, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী পবিত্রা কুমারী-জনিত পুত্রে সাধারণ মানুষ হিসাবে বসবাস করলেন, পাছে এমনটা ভাবা হয় যে, খ্রিষ্ট হলেন একটি ঈশ্বরবাহক [গ]মানুষ। যদিও লোগোস-বাণী '*আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন*' [ঘ], তবু আমরা এটাও ঘোষণা করি, সেই খ্রিষ্টের মধ্যে '*ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে*' [ঙ]। তাই আমরা স্বীকার করি, তিনি মাংস হলেন ও সেই বসবাস আমরা বিভক্ত করি না, কেমন যেন তিনি নিজের মধ্যে যে বসবাস সিদ্ধ করেছিলেন তা ঠিক সেই বসবাসের মত হত যা অনুসারে তিনি পবিত্রজনদের মধ্যে বসবাস করেন। বরং স্বরূপে এক হওয়ায় ও মাংসে

রূপান্তরিত না হওয়ায় তিনি, বলতে গেলে, সেই বসবাস সেইভাবে সিদ্ধ করলেন যেভাবে মানুষের প্রাণ নিজের দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (চ)।

৫। সুতরাং, পুত্র ও প্রভু সেই খ্রিষ্ট এক। তিনি এমন মানুষ নন যিনি সাধারণ সংযোজন (ক) গুণে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যখন প্রকৃতপক্ষে একত্বটা মর্যাদা ও রাজ-অধিকারেই স্থিত। সম্মানের সমতা স্বরূপগুলোকে যুক্ত করে না; বাস্তবিকই, প্রেরিতদূত ও পবিত্র শিষ্য হিসাবে যাঁরা সম্মান ক্ষেত্রে সমান, সেই পিতর ও যোহন আদৌ এক নন, কিন্তু তাঁরা দু'জন। আমরা এমনটা মনে করি না, সংযোজনের ধরণ সন্নিধি দ্বারা হয় (কেননা প্রাকৃতিক একত্রীকরণের জন্য তা যথেষ্ট হবে না), তা বাহ্যিক সম্বন্ধ গুণেও হয় না যেভাবে এই আমাদের ক্ষেত্রে হয় যারা, শাস্ত্র অনুসারে, প্রভুর সঙ্গে মিলিত হই ও তাঁর সঙ্গে এক আত্মা হই (খ)। এমনকি আমরা 'সংযোজন' শব্দটা অস্বীকার করি যেহেতু সেই একত্রীকরণ বোঝাবার জন্য তা অনুপযুক্ত শব্দ। পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণীকে আমরা খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও প্রভু বলে অভিহিত করি না, পাছে পুত্র ও প্রভু সেই এক-খ্রিষ্টকে স্পষ্টভাবেই দু'ভাগ করি যার ফলে ঈশ্বরনিন্দা অভিযোগে অভিযুক্ত হই যেহেতু এভাবে তাঁকে নিজের ঈশ্বর ও প্রভু করে তুলি। আমরা যেভাবে বারবার ঘোষণা করেছি, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী 'হিপোস্তাসিস অনুসারে' মাংসের সঙ্গে একত্র হওয়ায় নিজেই বিশ্বের ঈশ্বর ও সবকিছুর নিয়ন্তা: তিনি নিজের দাসও নন, নিজের প্রভুও নন। তেমনটা ভাবা ও ঘোষণা করা নির্বুদ্ধিতা ও ঈশ্বরনিন্দা। কেননা তিনি নিজের পিতাকে 'ঈশ্বর' বলেন যদিও স্বরূপে তিনি নিজে ঈশ্বর ও তাঁর একই সত্তা-জনিত। তবু আমরা এবিষয়ে অজ্ঞ নই যে, ঈশ্বর হয়ে থেকেও তিনি মানুষ হলেন; এবং মানবস্বরূপ-সহজাত নিয়মের জোরে তিনি ঈশ্বরের অধীন। তেমনটা হলে তবে তিনি কেমন করে নিজের ঈশ্বর ও প্রভু হতে পারতেন? আমরা ঘোষণা করি, মানুষ হিসাবে ও অবমাননার ধরণের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কিত সেই সমস্ত কিছু অনুসারে তিনি আমাদের মত ঈশ্বরের অধীন। একই প্রকারে তিনি বিধানের অধীন হলেন যদিও ঈশ্বর বলে তিনি নিজেই সেই বিধানের প্রণেতা ও নিজেই বিধানকর্তা।

৬। খ্রিষ্ট বিষয়ে আমরা এসমস্ত কথা ঘোষণা করতে অস্বীকার করি: ‘যিনি পরিধান করেন তাঁরই জন্য আমি পরিবৃতজনকে উপাসনা করি’; অদৃশ্যমান যিনি, তাঁরই জন্য আমি দৃশ্যজনকে আরাধনা করি’। এবং ‘যিনি ধারণকৃত তিনি ধারণকারীর সঙ্গে ঈশ্বর বলে অভিহিত’ (ক) বাক্যটা যোগ করা ভয়ঙ্কর। যারা তেমনটা বলে তারা খ্রিষ্টকে দু’ভাগে বিভক্ত করে ও প্রকৃতপক্ষে একটা মানুষ ও সেইভাবে একটা ঈশ্বরকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করে। যে তেমনটা বলে, সে স্পষ্টভাবেই সেই একত্রীকরণ ব্যর্থ করে যা অনুসারে একজনকে অন্যজনের সঙ্গে (খ) উপাসনা করা হয় ও ‘ঈশ্বর’ বলে ডাকা হয়; কিন্তু আমরা ঘোষণা করি, যিনি একমাত্র জনিত পুত্র ও নিজের মাংস সহ (গ) একটামাত্র উপাসনা দ্বারা সম্মানিত, সেই যিশু খ্রিষ্ট এক। উপরন্তু, আমরা স্বীকার করি, যিনি পিতা ঈশ্বরের জনিত পুত্র ও একমাত্র জনিত ঈশ্বর, তিনি স্বরূপে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন হয়েও শাস্ত্র অনুসারে আমাদের জন্য মাংস সহ যন্ত্রণাভোগ করলেন, ও নিজের মাংসের কষ্ট বহন করতে করতে, যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন হয়েও সেই ক্রুশবিদ্ধ দেহে উপস্থিত ছিলেন। স্বরূপে জীবন ও পুনরুত্থান বলে অস্তিত্বশীল হয়েও তিনি নিজের দেহকে মৃত্যুর কাছে নিবেদন করায় ‘*ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করলেন*’ (ঘ)। নিজের মাংস সহ মৃত্যুভোগ করার লক্ষ্যে তিনি অনির্বচনীয় প্রতাপ দ্বারা ‘মৃতদের মধ্য *থেকে প্রথমজাত*’ ও ‘*নিদ্রাগতদের প্রথমফসল*’ (ঙ) হলেন ও মানবজাতির কাছে অক্ষয়শীলতায় ফিরে যাবার পথ দেখালেন। যেভাবে এইমাত্র বলেছি, তিনি ‘ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করলেন’, এবং তিন দিন পর জীবনে ফিরে এসে পাতাল সম্পদ-লুণ্ঠিত করলেন। এজন্য এটা বলা যেতে পারে যে, মৃতদের পুনরুত্থান একটি মানুষের মধ্য দিয়ে (চ) হল, কিন্তু আমরা সেই ‘মানুষ’ বলতে সেই লোগোস-বাণীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করি যিনি পিতা-জনিত ও সেই মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর প্রতাপ বিলীন করলেন। তিনি, শাস্ত্র অনুসারে, ‘*জগতের ন্যায়বিচার*’ (ছ) করার জন্য সময়মত পিতার গৌরবে এক-পুত্র ও প্রভু বলে আগমন করবেন।

৭। এটাও যোগ দেওয়া আবশ্যক: আমরা ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টের মাংস অনুযায়ী মৃত্যু ঘোষণা করি, ও মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণ ঘোষণা করি: আমরা তখনই তা করি যখন গির্জায় সেই রক্তপাতহীন যজ্ঞ

পালন করি ও সেইভাবে রহস্যময় আশীর্বাদের দিকে অগ্রসর হই এবং আমাদের সবার ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের পবিত্র মাংস ও মূল্যবান রক্তের সহভাগী হওয়ার ফলে পবিত্রিত হই। আমরা সাধারণ একটা মাংস গ্রহণ করি না (তা দূরের কথা), পবিত্রিত ও যোগ্যতা ভিত্তিক একত্ব অনুসারে বা ঐশ্বরিক বসবাস ভিত্তিক অধিকার গুণে লোগোস-বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত মানুষের মাংসও গ্রহণ করি না; না, যে মাংস সত্যিকারে জীবনদায়ী ও সম্পূর্ণরূপেই লোগোস-বাণীর মাংস, সেটাই আমরা গ্রহণ করি, কেননা লোগোস-বাণী নিজের মাংসের সঙ্গে এক হলেন এবং এর ফলে তা জীবনদায়ী করে তুললেন। এজন্যই তিনি আমাদের একথা বলতে পারলেন, '*আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর*' [ইত্যাদি] (ক)। তাই আমাদের এমনটা ধরে নিতে নেই যে, সেই মাংস আমাদের মত একটা মানুষের মাংস (একটা মানুষের মাংস নিজের স্বরূপ গুণে কেমন করে জীবনদায়ী হতে পারে?), বরং সেই মাংস সম্পর্কে এটা মেনে নেব যে, তা হল ঠিক সেই মাংস যা তিনি নিজে সত্যিকারেই নিজের মাংস করলেন যিনি আমাদের জন্য 'মানবপুত্র' হলেন ও তেমন নামে অভিহিত ছিলেন।

৮। আমাদের ত্রাণকর্তার যে উক্তিসমূহ সুসমাচারগুলোতে উপস্থিত, সেগুলোর জোরে আমরা তাঁকে দু'টো 'হিপোস্তাসিসে' বিভক্ত করি না, দু'টো 'প্রসোপোনেও' নয় (ক)। কেননা এক ও অনন্য সেই খ্রিষ্ট দ্বিবিধ নন; এবং যদিও তিনি দু'টো উপাদানেই গঠিত বলে প্রতীয়মান, তবু তিনি অবিচ্ছেদ্য একটা একত্বে গঠিত। যদিও তিনি প্রাণ ও দেহ-বিশিষ্ট মানুষ বলে পরিগণিত, তবু তিনি দ্বিবিধ নন, কিন্তু দু'টো থেকে এক। তবে, যথার্থভাবে চিন্তা করলে আমরা একজনমাত্রকেই মানবীয় ও ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করব। যখন তিনি ঈশ্বর বলে নিজের বিষয়ে বলেন, '*যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে*' ও '*আমি এবং পিতা, আমরা এক*' (খ), তখন আমরা তাঁর সেই ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় স্বরূপের কথা উপলব্ধি করি যা অনুসারে তিনি, সমসত্তার জোরে, নিজের পিতার সঙ্গে এক যেহেতু তিনি পিতার গৌরবের ছাপ ও প্রতিবিম্বের অধিকারী (গ)। মানবস্বরূপের সীমা উপেক্ষা না করে তিনি ইহুদীদের বললেন, *যে মানুষ তোমাদের কাছে সত্য বলেছে, সেই আমাকেই তোমরা এখন হত্যা করতে চেষ্টা করছ* (ঘ), তখনও আমরা এতে সচেতন যে, নিজের মানবস্বরূপের সীমায়ও লোগোস-

বাণী-ঈশ্বর পিতার সমতায় ও সাদৃশ্যে রয়েছেন। যখন এমনটা বিশ্বাস করা দরকার যে, যিনি স্বরূপে ঈশ্বর তিনি মাংস হলেন তথা যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় মানুষ হলেন, তখন, তিনি মানবস্বরূপ-উপযোগী যে কথা ব্যক্ত করলেন সেই কথা বিষয়ে যে লজ্জাবোধ করে সেই লজ্জাবোধের জন্য তার কী অজুহাত থাকতে পারে? তিনি যদি মানুষের স্বীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে কেইবা তাঁকে আমাদের মত মানুষ হতে বাধ্য করতে পারত? যখন তিনি আমাদের জন্য স্বেচ্ছাকৃত অবমাননায় নিজেকে রাখতে সম্মত হলেন, তখন আমরা কোন্ অজুহাতে সেই অবমাননার স্বীয় বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করতে পারি? এজন্য সুসমাচারগুলোতে বর্তমান সমস্ত উক্তি সেই একমাত্র 'প্রসোপোনে' তথা লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া একমাত্র 'হিপোস্তাসিসে' [ঙ] আরোপণীয়। শাস্ত্র অনুসারে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এক।

৯। উপরন্তু, যদিও প্রেরিতদূত দ্বারা তিনি '*আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজক*' [ক] বলে অভিহিত যেহেতু তিনি তাঁর নিজের কাছে আমাদের উচ্চারিত বিশ্বাস-স্বীকৃতিকে পিতা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন, ও তাঁর নিজের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মারও কাছে তা নিবেদন করেন, তথাপি আমরা ঘোষণা করি, তিনি স্বরূপে ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র। তাতে আমরা যাজকত্বের সেই নাম ও বাস্তবতা এমন মানুষের উপর আরোপ করি না যে তাঁর চেয়ে ভিন্ন; বাস্তবিকই, যখন তিনি '*পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিলেন*' [খ], তখন তিনি হয়ে উঠলেন '*ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ*' [গ], তথা শান্তিপূর্ণ মিলনের সাধক [ঘ]। এজন্য তিনি বলেন, *যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি, বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ; আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি, তাই আমি বলেছি: এই যে, আমি এসেছি, —শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে—হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে* [ঙ]। তিনি নিজের দেহকে সুরভিত বলিরূপে নিবেদন করলেন আমাদেরই জন্য, নিজের জন্য নয়। যিনি ঈশ্বর রূপে যত পাপের অতীতে অস্তিত্বশীল ছিলেন, তাঁর নিজের জন্য তাঁর কোন্ নৈবেদ্য বা বলি দরকার ছিল? যখন '*সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত*' [চ], তখন এর কারণ এ হল যে, আমরা পতন-প্রবণ হয়েছি ও মানুষের স্বরূপ পাপ-কলুষে কলুষিত হয়েছে; কিন্তু এটা তাঁর অবস্থা নয়, ও এজন্যই আমরা তাঁর

গৌরবের কাছে সমর্পিত। সত্যকার মেষশাবক যে আমাদের জন্য ও আমাদের খাতিরে নিজেকে বলীকৃত করেছেন, একথা বিষয়ে কেমন করে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে? তবে, তিনি যে নিজের জন্য ও আমাদের জন্য নিজেকে বলীকৃত করেছেন, এমনটা ঘোষণা করলে ঈশ্বরনিন্দা-অভিযোগ এড়ানো আদৌ সম্ভব হবে না। তবে তাঁর পক্ষে কেমন ধরনের নৈবেদ্যের দরকার হত যখন এমন কোন পাপ ছিল না যে-পাপের কারণে সেই নৈবেদ্য যথার্থই হত?

১০। [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কে যখন তিনি বলেন, *তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন* (ক), তখন ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভাবলে আমরা এমনটা বলি না, সেই একমাত্র খ্রিষ্ট ও পুত্র অপর একজনের গৌরবের দরকারী হওয়ায় পবিত্র আত্মা থেকে গৌরব আপন করে নিলেন, কারণ তাঁর আত্মা তাঁর চেয়ে শ্রেয়তর ও মহত্তরও নয়। কিন্তু, যেহেতু নিজের ঈশ্বরত্বকে দেখাবার জন্য তিনি মহাকর্মগুলো সম্পাদন করার জন্য তাঁর নিজের আত্মাকে ব্যবহার করেছিলেন, সেজন্য এটা ঘোষণা করা হয় যে, তিনি তাঁর দ্বারা গৌরবান্বিত হলেন। এটা কেমন যেন একজন নিজের শক্তি ও নিজের জ্ঞান সম্পর্কে বলত, 'এটা আমাকে গৌরবান্বিত করে'। যদিও [পবিত্র] আত্মা তাঁর নিজের একটা 'হিপোস্তাসিসে' বিরাজমান ও বিশিষ্ট ভাবেই আত্মা বলে গণিত (তিনি তো আত্মা, পুত্র নন), তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অপর নন। তিনি 'সত্যের আত্মা' (খ) বলে অভিহিত, এবং খ্রিষ্ট হলেন স্বয়ং সত্য (গ); তাছাড়া তিনি খ্রিষ্ট দ্বারা উৎসারিত যেইভাবে পিতা ঈশ্বর থেকেও উৎসারিত। সেজন্য আত্মা পবিত্র প্রেরিতদূতদের হাত দ্বারা অলৌকিক কাজ সাধন করলেন ও স্বর্গারোহণের পরে প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে গৌরবান্বিত করলেন। খ্রিষ্ট যে স্বরূপে ঈশ্বর ও নিজের আত্মা দ্বারা ক্রিয়াশীল তা বিশ্বাসের বিষয়। এজন্য তিনি বলতেন, *যা আমার, তাই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন* (ঘ)। [পবিত্র] আত্মা যে অংশগ্রহণ গুণেই প্রজ্ঞা ও পরাক্রম, তা আমরা আদৌ ঘোষণা করছি না: তিনি একেবারে সিদ্ধতামণ্ডিত ও সমস্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ। যেহেতু তিনি পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞার আত্মা (তথা পুত্রের আত্মা (ঙ)), সেজন্য তিনি পরম প্রজ্ঞা ও পরাক্রম।

১১। এবং যেহেতু পবিত্রা কুমারী ‘হিপোস্তাসিস অনুসারে’ মাংসের সঙ্গে একত্রিত ঈশ্বরকে মাংসগত ভাবে প্রসব করলেন, সেজন্য আমরা ঘোষণা করি, তিনি ঈশ্বরজননী; লোগোস-বাণীর স্বরূপ যে মাংস থেকে উৎপন্ন হয়েছিল এজন্য নয় (কেননা তিনি *‘আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর’* (ক) ও তিনি যুগগুলোর নির্মাতা, পিতার সঙ্গে সহ-অনন্তকালীন ও সবকিছুর কারুশিল্পী), কিন্তু, যেমনটা আগে বলা হয়েছে, এজন্য যে, ‘হিপোস্তাসিস অনুসারে’ নিজের কাছে মানবস্বরূপকে একত্রিত করে তিনি তাঁর গর্ভ থেকে মাংসময় জন্ম মেনে নিলেন। স্বরূপে যে তাঁর পক্ষে চরমকালে (খ) একটা কালবিশিষ্ট জন্মের দরকার ছিল এমন নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি যেন আমাদের অস্তিত্বশীলতার উৎপত্তি আশীর্বাদ করেন। যেহেতু একটি নারী তাঁকে প্রসব করলেন, সেজন্য তিনি মাংসের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সেই অভিশাপ শেষ করে দিলেন যা গোটা মানবজাতির উপর ঝুলছিল ও আমাদের জাগতিক দেহ মৃত্যুর দিকে টানছিল। তাঁরই গুণে সেই *‘যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে’* (গ) উক্তি একদিন ব্যর্থ করার কথা ও নবীর সেই বাণী সত্য বলে প্রকাশ পাবার কথা যা অনুসারে, *‘মৃত্যু পরাক্রমী হল ও ঈশ্বর প্রতিটি মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল’* (ঘ)। এজন্য আমরা এটা বলি যে, তিনি ঐশব্যবস্থা ক্রমে বিবাহ আশীর্বাদ করলেন ও আহূত হয়ে পবিত্র প্রেরিতদূতদের সঙ্গে করে গালিলেয়ার সেই কানা গ্রামে গিয়েছিলেন (ঙ)।

১২। আমরা পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও সুসমাচার-রচয়িতাদের কাছ থেকে, ঈশ্বরের প্রেরণাপ্রাপ্ত গোটা শাস্ত্র থেকে ও ধন্য পিতৃগণের সত্যকার স্বীকৃতি থেকেই এভাবে ভাবতে শিখেছি। হে ভক্তপ্রাণ, আপনার পক্ষে এসমস্ত কিছু স্বাক্ষরিত করা ও বিনা চালাকিতে তাতে সম্মতি জানানো প্রয়োজন আছে। ভক্তপ্রাণ, আপনাকে যা যা অবশ্যই ‘আনাথেমা’ বলে ঘোষণা করতে হবে, তা আমাদের পত্রের এই শেষাংশে দেওয়া হয়েছে।

(১) যে কেউ সেই ইম্মানুয়েলকে সত্যকার ঈশ্বর ব’লে, ও সেই ভিত্তিতে পবিত্রা কুমারীকেও ঈশ্বরজননী ব’লে স্বীকার করে না (যেহেতু তিনি মাংস অনুসারে ঈশ্বরের মাংস-হওয়া লোগোস-বাণীকে প্রসব করেছেন), সে ‘আনাথেমা’ হোক [১১ অধ্যায় দ্রঃ]।

(২) যে কেউ এমনটা স্বীকার করে না যে পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণী ‘হিপোস্তাসিস অনুসারে’ মাংসের সঙ্গে একত্রিত এবং এটাও স্বীকার করে না যে নিজের মাংস সহ সেই খ্রিষ্ট এক অর্থাৎ তিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ, সে ‘আনাথেমা’ হোক [৪ অধ্যায় দ্রঃ]।

(৩) যে কেউ সেই একত্রীকরণের পরে সেই এক-খ্রিষ্টের ‘হিপোস্তাসিস’ দু’টো বিভক্ত করে অর্থাৎ সেই ‘হিপোস্তাসিস’ দু’টোকে কেবল মর্যাদা, রাজ-অধিকার ও পরাক্রম অনুযায়ী সংযোজন দ্বারা সংযুক্ত করে কিন্তু স্বরূপগত একত্রীকরণ অনুযায়ী বন্ধন দ্বারা একত্রিত করে না, সে ‘আনাথেমা’ হোক [৫ অধ্যায় দ্রঃ]।

(৪) সুসমাচারে ও প্রৈরিতিক লেখাগুলোতে যে যে বচন খ্রিষ্ট সম্পর্কে পবিত্রজনদের দ্বারা উচ্চারিত অথবা তাঁর দ্বারা নিজের উপরে আরোপিত, যে কেউ সেগুলোর ক’টা এমন মানুষের উপর আরোপ করে যে-মানুষ ঈশ্বরের লোগোস-বাণী থেকে স্বতন্ত্র বলে গণিত, ও সেগুলোর অন্য ক’টা ঈশ্বরের বেলায় যোগ্য বলে সেগুলোকে কেবল ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর উপর আরোপ করায় সেই ‘প্রসোপোনদ্বয়’ বা ‘হিপোস্তাসিসদ্বয়’ দু’ভাগে বিভক্ত করে, সে ‘আনাথেমা’ হোক [৮ অধ্যায় ্ও আকাকিউসের কাছে পত্রও দ্রঃ]।

(৫) যে কেউ এটা বলতে দুঃসাহস করে যে, খ্রিষ্ট ছিলেন ঈশ্বরবাহক এক মানুষ ও এটা ঘোষণা করে না যে, একমাত্র পুত্র ও স্বরূপে পুত্র বলে তিনি হলেন সত্যকার ঈশ্বর যেহেতু বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মত রক্ত ও মাংসের অংশভাগী হলেন, সে ‘আনাথেমা’ হোক [৪ অধ্যায় দ্রঃ]।

(৬) যে কেউ এটা বলে যে, পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণী হলেন খ্রিষ্টের ঈশ্বর বা প্রভু বরং এটাই স্বীকার করে না যে, তিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ যেহেতু শাস্ত্র অনুসারে তিনি মাংস হলেন, সে ‘আনাথেমা’ হোক [৫ অধ্যায় দ্রঃ]।

(৭) যে কেউ এটা বলে যে, মানুষ হিসাবে যিশু লোগোস-বাণী-ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন ও সেই একমাত্র জনিতজনের গৌরব তাঁকে ঘিরে রাখল, কেমন যেন তাঁকে বাদে অস্তিত্বশীল অন্য একজনকেই ঘিরে রাখল, সে ‘আনাথেমা’ হোক [সমগ্র পত্র দ্রঃ]।

(৮) যে কেই এটা বলতে দুঃসাহস করে যে, ধারণ-করা-মানুষকে হতে হবে লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের সঙ্গে সহউপাসনার পাত্র, সহগৌরবের পাত্র ও ঈশ্বর নামের

সহঅধিকারী, কেমন যেন তিনি সেই অন্যজন-সহ-একজন হতেন (সেই ‘সহ’ শব্দটা সবসময়ই এমন কিছু ভাবতে দাবি রাখে যা যুক্ত করা হল), এবং এর চেয়ে বরং সেই ইম্মানুয়েলকে একমাত্র উপাসনায় সম্মানিত করে না ও তাঁর উপর একমাত্র গৌরব আরোপ করে না যেহেতু বাণী মাংস হলেন, সে ‘আনাথেমা’ হোক [৬ অধ্যায় দ্রঃ]।

(৯) যে কেউ এটা ঘোষণা করে যে, সেই একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিষ্ট [পবিত্র] আত্মা দ্বারা এমন ভাবে গৌরবান্বিত হয়েছেন কেমন যেন তাঁর মধ্য দিয়ে অন্য ধরনেরই একটা প্রতাপ হাতিয়ার করে থাকেন ও অশুচি আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে কর্মসাধন করার ও মানুষদের কল্যাণার্থে অলৌকিক কাজ সাধন করার অধিকার তাঁর কাছ থেকে পেয়ে থাকেন, এবং এর চেয়ে বরং এটা ঘোষণা করে না যে, যে [পবিত্র] আত্মার মধ্য দিয়ে তিনি অলৌকিক কাজ সাধন করলেন সেই আত্মা তাঁরই আপন আত্মা, সে ‘আনাথেমা’ হোক [১০ অধ্যায় দ্রঃ]।

(১০) পবিত্র শাস্ত্র এটা বলে যে, খ্রিষ্ট মহাযাজক ও ‘আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত’ হলেন [ক] ও আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ‘সুরভিত বলিরূপে নিবেদন’ করলেন [খ]। সুতরাং, যে কেউ এটা ঘোষণা করে, যখন তিনি মাংস হলেন ও আমাদের মত মানুষ হলেন তখন তিনিই অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই লোগোস-বাণীই যে মহাযাজক ও আমাদের প্রেরিতদূত হলেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর চেয়ে বিচ্ছিন্ন নারী-সঞ্জাত অন্য মানুষই মজাযাজক ও আমাদের প্রেরিতদূত হলেন; অথবা যে কেউ বলে, তিনি আমাদের জন্য শুধু নয় বরং নিজের জন্যও সেই নৈবেদ্য নিবেদন করলেন (কেননা যিনি কোন পাপ জানতেন না, তাঁর পক্ষে কোন নৈবেদ্যের দরকার ছিল না), সে ‘আনাথেমা’ হোক [৯ অধ্যায় দ্রঃ]।

(১১) যে কেউ এটা স্বীকার করে না যে, প্রভুর মাংস জীবনদায়ী ও সেই মাংস পিতা ঈশ্বরের স্বয়ং লোগোস-বাণীর স্বীয় মাংস, কিন্তু সেই মাংস এমন যা কেমন যেন তাঁর থেকে আলাদা অন্যজনের যে মর্যাদা গুণে বা কেবল ঐশ্বরিক বসবাস-প্রাপ্তি গুণেও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত, এবং এটাই বরং স্বীকার করে না যে (যেমন আমরা বলেছি) মাংস জীবনদায়ী যেহেতু সেই মাংস লোগোস-বাণীর স্বীয় মাংস হল বিধায় সবকিছু জীবনদায়ী করার প্রতাপ রাখে, সে ‘আনাথেমা’ হোক [৭ অধ্যায় দ্রঃ]।

(১২) ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মাংস-সহ যন্ত্রণাভোগ করলেন, মাংস-সহ ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, মাংস-সহ মৃত্যু আস্বাদ করলেন ও ঈশ্বর বলে জীবন ও জীবনদায়ী হওয়ায় মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত হলেন: যে কেউ একথা স্বীকার করে না, সে 'আনাথেমা' হোক [৬ অধ্যায় দ্রঃ]।

---

১ (ক) 'মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় সমবেত মহাসভা': 'মহাসভা' শব্দটা সম্পর্কে দু'টো কথা বলা হোক। বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'মহাসভা' শব্দটা গ্রীক ভাষায় 'σύνοδος' (সুনোদোস - আক্ষরিক অর্থ, 'সমবেত বা একসাথে যাত্রা'; সাধারণ অর্থ, 'সমাগম' বা 'সম্মেলন') বলে; এবং সেকালের ও আজকালের গ্রীক মণ্ডলীগুলোতে যা 'সুনোদোস' বলে তা রোম মণ্ডলীগুলো লাতিন ভাষায় 'কঙ্কিলিউম' (আধুনিক উচ্চারণে 'কঞ্চিলিউম) বলে। উভয় শব্দ তথা 'সুনোদোস' ও 'কঙ্কিলিউম' একই অর্থ বহন করায় বাংলায় 'মহাসভা' শব্দটাই প্রচলিত (যেমন নিকেয়া, এফেসস, কনস্তান্তিনোপলিস, খাল্কেদোন মহাসভা)। আরও, গ্রীক মণ্ডলীগুলোতে নানা শ্রেণির সুনোদোস, ও রোম-মণ্ডলীগুলোতে নানা শ্রেণির কঙ্কিলিউম রয়েছে, যেমন 'কাথোলিকোস' তথা বিশ্বজনীন, ও আঞ্চলিক সুনোদোস বা কঙ্কিলিউম যদিও আজকালে রোম-মণ্ডলীগুলো কঙ্কিলিউম শব্দটা কেবল বিশ্বজনীন কঙ্কিলিউমের জন্য ব্যবহার করে (যেমন, বাংলায়, ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা), এবং সুনোদোস শব্দটা আঞ্চলিক ধর্মসভার জন্য ব্যবহার করে।

সুতরাং, এ পত্রের শুরুতে উল্লিখিত 'মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় সমবেত যে মহাসভা', তা আঞ্চলিক একটা 'সুনোদোস' ছিল যেহেতু আলেক্সান্দ্রিয়া মিশরে অবস্থিত হওয়ায় তা গ্রীক মণ্ডলীগুলোর অন্তর্ভুক্ত একটা মণ্ডলী ছিল। আরও, সেসময়ে, আঞ্চলিক সুনোদোস বা মহাসভার অংশগ্রহণকারী বিশপগণ ও প্রবীণগণ নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা করার পর সেটার ফলাফল প্রধান শহরের বিশপকে জানালে তিনি যে সেই ফলাফল জারীকৃত করতেন এমন নয়; বরং, সাধারণত, প্রধান শহরের বিশপই মহাসভা সম্পূর্ণরূপে চালাতেন। আলেক্সান্দ্রিয়ার কথা বলতে গেলে তবে এটা স্মরণীয় যে, দেমেত্রিওস (১৮৭-২৩০) নামক বিশপের কাল পর্যন্ত আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল মিশরের একমাত্র ধর্মাসন বা ধর্মপ্রদেশ; সেই বিশপই প্রথম মিশরে নানা উপ-ধর্মাসন প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু সেই ধর্মাসন 'উপ-ধর্মাসন' হওয়ায় সেগুলোর বিশপদের অধিকার শূন্য বলা যেতে পারে। কেবল আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপই বিশপ-নিয়োগ ও পদচ্যুতি ক্ষেত্রে, সুনোদোস আহ্বান ক্ষেত্রে, বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জারি ক্ষেত্রে অধিকার রাখতেন। সুতরাং, বিশপ নেস্তরিউস সংক্রান্ত বিবাদ ক্ষেত্রে বিশপ সিরিলের আহূত সুনোদোসের বিশপগণের একমাত্র কাজ ছিল তাঁর আদেশ গ্রহণ ও পালন করা।

(খ) মথি ১০:৩৭।

(গ) বিশপ নেস্তরিউস যে 'গোটা মণ্ডলীরই পতনের কারণ' হয়েছিলেন তা তো অত্যুক্তি মাত্র, কেননা রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিস ও সিরিয়ার সমস্ত বিশপ ও তত্ত্ববিদগণ এমনকি

সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব ও সম্রাট থেওদোসিউস নিজেও বিশপ নেস্তরিউসের সমর্থক ছিলেন।

(ঘ) মথি ১০:৩৪-৩৫।

(ঙ) হিব্রু ১১:৩৫ দ্রঃ।

২ (ক) পোপ কেলেস্তিনুসের সভাপতিত্বে রোম-সুনোদোস একই সালে, আগষ্ট মাসে, আয়োজিত হয়েছিল। বিশপ সিরিলের অনুরোধে ও অসম্পূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপনে নির্ভর করে রোম বিশপ নেস্তরিউসকে 'দু'ই পুত্র' সংক্রান্ত ভ্রান্ততত্ত্ব সঠিক সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করতে আদেশ করে। তাতে বোঝা যায়, পোপ কেলেস্তিনুস, বিশপ নেস্তরিউসকে ও প্রাচ্য সকল বিশপগণকে রোম-সুনোদোসের সিদ্ধান্তসমূহ জানাবার, ও সেই সিদ্ধান্ত-লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেবার দায়িত্ব বিশপ সিরিলের উপর আরোপ করেছিলেন।

(খ) লুক ১:২।

(গ) 'স্থির করা তারিখ': রোমের পত্র গ্রহণ করে বিশপ নেস্তরিউস দশ দিনের মধ্যে নিজের ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাহার করবেন। এই পত্র ও পোপ কেলেস্তিনুসের পত্র বহনকারী যাঁরা, যেহেতু মিশরের সেই দু'জন বিশপ পত্র দু'টো বিশপ নেস্তরিউসের হাতে ৩০শে নভেম্বরে তুলে দেন, সেজন্য এটা দাঁড়ায় যে, সেই 'স্থির করা তারিখ' ছিল ১০ই ডিসেম্বর ৪৩০ সাল। এই পত্রের ও পোপ কেলেস্তিনুসের পত্রের উত্তরস্বরূপ বিশপ নেস্তরিউস সেই বছরের ৬ই ডিসেম্বরে একটা উপদেশ প্রদান করেন।

(ঘ) 'আমাদের সঙ্গে আপনার কোন সহভাগিতা থাকবে না': বিশপ সিরিল তত কড়া কথা বলার পর বিশপ নেস্তরিউসের পক্ষে মাথা নত করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না; এ এমন কিছু যা রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রধান ধর্মাসনের মর্যাদা গুরুতর ভাবে খর্ব করল বইকি।

(ঙ) 'যাদের আপনার দ্বারা (...) মণ্ডলীর সহভাগিতা-বঞ্চিত করা হয়েছে বা পদচ্যুত করা হয়েছে' (ইত্যাদি): ৪২৯ সালে বিশপ নেস্তরিউস নিজের বিরোধী যে কয়েকজন প্রবীণ ও সন্ন্যাসীকে পদচ্যুত করেছিলেন, বিশপ সিরিল তাদেরই কথা ইঙ্গিত করছেন।

(চ) 'আপনি সেই বিশ্বাস-সূত্রকে কণ্ঠে স্বীকার করলেও সেটার অর্থ যথার্থরূপে মেনে নেন না': বিশপ নেস্তরিউস নিকেয়া-মহাসভার জারীকৃত বিশ্বাস-সূত্রের কোন্ কোন্ বচন যথার্থরূপে মেনে নেন না, তা বিশপ সিরিল উল্লেখ করেন না।

৩ (ক) 'মাংস যে ঐশ্বরিক স্বরূপে স্থানান্তর করল তা আমরা ঘোষণা করি না, লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের অনির্বচনীয় স্বরূপও যে মাংসের স্বরূপে স্থানান্তর করল তাও ঘোষণা করি না': বিশপ নেস্তরিউসও এতে একমত ছিলেন যে, এ ধারণা দু'টো ভ্রান্ত; এমনকি তিনি মনে করছিলেন, পবিত্রা কুমারীকে 'ঈশ্বরজননী' বলার ফলেই ভ্রান্তমত দু'টো উৎপন্ন হতে পারবে।

তিনি 'কাপড়ে জড়ানো নবজাত হয়েও' (ইত্যাদি): এঘটনার দু' বছর পূর্বে, ৪২৮ সালে, খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব ঘোষণা করার লক্ষ্যে বিশপ নেস্তরিউস ঠিক একথা বলেছিলেন যা বিশপ

সিরিলের কাছে ভ্রান্তমত স্বরূপ, কেননা তিনি খ্রিষ্টের দু'টো স্বরূপ নয়, একটামাত্র স্বরূপই সমর্থন করছিলেন।

'ঈশ্বরত্ব মাত্রাবিহীন, পরিমাপবিহীন, সীমাহীন' : কালোসিরিউসের কাছে পত্র দ্রঃ।

৪ (ক) 'আমরা ঈশ্বরের লোগোস-বাণীকে প্রকৃতরূপে 'খ্রিষ্ট' নাম আরোপ করি না' (ইত্যাদি) : বিশপ সিরিল এসমস্ত অনুচ্ছেদেই বিশপ নেস্তরিউসের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করেন, তথা: বিশপ নেস্তরিউস একক খ্রিষ্টকে দু'টো স্বরূপে, ফলত দু'টো ব্যক্তিতে বিভক্ত করেছেন; বিশপ সিরিল এমনটা বলতে পারেন যেহেতু তাঁর কাছে 'স্বরূপ' ও 'ব্যক্তি' শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ। সুতরাং, আগে যেমন দেখেছি, এখানেও দেখা যাচ্ছে, সমস্যা যথেষ্টই ভাষাগত বৈষম্য-জনিত।

(খ) যোহন ৩:৩৪।

(গ) 'খ্রিষ্ট হলেন একটি ঈশ্বরবাহক' : ভ্রান্তমতপন্থীরা বলত, খ্রিষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর নন, তিনি বরং একটা সাধারণ মানুষ যার মধ্যে ঈশ্বরত্ব স্থান পেয়েছেন।

(ঘ) যোহন ১:১৪।

(ঙ) কল ২:৯।

(চ) বিশপ সিরিল পুনরায় সেই তুলনা হাতিয়ার করেন যা অনুসারে, 'যেভাবে মানুষের প্রাণ নিজের দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত' ও সেই সম্পর্কের ফলে সিদ্ধ মানুষ উপস্থিত হয়, সেইভাবে নিজের মাংসের সঙ্গে লোগোস-বাণীর একত্রীকরণের ফলে একক খ্রিষ্ট উপস্থিত।

৫ (ক) 'সংযোজন' : আন্তিওখিয়া মন্ডলীর খ্রিষ্টতত্ত্বে শব্দটা খ্রিষ্টের মধ্যে লোগোস-বাণী ও মানুষের তথা ঐশ্বরিক স্বরূপ ও মানব-স্বরূপের মধ্যকার সংযোগ নির্দেশ করত। বিশপ সিরিলের বিবেচনায় এই 'সংযোজন' শব্দ অনুপযোগী, কেননা তাঁর মতে শব্দটা সত্তাময় নয়, আপেক্ষিকই সংযোগ বোঝায়; এ শব্দের চেয়ে তিনি সত্তা অনুযায়ী 'একত্রীকরণ' শব্দই পছন্দ করেন।

(খ) ১ করি ৬:১৭ দ্রঃ।

৬ (ক) 'যিনি পরিধান করেন তাঁরই জন্য আমি পরিবৃতজনকে উপাসনা করি' ইত্যাদি: এ বাক্যগুলো বিশপ নেস্তরিউস ২৫শে ডিসেম্বর ৪২৮ সালে উচ্চারণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি একই উপদেশে আরও একটা বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন যা বিশপ সিরিল উল্লেখ করেন না, তথা: 'যা দৃশ্যগত, তা থেকে ঈশ্বর একেবারে অবিচ্ছিন্ন: এজন্য আমি অবিচ্ছিন্ন-জনের মর্যাদা বিচ্ছিন্ন করি না; আমি স্বরূপদ্বয় বিভক্ত করি, কিন্তু উপাসনা সংযুক্ত করি'।

(খ) 'সে সেই একত্রীকরণ ব্যর্থ করে যা অনুসারে একজনকে অন্যজনের সঙ্গে উপাসনা করা হয়' ইত্যাদি: বিশপ নেস্তরিউসের সঙ্গে বিবাদের আগেও ব্যক্ত খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে বিশপ

সিরিল খ্রিষ্টের এমন ব্যক্তিময় একত্রীকরণ অস্বীকার করেন যে-একত্রীকরণের অভ্যন্তরে লোগোস-বাণী মাংসের ‘সঙ্গে’ থাকার ফলে (তাঁর মতে) দ্বৈত্ব উৎপন্ন হবে।

(গ) ‘যিনি একমাত্র জনিত পুত্র ও নিজের মাংস সহ একটামাত্র উপাসনা দ্বারা সম্মানিত, সেই যিশু খ্রিষ্ট এক’: এই বাক্যে বিশপ সিরিল ভ্রান্তমতপন্থী আপোল্লিনারিউসের একটা বাক্য প্রায়ই অক্ষরে অক্ষরে উল্লেখ করেন যা তিনি সাধু আথানাসিউসেরই বাক্য বলে ধরে নিচ্ছিলেন; বাক্যটা এ: খ্রিষ্ট ‘হলেন মাংস-হওয়া লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের একটামাত্র স্বরূপ যা তাঁর নিজের মাংস সহ একটামাত্র উপাসনার যোগ্য’। আর এক স্থানে সেই আপোল্লিনারিউস ঘোষণা করেছিলেন, খ্রিষ্ট ‘একটামাত্র ব্যক্তি, একটামাত্র হিপোস্তাসিস, সম্পূর্ণরূপে মানুষ, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর’ (আপোল্লিনারিউস, বিশ্বাস প্রসঙ্গ)।

(ঘ) হিব্রু ২:৯।

(ঙ) কল ১:১৮; ১ করি ১৫:২০-২১।

(চ) ‘মৃতদের পুনরুত্থান একটি মানুষের মধ্য দিয়ে হল’: পরিত্রাণ যে একটি মানুষের মধ্য দিয়ে হয়েছিল, তা বিশপ নেস্তরিউসের একটা উপদেশে স্পষ্টই ছিল (টীকা ৬:১ দ্রঃ)। এবং ভ্রান্তমতপন্থী সেই আপোল্লিনারিউসের বিপক্ষে তিনি এও বলেছিলেন যে, ঈশ্বর ‘একটি মানুষের মধ্য দিয়েই মানবজাতির উত্তোলন সাধন করেন’ এবং তাঁর এই উক্তির সমর্থনে তিনি প্রেরিতদূত পলের সেই একই বচনটা (১ করি ১৫:২১) উল্লেখ করেছিলেন যা বিশপ সিরিলও এখানে উল্লেখ করেন।

(ছ) প্রেরিত ১৭:৩১।

৭ (ক) যোহন ৬:৫৩।

৮ (ক) ‘আমরা তাঁকে দু’টো ‘হিপোস্তাসিসে’ বিভক্ত করি না, দু’টো ‘প্রসোপোনেও’ নয়’: এই বাক্য স্পষ্ট দেখায়, বিশপ সিরিল ‘হিপোস্তাসিস’ ও ‘প্রসোপোন’ শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ বলে গণ্য করেন। অপরদিকে বিশপ নেস্তরিউস ও আন্তিওখিয়ার বিশপগণ তাঁদের পরম্পরাগত খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে এটা সমর্থন করতেন যে, ‘হিপোস্তাসিস শব্দ প্রসোপোন শব্দের সমার্থক শব্দ নয়’।

(খ) যোহন ১৪:৩; ১০:৩০।

(গ) হিব্রু ১:৩ দ্রঃ।

(ঘ) যোহন ৮:৪০।

(ঙ) ‘লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া একমাত্র হিপোস্তাসিস’ বচনটা, ও অন্যত্র ব্যবহৃত ‘লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ’ বচনটা, একই অর্থ বহন করে যেহেতু বিশপ সিরিলের কাছে ‘হিপোস্তাসিস’ ও ‘স্বরূপ’ শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ।

৯ (ক) হিব্রু ৩:১।

(খ) এফে ৫:২।

(গ) ১ তি ২:৫।

(ঘ) প্রেরিত ৭:২৬ দ্রঃ।

(ঙ) হিব্রু ১০:৫-৭।

(চ) রো ৩:২৩।

১০ (ক) যোহন ১৬:১৪।

(খ) যোহন ১৬:১৪।

(গ) যোহন ১৪:৬।

(ঘ) যোহন ১৬:১৪।

(ঙ) বিশপ সিরিলের যুক্তি স্পষ্ট: যেহেতু পুত্র হলেন পরাক্রম ও প্রজ্ঞা, সেজন্য যখন বলা হয়, পবিত্র আত্মা হলেন পরাক্রম ও প্রজ্ঞার আত্মা, তখন এটা ঘোষণা করা হয় যে, তিনি পুত্রের আত্মা।

১১ (ক) যোহন ১:১।

(খ) খ্রিষ্টের আগমন-ক্ষণ 'চরমকাল' চিহ্নিত করে, অর্থাৎ খ্রিষ্টের আগমনে বর্তমান কালের স্থানে চিরকাল শুরু হবে।

(গ) আদি ৩:১৬।

(ঘ) ইশা ২৫:৮ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) যোহন ২:১ ইত্যাদি দ্রঃ।

১২ (ক) হিব্রু ৩:১।

(খ) এফে ৫:২।

পুনর্মিলন-সূত্র

বিশপ সিরিল বিশপ নেস্তরিউসকে পরাস্ত করার জন্য ব্যস্ত থাকতেই ২য় থেওদোসিউস সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন, বিবাদটা কম পক্ষপাতী ও নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে সমাধান করার জন্য তিনি বিশ্বজনীন একটা মহাসভা আহ্বান করবেন। মহাসভাটা ৭ই জুন ৪৩১ সালের অর্থাৎ সেই সালের পঞ্চাশত্তমী পর্বে এফেসসে অনুষ্ঠিত হতে হবে। বিশপ সিরিল এফেসসে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছিয়ে বিশপ নেস্তরিউসের পক্ষপাতী সেই আন্তিওখিয়ার বিশপদের বিলম্বের সুযোগ নিয়ে সম্রাটের কর্মকর্তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ২১শে জুনে মহাসভা শুরু করে দেন ও সেই একই দিনেই নিজের ও বিশপ নেস্তরিউসের পত্রগুলো পাঠ করে বিশপ নেস্তরিউসের বিরুদ্ধে এমন দণ্ডাজ্ঞা প্রস্তাব করেন যা সম্রাটের দেরি করে আগত (১১ই জুলাই) রোম-প্রতিনিধীগণ জারীকৃত করেন। তাই, যখন ২৬শে জুনে আন্তিওখিয়ার বিশপগণ এসে পৌঁছন, তখন তাঁরা বিশপ নেস্তরিউসের বিরুদ্ধে সেই দণ্ডাজ্ঞা না মেনে বরং নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে বিশপ সিরিলের বিরুদ্ধেই দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করেন। সম্রাট এসমস্ত মেনে নিতে সম্মত নন, কিন্তু এব্যাপারে কোন আপস-মিমাংসা না হওয়ার ফলে বিশপ নেস্তরিউস ইচ্ছাকৃত ভাবে কনস্তান্তিনোপলিস ধর্মাসন ত্যাগ করেন ও বিশপ সিরিল সম্রাটের কর্মকর্তাদের প্রহরা এড়িয়ে জয়ী হয়ে আলেক্সান্দ্রিয়ায় ফিরে যান।

মহাসভা যে একেবারে ব্যর্থ একথা বলা বাহুল্য। এবং যেহেতু ধর্মতাত্ত্বিক আর কোন বিষয় আলোচনার বিষয় হয়নি, সেজন্য বিশপ নেস্তরিউস আর উপস্থিত না থাকায় বিবাদটা আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলী ও আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর মধ্যে থেকে যায়; কিন্তু কোন না কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সবারই স্বার্থ, তাই বেরেয়ার বিশপ আকাকিউস ও এমেসার বিশপ পলের মধ্যস্থতায় সবার দ্বারা একটা আপস-মিমাংসা গৃহীত হয়। এসমস্ত কিছুর ফলে আন্তিওখিয়ার বিশপগণ দণ্ডিত বিশপ নেস্তরিউসকে একা ফেলে রাখেন ও তিনি মিসরের মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত হন; এদিকে বিশপ সিরিল তাঁর সেই 'আনাথেমা' সরিয়ে দিয়ে ৪৩৩ সালে একটা ধর্মতাত্ত্বিক সূত্র স্বাক্ষরিত করেন যা পুনর্মিলন-সূত্র বলে অভিহিত।

সূত্রটা বিশপ সিরিল ও আন্তিওখিয়ার বিশপ জনের মধ্যে গৃহীত আপসের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, প্রকৃতপক্ষে, আন্তিওখিয়ার সকল বিশপগণই যে বিশপ সিরিলের

ধর্মতাত্ত্বিক ও ভাষাগত দাবিসমূহ মেনে নেওয়াতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন নয়; একই প্রকারে, মিশরের সকল বিশপগণও যে প্রাচ্য বিশপগণের দাবিসমূহ মেনে নেওয়াতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমনটাও নয়। এতে আলেক্সান্দ্রিয়ার দাবি এতে সংরক্ষিত যে, মাংস-হওয়া-লোগোস-বাণীর ব্যক্তিময় একত্ব সবার দ্বারা ঘোষিত হয়, এবং আন্তিওখিয়ার নানা দাবিও সবার স্বীকৃতি লাভ করে, বিশেষভাবে, দু'টো স্বরূপ যে মনুষ্যত্ব-ধারণে বিনা একীভূতিতে সংযুক্ত, ও মানুষ-হওয়া-খ্রিস্টের 'প্রসোপোন' যে একটামাত্র, তাও সবার দ্বারা ঘোষিত হয়।

Γράμματα περὶ τῆς εἰρήνης

Ὁμολογοῦμεν τοιγαροῦν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τὸν μονογενῆ, θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος· πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ’ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι’ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· ὁμοούσιον τῷ πατρὶ τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα’ δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις γέγονε· ἕνα Χριστόν, ἕνα υἱόν, ἕνα κύριον ὁμολογοῦμεν. κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν παρθένον θεοτόκον, διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν. τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς περὶ τοῦ κυρίου φωνὰς ἴσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μὲν κοινοποιοῦντας, ὡς ἐφ’ ἑνὸς προσώπου, τὰς δὲ διαιροῦντας, ὡς ἐπὶ δύο φύσεων· καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας.

COD pp. 69-70

সেই অনুসারে আমরা স্বীকার করি, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট হলেন সিদ্ধতাপ্রাপ্ত ঈশ্বর ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণের ও দেহের অধিকারী বলে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত মানুষ; ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে তিনি যুগগুলোর পূর্বে পিতা থেকে জনিত; কিন্তু মনুষ্যত্ব ক্ষেত্রে তিনি চরম দিনগুলোতে আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে কুমারী মারীয়া থেকে সঞ্জাত; ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে তিনি এখনও পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী (ক) ও মনুষ্যত্ব ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; কেননা স্বরূপ দু'টোর একত্রীকরণ (খ) সিদ্ধিলাভ করেছে; তাই আমরা এক-খ্রিষ্ট, এক-পুত্র ও এক-প্রভুকে স্বীকার করি। একীভূত-নয়-একত্রীকরণের এধারণা অনুসারে আমরা পবিত্রা জননীকে 'ঈশ্বরজননী' (গ) বলে স্বীকার করি, কারণ ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মাংস হলেন ও মানুষ হলেন ও তেমন গর্ভধারণ গুণে সেই কুমারী থেকে নেওয়া পবিত্রধাম নিজেতে একত্রিত করলেন। সুসমাচার-রচয়িতাগণ ও প্রেরিতদূতগণ যে যে উক্তি প্রভুকে উদ্দেশ করে ব্যবহার করেন, সেসম্পর্কে আমরা এটা জানি যে, যাঁরা ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলতেন সেই মানুষেরা সেই উক্তিগুলোর কয়েকটা একটামাত্র 'প্রসোপোনকে' উদ্দেশ ক'রে (ঘ) পারস্পরিক ভাবে অংশী বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু অন্য অন্য উক্তি স্বরূপদ্বয়কে উদ্দেশ করায় বিভক্ত করেছেন। এভাবে তাঁরা এশিক্ষা সম্প্রদান করেছেন যে, ঈশ্বরের যোগ্য উক্তিগুলো খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বকে আরোপণীয়, ও নিম্ন উক্তিগুলো তাঁর মনুষ্যত্বকে আরোপণীয় (ঙ)।

(ক) 'সমসত্তার অধিকারী': নিকেয়া-মহাসভার উপস্থাপিত ত্রিত্বতাত্ত্বিক এ শব্দ এই সূত্রে নিকেয়ার সমর্থিত অর্থের চেয়ে আরও বেশি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। শব্দ-জনিত সমস্যার কারণ এটাই যে, খ্রিষ্টতত্ত্ব ক্ষেত্রে মিসরের ও প্রাচ্য বিশপদের মধ্যে প্রকৃত সমস্যা ভাষাগতই ছিল।

(খ) 'স্বরূপ দু'টোর একত্রীকরণ': এখানেও আপসমূলক মনোভাব প্রমাণিত, কেননা 'স্বরূপ দু'টো' সংজ্ঞা বিশপ সিরিলের কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না, তা ছিল আন্তিওখিয়ারই দাবি; এবং 'একত্রীকরণ' শব্দটা আন্তিওখিয়ার কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না, তা ছিল বিশপ সিরিলের দাবি।

(গ) 'ঈশ্বরজননী': এ শব্দ মেনে নেওয়াতেও এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, আন্তিওখিয়ার বিশপগণ আপসের খাতিরেই বিশপ সিরিলের দাবি মেনে নিচ্ছিলেন। কেননা আন্তিওখিয়ার

মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে একমত হয়ে বিশপ নেস্তরিউস শাস্ত্রভিত্তিক ‘খ্রিষ্টজননী’ শব্দটাই বেশি পছন্দ করছিলেন। এবং ঐশতাত্ত্বিক অর্থের দিক দিয়ে ‘ঈশ্বরজননী’ ও ‘খ্রিষ্টজননী’ একেবারে একই অর্থ বহন করছিল ও করে থাকে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা: বিশপ সিরিল মনে করছিলেন, ‘খ্রিষ্টজননী’ শব্দটা ব্যবহার করলে তবে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা হচ্ছিল; কিন্তু তা নয়, কেননা ৪৩০ সালে, ৭ ডিসেম্বরে, উপস্থাপিত উপদেশে বিশপ নেস্তরিউস বলেছিলেন, ‘পবিত্র কুমারী ঈশ্বরের ও মানুষেরও জননী, অর্থাৎ তিনি ‘ঈশ্বরমাতা’ ও ‘মানবমাতা’। সেজন্য, যেমনটা এইমাত্র বলা হয়েছে, সমস্যাটা ঐশতাত্ত্বিক সমস্যা নয়, প্রকৃতপক্ষে ভাষাগতই সমস্যা ছিল।

(ঘ) ‘সেই মানুষেরা সেই উক্তিগুলোর কয়েকটা সেই একটামাত্র ‘প্রসোপোনকে উদ্দেশ ক’রে’ (ইত্যাদি): এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়া বিশপ সিরিলের পক্ষে খুবই কঠিন লাগল, কেননা খ্রিষ্টের একটামাত্র ‘প্রসোপোনকে’ মেনে নেওয়াতে তাঁর ৩য় পত্রের ৪র্থ আনাথেমা বাতিল হয়ে যাচ্ছিল যেহেতু বিশপ নেস্তরিউসও খ্রিষ্টে বিরাজমান একটামাত্র ‘প্রসোপোনের’ কথা সবসময়ই বলেছিলেন, এবং বিশপ সিরিল অন্যায়ভাবেই তাঁকে দু’টো ‘প্রসোপোন’-ভ্রান্তমতের সমর্থক হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ, বিশপ সিরিলের কাছে বিশপ নেস্তরিউসের পত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, ‘খ্রিষ্ট-নামটা, ‘প্রসোপোনের’ একত্বেই, যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নয় ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ সত্তাকে নির্দেশ করে’, অর্থাৎ একটামাত্র ‘প্রসোপোনে’ খ্রিষ্ট ঈশ্বর হিসাবে যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন ও মানুষ হিসাবে যন্ত্রণাসাপেক্ষ।

(ঙ) ‘ঈশ্বরের যোগ্য উক্তিগুলো খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বকে আরোপণীয়, ও নিম্ন উক্তিগুলো তাঁর মনুষ্যত্বকে আরোপণীয়’: এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়ায়ও বিশপ সিরিল আন্তিওখিয়ার মণ্ডলীগুলোর ও নেস্তরিউসেরও দাবি মেনে নেন, কেননা ঠিক সেই নেস্তরিউসই প্রথম হয়ে এটা সমর্থন করেছিলেন যে, খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত খ্রিষ্টতত্ত্ব-গবেষণা বাইবেল-ভিত্তিক যথার্থ ভাষা প্রয়োগেই শুরু করা উচিত। এবং এক্ষেত্রে এটা স্বীকার্য যে, ‘ঈশ্বরজননী’ এর চেয়ে ‘খ্রিষ্টজননী’ শব্দটাই বেশি বাইবেল-ভিত্তিক নাম।

মেলিতেনেসের আকাকিউসের কাছে পত্র

- পত্র নং ৪১ -

একই সিরিল দ্বারা মেলিতেনেসের বিশপ আকাকিউসের সমীপে

পত্রটা সম্ভবত ৪৩৩ সালের এপ্রিল মাসের পরবর্তী কোন এক মাসে, অর্থাৎ উপরোল্লিখিত 'পুনর্মিলন-সূত্র' এর পর পরেই লেখা হয়। আকাকিউস ছিলেন পশ্চিম আনাতোলিয়া অঞ্চলের মেলিতেনেস (আজকালের তুরস্কে স্থিত মালাতিয়া) এর বিশপ। এই আকাকিউস (উপরোল্লিখিত বেরেয়ার বিশপ আকাকিউস ও এই আকাকিউস অন্য ব্যক্তি) ৪৩১ সালে অনুষ্ঠিত এফেসস-মহাসভায় বিশপ সিরিলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অন্যতম হয়েছিলেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৫ ১০ ১৫ ২০

সিরিল আমার প্রভু, প্রিয় ভাই ও ধর্মসেবায় সহকর্মী আকাকিউসের সমীপে প্রভুতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১। ভাইদের কাছে শুভেচ্ছা-জানানো অধিক মধুময় ও প্রশংসার যোগ্য, এবং যার চিত্ত সুস্থ তার কাছে তা সত্যিই মূল্যবান। আমি বলছি, যারা একই বিশ্বাস ও একই মনোভাবের অধিকারী, সেইভাবে ব্যবহার করার জন্য, তাদের পক্ষে বিরামহীম বাসনা দ্বারা উদ্দীপিত হওয়া উচিত, বিশেষভাবে তখন যখন এমন কোন বাধা-বিঘ্ন থাকে না যা সেই উষ্ণ ও আন্তরিক বাসনা বন্ধ করতে পারে। কিন্তু সময় সময় দীর্ঘ দূরত্ব বা পত্রবাহকের অভাব আমাদের সেই বাসনা ব্যর্থ করে। কিন্তু, যখন সংলাপ করার সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন সেই সুযোগ মহৎ লাভ বলে গণ্য করা উচিত ও অধিক ব্যগ্রতার সঙ্গে যা বাসনা করেছি, অবশেষে তার নাগাল পাবার সেই সুযোগ সানন্দে গ্রহণীয় হওয়া উচিত। সেজন্য, হে সিদ্ধপুরুষ, আপনার দ্বারা আমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে তাতে আমি আনন্দিত, ও সেই পত্রের মনোভাবের প্রশংসা করতে করতে আমি মনে করেছি,

মণ্ডলীগুলোর শান্তি-পরিবেশ সম্পর্কে আপনাকে অবগত করা ও সেই শান্তি কেমন করে সিদ্ধ হয়েছে সেবিষয় সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করা সমীচীন।

২। অধিক ধর্মপ্রাণ ও অধিক খ্রিষ্টিয়ান সম্রাট (ক) পবিত্র মণ্ডলীগুলো বিষয়ে অধিক ব্যগ্রতা সহকারে চিন্তিত হয়ে সেগুলোর মধ্যকার ভিন্নমত অসহনীয় মনে করলেন। তাই, কনস্তান্তিনোপলিসের পবিত্র মণ্ডলীর অধিক ভক্তিময় ও ধর্মপ্রাণ বিশপ মাক্সিমিলিয়ানুসকে (খ) ও যে বিশপগণ ইতিমধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আহ্বান করার পর এবিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল যাতে করে এমন উপায় পাওয়া যেতে পারে যার ফলে মণ্ডলীগুলোর মধ্যকার সেই ভিন্নমত দূর করে দেওয়া যেতে পারে ও পবিত্র রহস্যাদির সেবাকর্মী সকলকে শান্তিতে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা উত্তরে এটা বললেন যে, তেমনটা আদৌ হতে পারত না, এমনকি তাঁরা একে অন্যের মধ্যেও একাত্মতার নাগাল পাবেন না, কারণ সর্বস্বীকৃত বিশ্বাসের বন্ধন তাঁদের মধ্যে এখনও পুষ্পিত হয়নি ও, বলতে গেলে, সেই বন্ধন এখনও উৎপন্ন হয়নি। তাছাড়া, তাঁরা এটা বলছিলেন যে, আন্তিওখিয়ার অধিক ধর্মপ্রাণ বিশপ জনের উচিত ছিল নেস্তরিউসের ধর্মতত্ত্ব 'আনাথেমা' বলে চিহ্নিত করা ও লিখিত আকারে তাঁর পদচ্যুতি সত্যাপন করা। এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপও যেন গৃহীত অপমানসমূহ আর উল্লেখ না করেন বরং, এফেসসে তাঁর প্রতি যে কেমন দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমন দুর্ব্যবহার অধিক কঠোর ও অসহ্যনীয় হলেও তিনি যেন ভালবাসার খাতিরে সেবিষয় তুচ্ছ জ্ঞান করেন (গ)।

৩। যেহেতু অধিক ধর্মপ্রাণ সম্রাট এতে সম্মতি দিলেন ও তেমন প্রস্তাবিত বিষয়াদি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করলেন, সেজন্য, তেমন ব্যাপারের সাফল্যের লক্ষ্যে উৎকৃষ্টতম বিচারকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট আরিস্তলাউসকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু যখন প্রাচ্য বিশপদের কাছে সম্রাটের বিধিপত্র দেখানো হল ও মহৎ কনস্তান্তিনোপলিসে উপস্থিত বিশপদের মনোভাব প্রকাশ করা হল, তাঁরা কোন একটা পরীক্ষা করার পর বেরেয়ার পুণ্যতম ও ধর্মপ্রাণ বিশপ আকাকিউসের (ক) কাছে সমবেত হয়ে তাঁকে আমার কাছে এটা লিখতে সম্মত করলেন যে, পবিত্র মণ্ডলীগুলোর শান্তি-স্থাপন ক্ষেত্রে সম্মতিটা সেভাবে

হওয়া উচিত ছিল যেভাবে তাঁরা নিজেরাই সম্মতি জানিয়েছিলেন। তেমন দাবি যে খুবই ভারী ও দুরূহ তাতে কোন সন্দেহ নেই; বস্তুতপক্ষে তাঁরা এমন দাবি রাখছিলেন, আমার আগেকার পত্রগুলোতে, ও যত নিবন্ধে ও পুস্তকে যা যা লিখেছিলাম আমি সেইসব বাতিল করে দেব ও কেবল সেই একমাত্র বিশ্বাসেই সম্মতি জানাব যা আমাদের পবিত্র পিতৃগণ দ্বারা নিকেয়ায় জারীকৃত হয়েছিল। তেমন অবস্থায় আমি উত্তরে এটা লিখলাম যে, সেই বিশ্বাসে যা রয়েছে সেবিষয়ে আদৌ মিথ্যা বর্ণনা না দিয়ে আমরা সবাই বরং যেন নিকেয়া শহরে পবিত্র পিতৃগণ দ্বারা জারীকৃত বিশ্বাস-ঘোষণা পালন করি, কেননা সেই বিশ্বাস সব দিক দিয়েই যথার্থ ও অনিন্দনীয়, ফলত সেটার পরে অদ্ভুত একটা অনুসন্ধান চালানো বিপজ্জনক ব্যাপার। এবং নেস্তরিউসের উচ্চারিত ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে যা আমরা নির্ভুলভাবে লিখেছিলাম, সেসম্পর্কে কোন যুক্তি আমাদের মন পাল্টাতে পারবে না ও আমাদের এটা লিখতে সম্মত করতে পারবে না যে, যা লিখেছিলাম তা সঠিক হয়নি। বরং এটাই একান্ত প্রয়োজন ছিল যে, অধিক ধর্মপ্রাণ ও অধিক খ্রিষ্টিয়ান সম্রাটের ও এফেসস শহরে সমবেত পবিত্র ধর্মসভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুসারে তাঁরাই [তথা সেই প্রাচ্য বিশপগণ] ত্রাণকর্তার গৌরবের সেই অপমানকারীকে মণ্ডলীচ্যুত করবেন, তাঁর ভক্তিহীন ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা 'আনাথেমা' বলে চিহ্নিত করবেন, তাঁর পদচ্যুতি-সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন ও অধিক ভক্তিময় ও অধিক ধর্মপ্রাণ বিশপ মাক্সিমিলিয়ানুসের বিশপ-শ্রেণিভুক্তিতে সম্মতি জানাবেন।

৪। তাই, আমি তাঁদের কাছে এ লেখাগুলো পাঠালে তাঁরা এমেসার অধিক ভক্তিময় ও অধিক ধর্মপ্রাণ বিশপ পলকে [ক] আলেক্সান্দ্রিয়ায় পাঠালেন। এফেসসে যা বলা ও করা হয়েছিল, তাঁর সাক্ষাতে সেবিষয়ে, রূঢ় ও অশালীন বাক্য প্রয়োগে, নানা দীর্ঘ আলোচনা হল। কিন্তু যেহেতু সেসব কিছু ভুলে যেতে হচ্ছিল ও সেটার চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার ছিল, সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি অধিক ধর্মপ্রাণ বিশপ জনের লেখাগুলো সঙ্গে করে এনেছিলেন কিনা। তখন তিনি আমার কাছে একটা পত্র দেখালেন যা, যা বহন করার কথা ছিল তা আদৌ বহন করছিল না বরং যা প্রয়োজন ছিল সেবিষয়ে অনুপযোগী উত্তর বহন করছিল: পত্রের পাঠ্য প্ররোচনামূলকই ছিল, শান্তিস্থাপন মূলক ছিল না, তাই আমি তা নেমে নিইনি; বাস্তবিকই, এফেসসে

তাঁদের আগেকার দুর্ব্যবহার জনিত অপমান ক্ষেত্রে আমাকে প্রশমিত করাই প্রয়োজন হত। অজুহাত হিসাবে তাঁরা নাকি বলছিলেন, পবিত্র ধর্মতত্ত্ব রক্ষার ধর্মাগ্রহেই তাঁরা সেইভাবে ব্যবহার করতে প্ররোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এবার এটা বুঝবার সুযোগ পেলেন যে, সত্য সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব রক্ষার্থেই যে তাঁরা আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে একতাবদ্ধ হয়েছিলেন এমন নয়, বরং তাঁরা মানুষদেরই তোষামোদে হার মেনেছিলেন ও তাৎক্ষণিক প্রভাবশালীদের বন্ধুত্ব অর্জন করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং, যখন অধিক ভক্তিময় বিশপ পল ঘোষণা করলেন, তিনি নেস্তরিউসের ঈশ্বরনিন্দাজনক বাক্যগুলো 'আনাথেমা' বলে চিহ্নিত করতে, নিজের সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে বহাল করতে, ও সেইভাবে সকলের হয়ে ও আনাতোলিয়ার অধিক ধর্মপ্রাণ সকল বিশপদের প্রতিনিধি হয়ে ব্যবহার করবেন, তখন আমি তাতে অসম্মত হলাম, একথা বলে যে, আমাদের সকলের সঙ্গে সহভাগিতা পাবার প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে সেবিষয়ে তাঁর প্রদত্ত দলিল কেবল তাঁরই জন্য যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া আমি ঘোষণা করছিলাম, এটাই একান্ত প্রয়োজন ছিল যে, আন্তিওখিয়ার অধিক ধর্মপ্রাণ ও ভক্তিময় বিশপ জন এসমস্ত বিষয়ে লিখিত পত্র উপস্থাপন করবেন। তেমনটা করায় তিনি মণ্ডলীগুলোর মধ্যকার সেই অভাবী সহভাগিতার বাধা-বিঘ্ন দূর করে দিলেন।

৫। তথাপি, এটা নিঃসন্দেহের বিষয় যে, পবিত্র মণ্ডলীগুলোর মধ্যকার শান্তি নেস্তরিউসের ঈশ্বরনিন্দাজনক বাক্যের প্রতিরক্ষকদের দুর্বল করে তুলছিল। আমার মতে, তারা তাই অনুভব করছিল যা তাদের বেলায় তখনই ঘটে যারা সাঁতার দিতে পারে না ও অপ্রত্যাশিত ভাবে জাহাজ থেকে পিছলে পড়ে: যেহেতু তারা ডুবে যাচ্ছে, সেজন্য সেই বেচারা এদিক ওদিক এলোমেলো ভাবে পা ও হাত নাড়ায়, ও প্রিয় প্রাণকে বাঁচাবার জন্য, যে প্রথম মানুষকে কাছে পায়, নির্বোধের মত তাকে ধরে। একথা কি সত্য নয় যে, যে মণ্ডলীগুলোকে তারা নিজেদের পক্ষপাতী মনে করছিল সেই মণ্ডলীগুলো দ্বারা একঘরে হয়ে ও বাইরে তাড়িত অবস্থায় তারা বৃথাই তর্জন-গর্জন করে? তারা কি একেবারে হতাশ ও অবসন্ন নয়? কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে, যাদের ভোলানো হয়েছিল তারা এখন তাদের পরিত্যাগ করেছে, এবং যারা তাদের অসার কথায় মাতাল হয়েছিল, তারা এখন সত্যের পক্ষে মিতাচারী হয়েছে। তাদের বিষয়ে খুবই উপযুক্তভাবে নবীর এ

বচন উল্লেখ করা যেতে পারে, *‘ম্লান ফুলের মত হওয়ার আগে জড় হও, জড় হও, হে নির্লজ্জ জনগণ’* (ক)। কেনই বা তারা পরের বমির পরজীবী হল? কেনই বা তারা পরের কাদা বিষয়ে লজ্জাবোধ করে না ও পরের হৃদয় কলুষিত করে? *‘বধিরসকল, শোন; অন্ধরা, দেখবার জন্য চোখ খোল’* (খ); *‘প্রভুর সম্বন্ধে সুচিন্তা পোষণ কর, সরল অন্তরে তাঁর অন্বেষণ কর’* (গ)। আঁকা-বাঁকা যুক্তি থেকে ও মোচড়ানো কথা থেকে তোমরা উপকারী কী রাখতে পার? কেন তোমরা সরল পথ অপমান কর ও তোমাদের অগ্রগতি মোচড়াও? *‘তোমাদের জমি কোদাল দিয়ে চাষ কর, কাঁটাঝোপের মধ্যে বীজ বুনো না’* (ঘ)।

৬। যেইভাবে বলে এসেছি, সেইভাবে পবিত্র মণ্ডলীগুলোর মধ্যকার শান্তি অস্থির করায় তারা, যারা তাদের সঙ্গে একমত হতে অস্বীকার করে তাদের অপবাদের বস্তু করে ও পবিত্র বিশপদের অর্থাৎ প্রাচ্য বিশপদেরই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগ আনে। তাই, সেই ব্যাখ্যা নিজেদের অনুকূল দিকের দিকে বিকৃত করায় ও অপব্যাখ্যাও করায় তারা এটা ঘোষণা করে যে, প্রাচ্য বিশপেরা নেস্তরিউসের অসার প্রচারে বিমত নয়। তাছাড়া তারা আমাদেরও দণ্ডিত করে কেমন যেন আমরা, যা লিখেছি, সেটার বিপরীত ভাবি। আমি এটাও জানতে পেরেছি যে, তারা এটাও বলে যে, সম্প্রতিকালে আমরা নতুন একটা বিশ্বাস-ঘোষণা বা নতুন বিশ্বাস-সূত্র মেনে নিয়েছি কেমন যেন আমরা পুরাতন ও সম্মাননীয় সূত্রটা অবজ্ঞা করছিলাম। *‘নির্বোধ মানুষ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা বলে; তার হৃদয় শঠতা খাটায়’* (ক)। অপরদিকে আমরা বলি, আমাদের কাছ থেকে কেউই কোন বিশ্বাস-ঘোষণা দাবি করেনি, আমরাও এমন ঘোষণা গ্রহণ করে নিইনি যা অপরের দ্বারা নতুন ভাষায় উপস্থাপিত। আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত শাস্ত্র, পবিত্র পিতৃগণের সুবুদ্ধি ও সেই বিশ্বাস-সূত্র যথেষ্ট যা পুরো যথার্থতার জন্য খোদাই করা।

৭। আনাতোলিয়ার অধিক ভক্তিময় বিশপগণ এফেসসে আমাদের অভিমতের ভিন্ন অভিমতের সমর্থক ছিলেন, ও এমন সন্দেহ চলছিল, তাঁরা নেস্তরিউসের ঈশ্বরনিন্দার জালে ধরা পড়েছিলেন। পরে তাঁরা সুবুদ্ধি সহকারে সেই অভিযোগ থেকে সরে গেছিলেন ও নির্মল বিশ্বাসের ভক্তদের এতে নিশ্চিত করতে উৎসুক হয়েছিলেন যে, তাঁরা সেই

লোকের [অর্থাৎ নেস্তরিউসের] দুঃসাহসের সঙ্গে সহভাগিতা না করার ব্যাপারে স্বীকার করেছিলেন; সেই লক্ষ্যে তাঁরা এমন একটা আত্মপক্ষ সমর্থন জারি করলেন যা অনুসারে তাঁরা সেই অভিমত সম্পূর্ণরূপে সমালোচনা করেন ও সেবিষয়ে পুরা অপবাদ ব্যক্ত করেন। যদি নেস্তরিউস নিজেও সময়মত সেবিষয়ে কোন একটা লেখা উপস্থাপন করতেন যেখানে বলতেন তিনিও নিজের ঘোষণা নিন্দা করতে ও আমাদের সকলের উপস্থাপিত সত্য আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করছিলেন, তাহলে হয় তো কি এটা বলা যেতে পারত, তিনি আমাদের কাছে নতুন একটা বিশ্বাস-সূত্র উপস্থাপন করছিলেন? তবে, এমনটা ভেবে যে, ফৈনিকিয়ার ধর্মপ্রাণ বিশপদের দ্বারা যা অনুমোদিত হয়েছে তা বিশ্বাস-সূত্রের নতুন একটা সংস্করণ, কেনই বা অপবাদ নিক্ষেপ করা হচ্ছে? সেই বিশপগণ উপকারিতা ও উচিত ধারণা অনুসারে সেই বিশ্বাস-সূত্রকে এজন্য উপস্থাপন করেছিলেন যাতে সেই সকলকে এতে নিশ্চিত করতে পারেন যারা মনে করছিল তাঁরা নেস্তরিউসের বাণী অনুসরণ করছিলেন। এফেসস শহরে সমবেত পবিত্র ও বিশ্বজনীন ধর্মসভা অপরিহার্য বিষয় বলে এটা স্থির করেছিল যে, পবিত্র আত্মায় কথা বলে ধন্য পিতৃগণ যা স্থির করেছিলেন, সেই বর্তমান বিশ্বাস-সূত্র ছাড়া মণ্ডলীগুলোতে আলাদা একটা বিশ্বাস-সূত্র অনুপ্রবেশ করানো উচিত নয়। যাঁরা একসময় কোন না কোন রকমে সেই সূত্রের সঙ্গে বিমত হয়েছিলেন (ক), যাঁদের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছিল তাঁরা যথার্থ ধারণা অগ্রাহ্য করছিলেন ও প্রৈরিতিক ও সুসমাচার অনুযায়ী ধর্মতত্ত্ব অনুসরণ করছিলেন না, তাঁদের চারদিকে যে কুখ্যাতি বিরাজ করছিল তাঁরা কি নীরব থাকায়ই তা বিলীন করতে পারতেন? নাকি, তাঁদের নিজেদের প্রকৃত ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করায়ই তাঁরা সেই কুখ্যাতি সরিয়ে দিতেন? ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত শিষ্য লিখেছেন, *যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক* (খ)। যে কেউ সেইভাবে আচরণ করে, সে নতুনত্বও অনুপ্রবেশ করায় না, নিজেও নতুন বিশ্বাস-ঘোষণার উপস্থাপক বলে গণ্য নয়, বরং যে কেউ সেবিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, সে তার কাছে খ্রিষ্ট বিষয়ে নিজের বিশ্বাস কেমন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

৮। তাছাড়া আমি জানতে পেরেছি, সত্যের বিরোধী যারা, তারা সেই ধর্মপ্রাণ বিশপদের একাত্মতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সবকিছু উলট-পালট করছে। তারা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে,

যথার্থ বিশ্বাস অনুযায়ী পূর্ব-উপস্থাপিত সেই বিশপদের ঘোষণার বিষয়-বস্তু তাদের নিজেদের ভক্তিহীন উদ্ভাবনার সঙ্গে মিল রাখছিল; এবং যেমন বলেছি, নতুনত্ব অনুপ্রবেশ করায় অথবা পুরাতন সূত্রগুলোতে কম-নয় বিষয় যোগ করায় তারা বলে, তারা পবিত্র পিতৃগণের অনিন্দনীয় ধর্মতত্ত্ব অনুসরণ করছে। তবে, যারা মিথ্যা রটায় তাদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এসো, নেস্তরিউসের অযৌক্তিক বাক্য ও এঁদের [অর্থাৎ আন্তিওখিয়ার বিশপদের] বাক্য উপস্থাপন করি। কেবল সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই সত্য দেখাতে পারে, অন্য কিছু তা করতে পারে না।

৯। অন্যদিকে, দেখা গেল, নেস্তরিউস ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের মাংস অনুযায়ী জন্ম একেবারে ধ্বংস করছেন। কেননা তিনি যে শাস্ত্র অনুসারে নারী থেকে জন্ম নিলেন, সেই নেস্তরিউস তা অস্বীকার করেন। তিনি যা বলেন তা এ: 'ঐশ্বরিক শাস্ত্র দ্বারা আমাকে এশিক্ষা দেওয়া হল যে, ঈশ্বর খ্রিষ্টজননী সেই কুমারী থেকে আগমন করলেন; অন্য কোন স্থানে আমি এমন শিক্ষা পাইনি যে ঈশ্বর তাঁর থেকে জন্ম নিলেন'। আর একটা উপদেশে তিনি বলেন, 'সুতরাং, ঐশ্বরিক শাস্ত্র কোথাও এমনটা বলে না যে ঈশ্বর খ্রিষ্টজননী থেকে জন্ম নিলেন, কিন্তু সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি পুত্র ও প্রভু, তিনিই মাত্র জন্ম নিলেন'।

যখন লোকটা চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে একমাত্র নন, তখন কেমন করে সন্দেহ করা যাবে, তেমন কথা বলায় তিনি সেই একমাত্রজনকে দু'টো পুত্রে বিভক্ত করছেন না? কেননা তিনি এমনটা ঘোষণা করেন যে, একজন প্রকৃতপক্ষে হলেন সেই পুত্র যিনি খ্রিষ্ট ও প্রভু, যিনি পিতা ঈশ্বরের সেই জনিতজন, এবং প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র আর একজন হলেন সেই পুত্র যিনি খ্রিষ্ট ও প্রভু ও যিনি পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত।

১০। অপরদিকে তাঁরা [অর্থাৎ আনাতোলিয়ার সেই বিশপগণ] পবিত্রা কুমারীকে 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করেন, এবং বলেন, যিনি খ্রিষ্ট ও প্রভু, যিনি ঈশ্বরত্বে সিদ্ধতামণ্ডিত ও তাঁর মাংস ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় বিধায় মনুষ্যত্বে সিদ্ধতামণ্ডিত, সেই পুত্র এক। তাঁরা তো বলেন না, একদিকে সেই পুত্র রয়েছেন যিনি পিতা ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত লোগোস-বাণী, ও আর দিকে, নেস্তরিউসের শিক্ষা অনুসারে, আর এক

পুত্র রয়েছেন যিনি পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত; না, তাঁরা বলেন, তিনি এক ও একইজন। একথা পরবর্তী কথা দ্বারা স্পষ্ট করা যেতে পারে। কেননা তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে সিদ্ধতামণ্ডিত ও মানুষ হিসাবে সিদ্ধতামণ্ডিত বলে উপস্থাপন ক'রে তাঁরা এটা যোগ করেন যে, 'তিনি ঈশ্বরত্ব অনুসারে যুগগুলোর পূর্বে পিতা থেকে জনিত; কিন্তু মনুষ্যত্ব অনুসারে, চরম দিনগুলোতে তিনি নিজে আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য পবিত্রা কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন: তিনি ঈশ্বরত্ব অনুসারে পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ও মনুষ্যত্ব অনুসারে আমাদের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী' [উপরোল্লিখিত 'পুনর্মিলন-সূত্র' দ্রঃ]। এজন্য তাঁরা কোন মতেই একমাত্র পুত্রকে, সেই খ্রিষ্ট ও প্রভু যিশুকে, বিভক্ত করেন না, বরং এটা ঘোষণা করেন যে তিনি যুগগুলোর পূর্বে ও চরম দিনগুলোতেও একই; এতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে তিনি ঈশ্বর হিসাবে পিতা ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত ও মানুষ হিসাবে মাংস অনুসারে একটি নারী থেকে সঞ্জাত।

১১। আমি বলছি, ঈশ্বরত্ব অনুসারে পিতা-জনিত হলেও তাঁকে কেমন করে মনুষ্যত্ব অনুসারে আমাদের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী বলে গণ্য করা যেতে পারে যদি না এটা মেনে নেওয়া হয় না ও ঘোষণা করা হয় না যে সেই তিনি হলেন একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ? কিন্তু নেস্তরিউস একই ভাবে শিক্ষা দেন না; তাঁর প্রক্রিয়া ঠিক বিপরীত দিকে যায়। তাই, গির্জায় উপদেশ দানকালে তিনি বলতেন, 'এজন্য লোগোস-বাণী-ঈশ্বর খ্রিষ্ট বলেও অভিহিত, কারণ তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে অবিরত সংযোজন (ক) রাখেন'; আরও, 'সেজন্য আমরা স্বরূপদ্বয়ের অমিশ্রিত সংযোজন পালন করি; মানুষে ঈশ্বরকে স্বীকার করি; সেই মানুষকে উপাসনা করি যিনি ঐশ্বরিক সংযোজনের গুণে সর্বশক্তিমান পিতার সঙ্গে আরাধনার পাত্র।' তবে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন কেমন করে সেই যুক্তি নিজেতেই অমিল রাখে? এমনকি তা যথাসম্ভব ঈশ্বরনিন্দায় পূর্ণ করা হয়েছে। তিনি একদিকে এটা বলেন যে, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী উপযুক্তভাবে 'খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত, অপরদিকে এটা বলেন যে, তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোজন রাখে। তবে তিনি কি স্পষ্টভাবে এটা বলেন না যে, দু'টো খ্রিষ্ট রয়েছেন? তিনি কি এটা স্বীকার করছেন না যে তিনি একটা মানুষকে উপাসনা করেন যে-মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে আরাধনার পাত্র? তবে এধারণাগুলো কি তাঁদের [অর্থাৎ আন্তিওখিয়ার বিশপদের] ধারণাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

মনে হয়? তিনি কি নিজের ধারণা তাঁদের ধারণার দ্বন্দ্ব বলে উপস্থাপন করছেন না? নেস্তরিউস স্পষ্টভাবে 'দুই' বলতে বলতে, তাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা এক-খ্রিষ্টকে আরাধনা করেন যিনি পুত্র-ঈশ্বর ও প্রভু, সেই একইজনকে আরাধনা করে যিনি ঈশ্বরত্ব অনুসারে পিতা থেকে জনিত ও মনুষ্যত্ব অনুসারে পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত। কেননা তাঁরা ঘোষণা করেন, দু'টো স্বরূপের একত্রীকরণ হয়েছে, ও সুবুদ্ধি সহকারে এক-খ্রিষ্টকে, এক-পুত্রকে, এক-প্রভুকে স্বীকার করেন। লোগোস-বাণী শাস্ত্র অনুসারে মাংস হলেন, এবং আমরা ঘোষণা করি, সত্যিই ঐশব্যবস্থা সংক্রান্ত ও রহস্যময় এমন ঘটনা সিদ্ধিলাভ করেছে যা, যা যা নিজেতে অসদৃশ, তেমন বিষয়াদির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একত্রীকরণের দিকে ধাবমান।

১২। কিন্তু, অতীতকালের কয়েকজন ভ্রান্তমতপন্থী (ক) যেমন ভাবছিল, আমরা সেইমত এমনটা ভাবব না যে ঈশ্বরের লোগোস-বাণী নিজের দেহকে তাঁর নিজের স্বরূপ থেকে অর্থাৎ তাঁর নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে বের করেছিলেন; বরং ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত শাস্ত্র পদে পদে অনুসরণ করে আমরা এটা সমর্থন করি যে, তিনি সেই দেহকে পবিত্রা কুমারী থেকে নিয়েছিলেন। সেজন্য, যেহেতু যিশু খ্রিষ্ট হলেন একমাত্র ও অনন্য পুত্র ও প্রভু (সেইভাবে যেভাবে আমরা তা চিন্তায় মেনে নিই) সেজন্য ঘোষণা করি, দু'টো স্বরূপ একত্রিত রয়েছে। কিন্তু তেমন একত্রীকরণের পরে দ্বৈতস্বরূপ ধারণাটা বাতিল হয়েছে বিধায় আমরা বিশ্বাস করি যে, যেহেতু যিনি মানুষ হলেন ও মাংস হলেন তিনি একজনমাত্র (খ), সেজন্য পুত্রের স্বরূপ একটামাত্র। যদিও আমরা বলি, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন, তবু আমাদের পক্ষে পরিবর্তনের সমস্ত সন্দেহ দূর করা আবশ্যক, অর্থাৎ তিনি যা ছিলেন তা হয়ে থাকলেন, এবং এটা স্বীকার করা আবশ্যক যে, সেই একত্রীকরণ ছিল সম্পূর্ণরূপে একীভূতি-বিহীন।

১৩। তথাপি কেউ না কেউ বলতে পারবে, 'এই দেখ, এরা যথার্থ বিশ্বাস ঘোষণা করে, কিন্তু 'দ্বৈতস্বরূপ' শব্দটা প্রয়োগ করে, এবং যাঁরা ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁদের কথা নিজেদের সমর্থিত ধারণার পক্ষেই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। তবে এটা কি তোমার

অবস্থানের বিপরীত অবস্থান নয়? কেননা তুমি শব্দগুলো দু'টো 'প্রসোপোনে' এবং এর ফলে দু'টো 'হিপোস্তাসিসে' আরোপ করতে সম্মত নও'।

কিন্তু, হে বন্ধুসকল আমার, আমি বলতে পারতাম: আমরা আমাদের আনাথেমা-মালাতে [অর্থাৎ নেস্তরিউসের কাছে পত্রের শেষাংশে] লিখেছিলাম: 'সুসমাচারে ও প্রৈরিতিক লেখাগুলোতে যে যে বচন খ্রিষ্ট সম্পর্কে পবিত্রজনদের দ্বারা উচ্চারিত অথবা তাঁর দ্বারা নিজের উপরে আরোপিত, যে কেউ সেগুলোর ক'টা এমন মানুষের উপর আরোপ করে যে-মানুষ ঈশ্বরের লোগোস-বাণী থেকে স্বতন্ত্র বলে গণিত, ও সেগুলোর অন্য ক'টা ঈশ্বরের বেলায় যোগ্য বলে সেগুলোকে কেবল ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর উপর আরোপ করায় সেই 'প্রসোপোনদ্বয়' বা 'হিপোস্তাসিসদ্বয়' দু'ভাগে বিভক্ত করে, সে 'আনাথেমা' হোক' [নেস্তরিউসের কাছে ৩য় পত্রে ৪র্থ আনাথেমা দ্রঃ]।

আমরা শব্দগুলোর মধ্যকার ভিন্নতা কোন মতেই বাতিল করিনি যদিও সেই শব্দগুলো বিভক্ত করতে অস্বীকার করলাম যেগুলো স্বতন্ত্রই যেন একটা পুত্র হিসাবে পিতা থেকে জনিত সেই লোগোস-বাণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও যেগুলো স্বতন্ত্রই যেন একটা মানুষ হিসাবে নারী-সঞ্জাত একটা [সাধারণ] ছেলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সার্বজনীন স্বীকৃতির জোরে লোগোস-বাণীর স্বরূপ অনন্য; এবং আমরা যেভাবে আগেও বলেছি, সেই অনুসারে স্বীকার করি: তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন।

১৪। তিনি কিভাবে মাংস হলেন ও মানুষ হলেন, এবিষয় কৌতূহল সহকারে অনুসন্ধান করতে ইচ্ছা করলে তবে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর সেই লোগোস-বাণীর কথা ভাবা উচিত যিনি, শাস্ত্র অনুসারে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন ও মানুষদের সদৃশ হলেন (ক)। শুধু এই একটা ঘটনা থেকেও স্বরূপদ্বয় বা 'হিপোস্তাসিসদ্বয়ের' মধ্যকার ভিন্নতা চেনা যেতে পারে; কেননা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঐশ্বরিক স্বরূপ ও মানব স্বরূপ একই জিনিস নয়। কেননা তেমনটা হলে তবে কেমন করে সেই লোগোস-বাণী ঈশ্বর হওয়ায় নিম্নপর্যায়ের জীবদের মাঝে তথা মানুষ এই আমাদেরই মাঝে স্থান নেওয়ায় নিজেকে অবনমিত করলেন? তাই, মাংসধারণ কীভাবে হল, যখন এটাই অনুসন্ধানের বিষয়, তখন মানবীয় মন এমন দু'টো বাস্তবতা দেখে যা নিজেদের মধ্যে অনির্বচনীয় ভাবে ও একীভূত-নয় ভাবে একত্রিত, এবং যা একত্রিত, মন তা আদৌ বিচ্ছিন্ন করে না, বরং

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ও মেনে নেয় যে, সেই বাস্তবতা দু'টোর ফল হলেন সেই এক-ঈশ্বর যিনি পুত্র, খ্রিষ্ট ও প্রভু।

১৫। সেই নেস্তরিউসের কুশিক্ষা এটা থেকে একেবারে ভিন্ন। তিনি এটা স্বীকার করতে ভান করেন যে, ঈশ্বর হয়ে থাকতেই লোগোস-বাণী মাংস হলেন ও মানুষ হলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি মাংস হওয়ার অর্থ বোঝেন না, সেজন্য দু'টো স্বরূপের কথা বলেন, এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তাঁকে ধরে নিয়ে ও সেইসঙ্গে বিচ্ছিন্ন এমন একটা মানুষকে ধরে নিয়ে যে-মানুষ শুধু সম্মান ও অধিকারের সমতা গুণে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই স্বরূপ দু'টো নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করেন। তিনি একথা বলেছিলেন, 'নিজের আত্মপ্রকাশে ঈশ্বর অবিচ্ছেদ্য। সেজন্য, যিনি অবিচ্ছেদ্য আমি তাঁর সম্মান বিচ্ছিন্ন করি। আমি স্বরূপ দু'টো বিচ্ছিন্ন করি কিন্তু আরাধনা যুক্ত করি।'

আন্তিওখিয়ার সেই ভ্রাতাগণ খ্রিষ্টের স্বীকৃত বাস্তবতাসমূহ সাধারণ ধারণা মাত্র বলে মেনে নেন (ক)। তাঁরা স্বরূপ দু'টোর ভিন্নতারই কথা বলেন, কেননা, আমি যেমন বলেছি, সেই অনুসারে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে একই জিনিস নয়; কিন্তু তাঁরা এটাও ঘোষণা করেন যে, খ্রিষ্ট ও প্রভু সেই একমাত্র পুত্র আছেন। তাছাড়া, যেহেতু তিনি সত্যিই একমাত্র, সেজন্য তাঁর 'প্রসোপোনও' একটামাত্র। তাঁরা কোন ভাবে একত্রীকরণের উপাদান বিভক্ত করেন না, শারীরিক সেই বিভাজনও তাঁরা মানেন না যা উপযুক্ত বলে মেনে নিলেন নিছক উদ্ভাবনার সেই প্রণেতা [অর্থাৎ নেস্তরিউস]।

১৬। তাঁরা এটা সমর্থন করেন যে, তাঁরা প্রভু সংক্রান্ত বচনগুলোই মাত্র বিভক্ত করেন, এবং এটা বলেন যে, তাঁরা যে সেগুলোর কয়েকটা পিতা ঈশ্বর-জনিত লোগোস-বাণী সেই পুত্রে আরোপ করেন ও অন্য কয়েকটা নারী-সঞ্জাত অন্য ছেলেতে আরোপ করেন এমন নয়; বরং তাঁরা বলেন, সেগুলোর কয়েকটা তাঁর ঈশ্বরত্বকে লক্ষ করে, অন্য কয়েকটা তাঁর মনুষ্যত্বকে লক্ষ করে (কেননা সেই একই পুত্র হলেন ঈশ্বর ও মানুষ)। তাছাড়া তাঁরা এটাও বলেন যে, আরও কয়েকটা বচনও রয়েছে যেগুলো কোন না কোন প্রকারে মিলিত ভাবে আরোপণীয় ও (আমি যেমন ঘোষণা করি) উভয় বাস্তবতাকে তথা ঈশ্বরিক ও মানব বাস্তবতাকে লক্ষ করে। কতগুলো বচন রয়েছে যেগুলো ঈশ্বরত্ব

ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে উপযোগী, অন্য কতগুলো রয়েছে যেগুলো মনুষ্যত্ব ক্ষেত্রে উপযোগী, ও আরও কতগুলো রয়েছে যেগুলো মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে ও যিনি ঈশ্বর সেই পুত্রকে নির্দেশ করে ও একইসময়ে মানুষকেও নির্দেশ করে।

যখন তিনি ফিলিপকে বলেন, *ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? তুমি কি এটা বিশ্বাস কর না যে আমি পিতাতে ও পিতা আমাতে আছেন? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন?* (ক); *আমি এবং পিতা, আমরা এক* (খ), তখন আমরা ঘোষণা করি: এ বচনগুলো বিশেষভাবে ঈশ্বরেরই বেলায় উপযুক্ত। এবং যখন তিনি এই বলে ইহুদীদের ভিড় ভর্ৎসনা করেন, *তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে। কিন্তু যে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য শুনে তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছে, সেই আমাকেই তোমরা এখন হত্যা করতে চেষ্টা করছ। আব্রাহাম তেমন কাজ করেননি!* (গ), তখন আমরা ঘোষণা করি: এ বচনগুলো মানুষেরই বেলায় উপযুক্ত বলে উচ্চারিত বচন। কিন্তু তবু ঈশ্বরের বেলায় উপযুক্ত বচনগুলো ও মানুষের বেলায় উপযুক্ত বচনগুলো সবই সেই একমাত্র পুত্রেরই উচ্চারিত বচন। কেননা ঈশ্বর হওয়ায় তিনি মানুষ হলেন: তাতে তিনি ঈশ্বর হওয়াটা বন্ধ করলেন না বরং মাংস ও রক্ত ধারণ করলেন। যেহেতু পুত্র ও প্রভু সেই খ্রিষ্ট এক, সেজন্য তাঁরা [অর্থাৎ আন্তিওখিয়ার বিশপগণ] ও আমরাও মিলে ঘোষণা করি: তাঁর 'প্রসোপোনও' এক [অর্থাৎ একটামাত্র]।

১৭। মধ্যবর্তী কতগুলো বচনও রয়েছে, বিশেষভাবে সেগুলো যেগুলো ধন্য পল উল্লেখ করেন, *যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল* (ক); আরও, '*স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে—আর আসলে বহু দেবতা ও বহু প্রভু আছে!—তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত*' (খ); আরও, '*নিজেই এই ভিক্ষা রাখতাম, আমার ভাইদের খাতিরে—মাংস অনুসারে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি নিজেই যেন আনাথেমা [অর্থাৎ বিনাশ-মানতের*

বস্তু] হয়ে খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই! তারা ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই, পিতৃপুরুষেরা তাদেরই, মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর, ধন্য যুগে যুগান্তরে, আমেন' (গ)। তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন: যখন তিনি খ্রিষ্ট যিশুকে নির্দেশ করেন, তখন তাঁর বিষয়ে বলেন, 'তিনি এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল'; আরও, 'তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট', এবং তিনি 'মাংস অনুসারে' ইহুদী বংশধর হলেও তাঁকে ধন্য পল 'সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর' বলে অভিহিত করেন, এবং বলেন, তিনি 'ধন্য যুগে যুগান্তরে'। তাই, এসমস্ত বচনগুলোতে প্রভু সংক্রান্ত বাণীগুলো বিচ্ছিন্ন করা না হোক (কেননা সেই বচনগুলো একইসময়ে ঐশ্বরিক ও মানবীয় উপযোগিতা রাখে), বরং সেই একমাত্র পুত্রতে তথা মাংস-হওয়া বাণী-ঈশ্বরে আরোপিত হোক।

সুতরাং, সেই একত্রীকরণের পরে স্বরূপ দু'টোকে বিচ্ছিন্ন করা ও এমনটা বলাও যে, কেবল সম্মানের সমতা গুণেই একটা মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, তা একটা জিনিস, এবং বচনগুলোর মধ্যকার পার্থক্য স্বীকার করা তা অন্য জিনিস, এমনকি, তা সম্পূর্ণরূপে আলাদা জিনিস।

১৮। সুতরাং, তাঁরা যা বলে থাকেন, তা নেস্তরিউসের অসার কথার সঙ্গে কোথায় মিল রাখে? এবং যদি কেউ মনে করে, রচনা-ভঙ্গি ও বাছাইকৃত শব্দগুলো চিকন সূক্ষ্মতার অভাবী, তাহলে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই: তেমন বিষয়াদি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা কঠিন ব্যাপার। এজন্য ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত পলও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন তিনি যেন '*তাঁর ওষ্ঠে উপযুক্ত কথা রাখেন*' (ক)। সবার কাছে এ কেমন স্পষ্ট হয় না যে, যখন তাঁরা এটা বলেন যে, বচনগুলো উপযোগী করা দরকার অর্থাৎ যে বচনগুলো ঈশ্বরত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোকে তাঁর ঈশ্বরত্বের সঙ্গে, ও যেগুলো মনুষ্যত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোকে তাঁর মনুষ্যত্বের সঙ্গে উপযোগী করা দরকার, তখন তাঁরা কি একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে বিভক্ত করছেন না? আমি যেভাবে বলছিলাম, সেই অনুসারে তাঁরা এটা সমর্থন করেন যে, যুগগুলোর পূর্বে জনিত পিতা ঈশ্বরের সেই একই লোগোস-বাণী চরম দিনগুলোতে মাংস অনুসারে পবিত্রা কুমারী থেকে জন্ম নিলেন। তাছাড়া তাঁরা এটাও

বলেন যে, অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয় একত্রীকরণের গুণে পবিত্রা কুমারী হলেন 'ঈশ্বরজননী'; এবং সেইসাথে তাঁরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন: খ্রিষ্ট ও প্রভু সেই পুত্র এক। তাঁরা যে 'এক' বলেন ও সেইসঙ্গে একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন করেন, তা বলাও একেবারে অবিশ্বাস্য। তাঁরা উন্মাদনার এমন পর্যায়ে এখনও এসে পৌঁছোননি যার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছেন, কেমন যেন তাঁরা যা ন্যায়সঙ্গত ভাবে ধ্বংস করেছিলেন তা নির্বুদ্ধিতা সহকারে পুনরায় নির্মাণ করলেন। তাঁরা যদি নেস্তরিউসের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে একমত হতেন, তাহলে কেমন করে ভক্তিহীন ও জঘন্য বিষয়গুলো 'আনাথেমা' বলে চিহ্নিত করতে পারতেন?

১৯। আমি মনে করি, সেই কারণগুলোও উল্লেখ করা দরকার যার জন্য তাঁরা ভাষার তেমন সূক্ষ্মতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। আরিউসের অভক্তির পন্থীরা সত্যের শক্তি ভক্তিহীন ভাবে মিথ্যা বর্ণনা করে এটা বলে যে, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মানুষ হলেন, কিন্তু প্রাণবিহীন দেহ ব্যবহার করলেন (জঘন্য ধারণার প্রেমিক বলে এরা তাঁর উপর মানবীয় বচন আরোপ করায় এমন ভাবে ব্যবহার করল যে, যাদের ভোলানো হয়েছিল তাদের এটা শেখাল যে, পিতার অনতিক্রমণীয়তার চেয়ে তিনি ছিলেন নিম্নতর জীব ও ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী)। তখন প্রাচ্য বিশপগণ [অর্থাৎ আনাতোলিয়ার বিশপগণ] ঠিক এটাই ভয় ক'রে তথা, মাংস-ব্যবস্থার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর গৌরব ও স্বরূপ মানবীয় ভাবে ব্যবহৃত বাক্য দ্বারা হ্রাসীকৃত হবে, ঠিক তেমনটাই ভয় ক'রে বচনগুলোর মধ্যে পার্থক্য রাখেন, কিন্তু, যেমন বলেছি সেই অনুসারে, তাঁরা সেই একমাত্র পুত্র ও প্রভুকে দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন করেন না, বরং কতগুলো বচন তাঁর ঈশ্বরত্বের জন্য ও কতগুলো বচন তাঁর মনুষ্যত্বের জন্য উপযোগী করেন; কিন্তু সবগুলোকে তাঁরা সেই একমাত্রজনের উপরে আরোপ করেন।

২০। আমি জানতে পেরেছি, অধিক ভক্তিময় ও অধিক ধর্মপ্রাণ বিশপ জন কয়েকজন বন্ধুর কাছে এমনটা লিখেছেন, কেমন যেন আমি এটা ঘোষণা করেছিলাম যাতে স্বরূপদ্বয়ের পার্থক্য স্পষ্ট অক্ষরে স্বীকার করা হয় ও সেই বচনগুলোকে স্বরূপদ্বয়ের অনুরূপ ভাবে ভাগ ভাগ করা হয়; এবং কারও না কারও কাছে বিষয়টা পতনের কারণ

বলে মনে হল। সুতরাং, এই কারণেও দরকার ছিল আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলব। হে সিদ্ধপুরুষ, আপনি এবিষয়ে অজ্ঞ নন যে ওরা আমার পত্রগুলোর উপর আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতপন্থী অভিযোগ নিক্ষেপ করেছিল ও এমনটা মনে করছিল, আমি ঘোষণা করছিলাম: খ্রিষ্টের পবিত্র দেহ প্রাণবিহীন ছিল, বা মাংসে লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের একটা একীভূতি, বা মিশ্রণ বা রূপান্তর ঘটেছিল; অথবা ঈশ্বরত্বের স্বরূপে মাংসের উত্তরণ হয়েছিল; যার ফলে কিছুই অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আর থেকে যেতে পারত না ও যা ছিল, সেইসব আর তা হয়ে থাকত না। তাছাড়া, যেহেতু আমি বচনগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য মেনে নিতে সম্মত ছিলাম না, এবং, মাংস-ব্যবস্থা ক্ষেত্রে, কতগুলো বচন যে ঈশ্বরত্বে আরোপণীয় ও অন্য বচনগুলো যে মনুষ্যত্বে আরোপণীয়, যেহেতু আমি তাও বলতে সম্মত ছিলাম না, সেজন্য তারা মনে করছিল, আমি আসলে আরিউসের ঈশ্বরনিন্দাজনক কথার সঙ্গে একমত। আমি যে তেমন ধর্মতত্ত্ব থেকে দূরে ছিলাম, এবিষয়ে, হে সিদ্ধতম, আপনি অন্যান্যদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারেন; কিন্তু যাদের জন্য আমার কথা পতনের কারণ হতে পারত, তাদের কাছে কৈফিয়তের মত কিছু বলা আমার পক্ষে কর্তব্য মনে করি। এজন্যই, হে মাননীয়, আমি আপনার কাছে এটা লিখেছি যে, আমি আরিউসের ও আপোল্লিনারিউসের চিন্তার ভাগী কখনও হইনি, এটাও বলিনি যে, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মাংসে রূপান্তরিত হলেন বা মাংস নিজের স্বরূপকে ঐশ্বরিক স্বরূপে পরিবর্তন করেছে, যেহেতু ঈশ্বরের লোগোস-বাণী পরিবর্তন ও রূপান্তরের অতীত। আর একটা বিষয়ও রয়েছে যা অযৌক্তিক: আমি বচনগুলোর পার্থক্য কখনও অস্বীকার করিনি, কিন্তু এটা জানি যে, প্রভু ঐশ্বরিক ভাবে ও মানবীয় ভাবেও কথা বলেন, কেননা তিনি একইসময়ে ঈশ্বর ও মানুষ। ঠিক এধারণা নির্দেশ করার জন্যই তিনি [তথা আন্তিওখিয়ার বিশপ জন] আমার বিষয়ে লিখেছেন, 'তিনি স্বরূপদ্বয়ের ভিন্নতা ঘোষণা করতে ও স্বরূপদ্বয়ের অনুরূপে বচনগুলো বিচ্ছিন্ন করতে শিখিয়েছেন'। একথাগুলো আমার নয়, তিনিই তা উচ্চারণ করেছিলেন।

২১। যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে এটাও যোগ করা প্রয়োজন মনে করি। এমেসার অধিক ভক্তিময় বিশপ পল আমার কাছে এলেন, এবং যথার্থ ও নির্মল বিশ্বাস সম্পর্কে নানা কথা বলার পর তিনি ব্যগ্রতা সহকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধন্য ও শুভময় স্মৃতির

যোগ্য আমাদের পুণ্যতম পিতা আথানাসিউস করিন্থের বিশপ এপিক্তেতুসের কাছে যা লিখেছিলেন আমি সেই লেখার সঙ্গে একমত কিনা। আমি উত্তরে বললাম, 'আপনারা যদি বিকৃত নয় এমন পাঠ্য রাখেন' (কেননা সত্যের শত্রুদের দ্বারা তেমন লেখায় অনেক কিছু বিকৃত করা হয়েছে), 'তবে আমি সেটার সঙ্গে একেবারে ও সম্পূর্ণরূপে একমত'। উত্তরে তিনি বললেন, তিনিও সেই পত্রের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আমাদের অনুলিপি দ্বারা সেই পত্রের অক্ষুণ্নতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ইচ্ছা করছিলেন ও পাঠ্যগুলো বিকৃত করা হয়েছিল কিনা সেবিষয়ে নিশ্চিত হতে ইচ্ছা করছিলেন। তাই সেই পুরাতন লেখা নিয়ে তিনি নিজের কাছে গচ্ছিত লেখাগুলোর সঙ্গে সেগুলোর তুলনা করলেন ও দেখতে পেলেন, লেখাগুলো বিকৃত করা হয়েছিল; তাই তিনি চাইলেন, আমাদের পাঠ্যগুলোর অনুলিপি করে তা আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর কাছে পাঠানো হোক; আর আমি ঠিক তাই করলাম। কারেনোর অধিক ভক্তিময় ও ধর্মপ্রাণ বিশপ জন আমার বিষয়ে এটা লিখলেন, 'যা মনুষ্যত্বধারণ সংক্রান্ত তিনি পিতৃগণের পরম্পরাও আমাদের জন্য একত্রিত করে ব্যাখ্যা করেছেন; বাস্তবিকই সেই পরম্পরা, বলতে গেলে, বিপন্ন অবস্থায় ছিল, হ্যাঁ, অল্প সময়ের মধ্যে তা হয় তো হারিয়ে যেত।

২২। কেউ না কেউ হয় তো এমন পত্র ব্যাপ্ত করেছে, কেমন যেন তা রোম মণ্ডলীর ধর্মপ্রাণ প্রবীণ ফিলিপেরই লেখা পত্র; সেই পত্র অনুসারে এটা বলা হচ্ছিল, ধন্য বিশপ সিক্সতুস নেস্তরিউসের পদচ্যুতির ব্যাপারে বিরক্ত হয়েছিলেন ও সেই ফিলিপকে (ক) ভর্ৎসনা করেছিলেন। হে ধন্য পুরুষ, আপনি এসবকিছু যেন আদৌ বিশ্বাস না করেন। তিনি বরং পবিত্র ধর্মসভার সঙ্গে নিজের সম্মতি লিখিত আকারে পাঠিয়েছেন, সেই ধর্মসভার সিদ্ধান্তসমূহ বহাল করেছেন ও আমাদের সঙ্গে একমত। তাছাড়া, যদি এমন পত্র ব্যাপ্ত করা হত তা যেন আমাদের দ্বারাই লেখা যেখানে এটা বলা হয়, এফেসসে আমরা যা কিছু করেছিলাম, সেবিষয়ে আমি মত পাল্টিয়েছি, তবে এই পত্রও হাস্যকর বলে গণ্য করা উচিত; ত্রাণকর্তার অনুগ্রহে আমরা এখনও মনে সুস্থ ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে ভাববার ক্ষমতা হারাইনি।

আপনার সঙ্গে যে ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, তাদের কাছে আমার শুভেচ্ছা জানান; আমাদের সঙ্গে যে ভ্রাতৃত্ব তারাও আপনাকে প্রভুতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

২ (ক) যে সম্রাটের কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন থেওদোসিউস।

(খ) মাক্সিমিলিয়ানুস ২১ অক্টোবর ৪৩১ থেকে ১২ এপ্রিল ৪৩৪ সাল পর্যন্ত কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ হয়েছিলেন।

(গ) বিশপ সিরিল এককালে এফেসসে যে কেমন অপমানের পাত্র হয়েছিলেন, সেবিষয় নিজের লেখাগুলোতে বারে বারে উল্লেখ করেন; কিন্তু বিশপ নেস্তরিউস ও আন্তিওখিয়ার বিশপগণও একই কথা বলেন, অর্থাৎ তাঁদেরও অপমান ভোগ করতে হয়েছিল।

৩ (ক) 'বেরেয়ার (আজকালের আলেপ্পো) পুণ্যতম ও ধর্মপ্রাণ বিশপ আকাকিউস': এখানে উল্লিখিত 'আকাকিউস' ও এ পত্রের গ্রহীতা আকাকিউস ভিন্ন ব্যক্তি। বেরেয়ার বিশপ আকাকিউস (সেসময় তাঁর বয়স ছিল ১১০ বছর) সকলের দ্বারা প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী ব্যক্তি বলে পরিগণিত ছিলেন; যেহেতু বিশপ সিরিল ও বিশপ নেস্তরিউসের মধ্যকার বিবাদের সময়ে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন, সেজন্য সেই দু'টো মণ্ডলীর পুনর্মিলনের লক্ষ্যে তাঁর মধ্যস্থতা যথেষ্ট উপকারিতা রেখেছিল।

৪ (ক) 'বিশপ পল': বিশপ সিরিল নিজেই স্বীকার করেন, পুনর্মিলন সিদ্ধি ক্ষেত্রে এমেসার (আজকালের হোম্‌স) বিশপ পলের মধ্যস্থতাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। এ দায়িত্ব পূরণের জন্য তিনি ৪৩২ সালে, ডিসেম্বর মাসে, অতি দূরে অবস্থিত আলেক্সান্দ্রিয়ায় যান; তিনি যে সেই দীর্ঘ যাত্রার কষ্ট ভোগ করতে ও নিজের ধর্মাসনে আসন্ন প্রভুর জন্মোৎসব প্রত্যাহার করতে আগ্রহী, তাতে অনুমান করা যায়, তিনি নিজেই সেই দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী জ্ঞান করছিলেন।

৫ (ক) জেফা ২:১-২ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ইশা ৪২:১৮ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) প্রজ্ঞা ১:১।

(ঘ) যেরে ৪:৩ সত্তরী পাঠ্য।

৬ (ক) ইশা ৩২:৮।

৭ (ক) 'যাঁরা একসময় কোন না কোন রকমে সেই সূত্রের সঙ্গে বিমত হয়েছিলেন', তাঁরা ৪৩১ সালে এফেসসে অনুষ্ঠিত সুনোদোসে (মহাসভায়) ভ্রান্তমতপন্থী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু, বিশপ সিরিলের এ কথা অনুসারে, তাঁরা 'এখন' মনপরিবর্তন করেছেন। এজন্য বিশপ সিরিল বিশপ আকাকিউসকে তাঁদের মনপরিবর্তন মেনে নিতে আবেদন জানান। এতে বোঝা যায়, আগে আন্তিওখিয়ার বিশপগণ 'পুনর্মিলন-সূত্র' সমর্থন করছিলেন না।

(খ) ১ পি ৩:১৫।

১১ (ক) ‘সংযোজন’: এ শব্দ দ্বারা বিশপ নেস্তরিউস সেই একত্রীকরণ নির্দেশ করেন যে একত্রীকরণ খ্রিষ্ট নিজের দেহের সঙ্গে একত্রিত; কিন্তু বিশপ সিরিলের মতে ‘সংযোজন’ শব্দটা এমন সংযোগ নির্দেশ করে যা আপেক্ষিক মাত্র। তবে এখানেও দেখা যায়, বিশপদ্বয়ের মধ্যকার বিবাদ একটা শব্দ-ব্যাখ্যায়ও কেন্দ্রীভূত।

১২ (ক) ‘কয়েকজন ভ্রান্তমতপন্থী’ অর্থাৎ সেই প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থীরা যাদের মধ্যে বালেন্তিনুস ও মার্কিওন সবচেয়ে পরিচিত প্রতিনিধি।

(খ) ‘যিনি মানুষ হলেন ও মাংস হলেন তিনি একজনমাত্র, সেজন্য পুত্রের স্বরূপ একটামাত্র’: এ সূত্রও ‘লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ’ সূত্রের সমরূপ সূত্র।

১৪ (ক) ফিলি ২:৬-৭ দ্রঃ।

১৫ (ক) ‘আন্তিওখিয়ার সেই ভ্রাতাগণ খ্রিষ্টের স্বীকৃত বাস্তবতাসমূহ সাধারণ ধারণা মাত্র বলে মেনে নেন’: বিশপ সিরিল নিজের ধারণাকেই আন্তিওখিয়ার বিশপদের ধারণা বলে উপস্থাপন করেন, যা অনুসারে খ্রিষ্টের মধ্যে স্বরূপদ্বয়ের পার্থক্য বাস্তব নয় বরং তাত্ত্বিক মাত্রই। অপরদিকে আন্তিওখিয়ার বিশপদের ধারণা ছিল, খ্রিষ্টে বাস্তব দু’টো স্বরূপ বিরাজিত যা খ্রিষ্টের একমাত্র ‘প্রসোপোনে’ যুক্ত হয়।

১৬ (ক) যোহন ১৪:৯।

(খ) যোহন ১০:৩০।

(গ) যোহন ৮:৩৯-৪০।

১৭ (ক) হিব্রু ১৩:৮।

(খ) ১ করি ৮:৫-৬।

(গ) রো ৯:৩-৫ দ্রঃ।

১৮ (ক) এফে ৬:১৯ দ্রঃ।

২২ (ক) ‘পরিসেবক ফিলিপ এফেসস-মহাসভায় (৪৩১) পোপ কেলেস্তিনুসের দূত হিসাবে রোমের বিশপের নামে নেস্তরিউস সংক্রান্ত নিন্দা ও পদচ্যুতি পত্র স্বাক্ষরিত করেছিলেন। পোপ ৩য় ‘সিক্সতুস’ হলেন পোপ কেলেস্তিনুসের উত্তরসূরী: তিনি ৩১ জুলাই থেকে ১৯ আগষ্ট পর্যন্ত রোম মণ্ডলীকে চালনা করেছিলেন।

এউলোগিউসের কাছে পত্র

- পত্র নং ৪৪ -

কনস্তান্তিনোপলিসের বাসিন্দা আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রবীণ এউলোগিউসের কাছে পবিত্রতম বিশপ সিরিলের স্মৃতিপত্র

আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) এউলোগিউস রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিসে বিশপ সিরিলের পক্ষে দূত ভূমিকা পালন করতেন। পত্রটা ৪৩৩ সালের পরে অর্থাৎ 'পুনর্মিলন-সূত্রের' পরে, অর্থাৎ মেলিতেনেসের বিশপ আকাকিউসের কাছে পত্রের পরেই লেখা হয়।

এই পত্রে 'প্রাচ্যগণ' বা 'প্রাচ্য বিশপগণ' বলতে আনাতোলিয়া অঞ্চলের বিশপদের বোঝায়।

সূচীপত্র

প্রাচ্যগণ যে ধর্মতাত্ত্বিক বিবৃতি [উপরোল্লিখিত 'পুনর্মিলন-সূত্র' দ্রঃ] প্রকাশ করেছেন, এমন কেউ রয়েছে যারা [ক] তা খুশি মনে গ্রহণ করে নেয় না; তারা নাকি বলে, 'ওঁরা দ্বৈতস্বরূপ বিষয়ে কথা না বললেও কেনই বা আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ ওনাদের সহ্য করেছেন এমনকি প্রশংসাই করেছেন? নেস্তরিউসের মতপন্থীরা এব্যাপারে একই কথা বলে ও ভাবে যার ফলে এবিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অভাবী তারা, যারা এতে আকর্ষিত।'

দরকার আছে, যারা এক্ষেত্রে আমার বিষয়ে সমালোচনা করে, আমি তাদের উত্তর দেব। ভ্রান্তমতপন্থীরা যা যা বলে, তা যে সর্বক্ষেত্রেই এড়ানো ও অস্বীকার করা দরকার তা নয়; কেননা তারা বহু ক্ষেত্রে এমন কিছু স্বীকার করে যা আমরাও স্বীকার করি। যেমন, যখন আরিউসপন্থীরা বলে, পিতা হলেন বিশ্বস্রষ্টা ও প্রভু, তখন তেমন স্বীকারোক্তি থেকে আমাদের কি দূরে থাকতে হয়? নেস্তরিউসের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য হত যদি মাংস ও ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য, এবং এটাও দেখাবার জন্য যে লোগোস-বাণীর স্বরূপ একটা ও মাংসের স্বরূপ অন্য একটা, তিনি বলতেন: 'স্বরূপ দু'টোই'। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে সেই একত্ব স্বীকার

করেন না। কেননা আমরা সেই দু'টো একত্রিত করে এক-খ্রিষ্টকে, এক ও একই পুত্রকে ও এক-প্রভুকে স্বীকার করি; এবং অবশেষে আমরা পুত্রের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ স্বীকার করি: এমন মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ যা সাধারণ মানুষদের বেলায়ও কথিত (খ)। মানুষ তো ভিন্ন দু'টো স্বরূপ থেকে উৎপন্ন: আমি দেহ ও প্রাণের কথা বলছি। যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানও ভিন্নতা মেনে নেয়। কিন্তু যখন আমরা সেই দু'টো একত্রিত করি, তখন মানুষের একটামাত্র স্বরূপকে সিদ্ধতামণ্ডিত করি। তাই, স্বরূপ দু'টোর ভিন্নতা মেনে নেওয়া বলতে এক-খ্রিষ্টকে বিভক্ত করা বোঝায় না।

তথাপি, যেহেতু আনাতোলিয়ার সেই বিশপগণ সবাই এমনটা ভাবেন যথার্থ তত্ত্ববাদি আমরা আপোল্লিনারিউসের অভিমত অনুসরণ করি ও এটাই মনে করি যে, স্বরূপ দু'টোর একটা মিশ্রণ বা একীভূতি রয়েছে (ওনারা এ শব্দ দু'টো এটাই বলার জন্য ব্যবহার করেন যে, লোগোস-বাণী-ঈশ্বর মাংস-স্বরূপে পার হলেন ও মাংস ঐশ্বরিক স্বরূপে পার হল), সেজন্য আমরা এটায় একমত হলাম যে, তাঁরা এক-খ্রিষ্টকে বিভক্ত করেন না (দূরের কথা!), কিন্তু এমনি এটাই স্বীকার করেন যে, কোন একীভূতিও হয়নি, কোন মিশ্রণও হয়নি: হ্যাঁ, মাংস ছিল নারী থেকে নেওয়া মাংস, ও পিতা-জনিত লোগোস-বাণী ছিলেন লোগোস-বাণী। তথাপি পুত্র ও প্রভু সেই খ্রিষ্ট এক, কেননা, যোহনের উক্তিমত, '*বাণী হলেন মাংস*' (গ)। তাছাড়া, ধন্য পোপ আথানাসিউসের পত্রে যা পাঠ করা হয়, তাঁরা তা মেনে নিতে সম্মত। কেননা সেসময় এমন কয়েকজন ছিল যারা তর্কাতর্কি করে ঘোষণা করছিল, লোগোস-বাণী-ঈশ্বর নিজের স্বরূপ থেকে দেহ নিয়েছিলেন, সেজন্য তিনি এটা ঘোষণা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যে, দেহটা লোগোস-বাণীর সঙ্গে সমস্বরূপের অধিকারী ছিল না। কিন্তু, দেহটা [বাণীর] সমস্বরূপময় না হলে তবে এটা দাঁড়ায় যে একটা স্বরূপ ও অন্য স্বরূপ দু'টোই পুরাপুরিই ছিল, তাতে আমরা এটা বুঝি যে, ঠিক সেই স্বরূপদ্বয় নিয়েই একমাত্র ও একইজন খ্রিষ্ট গঠিত। তাঁরা [অর্থাৎ আন্তিওখিয়ার বিশপগণ] একথা বিষয়েও অজ্ঞ নন: 'একত্রীকরণ' বলতে একটামাত্র জিনিসের 'সংযোজন' বোঝায় না, বরং দু'টো বা তিনটে এমন জিনিসের সংযোজন বোঝায় যেগুলোর একটা, স্বরূপে, অন্যটা থেকে ভিন্ন। এর ফলে, যখন আমরা 'একত্রীকরণ' বলি, তখন এটা স্বীকার করি যে, সেই একত্রীকরণ হল ধীশক্তি ও

যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় এমন মাংসেরও স্বরূপের একত্রীকরণ, ও লোগোস-বাণীরও স্বরূপের একত্রীকরণ। এবং যখন তাঁরা বলেন, 'দু'টো স্বরূপ' তখন উক্তিটা একইভাবে মেনে নেন।

ফলত, একত্রীকরণটা স্বীকৃত হলে তবে একত্রিত বস্তুগুলো নিজেদের মধ্যে আর বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু এর ফলে একটিমাত্র পুত্র রয়েছেন, তাঁর একটামাত্র এমন স্বরূপ রয়েছে যা মাংস-হওয়া লোগোস-বাণীর স্বরূপ অনুযায়ী স্বরূপ (ঘ)।

আনাতোলিয়ার সেই বিশপগণ কিছুটা অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ঠিক তাই স্বীকার করেছেন। তাঁরা স্বীকার করেন, পিতা থেকে জনিত একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী হলেন সেই একইজন যিনি মাংস অনুসারে নারী থেকে সঞ্জাত হয়েছেন; এবং এটাও স্বীকার বরেন যে, পবিত্রা কুমারী হলেন 'ঈশ্বরজননী'। উপরন্তু, তাঁরা স্বীকার করেন, তাঁর 'প্রসোপোন' একটামাত্র, ও দু'জন পুত্র নেই, দু'টো খ্রিষ্টও নেই, কিন্তু একজনমাত্র। তবে তাঁরা যে নেস্তরিউসের অভিমতের সঙ্গে একমত, তা কেমন হতে পারে? নিজের উপদেশে নেস্তরিউস এটা বলতে ভান করেন যে, 'পুত্র এক ও প্রভু এক', কিন্তু আসলে তিনি সেই পুত্রত্ব ও প্রভুত্ব কেবল ঈশ্বরের একমাত্র লোগোস-বাণীর উপর আরোপ করেন। কিন্তু, যখন তিনি 'ব্যবস্থা'র কথায় আসেন, তখন এমনটা বলেন যে, নারী থেকে সঞ্জাত যিনি, তিনি, অন্য এক প্রভুই যেন, প্রকৃতপক্ষে এমন মানুষ যে মানুষ মর্যাদা দ্বারা ও সম্মানের সমতা দ্বারা সংযুক্ত। লোগোস-বাণী-ঈশ্বর যিনি, তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোজনের অধিকারী বিধায়ই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত, এমনটা বলা কি এটাই স্পষ্টভাবে ঘোষণার শামিল নয় যে, যদি খ্রিষ্ট সেইভাবে খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোজনের অধিকারী যেইভাবে একজন অন্যজনের সঙ্গে সংযোজনের অধিকারী, তাহলে দু'টো খ্রিষ্ট রয়েছেন ?

কিন্তু আনাতোলিয়ার সেই বিশপগণ এসমস্ত বিষয়ে কিছুই বলেন না, তাঁরা বচনগুলোর মধ্যেই মাত্র পার্থক্য রাখেন। তাঁরা এই বলে এইভাবে পার্থক্য রাখেন: কয়েকটা বচন ঈশ্বরত্বকে মানায়, অন্য কয়েকটা বচন মনুষ্যত্বকে মানায়, অন্য কয়েকটা দু'টোকে মানায়, কেননা তেমন বচনগুলো ঈশ্বরত্বে ও মনুষ্যত্বে একাধারে আরোপণীয়; তথাপি বচনগুলো সবগুলোই এক ও একই জনকে নির্দেশ করে। কিন্তু সেই নেস্তরিউস

তেমনটা বলেন না, কেননা তিনি কয়েকটা বচন প্রকৃতপক্ষে লোগোস-বাণী-ঈশ্বরকেই আরোপ করেন, ও অন্য বচনগুলো নারী-সঞ্জাতজনকে অন্য একটা ছেলেকেই যেন আরোপ করেন। বচনগুলোর পার্থক্য স্বীকার করা একটা জিনিস, দু'টো 'প্রসোপোনে', তথা একটা থেকে বিভক্ত একটাকে বিচ্ছিন্ন করা আলাদা জিনিস।

এ ধর্মতত্ত্বগুলো বিষয়ে সুন্দর পক্ষসমর্থন বিশেষভাবে আকাকিউসের সেই পত্রেই রয়েছে যেটা 'ভ্রাতাদের শুভেচ্ছা মধুময় ও প্রশংসনীয়' কথা দিয়ে শুরু হয়। তাছাড়া আপনার পত্রের বাক্সে বেশ কয়েকটা পত্র রয়েছে যা যত্ন সহকারে আপনাকে বিতরণ করতে হবে। সম্মাননীয় পুস্তকভাণ্ডার-রক্ষককে সেই দু'টো পুস্তক পৌঁছিয়ে দিন যা আমি তাঁকে উদ্দেশ করে পাঠিয়েছিলাম: একটা নেস্তরিউসের ঈশ্বরনিন্দাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত, ও অন্যটায় রয়েছে নেস্তরিউসের বিপক্ষে ও যারা তাঁর সঙ্গে একমত ছিল তাদেরও বিপক্ষে ধর্মসভার সিদ্ধান্তগুলো; তাছাড়া রয়েছে আমার সেই খণ্ডন-পত্রাদি যা আমি তাদেরই কাছে লিখেছিলাম যারা আমার আনাথেমা-মালার বিপক্ষে লিখেছিল তথা সেই দুই বিশপ আন্দ্রিয় ও থেওদোরেতোস। শেষের দিকে সেই একই পুস্তকে রয়েছে খ্রিষ্ট সংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক ক'টা ক্ষুদ্র লেখা যা খুবই সুন্দর ও নানা অবস্থা-পরিস্থিতিতে ব্যবহার্য। তাছাড়া, আপনার বাক্সে যেগুলো রয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে তাঁকে পাঁচটা পৌঁছিয়ে দিন: একটা হল এপিক্তেতুসের কাছে ধন্য পোপ আথানাসিউসের পত্র, একটা হল জনের কাছে আমাদের নিজেরই একটা পত্র, নেস্তরিউসের কাছে দু'টো পত্র: একটা ছোট ও একটা লম্বা; এবং অবশেষে আকাকিউসের কাছে একটা পত্র; তিনি সবগুলোই আমার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন।

(ক) বিশপ সিরিলের যে সমর্থনকারীদের কথা এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, তারা সম্ভবত কনস্তান্তিনোপলিস-বাসী সেই সন্ন্যাসীরাই ছিল যারা ভ্রান্তমতপন্থী এউতিখেসকে অনুসরণ ক'রে, কয়েক বছর পরে, নিজেদের বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাতা মনে ক'রে, 'অদ্বৈত স্বরূপ' মতবাদ প্রবর্তক হয়েছিলেন।

(খ) এই অনুচ্ছেদ খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সেই সূত্র উল্লেখ করে যা বিশপ সিরিলের ধারণায় সবচেয়ে সূক্ষ্ম সংজ্ঞা, তথা: খ্রিষ্ট হলেন 'লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ'।

(গ) যোহন ১:১৪. লক্ষণীয় বিষয়, পত্রে এটাই একমাত্র বাইবেল-উদ্ধৃতি। প্রকৃতপক্ষে পত্রটার উদ্দেশ্যই বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ধারণাসমুহের সমন্বয় স্বরূপ যা এউলোগিউসের দায়িত্ব পালনে উপকারিতা রাখবে।

(ঘ) পুত্রের ‘একটামাত্র এমন স্বরূপ রয়েছে যা মাংস-হওয়া লোগোস-বাণীর স্বরূপ অনুযায়ী স্বরূপ’: লক্ষণীয় বিষয়, খ্রিষ্টের স্বরূপ ক্ষেত্রে বিশপ সিরিল সাধারণত বলেন, ‘লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ’; কিন্তু এখানে ‘মাংস-হওয়া লোগোস-বাণীর স্বরূপ’ বলেন। অর্থাৎ ‘মাংস-হওয়া’টা স্বরূপের সঙ্গে নয়, লোগোস-বাণী-ঈশ্বরেরই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সুকেন্সুসের কাছে প্রথম পত্র

- পত্র নং ৪৫ -

ইসাউরিয়া প্রদেশে স্থিত দিওকায়েসারিয়ার ধন্য বিশপ সুকেন্সুসের সমীপে ঈশ্বরপ্রিয় ও পবিত্রতম আর্চবিশপ সিরিলের স্মৃতিপত্র।

পত্রটা ‘পুনর্মিলন-সূত্র’ এর পরে, অর্থাৎ বিশপ সিরিল ও আন্তিওখিয়ার বিশপদের মধ্যে পুনর্মিলনের পরেই লেখা হয় বিধায় অনুমান করা যেতে পারে, তা ৪৩৩ সালের এপ্রিল মাসের পর পরেই লেখা হয়। দিওকায়েসারিয়ার বিশপ সুকেন্সুস সম্পর্কে এটুকু মাত্র জানা যায় যে, নেস্তরিউসের সঙ্গে বিবাদের সময়ে তিনি বিশপ সিরিলের পক্ষপাতী হয়েছিলেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১। হে পুণ্যবান, আমার কাছে আপনার প্রেরিত স্মৃতিপত্র আমি পড়েছি; এবং এটা ভেবে যে, যদিও আপনার গভীর জ্ঞানভাণ্ডার দ্বারা আপনি আমাদের ও অন্যান্যদেরও সাহায্য করতে পারেন, তথাপি, আমাদের মনে যা যা রয়েছে ও যা যা যথার্থ বলে বুঝতে পেরেছি সেই সমস্ত বিষয় লিখবার জন্য আপনি যে আমাদের আহ্বান করা উপযোগী মনে করেছেন, তাতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। সেই অনুসারে, আমাদের ত্রাণকর্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের পবিত্র পিতৃগণ যা ভাবতেন, সেবিষয়ে আমরা ঠিক সেইমত ভাবি। তাঁদের শ্রমের ফল অধ্যয়ন করে আমরা আমাদের মন তাঁদের মনের মত উপযোগী করি, যার ফলে তাঁদের পিছনে পিছনে চলি ও ধর্মতত্ত্বের যথার্থতার মধ্যে কোন নতুনত্ব অনুপ্রবেশ করাই না।

২। হে সিদ্ধপুরুষ, যেহেতু আপনি জিজ্ঞাসা করছেন খ্রিষ্টের স্বরূপদ্বয় (ক) বিষয়ে কথা বলা উচিত কিনা, সেজন্য আমি মনে করি, আমার পক্ষ থেকে এটাই ঘোষণা করা উচিত যে, দিওদোরুস নামক একজন, যিনি আগে হয়েছিলেন প্নেউমাতোমাখোস (খ) [তথা

পবিত্র আত্মার শত্রু], তাঁর বিষয়ে এখন শোনা যাচ্ছে, তিনি পরে অর্থোডোক্স [অর্থাৎ, যথার্থ] মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু, তিনি যেভাবে মনে করছিলেন যে তেমনটা করায় মাকেদোনীয় ভ্রান্তমতের কলুষ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন, সেইভাবে হয়নি কেননা অন্য একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কেননা তিনি এটা মেনে নিয়েছেন ও লিখেছেন যে, যিনি দাউদ-বংশ থেকে তথা পবিত্রা কুমারী থেকে জন্ম নিলেন তিনি একদিকে প্রকৃতপক্ষে একটা ছেলে মাত্র, এবং, অন্যদিকে, পিতা ঈশ্বরের জনিত লোগোস-বাণী যিনি তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্য পুত্র। মেষের চামড়ার নিচে নেকড়ে লুকিয়ে তিনি খ্রিষ্ট নামটা একমাত্র জনিত পুত্র হিসাবে কেবল পিতা ঈশ্বরের জনিত লোগোস-বাণীতেই আরোপ করায় ও, তিনি যেইভাবে বলেন সেই অনুসারে দাউদ-বংশ থেকে সঞ্জাত যিনি তাঁকে কেবল অনুগ্রহ ক্ষেত্রেই খ্রিষ্ট নামটা আরোপ করায় এটা ঘোষণা করার ভান করছেন যে, খ্রিষ্ট এক; এমনকি তিনি তাকে পুত্রও বলে অভিহিত করেন, কেননা, তিনি বলেন, তিনি সেই পুত্রের সঙ্গে সত্যিকারে একত্রিত, কিন্তু আমরা তাঁকে যেভাবে একত্রিত বলে গণ্য করি সেইভাবে নয়, কিন্তু কেবলমাত্র মর্যাদায়, রাজ-অধিকারে ও সম্মানের সমতায়ই তিনি একত্রিত।

৩। নেস্তরিউস ছিলেন এই ব্যক্তির শিষ্য [ক], এবং তাঁর নানা পুস্তক দ্বারা অন্ধকারভুক্ত হয়ে পুত্র ও প্রভু এক-খ্রিষ্টকে স্বীকার করার ভান করেন, কিন্তু এটা বলায় যে, একটা মানুষ সম্মানের সমতায় ও মর্যাদায় সমনাম দ্বারা লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, তিনিও সেই একমাত্র ও অবিচ্ছেদ্য জনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। সেই অনুসারে, খ্রিষ্ট বিষয়ক যে যে বচনগুলো সুসমাচার ও প্রৈরিতিক প্রচারবাণীতে রয়েছে, সেই বচনগুলোও দু'ভাগে বিভক্ত করেন এবং এটা বলেন যে, সেই বচনগুলোর কয়েকটা যেহেতু মানবীয় ধরনেরই বচন, সেজন্য সেই কয়েকটা মানুষকে আরোপ করা উচিত, এবং বাকিগুলো তথা যেগুলো ঐশ্বরিক ধরনেরই বচন, সেই কয়েকটা কেবলমাত্র লোগোস-বাণী-ঈশ্বরকেই আরোপণ করা উচিত। এবং যেহেতু তিনি একদিকে মানুষকে তথা যিনি প্রকৃতপক্ষে পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত, তাঁকে নানা ভাবে বিভক্ত করেন ও আলাদা রাখেন, ও অন্যদিকে, যিনি প্রকৃতপক্ষে পুত্র তথা পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত

লোগোস-বাণী, তাঁকেও একইভাবে বিভক্ত করেন ও আলাদা রাখেন, সেজন্য তিনি এটা ঘোষণা করেন যে, পবিত্রা কুমারী 'ঈশ্বরজননী' নন বরং তিনি 'মানবজননী' (খ)।

৪। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের ধারণা সেরকম নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক শাস্ত্র থেকে ও পবিত্র পিতৃগণ থেকে এটাই স্বীকার করতে শিখেছি যে, খ্রিষ্ট ও প্রভু সেই পুত্র এক, তথা তিনি হলেন পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত সেই লোগোস-বাণী যিনি যুগগুলোর পূর্বে তাঁর থেকে ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় ভাবে জনিত ও চরম দিনগুলোতে আমাদের জন্য মাংস অনুসারে পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত; এবং যেহেতু পবিত্রা কুমারী মানুষ-হওয়া ও মাংস-হওয়া ঈশ্বরকে প্রসব করেছেন, এজন্য তিনি 'ঈশ্বরজননী' (ক) বলেও অভিহিতা। সুতরাং, মনুষ্যত্বধারণের আগে হোক ও মাংসধারণের পরে হোক, একমাত্র পুত্র ও একমাত্র প্রভু আছেন, তিনি যিশু খ্রিষ্ট। পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত লোগোস-বাণী একটি পুত্র ছিলেন না, ও পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত আর একটি পুত্র ছিলেন না। না, আমরা বিশ্বাস করি, যিনি যুগগুলোর পূর্বে বিদ্যমান ও যিনি মাংস অনুসারে একটা নারী থেকে সঞ্জাত তিনি একই; এই অর্থ অনুসারে নয় যে তাঁর ঈশ্বরত্ব পবিত্রা কুমারীর মধ্য দিয়েই অস্তিত্বশীল হতে শুরু করেছিল অথবা অস্তিত্বের সূচনায় আহূত হয়েছিল, কিন্তু, যেইভাবে আগে বলেছি সেইভাবে বলছি, যুগগুলোর পূর্বে অস্তিত্বশীল লোগোস-বাণী হয়েও তাঁকে মাংস অনুসারে সেই কুমারী দ্বারা প্রসব করা হয়েছিল; এবং তাঁর মাংস ছিল তাঁর নিজেরই মাংস, সেইভাবে যেভাবে আমাদের এক একজনের দেহ অবশ্যই আমাদের নিজেদেরই দেহ।

৫। কেউ না কেউ আমাদের উপর আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত আরোপ করে বলে, 'আপনারা যখন বলেন, মানুষ-হওয়া ও মাংস-হওয়া পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত লোগোস-বাণী হলেন সিদ্ধ ও দৃঢ়তম একত্ব অনুসারে একমাত্র পুত্র, তখন এটাও কল্পনা করতে ও ভাবতে পারতেন যে, দেহের সঙ্গে তাঁর একীভূতি, মিশ্রণ বা সংমিশ্রণ অথবা ঈশ্বরত্বের স্বরূপে দেহের রূপান্তর হয়েছে।'

আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এই নিন্দাজনক কথা অস্বীকার করি ও এটা ঘোষণা করি যে, পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত লোগোস-বাণী অবর্ণনীয় ও অকথনীয় ভাবে নিজের সঙ্গে

ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় দেহকে একত্রিত করেছেন, ও স্বরূপের পরিবর্তনের জোরে নয় কিন্তু অনুগ্রহপূর্ণ ঐশব্যবস্থা ক্রমেই আমাদের মত হয়ে মানুষ হিসাবে নারী-সঞ্জাত হলেন। তিনি স্বরূপে তাঁর ঈশ্বর হওয়াটা বিসর্জন না দিয়ে মানুষ হতে ইচ্ছা করলেন; যদিও তিনি আমাদের সীমাবদ্ধতায় এলেন ও দাসের অবস্থা পরিধান করলেন (ক), তবু ঈশ্বরত্বের উৎকৃষ্টতায় ও স্বরূপগত প্রভুত্বে থেকে গেলেন।

৬। তাই যখন আমরা পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত লোগোস-বাণীকে অনির্বচনীয় ভাবে ও যত উপলব্ধির অতীত ভাবে একীভূতি, মিশ্রণ বা সংমিশ্রণ ছাড়া ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণবিশিষ্ট পবিত্র মাংসের সঙ্গে একত্রিত করি, তখন আমরা খ্রিষ্ট ও প্রভু সেই এক-পুত্রকে স্বীকার করি যিনি একই ঈশ্বর ও মানুষ, এক ও অন্য এমন নয় কিন্তু এক ও একই, যিনি সেইভাবে অস্তিত্বশীল ও সেইভাবে বিবেচিত। এজন্যই তিনি ঐশব্যবস্থা ক্রমে মানুষ হিসাবে সময় সময় মানবীয় ভাবে কথা বলেন ও সময় সময় ঈশ্বর হিসাবে ঈশ্বরত্বের স্বীয় অধিকার সহকারে উপদেশ দান করেন।

আমরা এটাও ঘোষণা করি: যদি যত্ন সহকারে মাংস সংক্রান্ত ব্যবস্থার ধরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি, তাহলে দেখতে পাই, পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত লোগোস-বাণী মানুষ হলেন ও মাংস হলেন, কিন্তু নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে সেই পবিত্র দেহ গড়েননি (ক) বরং তা সেই কুমারী থেকে নিলেন, কেননা যদি মানব দেহ না নিতেন তাহলে অন্যথা কেমন করে মানুষ হতে পারতেন? ফলত, যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, যখন আমরা তাঁর মানুষ হওয়ার ধরণ বিবেচনা করি, তখন এটা দেখি যে, দু'টো স্বরূপ একীভূতি ও রূপান্তর ছাড়া অবিচ্ছেদ্য একত্রীকরণ অনুসারে একে অন্যের সঙ্গে মিলল: মাংস ঈশ্বরের মাংস হয়ে উঠেছে কিন্তু তাসত্ত্বেও মাংস তো মাংস; একই প্রকারে, যদিও লোগোস-বাণী ঐশব্যবস্থা ক্রমে মাংসকে নিজের মাংস করলেন, তথাপি সেই লোগোস-বাণী তো ঈশ্বর, তিনি মাংস নন।

তাই যখন আমরা এটা বিবেচনা করি, তখন একত্বটা যে দু'টো স্বরূপ দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে, তা বলায় আমরা একত্বে সেই যৌথ সহযোগিতা আদৌ অবনমিত করি না (খ)। কিন্তু সেই একত্রীকরণের পরে আমরা স্বরূপ দু'টোর একটা অন্যটা থেকে বিচ্ছিন্ন করি না, সেই একমাত্র ও অবিচ্ছেদ্য জনকে দু'ই ছেলেতে বিচ্ছেদ করি না বরং একমাত্র

পুত্রকে ঘোষণা করি, ও পিতৃগণ যেইভাবে বলেছেন সেই অনুসারে লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ ঘোষণা করি [গ]।

৭। কি ভাবে সেই একমাত্র জনিতজন মানুষ হলেন, মনের দিক দিয়ে, ও প্রাণের চক্ষু দিয়ে দেখার একমাত্র ধরণের দিক দিয়ে বিষয়টা বিবেচনা করলে তবে আমরা বলি, সেই একত্রিত স্বরূপ দু'টো, কিন্তু পুত্র ও প্রভু সেই খ্রিষ্ট এক, তিনি মানুষ হওয়া ও মাংস হওয়া ঈশ্বরের লোগোস-বাণী। এমনটা উপযোগী হলে তবে আমরা উদাহরণ হিসাবে, যা গুণে আমরা মানুষ, আমাদের সেই সংগঠন উপস্থাপন করতে পারি। সেই অনুসারে, আমরা প্রাণ ও দেহ দিয়ে সংগঠিত হয়েছি ও দু'টো স্বরূপ দেখতে পাই: একটা হল দেহের স্বরূপ, এর একটা হল প্রাণের স্বরূপ। কিন্তু সংগঠনের জোরে একটা ও অন্যটা একমাত্র মানুষে সিদ্ধ, ও দু'টো স্বরূপ দিয়ে গঠিত হওয়াটা সেই একমাত্র মানুষকে দু'টো মানুষ করে না, কিন্তু তা একমাত্র মানুষকে গড়ে যে-মানুষ, যেমন বলেছি, প্রাণ ও দেহ দিয়ে সংগঠিত। আলাদা দু'টো স্বরূপ থেকে একত্রীকরণের পরে যে অবিচ্ছেদ্য এক ও একই খ্রিষ্ট বিদ্যমান, একথা যদি মেনে না নিই তাহলে যারা যথার্থ ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধ সংগ্রাম করে তারা জিজ্ঞাসা করতে পারবে, 'সম্পূর্ণতা একটামাত্র স্বরূপ হলে, তাহলে কেমন করে তিনি মানুষ হলেন, বা কোন্ মাংসকে নিজের মাংস করলেন?'

৮। যেহেতু আমি আপনার স্মৃতিপত্রে এধরনের একটা ধারণা পাই যা অনুসারে আমাদের সবার ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের পবিত্র দেহ পুনরুত্থানের পরে ঐশ্বরিক স্বরূপের মধ্যে স্থানান্তর করেছে যার ফলে যা স্বযং সম্পূর্ণতা কেবল সেই ঈশ্বরত্বই থেকে যেতেন, সেজন্য এবিষয়ে কিছুটা যোগ করা উপযোগী মনে করেছি। ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের মনুষ্যত্বধারণের কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে ধন্য পল লেখেন, *বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি* [ক]; আরও, '*যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে*

যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন। আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন’ (খ)।

৯। সেই অনুসারে আমরা ঘোষণা করি, আদমের পতনের ফলে মানব স্বরূপ অবক্ষয়ের অধীন হল ও আমাদের বিচারবুদ্ধি মাংসের কামনা-বাসনা দ্বারা শাসিত হল যেহেতু সেই কামনা-বাসনার দুর্মতি সেই মাংসে নিহিত। তখন, আমরা যারা এপৃথিবীতে রয়েছি সেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য এটা প্রয়োজন হল, ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মানুষ হবেন যাতে অবক্ষয়ের অধীন ও কামনা-বাসনার আসক্তিতে রোগপীড়িত সেই মানবীয় মাংসকে আপন করতেন ও তিনি জীবন ও জীবনদাতা হওয়ায় যেন মাংসে নিহিত সেই অবক্ষয় ধ্বংস করতেন ও সহজাত দুর্মতির প্রতি তথা কামনা-বাসনার প্রতি সেই আসক্তি সংযত রাখতেন। এইভাবেই মাংসে নিহিত পাপ ধ্বংস করা হল: আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের অন্তরে সেই সহজাত দুর্মতিকে পল *‘পাপের বিধান’* (ক) বলে চিহ্নিত করেন।

তাই, যেহেতু মানব মাংস লোগোস-বাণীর আপন মাংস হল, তা অবক্ষয়ের অধীন হওয়া শেষ করল, এবং যেহেতু ঈশ্বর পাপ জানেন না, সেজন্য লোগোস-বাণী সেই মাংসে বসবাস করলেন ও, যেমন বলেছি, সেটাকে আপন করে নিলেন, ও সেটা কামনা-বাসনার প্রতি আসক্তি-পীড়নে আক্রান্ত হওয়া বন্ধ করল। এবং যিনি যা তা সতত হয়ে থাকেন, ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী তেমন কাজ নিজের জন্য নয়, বরং সুস্পষ্ট ভাবে আমাদেরই জন্য সাধন করলেন। কেননা আদমের পতনের কারণে যখন আমরা অমঙ্গলের অধীন হয়েছি, তখন অবশ্যই আমাদের উপর খ্রিষ্টে নিহিত মঙ্গলও তথা অক্ষয়শীলতা ও পাপের কাছে মৃত্যুও এসে পড়বে। এজন্য তিনি মানুষ হলেন; নেস্তরিউসের শিক্ষামত তিনি যে মানুষকে ধারণ করলেন তা নয়; এবং যাতে বিশ্বাস করা হত, তিনি যা তা হয়ে থেকেও তথা স্বরূপে ঈশ্বর হয়ে থেকেও মানুষ হলেন, সেজন্য ঘোষণা করা হয়, তিনি ক্ষুধার্ত হতেন, যাত্রার জন্য ক্লান্তি বোধ করতেন, নিদ্রা, উদ্বেগ, দুঃখকষ্ট ও নিষ্পাপময় অন্যান্য মানব অনুভূতির অধীন ছিলেন। এবং যারা

তাঁকে দেখত তাদের এতে নিশ্চিত করার জন্য যে মানুষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি সত্যকার ঈশ্বরও ছিলেন, সেই লক্ষ্যে জলকে আজ্ঞা দেওয়ায়, মৃতদের পুনরুত্থিত করায় ও অন্যান্য আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করায় অলৌকিক কাজ সাধন করলেন। তিনি ক্রুশকেও সহ্য করলেন যাতে মাংসে, কিন্তু ঈশ্বরত্বের স্বরূপে নয়, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করায় মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত হতে পারতেন, মানব স্বরূপের কাছে অক্ষয়শীলতার পথ উন্মুক্ত করতে পারতেন, ও পাতাল সম্পদ-লণ্ঠিত করায় সেখানে রুদ্ধ প্রাণদের প্রতি দয়া দেখাতে পারতেন।

১০। পুনরুত্থানের পরে সেই একই দেহ ছিল যা যন্ত্রণাভোগ করেছিল, কিন্তু সেই দেহ ছিল মানব দুর্বলতা বিহীন। কেননা এবিষয়ে আমরা ঘোষণা করি, সেই দেহ ক্ষুধা, নিদ্রা বা সেধরনের ব্যাপারের আর অধীন ছিল না, কিন্তু ছিল অক্ষয়শীল; আর শুধু তা নয়, সেই দেহ জীবনদায়ীও ছিল। কেননা সেই দেহ হল সেই জীবনের তথা সেই একমাত্র জনিতজনের দেহ, যা ঐশ্বরিক গৌরব দ্বারা উজ্জ্বল করে তোলা হল ও ঈশ্বরের দেহ বলে পরিগণিত। এজন্য, যদিও সেই দেহ 'ঐশ্বরিক' বলে নির্দেশিত হয় (সেইভাবে যেভাবে মানুষের দেহকে মানবীয় বলে অভিহিত), তাতে ভুল হয় না। আমি মনে করি, ঠিক একথা অধিক প্রজ্ঞাবান সেই পলও বলতেন, *আর যদিও একসময়ে আমরা খ্রিষ্টকে মাংস অনুসারে চিনতাম, তবু এখন সেভাবে আর চিনি না* (ক)। আমি যেমন বলেছি, ঈশ্বরের আপন দেহ হওয়ায় সেই দেহ যত মানবীয় বিষয় অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে পার্থিব একটা দেহ ঐশ্বরিক স্বরূপে পার হয়ে স্বরূপের পরিবর্তনের অধীন হতে পারে না: তা তো সম্ভব নয়, অন্যথা আমরা বলতে পারতাম, ঈশ্বরত্ব সৃষ্ট হয়েছে, তাতে ঈশ্বরত্বে স্বীয় এমন কিছু থাকত যা স্বরূপের জোরে সেটার স্বীয় নয়। দেহটা যে ঐশ্বরিক স্বরূপে রূপান্তরিত হল বা লোগোস-বাণী যে মাংসের স্বরূপে রূপান্তরিত হলেন, তেমনটা বলা অযৌক্তিকতার নামান্তর। এমনটা যেমন সম্ভব নয় (কেননা তিনি অপরিবর্তনশীল ও রূপান্তরের অতীত), তেমনি সেটাও সেইরূপে সম্ভব নয়: একটা সৃষ্টজীব যে ঈশ্বরত্বের সত্তায় বা স্বরূপে রূপান্তরিত হতে পারে, তা সম্ভবপর বিষয়গুলোর মধ্যে নয়। মাংসও তো সৃষ্টবস্তু; সেজন্য আমরা ঘোষণা করি, খ্রিষ্টের দেহ ঈশ্বরিক, যেহেতু সেই দেহ ঈশ্বরের দেহও যা অনির্বচনীয় গৌরবে ভূষিত, অক্ষয়শীল, পবিত্র ও জীবনদায়ী। কিন্তু

সেই দেহ যে ঐশ্বরিক স্বরূপে রূপান্তরিত হল, তা পবিত্র পিতৃগণের একজনও কখনও ভাবেননি, আমরাও তেমনটা বিশ্বাস করি না।

১১। হে পুণ্যবান, আপনি এটা ভুলে না যান যে, যিনি একসময় ছিলেন আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ, শুভময় স্মৃতির যোগ্য আমাদের পিতা সেই আথানাসিউস, যেহেতু সেসময় কয়েকজন মনে অস্থির ছিল, সেজন্য করিন্থের বিশপ এপিক্তেতুসের কাছে সমস্ত যথার্থ তত্ত্বে পূর্ণ একটা পত্র (ক) লিখেছিলেন। যেহেতু সেই পত্র দ্বারাই সেন্তরিউস ভ্রান্তমত অবলম্বী বলে খণ্ডিত হয়েছিলেন, সেজন্য যথার্থ বিশ্বাসের সমর্থক যারা, তারা পত্রটা পড়ার পর তাদেরই দিশেহারা করছিল যারা নেস্তরিউসের মত ভাবছিল। তখন এরা পত্রের খণ্ডন প্রত্যাখ্যান করে জঘন্য এমন ষড়যন্ত্র আঁটল যা ভ্রান্তিময় অভক্তির যোগ্য। পত্রের কোন কোন অংশ বাদ দিয়ে ও নতুন নতুন অংশ যোগ করে তারা পত্রটা এমনভাবে প্রকাশ করল যার ফলে মনে হচ্ছিল, তত প্রখ্যাত সেই বিশপ [আথানাসিউস] নেস্তরিউসের সঙ্গে ও তাঁর সঙ্গে একমত যারা তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন। সেজন্য এটা প্রয়োজন হল, পত্র আমাদের কাছে সংরক্ষিত অনুলিপিগুলোর মধ্য থেকে একটা অনুলিপি অনুযায়ী একটা প্রতিলিপি করা হয় ও সেটা, হে পুণ্যবান, আপনার কাছে প্রেরিত হবে যাতে কেউ না কেউ বিকৃত পাঠ্য তৈরি না করে। কেননা এমেসার অধিক ভক্তিময় ও অধিক ধর্মপ্রাণ বিশপ পলও (খ) আলেক্সান্দ্রিয়ায় এসে এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলে দেখা গেল, পত্রের যে অনুলিপি তাঁর হাতে ছিল তা ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা বিকৃত ও জাল করা হয়েছিল; এর ফলে তিনি আমাদের অনুলিপিগুলোর একটা প্রতিলিপি চেয়ে নিয়েছিলেন যাতে আন্তিওখিয়া নিবাসীদের কাছে প্রেরণ করতে পারেন। এতে আমরা সম্মত হয়েছিলাম।

১২। বিশ্বাসে পবিত্র পিতৃগণের যথার্থতা একেবারে অনুসরণ করে আমরা নেস্তরিউসের ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটা পুস্তক লিখেছি, ও আনাথেমা-মালার পাঠ্য সমালোচনা করেছে যারা তাদেরও বিরুদ্ধে একটা পুস্তক লিখেছি। হে সম্মাননীয়, আপনার কাছে এগুলোও পাঠিয়েছি যাতে, আমাদের একই বিশ্বাসের ও আমাদের একই অনুভূতির অন্যান্য ভাই থাকলে যারা কোন একজনের প্রলাপে আটকে পড়ে এমনটা মনে করে, আমরা

নেস্তরিউসের বিরুদ্ধে আমাদের উল্লিখিত ভাবনা পরিবর্তন করেছি, তারা যেন এ লেখাগুলো দ্বারা মনপরিবর্তন করে উপলব্ধি করতে পারে যে আমরা সেই নেস্তরিউসকে যথার্থ ভাবে ও সঠিক ভাবেই ভর্ৎসনা করেছি যেহেতু তিনি এমন মানুষ যিনি ভুল করেছেন, এবং আমরা তাঁর ঈশ্বরনিন্দাজনক কথার বিরুদ্ধে সর্বত্রই সংগ্রাম করায় এখনও একই রকম ভাবে নিবিষ্ট।

হে সিদ্ধপুরুষ, আপনি আরও বেশি গভীরতর ভাবে ভাবতে সমর্থ বিধায় নিজের লেখা ও প্রার্থনা দ্বারা আমাদের সহায় হোন।

---

২ (ক) 'খ্রিষ্টের স্বরূপদ্বয়': বিশপ সুকেন্সুসের জিজ্ঞাসা সেই 'পুনর্মিলন-সূত্রের' সঙ্গে সম্পর্কিত যা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে, খ্রিষ্টে দু'টো স্বরূপ বা হিপোস্তাসিস ও একটামাত্র প্রসোপোন উপস্থিত। কেননা বিশপ সুকেন্সুস এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, খ্রিষ্টে অদ্বৈতস্বরূপ ধারণার সমর্থক বিশপ সিরিল 'পুনর্মিলন-সূত্র' স্বাক্ষরিত করায় এখন দ্বৈতস্বরূপ ধারণা সমর্থন করেন। বাস্তবিকই বিশপ সিরিল ৪৩১ সালের এফেসস মহাসভায়ও দৃঢ়তা সহকারেই অদ্বৈতস্বরূপের কথা সমর্থন করেছিলেন। তাই এ পত্রের মধ্য দিয়ে বিশপ সিরিল এবিষয়ে বিশপ সুকেন্সুসকে উপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

(খ) 'দিওদোরুস নামক একজন': বিশপ সিরিল তার্সসের বিশপ দিওদোরুসকে 'দিওদোরুস নামক একজন' বলে অভিহিত করায় এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে বিশপ দিওদোরুসের প্রতি বিশপ সিরিলের মনোভাব তত বন্ধুসুলভ ছিল না; এমনকি তিনি মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে তাঁকে 'প্নেউমাতোমাখোস' বলেও চিহ্নিত করেন ও তাঁকেই বিশপের নেস্তরিউসের সমর্থিত খ্রিষ্টতত্ত্বের প্রকৃত প্রবর্তক বলেও চিহ্নিত করেন। তাছাড়া, যখন এটা ভাবা হয় যে, বিশপ দিওদোরুস ৫০ বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন, তখন বিশপ সিরিলের শত্রুভাব সত্যিই নেতিবাচক একটা চিহ্ন। প্রকৃতপক্ষে দিওদোরুসকে আঘাত করায় বিশপ সিরিল তাঁর বর্তমান উত্তরসূরী তথা আন্তিওখিয়ার বিশপদেরই আঘাত করতে অভিপ্রেত।

'প্নেউমাতোমাখোস' যারা, তারা সেই বিশপ মাকেদোনিউসের ধর্মতত্ত্ব পালন করত যিনি ৩৪২ থেকে ৩৬০ সাল পর্যন্ত কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ হয়েছিলেন। তারা পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করত। তাতে এটা বলা বাহুল্য যে, দিওদোরুস কেবল বিশপ সিরিলের কল্পনায়ই সেই ভ্রান্তমতের অনুসারী হয়েছিলেন।

৩ (ক) 'নেস্তরিউস ছিলেন এই ব্যক্তির শিষ্য': বিশপ সিরিলের একথা একেবারে ভিত্তিহীন যেহেতু বিশপ নেস্তরিউস ইচ্ছা করলেও দিওদোরুসের শিষ্য হতে পারতেন না যেহেতু ইতিমধ্যে বিশপ দিওদোরুস মারা গেছিলেন। যাই হোক, বিশপ সিরিল বিশপ নেস্তরিউসের ধারণা বিশপ দিওদোরুসের ধারণার সঙ্গে যুক্ত করবেন বলে অভিপ্রায় করছেন, যদিও এটাও

সুস্পষ্ট যে, বিশপ নেস্তরিউস ও বিশপ দিওদোরুস উভয়ই বিভাজনবাদী খ্রিষ্টতত্ত্ব সমর্থন করতেন না। সুতরাং এক্ষেত্রেও বিশপ সিরিলের কথা মিথ্যা বর্ণনা।

(খ) এখানেও বিশপ সিরিল বিশপ নেস্তরিউসের বিষয়ে মিথ্যা বর্ণনা দেন, কেননা বিশপ নেস্তরিউস কখনও এমনটা সমর্থন করেননি যে, পবিত্রা কুমারী 'ঈশ্বরজননী' নন বরং তিনি 'মানবজননী'; এমনকি বিশপ নেস্তরিউস এই ধারণার দৃঢ় বিরোধী; তিনি বরং সারা জীবন ধরে 'খ্রিষ্টজননী' নামটা সমর্থন করে এসেছিলেন যদিও বিশপ সিরিলের সমর্থিত 'ঈশ্বরজননী' নাম শাস্ত্রভিত্তিক যুক্তির কারণে তত পছন্দ না করলেও তা কখনও অস্বীকার করেননি।

৪ (ক) 'তিনি "ঈশ্বরজননী" বলেও অভিহিতা': বিশপ সিরিল 'ঈশ্বরজননী' নাম সমর্থন করেন কারণ তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের পরিত্রাণকর্ম খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব-ধারণেই সিদ্ধি লাভ করে; কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্তমতপন্থী আপোল্লিনারিউসের ধারণার খুব কাছাকাছি হওয়ায় আন্তিওখিয়ার বিশপগণ তা আদৌ পছন্দ করতেন না।

৫ (ক) ফিলি ২:৭ দ্রঃ।

৬ (ক) 'পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত লোগোস-বাণী মানুষ হলেন ও মাংস হলেন, কিন্তু নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে সেই পবিত্র দেহ গড়েননি': একসময় কেউ না কেউ এটা সমর্থন করেছিল, লোগোস-বাণী নিজের পবিত্র দেহ গড়েছিলেন, এবং এ ভ্রান্তমতও অন্যায় ভাবে ভ্রান্তমতপন্থী আপোল্লিনারিউসের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই, যেহেতু অনেকে বিশপ সিরিলকে আপোল্লিনারিউসের পন্থী বলে গণ্য করতেন, সেজন্য তিনি এ বাক্যের মধ্য দিয়ে দেখাতে চান, তিনি আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্বের বিরোধী। তাছাড়া, যেহেতু তিনি 'পুনর্মিলন-সূত্র' মেনে নেওয়ায় আন্তিওখিয়ার বিশপদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন যা অনুসারে খ্রিষ্টে দু'টো স্বরূপ বর্তমান, সেজন্য তিনি এখানে বিশপ সুকেন্সুসকে এটা বোঝান যে, একত্রীকরণের আগে এমনিই, কেবল তাত্ত্বিক ভাবেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বরূপ দু'টো, তবু মনুষ্যত্ব-ধারণের পরে অর্থাৎ লোগোস-বাণী মাংস হওয়ার পরে (যোহন ১:১৪ দ্রঃ) খ্রিষ্টের স্বরূপ একটামাত্র। এক কথায়, তিনি 'পুনর্মিলন-সূত্রে' মেনে নিয়েছিলেন খ্রিষ্টে দু'টো স্বরূপ বর্তমান, কিন্তু এখন বুঝিয়ে দেন, ধারণটা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক ভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর ধারণা পরবর্তী টীকায় বিস্তারিত ভাবে অভিব্যক্ত।

(খ) এটাই পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, কেননা বিশপ সিরিল এখানে সেই তিনটে বিষয় উপস্থাপন করেন যা ভাবীকালেও অদ্বৈত স্বরূপ বিষয়ক বিবাদ চিহ্নিত করার কথা:

১) একত্রীকরণের আগে যে দু'টো স্বরূপ বর্তমান ছিল, সেই স্বরূপ দু'টোর একত্রীকরণ থেকে একটামাত্র স্বরূপ বর্তমান হয়েছে;

২) এর ফলে, মাংস-হওয়া লোগোস-বাণীর স্বরূপ একটামাত্র;

৩) এর ফলে, দু'টো স্বরূপ সম্পর্কে কেবল তাত্ত্বিক ভাবেই কথা বলা যেতে পারে, যেহেতু দু'টো স্বরূপ বলতে আর কিছুই নেই: একত্রীকরণের পরে একটামাত্রই রয়েছে। বাস্তবিকই বিশপ

সিরিল এটা উপলব্ধি করেন যে, খ্রিষ্টের মানব-স্বরূপ বলতে সেই একত্রীকরণের আগে কিছুই কখনও ছিল না; অন্যদিকে তিনি এটাও উপলব্ধি করেন যে, যে ক্ষণে সেই একত্রীকরণ সিদ্ধিলাভ করেছে, সেই ক্ষণ থেকে তাঁর স্বরূপ একটামাত্র (ধারণাটা পুস্তকের ভূমিকায়ও আলোচিত)।

(গ) 'পিতৃগণ যেইভাবে বলেছেন' (ইত্যাদি): যে পিতৃগণকে বিশপ সিরিল নির্দেশ করছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হলেন কেবলমাত্র সাধু আথানাসিউস, এমনকি এমন একজন যাঁকে সাধু আথানাসিউস বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, আর শুধু তা নয়, সেই ধরে নেওয়া আথানাসিউস আসলে হলেন সেই ভ্রান্তমতপন্থী আপোল্লিনারিউস। তাই, আপোল্লিনারিউস-পন্থী হওয়ার সন্দেহ দূর করে দেওয়ার পর বিশপ সিরিল মনে করেন, তাঁর পক্ষে এবার তাঁর সেই পছন্দ করা সূত্র পুনরায় ব্যবহার করার অধিকার আছে যা তিনি মনে করেন মহান আথানাসিউসের সূত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপোল্লিনারিউসেরই সূত্র, তথা, 'লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ'। অন্য কথায়, বিশপ সিরিল কথায় সেই পুনর্মিলন-সূত্র মানেন যা অনুসারে খ্রিষ্টে দু'টো স্বরূপ বা হিপোস্তাসিস ও একটামাত্র প্রসোপোন উপস্থিত, কিন্তু বাস্তবে নিজের আগেকার ধারণা রক্ষা করেন।

৮ (ক) রো ৮:৩-৪।

(খ) হিব্রু ২:১৪-১৬।

৯ (ক) রো ৭:২৩ দ্রঃ।

১০ (ক) ২ করি ৫:১৬।

১১ (ক) এপিক্তেতুসের কাছে পত্র বিশপ আথানাসিউস দ্বারা আনুমানিক ৩৭১ সালে লেখা হয়। তাঁর অভিপ্রায় ছিল, ৪র্থ শতাব্দীর খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্ত ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে নির্ভুল দলিল উপস্থাপন করা। পরবর্তী শতাব্দীতে বিবাদে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় পক্ষই পত্রটা হাতিয়ার করে ও নিজ নিজ সুবিধার জন্য পত্রটার পাঠ্য পালটায়।

(খ) বিশপ সিরিলের সঙ্গে বিশপ পলের দেখা-সাক্ষাৎ আলেক্সান্দ্রিয়ায় ৪৩২ ও ৪৩৩ সালের মধ্যে হয়।

সুকেন্সুসের কাছে দ্বিতীয় পত্র

- পত্র নং ৪৬ -

একই সুকেন্সুসের সমীপে একই সিরিল দ্বারা আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লেখা দ্বিতীয় স্মৃতিপত্র

পত্রের তারিখ অজানা; বিশেষজ্ঞদের মতে তা ৪৩৮ সালের দিকে লেখা হয়। পত্রটার গুরুত্ব এটাই রয়েছে যে, বিশপ সিরিল ঠিক এ পত্রেই নিজের খ্রিষ্টতত্ত্ব অধিক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ২ ৩ ৪ ৫

১। যারা সত্য ভালবাসে সত্য তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে, এবং, আমি মনে করি, জটিল মনা মানুষদের চিন্তার কাছে সত্য যথাসাধ্য নিজেকে লুকোয়, কেননা এরা সত্যকে শুচি চোখে দেখবার অযোগ্য। যেভাবে লেখা হয়েছিল, সেই অনুসারে, যারা নির্মল বিশ্বাস ভালবাসে তারা সরল অন্তরে (ক) প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু, সামসঙ্গীত-মালায় যেমনটা লেখা রয়েছে, সেই অনুসারে যারা বাঁকা পথে চলে ও যাদের হৃদয় বিকৃত, বাঁকা চিন্তা চাষ করার জন্য, প্রভুর সোজা পথ বাঁকা করার জন্য ও সরলমনাদের প্রাণ ভোলাবার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে বিবিধ লক্ষ্য জমায় যাতে যাদের মন ভোলানো হয়েছে তারা তাই মেনে নিতে বাধ্য হয় যা বিষয়ে সম্মত হওয়া উচিত নয়। হে পুণ্যবান, আপনার প্রেরিত স্মৃতিপত্র পড়ার পরে ও সেটায় বিপজ্জনক এমন দাবি পাবার পরেই আমি এসমস্ত কথা বলছি; এমন দাবি যা এমন ব্যক্তিদের দ্বারা উপস্থাপিত যারা অজানা উপায়ে অবলম্বন করে '*মিথ্যায় জ্ঞান বলে অভিহিত জ্ঞানের*' (খ) বিকৃতি ভালবাসে।

২। উপরোল্লিখিত সেই দাবিগুলো এ ছিল: 'যদি সেই ইম্মানুয়েল দু'টো স্বরূপ দিয়ে গঠিত হয়ে থাকেন কিন্তু একত্রীকরণের পরে যদি লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া

একটামাত্র স্বরূপ উপলব্ধি করা হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই এটা ঘোষণা করতে হবে যে তিনি নিজের স্বরূপেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন’ (ক)।

যাঁরা আমাদের জন্য যথার্থ বিশ্বাসের সেই মহান বিশ্বাস-সূত্র স্থির করেছিলেন (খ), সেই ধন্য পিতৃগণ এটা ঘোষণা করেন যে, যাঁর দ্বারা সবই হয় ও যাঁর সত্তা পিতার একই সত্তা, পিতা ঈশ্বরের সেই লোগোস-বাণী মাংস হলেন ও মানুষ হলেন। আমরা বলি, সেই পবিত্রজনেরা কোন মতেই এবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না যে, লোগোস-বাণীর সঙ্গে একত্রিত সেই দেহ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় একটা দেহ ছিল। যার ফলে, যে কেউ বলে, বাণী মাংস হলেন, সে এটা ঘোষণা করে যে, মাংস বাণীর সঙ্গে একত্রিত ছিল কিন্তু সেই মাংস ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণ-বিহীন ছিল না। আমি মনে করি, অধিক প্রজ্ঞাবান সেই যোহনও বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে তখনই একথা ঘোষণা করেন যখন বলেন, *বাণী হলেন মাংস* (গ) ও এমনটা বলেন না যে, তিনি প্রাণবিহীন মাংসের সঙ্গে একত্রিত হলেন (ঘ)। দূরের কথা। তিনি এটাও বলেন না যে, তিনি কোন পরিবর্তন বা রূপান্তরের অধীন হলেন: না, তিনি যা ছিলেন তা হয়ে থাকলেন তথা স্বরূপে ঈশ্বর। মানুষ হওয়াটা ধারণ করা সত্ত্বেও অর্থাৎ মাংস অনুসারে নারী থেকে আমাদের মত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই একমাত্র পুত্র হয়ে থাকলেন, এমন পুত্র যিনি মাংসবিহীন নন; হ্যাঁ, তিনি তাই হয়ে থাকলেন যেমন আগে ছিলেন অর্থাৎ মানুষ হওয়ার ক্ষণের আগে ও আমাদের স্বরূপ পরিধান করার আগে যেমন ছিলেন। কিন্তু, তাঁর সঙ্গে একত্রিত সেই ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণবিশিষ্ট দেহটা পিতা ঈশ্বর-জনিত লোগোস-বাণীর সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী না হলেও তবু আমাদের মন একত্রিত বিষয়গুলোর ভিন্ন স্বরূপ উপলব্ধি করে। লোগোস-বাণী যে ক্ষণে মাংস হলেন সেই ক্ষণে আমরা অবশ্যই ঘোষণা করি: খ্রিষ্ট ও প্রভু সেই পুত্র এক; কিন্তু যখন ‘মাংস’ বলি, তখন আমরা কেমন যেন ‘মানুষ’ বলি। সেই একত্রীকরণের পরে যখন আমরা পুত্রের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ ঘোষণা করি (ঙ), তখন কী দরকার হল তিনি নিজের স্বরূপে যন্ত্রণা ভোগ করবেন? কেননা, তিনি যন্ত্রণার অধীন হতে সক্ষম হবেন, একথা যদি ঐশব্যবস্থা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত না হত, তবে ভ্রান্তমতপন্থীরা যা বলে তা সঠিক হত তথা, যেহেতু তিনি যন্ত্রণা ভোগ করতে সক্ষম ছিলেন না সেজন্য সেই যন্ত্রণাভোগ লোগোস-বাণীর স্বরূপের উপরেই পড়ে গেল। কিন্তু, যদি ‘মাংস-হওয়া’ বলায় গোটা যুক্তি

মাংস সংক্রান্ত ঐশব্যবস্থাকে লক্ষ করে (তিনি যে অন্যভাবে মাংস হলেন এমন নয়, বরং আব্রাহামের বংশকে নিয়ে অর্থাৎ সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হয়ে (চ) ও দাসের অবস্থা ধারণ করেই (ছ) মাংস হলেন), তাহলে যারা এমনটা বলে যে, এসব কিছু থেকে এটা মেনে নেওয়া আবশ্যক যে, তিনি তাঁর সেই নিজের স্বরূপেই যন্ত্রণা ভোগ করলেন, তারা অসার কথা ওড়াচ্ছে, কেননা যে মাংসের বিষয়ে আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলি, যন্ত্রণাভোগ মাংসের উপরে পড়ে গেছিল, সেই মাংস অধীনস্থই ছিল যেহেতু লোগোস-বাণী যন্ত্রণা সাপেক্ষ নন (জ)। এজন্য, তিনি যন্ত্রণাভোগ করেছেন, একথা যে বলা যেতে পারে, সেবিষয়ে আমরা সম্মত। দেহ যেমন তাঁর নিজেরই হল, তেমনি পাপ ছাড়া দেহের বাকি সমস্ত কিছুও যে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই, 'আপন করে নেওয়া' ঐশব্যবস্থা (ঝ) অনুসারে তা সমর্থনযোগ্য বিষয়।

৩। তারা এটাও বলে: 'যখন লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া স্বরূপ একটামাত্র, তখন যে একটা একীভূতি ও সংমিশ্রণ হয়েছে তা বলা একান্ত আবশ্যক, কারণ তাঁর মধ্যে মানুষের স্বরূপ কেমন যেন হ্রাসীকৃত ও লুক্কায়িত।'

যারা যথার্থ বিশ্বাস উলট পালট করে তারা এবারও এটা উপেক্ষা করেছে যে, লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া স্বরূপটা সত্য অনুসারে [অর্থাৎ, উপোস্তাসিস অনুসারে] একটামাত্র। যখন স্বরূপে ও সত্যে পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত একমাত্র পুত্র রয়েছেন তথা পিতা ঈশ্বরের অনির্বচনীয় ভাবে জনিত সেই লোগোস-বাণী রয়েছেন, তখন সেই পুত্র, পরে, প্রাণবিহীন-নয় বরং ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময়ই এমন মাংস ধারণের গুণে নারী থেকে মানুষ হিসাবে উৎসারিত হলেন। কিন্তু এজন্য যে তাঁকে দু'টো 'প্রসোপোনে' ভাগ করা যেতে পারে তা নয়, কিন্তু একমাত্রই হয়ে থেকে গেলেন, কিন্তু মাংসও-বিহীন নন, দেহও-বিহীন নন, কিন্তু এ দেহ অবিচ্ছেদ্য একত্রীকরণ (ক) অনুসারে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ছিল। যে কেউ এভাবে কথা বলে, সে কোন একীভূতি বা সংমিশ্রণ বা সেধরনের কোন কিছুই ধরে নিচ্ছে না। তেমন ফলাফল হয় তো কি কেমন যেন আবশ্যকতা-বিশিষ্ট একটা যুক্তি থেকে বের হত? আমরা যখন বলি, ঈশ্বরের মাংস-হওয়া ও মানুষ-হওয়া একমাত্র জনিত পুত্র এক, তখন, ওরা যেভাবে মনে করে সেই অনুসারেই যে তিনি একীভূত এমন নয়; একই প্রকারে, লোগোস-বাণীর স্বরূপও যে মাংসের স্বরূপের মধ্যে

বা মাংসের স্বরূপও যে লোগোস-বাণীর স্বরূপের মধ্যে পার হয়েছে এমনটাও নয়। বরং, উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে, যেহেতু এক একটা বিষয় অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয় ভাবে একত্রিত হয়েছে সেজন্য সেই এক একটা বিষয় নিজ নিজ স্বরূপগত অধিকারে থাকলেও ও সেই অনুসারে গণিত হলেও আমাদের কাছে পুত্রের একমাত্র স্বরূপ প্রদর্শিত। কিন্তু, যেমনটা বলেছি, সেই অনুসারে সেই স্বরূপ মাংস-হওয়াই স্বরূপ। কেননা কেবল একক বস্তু ক্ষেত্রেই যে স্বরূপে 'এক' বলা হয় তা নয়, কিন্তু সংগঠিত হওয়ার ফলে (খ) নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত বস্তু ক্ষেত্রেও স্বরূপে 'এক' বলা হয়। যেমন প্রাণ ও দেহ নিয়ে [দেহে] সংগঠিত মানুষ ক্ষেত্রেও স্বরূপে 'এক' বলা হয়। এ বিষয়গুলো এক একটা ভিন্ন ও একই সত্তার অধিকারী নয়, কিন্তু একবার সংযুক্ত হলে মানবের একমাত্র স্বরূপকে সিদ্ধ করে যদিও সংগঠনের কারণে একত্ব-সিদ্ধতাপ্রাপ্তির সহযোগী বিষয়গুলোর পার্থক্য স্বরূপ অনুসারে থেকে যায়। তাই যারা বলে, যদি লোগোস-বাণীর একটামাত্র মাংস-হওয়া স্বরূপ থাকত তাহলে এর ফলে বলতে হত 'একীভূতি বা মিশ্রণ রয়েছে যেহেতু মনুষ্যত্বের স্বরূপ হ্রাসীকৃত বা লুক্কায়িত হয়েছে', তারা বৃথাই প্রলাপ করে। না, তারা অন্যথা যাই বলুক না কেন, সেই স্বরূপ হ্রাসীকৃত বা লুক্কায়িত হয়নি: তিনি যে মানুষ হলেন, একথা প্রমাণ করার জন্য এ ঘোষণাই মাত্র যথেষ্ট তথা তিনি মাংস হলেন। আমরা এবিষয়ে নীরব থাকলে তবেই তাদের নিন্দা কিছুটা স্থান পেত। কিন্তু যেহেতু আবশ্যকীয় ভাবেই এটা যোগ করা হয়েছে যে তিনি মাংস হলেন, সেজন্য কোন্ ধরনের হ্রাসীকরণ বা লুক্কায়ন থেকে যাচ্ছে?

৪। তারা এটাও বলে, 'যদি তিনি এমন সিদ্ধতামণ্ডিত ঈশ্বর ও সিদ্ধতামণ্ডিত মানুষ বলে গণ্য যিনি ঈশ্বরত্ব অনুসারে পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ও মনুষ্যত্ব অনুসারে আমাদের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, তাহলে সেই সিদ্ধতা কিসেতেই রয়েছে যদি সেই সত্তা তথা আমাদের স্বরূপ না থাকত?'

ব্যাপারটা স্পষ্ট করার জন্য এদের জন্যও উপরের পরিচ্ছেদে দেওয়া উত্তর ও সমাধান যথেষ্ট। কেননা যখন আমরা লোগোস-বাণীর স্বরূপ 'এক' স্বরূপ বলে অভিহিত করি, তখন যদি 'মাংস-হওয়া' শব্দটা বিষয়ে নীরব থেকে শব্দটা যোগ না করি এবং এর ফলে সেই মাংস-ব্যবস্থা কোন না কোন ভাবে বাদ দিই, তাহলে তাদের যুক্তি হয় তো

তত অযুক্তিকর নাও হতে পারত। কেননা ওরা এপ্রশ্ন রাখার ভান করে যে, 'মনুষ্যত্বের সিদ্ধতা কোথায়? আমাদের সত্তা কোন্ ভাবে অস্তিত্বশীল ছিল?' কিন্তু, মনুষ্যত্বে সিদ্ধতা হোক বা আমাদের সত্তার অভিব্যক্তি হোক, যেহেতু দু'টোই 'মাংস-হওয়া' শব্দ উচ্চারণ করায়ই প্রবিষ্ট হয়েছে, সেজন্য তারা বাজে নল দিয়ে তৈরী লাঠিতে ভর করাটা বন্ধ করে দিক। যে কেউ সেই ব্যবস্থা বাদ দেয় ও মাংসধারণ অস্বীকার করে, সে পুত্রকে সিদ্ধতামণ্ডিত মনুষ্যত্ব বিষয়ে অভাবী করার অভিযোগে ন্যায়সঙ্গত ভাবে অভিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু আমি যেমন বলেছি, সেই অনুসারে সে যদি ঘোষণা করে, পুত্র মাংস হলেন, তাহলে পুত্রের মানুষ হওয়া বিষয়ে তার স্বীকারোক্তিও উপযোগী ও তার ঘোষণাও যথার্থ; এবং খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর ও মানুষ তেমনটা স্বীকার করার জন্য সেই স্বীকারোক্তিতে কোন বাধা নেই যেহেতু তিনি হলেন একমাত্র ও অনন্য পুত্র। হে সিদ্ধপুরুষ, আপনি ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ বিষয়ক যুক্তি অধিক যথার্থ ভাবে ও অধিক প্রজ্ঞাময় ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তথা: নিজে ঈশ্বর হওয়ায় ও ঈশ্বর বলে বিবেচিত হওয়ায় ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র যে নিজেই প্রকৃতপক্ষে দেহ সংক্রান্তই সেই যন্ত্রণা নিজের স্বরূপে ভোগ করেছেন এমন নয়, বরং তিনি আমাদের পার্থিব স্বরূপেই তা ভোগ করেছেন। অবশ্যই, একমাত্র ও সত্যকার পুত্র ক্ষেত্রে দিক দু'টো রক্ষা করা দরকারই ছিল, তথা, তিনি ঈশ্বরত্ব অনুসারে যন্ত্রণা ভোগ করেননি, কিন্তু আমরা ঘোষণা করি, তিনি মনুষ্যত্ব অনুসারে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন: তাঁর মাংসই যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কিন্তু ওরা পুনরায় এটা মনে করে যে, এভাবে আমরা সেই বিষয় অনুপ্রবেশ করাই যা ওরা 'থেওপাথেইয়া' (ক) বলে থাকে। এটা বলতে ওরা মাংস-ব্যবস্থা বোঝায় না, কিন্তু, দুষ্টভাবে, সেই যন্ত্রণাভোগ একেবারে এক মানুষেই স্থানান্তর করতে চেষ্টা করে ও নির্বোধের মত জঘন্য ভক্তি পালন করে। ওদের লক্ষ্যই, আমাদের জন্য যিনি নিজের রক্ত দান করেছেন, ঈশ্বরের সেই লোগোস-বাণী যেন ত্রাণকর্তা বলে স্বীকৃত না হন, বরং ওরা এটা ঘোষণা করতে অভিপ্রেত যে, লোগোস-বাণী নয়, সাধারণ মানুষ সেই যিশুই কেবল মানুষ বলে গণিত হয়েই (খ) যন্ত্রণাভোগের অধীন হলেন। কিন্তু এধরনের যুক্তি মাংসের মধ্য দিয়ে সাধিত ব্যবস্থার সমস্ত যুক্তিসঙ্গত নিয়ম ভূমিসাৎ করে ও আমাদের ঐশ্বরিক রহস্যকে 'আন্থ্রপোলাত্রেইয়ায়' [ανθρωπολατρεία - মানব-আরাধনায়] পরিণত করে।

ওরা এটা বিবেচনা করে না যে, যিনি *‘মাংস অনুসারে’ ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত তথা যেসে ও দাউদের বংশ থেকে আগত, ধন্য পল সেই খ্রিষ্টকে গৌরবের প্রভু, সমস্ত কিছুর উপরে যুগে যুগান্তরে ধন্য ঈশ্বর’* (গ) বলে অভিহিত করেন। এবং স্বয়ং পল কাষ্ঠে ঝোলা সেই দেহকে লোগোস-বাণীর স্বীয় দেহ বলে গণ্য করেন ও সেজন্য তাঁর উপরে সেই ক্রুশ আরোপ করেন।

৫। তাছাড়া আমি জানি, সেকথা বাদে ওরা আরও একটা বিষয় ভাবছে: ‘যে কেউ বলে, প্রভু কেবলমাত্র মাংসেই যন্ত্রণাভোগ করেছেন, সে সেই যন্ত্রণাভোগ অযৌক্তিক ও অনিচ্ছাকৃত করে তোলে। যন্ত্রণাভোগকে স্বেচ্ছাকৃত করার জন্য যদি বলা হয়, তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণ সহ যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তাহলে তেমনটা বলতে ও মনুষ্যত্বের স্বরূপে যন্ত্রণাভোগ করেছেন বলতে একই জিনিস বোঝায়, উক্তি দু’টোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একথা সত্য হলে তবে, একত্রীকরণের পরে সেই স্বরূপ দু’টো যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্বশীল থাকে তা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে? তেমনিভাবে, যখন বলা হয়, খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মাংস অনুসারে যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তখন খ্রিষ্ট আমাদের জন্য আমাদের স্বরূপে যন্ত্রণাভোগ করেছেন ছাড়া অন্য কিছুই বলা হচ্ছে না।’

এই আপত্তি তাদেরই আক্রমণ করবে বলে অভিপ্রায় করে যারা এটা বলে যে, লোগোস-বাণীর মাংস-হওয়া স্বরূপ একটামাত্র। এবং এ ঘোষণা যে ভিত্তিহীন নয় তা দেখাবার জন্য তারা যথাসাধ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সচেষ্ট যে, অস্তিত্বশীল স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে দু’টো। কিন্তু তারা এটা উপেক্ষা করে যে, আমরা যা কিছু কেবল তাত্ত্বিক পর্যায়েই নয় পৃথক করতে অভ্যস্ত, সেগুলো একটা থেকে অন্যটা একেবারে বিযুক্ত ও অংশগুলো আলাদা ও নিজেদের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ মানুষকে ধরা যাক। আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে দু’টো স্বরূপ বর্তমান, একটা হল প্রাণ, অন্যটা হল দেহ। চিক্কণ তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা বা মানসিক অনুমান দ্বারা কেবল ধীশক্তি দিয়েই বিচার করলেও আমরা পার্থক্যটা দেখাতে পারি। তথাপি স্বরূপ দু’টোকে আমরা বিচ্ছিন্ন করি না; অথবা, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করলেও তবু অংশগুলোর মধ্যে মূল-বিচ্ছেদও মেনে নিই না, কিন্তু এটাই মেনে নিই যে, অংশগুলো সবগুলোই সেই একক বস্তুর অংশ। সেই অনুসারে, স্বরূপ দু’টো প্রকৃতপক্ষে দু’টো নয়, কিন্তু একটা ও অন্যটা মিলে একক

জীবকে সিদ্ধতামণ্ডিত করে। সুতরাং, যদিও ইম্মানুয়েলকে তাঁর মনুষ্যত্বের জন্য একটা স্বরূপ ও তাঁর ঈশ্বরত্বের জন্য একটা স্বরূপ আরোপ করা হয়, তবু মনুষ্যত্ব লোগোস-বাণীর স্বীয় অধিকার হল ও এতে আমরা মনুষ্যত্ব সহ একমাত্র পুত্রকে বুঝি (ক)। যেহেতু ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত শাস্ত্র বলে, তিনি মাংসে যন্ত্রণা ভোগ করলেন, সেজন্য আমাদের পক্ষে এটাই সমীচীন যে, আমরাও ঠিক সেই অনুসারে বলি, তিনি মনুষ্যত্বের মাংসে যন্ত্রণা ভোগ করলেন। এবং কেউ না কেউ একথা দুষ্টতা সহ ঘোষণা করলেও সেই ঘোষণা রহস্যের যুক্তি অবনমিত করতে পারে না। কেননা, ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় মাংস বাদে মনুষ্যত্বের স্বরূপ আর কিবা হতে পারে? আমরা ঘোষণা করি, প্রভু মাংসে যন্ত্রণাভোগ করেছেন। তবে যখন বলা হয়, তিনি মনুষ্যত্বের স্বরূপে যন্ত্রণাভোগ করলেন, তখন তত উপযোগী নয় ভাবেই ব্যাপারটা ব্যক্ত করি, বিশেষভাবে তখনই যখন, পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত সেই মাংস-হওয়া ও মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীকে একক নয় কিন্তু দুই বলে গণ্য করার লক্ষ্যে সেই স্বরূপকে লোগোস-বাণী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় ও তাঁর বাইরেই স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু, যখন ওরা 'অবিচ্ছিন্ন ভাবে' সূত্রটা ঘোষণা করে, তখন মনে হচ্ছে, ওদের ধর্মতত্ত্ব আমাদেরটার মত যথার্থ। কিন্তু তবু ওরা আমাদের মত একইভাবে ভাবে না। ওদের 'অবিচ্ছিন্ন ভাবে' সূত্রটা অন্য অর্থে ধারণ করা হচ্ছে অর্থাৎ নেস্তরিউসের অসার প্রলাপ অনুসারেই ধারণ করা হচ্ছে। কেননা ওরা নাকি বলে, যে মানুষে তিনি বসবাস করলেন, সেই মানুষ সম্মান, ইচ্ছা ও অধিকারের সমতা গুণেই লোগোস-বাণী-ঈশ্বর থেকে অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং ওরা সেই কথা সরলতা সহকারে উচ্চারণ করে না, কিন্তু একপ্রকার চালাকি ও দুষ্টতা সহই তা উচ্চারণ করে (খ)।

---

১ (ক) প্রজ্ঞা ১:১।

(খ) ১ তি ৬:২০।

২ (ক) প্রথম দাবি বিশপ সিরিলের পছন্দ করা সূত্রই কেন্দ্র করে তথা, 'লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ।' বাকি দাবিগুলোও মূলত বিশপ সিরিলের একই সূত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সমস্যাটা এটাই যে, নিজের খ্রিষ্টতত্ত্ব যথার্থ বলে দেখাবার জন্য বিশপ সিরিল যাঁর উপর নির্ভর করেন, তিনি তাঁর মতে ছিলেন যথার্থ ধর্মতত্ত্বের আদর্শ সেই সাধু আথানাসিউস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ভ্রান্তমতপন্থী আপোল্লিনারিউস।

(খ) ‘যথার্থ বিশ্বাসের সেই মহান বিশ্বাস-সূত্র’: অর্থাৎ বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত ঘোষণাসমূহ নিকেয়া মহাসভার জারীকৃত বিশ্বাস-সূত্রের উপর নির্ভর করে।

(গ) যোহন ১:১৪।

(ঘ) ‘তিনি প্রাণবিহীন মাংসের সঙ্গে একত্রিত হলেন’: যদি বিশপ সিরিল এ ধারণা সমর্থন করতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতপন্থী বলে অভিযুক্ত হতেন; এবিষয়ে এটা স্মরণযোগ্য যে, আপোল্লিনারিউসের মতে লোগোস-বাণী নিজেই খ্রিষ্টের দেহের প্রকৃত প্রাণ ছিলেন।

(ঙ) ‘আমরা পুত্রের মাংস-হওয়া একমাত্র স্বরূপ ঘোষণা করি’: অর্থাৎ, মনুষ্যত্বধারণের পরে, মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীর স্বরূপ মাংস-হওয়া-স্বরূপ হয়ে উঠেছে। এর ফলে, যেহেতু বিশপ সিরিলের মতে মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীর স্বরূপ হল মাংস-হওয়াই একটামাত্র স্বরূপ, সেজন্য লোগোস-বাণী নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপে নয় কিন্তু তাঁর বাস্তব মনুষ্যত্বেই যন্ত্রণাভোগ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, দু'টো ও প্রকৃত বিশিষ্টই স্বরূপ না মেনে নেওয়ার জন্য বিশপ সিরিল যথেষ্ট যুক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য।

(চ) হিব্রু ২:১৬-১৭ দ্রঃ।

(ছ) ফিলি ২:৭ দ্রঃ।

(জ) বিশপ সিরিলের ধারণায়, লোগোস-বাণীর স্বরূপ যে মাংস-হওয়া স্বরূপ হয়েছে, তা লোগোস-বাণীর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ তিনি যে যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন, তা বিকৃত করে না। কেননা মনুষ্যত্ব-ধারণ লোগোস-বাণীর পরিবর্তন না ঘটিয়ে তাঁকে বরং অস্তিত্বশীলতার নতুন একটা অবস্থায় রাখে।

(ঝ) বিশপ সিরিল প্রথম উপস্থাপিত দাবিতে ‘Communicatio idiomatum’ - (কম্মুনিকাতিও ইদিওমাতুম) বলে অভিহিত সেই ধর্মতাত্ত্বিক নিয়ম প্রয়োগ করে নিজের উত্তর শেষ করেন, যে নিয়ম অনুসারে মানব-খ্রিষ্টে তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলি, ও তাঁর মানবীয় গুণাবলি লোগোস-বাণীতে আরোপ করা যায়।

৩ (ক) একথা স্মরণযোগ্য যে, বিশপ সিরিলের কাছে ‘স্বরূপ’, ‘প্রসোপোন’ (ও ‘হিপোস্তাসিস’) শব্দগুলো একই অর্থ বহন করে। খ্রিষ্টে দেহ যে লোগোস-বাণী থেকে অবিচ্ছেদ্য, তা ‘একত্রীকরণ’ (ἕνωσις - হেনোসিস) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত। এই ‘হেনোসিস’ এমন দৃঢ়তম সত্তাময় একত্ব বোঝায় যা দ্বারা একটা ব্যক্তিত্ব সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে; যার ফলে (বিশপ সিরিলের মতে) সেই ‘হেনোসিস’ প্রত্যাখ্যান করলে তবে এই অযৌক্তিক অবস্থা দাঁড়াবে যা অনুসারে একমাত্র ব্যক্তিত্বে দু'টো স্বরূপ বিরাজ করবে, অর্থাৎ এমন ব্যক্তি দাঁড়াবে যা দু'টো ব্যক্তি দ্বারা গঠিত।

(খ) অর্থাৎ, ‘এক’ ধারণাটা সেটার বেলায়ও প্রযোজ্য যা একক, ও সেটার বেলায়ও প্রযোজ্য যা বহু বস্তু দ্বারা সংগঠিত হলেও নিজের একত্ব সিদ্ধ করার পর সেগুলোকে বাতিল করে দেয়।

৪ (ক) 'থেওপাথেইয়া' (θεοπάθεια) শব্দ বিশপ সিরিল দ্বারা এ ধারণা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত যা অনুসারে ঈশ্বরকে যন্ত্রণাভোগের অধীন করা যেতে পারে। ব্যাপারটা অবশ্যই অযৌক্তিক, কেননা ঈশ্বরের স্বরূপ স্বরূপেই যন্ত্রণাসাপেক্ষ নয়।

(খ) বিশপ সিরিলের মতে, খ্রিষ্টের বেলায় বিশিষ্টই একটা মানবীয় স্বরূপ ঘোষণা করা অযৌক্তিক ঘোষণা ছাড়া এমন উন্মাদনা উপস্থাপন করে যার ফলে একটা সাধারণ মানুষই আরাধনার পাত্র হবে।

(গ) রো ৯:৫ দ্রঃ।

৫ (ক) এখানে বিশপ সিরিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে শেষ কথা বলেন, তথা: তিনি কেবল 'চিক্কণ তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারাই' অর্থাৎ এমনিই মেনে নিতে পারেন যে, খ্রিষ্টে দু'টো স্বরূপের পার্থক্য বর্তমান; কিন্তু, তাঁর মতে, মনুষ্যত্ব-ধারণের পরে তেমন পার্থক্য কেবল তাত্ত্বিক দিক দিয়েও আর দাঁড়াতে পারে না যেহেতু মনুষ্যত্ব-ধারণের পরে খ্রিষ্টে সেই দু'টো স্বরূপের একত্রীকরণ একত্বেই সিদ্ধিলাভ করেছে। বিশপ সিরিলের এই ব্যাখ্যা তাঁর আগেকার সেই উক্তি নতুন আলোতে আলোকিত করে যা তিনি নেস্তরিউসের কাছে দ্বিতীয় পত্রে ৩ অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছিলেন; কেননা সেই অধ্যায়ে তিনি 'দু'টো স্বরূপের' কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই পত্রে ও এই পত্রেও তিনি বাস্তব ও প্রকৃত দু'টো স্বরূপের কথা সমর্থন করছিলেন না, কেবল তাত্ত্বিক ভাবেই ধারণাটা সমর্থন করছিলেন।

(খ) পত্রটা এইখানে শেষ হয়, যদিও অন্য সংস্করণে আরও কিছু যুক্ত রয়েছে যা বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

বিশ্বাস-সূত্র প্রসঙ্গ

- পত্র নং ৫৫ -

একই সিরিল-লিখিত 'পবিত্র বিশ্বাস-সূত্র প্রসঙ্গ'

পত্রটা মোটামুটি ৪৩৮ সালে লেখা হয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০

প্রিয় ও প্রীতিভাজন প্রবীণ আনাস্তাসিউস, আলেক্সান্দার, মার্তিনিয়ানুস, জন, পারেগোরিউসের সমীপে, পরিসেবক মাক্সিমুসের সমীপে, সন্ন্যাসীদের অন্যান্য সকল যথার্থবিশ্বাসী পিতৃগণের সমীপে, ও যাঁরা আপনাদের সঙ্গে সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন ও ঈশ্বর-বিশ্বাসে দৃঢ়স্থিতমূল তাঁদের সমীপে সিরিল প্রভুতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১। আমরা আপনাদের শিক্ষালাভের তৎপরতা ও আপনাদের ভ্রাতৃপ্রেমের কার্যকারিতা অধিকতর ভাবে প্রশংসা না করে পারি না; এবং এখনও আমি এটা বলি যে, এসমস্ত সত্যি অধিক স্তুতিবাদের যোগ্য। কেইবা ঐশ্বরিক বিষয়াদির তৎপরতায় ও পবিত্র ধর্মতত্ত্বের যথার্থতার অনুরূপ হওয়ার ভালবাসায় বিস্মিত না হয়ে পারে? এসমস্ত কিছু অন্তহীন ও শুভময় জীবন লাভের নিশ্চয়তা স্বরূপ, এবং তেমন কর্মকাণ্ডে পরিশ্রম মজুরিবিহীন থাকবে না। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের কাছে বলেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে* [ক]।

২। যে যথার্থ ও অনিন্দনীয় বিশ্বাস শুভকর্ম থেকে উৎসারিত দীপ্তির সঙ্গে জড়িত, সেই বিশ্বাস আমাদের যত মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করে ও তাদেরই গৌরব দেখায় যারা সেই বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু যদি কর্মের দীপ্তি যথার্থ ধর্মতত্ত্বের ও অনিন্দনীয় বিশ্বাসের অভাবী বলে প্রকাশ পেত, তাহলে আমি মনে করি, সেই দীপ্তি মানুষের প্রাণের জন্য

কোন কাজে আসতই না। কেননা যেমন ‘*কর্মহীন বিশ্বাস মৃত*’ [ক], তেমনি আমরা বলি, সেটার বিপরীতও সত্য। সুতরাং, সৎজীবনের গর্বের পাশে পাশে বিশ্বাসের অক্ষুণ্নতাও দীপ্তিময় হোক। তবেই আমরা অধিক প্রজ্ঞাবান মোশির বিধান অনুসারে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হব; বাস্তবিকই তিনি বলেছিলেন, *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হবে* [খ]। যারা অজ্ঞতাবশত যথার্থ বিশ্বাস অর্জন করার জন্য তৎপর নয়, তারা সৎকর্ম দ্বারা নিজেদের জীবন মহিমান্বিত করলেও সেই মানুষদের মত হয় যাদের মুখমণ্ডল চোখে সুন্দর দেখায় কিন্তু তাদের দৃষ্টি তির্যক; তাদেরই বেলায় সেই লোগোস-বাণী উপযোগী যা যেরেমিয়ার কণ্ঠের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইহুদীদের মাতা তথা যেরুশালেমকে উদ্দেশ করে বলেন, *দেখ, তোমার চোখ সরল নয়, তোমার হৃদয়ও সৎ নয়* [গ]।

৩। তাই সবকিছুর আগে এটা দরকার আছে যে, আপনারা নিজেদের মধ্যে যথার্থ মনের অধিকারী হবেন ও পবিত্র শাস্ত্রের একথা মনে রাখবেন, কেননা সেই শাস্ত্র বলে, *তোমার চোখ যেন সোজা সামনের দিকে তাকায়* [ক]। মনশ্চক্ষুর সোজা দৃষ্টি হল, যতদূর সম্ভব, সূক্ষ্মভাবে ও সঠিকভাবে সেই ধারণাসমূহ দেখার সক্ষমতা যেগুলো ঈশ্বর থেকে আগত, সেই ধারণাসমূহ যাই হোক না কেন। কেননা ‘*আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, ও আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ*’ [খ], কিন্তু যিনি ‘*অন্ধকারের গভীরতম বিষয় অনাবৃত করেন*’ [গ], যারা যথার্থ ভাবে তাঁর বিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে উৎসুক, তিনি তাদের উপরে সত্যের আলো সঞ্চার করেন। সুতরাং দরকার আছে, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হয়ে বলব, *দাও আলো আমার চোখে, পাছে মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি* [ঘ]। কেননা পবিত্র ধর্মতত্ত্বের যথার্থ শিক্ষা থেকে সরে যাওয়ার স্পষ্ট অর্থ হল মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়া। আমরা তখনই সেই যথার্থ শিক্ষা থেকে সরে যাই যখন ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত শাস্ত্র অনুসরণ না করে বরং নিন্দাজনক কুসংস্কারমূলক ধারণার বশে পড়ি; অথবা তখনই, যখন তাদেরই পথের সঙ্গী হই যারা বিশ্বাসে সরলভাবে এগিয়ে চলে না ও আমরা আমাদের যুক্তিক্ষমতা পরের হাতে সঁপে দিই যার ফলে সর্বপ্রথমে আমাদের নিজেদের প্রাণকে ক্ষতিগ্রস্ত করি।

৪। সুতরাং, পবিত্র বাণীপ্রচারের বিচার ক্ষেত্রে যথার্থ ধর্মশিক্ষার রক্ষকদের অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এটাই তাঁরা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন যাঁরা পবিত্র আত্মার দ্বারা ‘*প্রথম থেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও বাণীর সেবাকর্মী ছিলেন*’ (ক)। আমাদের প্রশংসনীয় পিতৃগণ এঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে প্রয়াসী ছিলেন, এবং যখন এঁরা একসময়ে নিকেয়ায় সমবেত হয়েছিলেন তখন সেই সম্মাননীয় ও বিশ্বজনীন বিশ্বাস-সূত্র স্থির করেছিলেন। মহাসভায় তাঁদের সঙ্গে একত্র হয়ে স্বয়ং খ্রিষ্টই উপস্থিত ছিলেন; কেননা তিনি বলেন, *যেখানে দু’ তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি* (খ)। যদিও অদৃশ্যভাবে তবু স্বয়ং খ্রিষ্টই যে সেই পবিত্র ও মহান মহাসভার সভাপতিত্ব করছিলেন, তা কেমন করে সন্দেহের বিষয় হতে পারে? যে কেউ পৃথিবীতে ছিল, তাদের জন্য মজবুত ও অটল বুনিয়াদ ও ভিত স্থাপন করা হচ্ছিল, কেননা সেসময় সরল ও অনিন্দনীয় বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ধ্বংস করা হচ্ছিল (গ)। কেমন করে খ্রিষ্ট অনুপস্থিত হয়ে পারতেন যখন তিনিই অধিক প্রজ্ঞাবান পলের কথা অনুসারে হলেন বিশ্বাসের ভিত্তি? তিনি বলেন, *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি* (ঘ)। এজন্য যে পবিত্র পিতৃগণ পরে এসেছিলেন, সেই জাতিসকলের পালক, মণ্ডলীগুলোর মশাল ও অধিক তৎপর শিক্ষাগুরু আগেকার সেই পিতৃগণের দ্বারা ব্যক্ত ও স্থির করা বিশ্বাস অনিন্দনীয় ভাবে রক্ষা করলেন। যা আমাদের উপকারের জন্য প্রয়োজনীয় ও পিতৃগণের স্বীকারোক্তিতে উপস্থিত, তা থেকে তথা, নানা ঘোষণায় তাঁরা সরল ও যথার্থ বিশ্বাস বিষয়ে যা স্বীকার করেছিলেন, তা থেকে কোন কিছুই উপেক্ষা করা না হোক, সরিয়ে দেওয়া না হোক। তাঁদের লক্ষ্য ছিল সমস্ত ভ্রান্তমত ও ঈশ্বরনিন্দাজনক সমস্ত উক্তি ভর্ৎসনা ও খণ্ডন করা ও যারা সরলতার সঙ্গে বিশ্বাসে চলে তাদের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা। শাস্ত্রের কথামত এদের জন্য উজ্জ্বল ‘*প্রভাতী তারা উদিত হল, দিনের আলো ফুটে উঠল*’ (ঙ), ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ সত্যের আলো সঞ্চার করল।

৫। হে ধর্মপ্রাণ, আপনারা আমাকে এটা লিখেছেন যে, যা থেকে সরে যাওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ বিশ্বাস-সূত্রে যা রয়েছে, কেউ না কেউ তা থেকে সরে যায় ও বিশ্বাস-সূত্রে যা স্থিত সেই কথাগুলো বিকৃত করে, বা সেই কথাগুলো সঠিক অর্থে নেয় না, বা, সেই

কথাগুলো যা নির্দেশ করত তা থেকে শুরু করে কথাগুলোকে নিন্দনীয় ভাবে ব্যাখ্যা করে। তাই এটা দরকার আছে, আমি আপনাদের কাছে এবিষয়ে একটা বিবরণী দেব ও বিশ্বাস-সূত্রের পাঠ্য সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। সেজন্য আমি এটা উপযোগী মনে করেছি, আমি যা ভাবছি তা সংক্ষিপ্ত ভাবে জানিয়ে দেব। আমরা স্বীকারোক্তিটা ও পবিত্র পিতৃগণের মন পুরাভাবে পালন করব, এভাবে, তাঁরা যা বলে এসেছেন, আমরা যথার্থ ভাবে ও অনুচিত পূর্বধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে তা তলিয়ে দেখব। সেই পবিত্র মহাসভাও (আমি সেই মহাসভার দিকে অঙুলি নির্দেশ করছি যা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে এফেসসে একত্রিত হয়েছিল) নেস্তরিউসের বিকৃত ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে পবিত্র ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ব্যক্ত করেছে; ও একই দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা তাদেরও অসার প্রলাপ নিন্দিত করেছে যারা নেস্তরিউসের পরে ও তাঁর আগে তাঁর মত ভেবেছিল ও সেই অনুসারে তা প্রকাশ্যে বলার বা লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। ফলত, তত অভক্তিময় প্রলাপের জন্য একজনমাত্রই দণ্ডিত হলেও, তাঁকে একা শুধু নয় কিন্তু, বলতে গেলে, সেই সমস্ত ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে ও মণ্ডলীর ভক্তিময় ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত সেই নিন্দাও আঘাত করা হয়েছে যা তাদের দ্বারা সমর্থিত যারা দুই পুত্রের কথা ঘোষণা করে অর্থাৎ যা অংশহীন তা দু' ভাগে বিভক্ত করে ও স্বর্গমর্তকে 'আন্থ্রপোলাত্রেইয়া' [মানব-আরাধনায়] (ক) অভিযোগে অভিযুক্ত করে। আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঊর্ধ্বলোকের আত্মাসমূহের পবিত্র ভিড় সেই একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে উপাসনা কর।

৬। যে বিশ্বাস-সূত্র ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র মণ্ডলীর উপর রাজত্ব করে ও সেই মণ্ডলীগুলোতে প্রচারিত হয়, কেউই যেন সেটার পাঠ্য বিষয়ে অজ্ঞ না হয় সেজন্য আমি পবিত্র পিতৃগণের ধর্মতত্ত্বসমূহ তথা তাঁদের ঘোষণাসমূহ উদ্ধৃত করেছি যাতে করে যারা তা পড়ে তারা জানতে পারে কেমন করে [এফেসস-মহাসভায় সমবেত] পিতৃগণের সেই ঘোষণাসমূহ তথা যথার্থ বিশ্বাসের বিশ্বাস-সূত্র উপলব্ধি করা দরকার। হে ভক্তপ্রাণ, আমি মনে করি, আমরা এবিষয়ে যে পুস্তক লিখেছি, আপনি সেটার সঙ্গে পরিচিত। তাই, বিশ্বাস-সূত্রকে অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্ত করার পর আমি ঈশ্বরের সহায়তায় সূত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ঘোষণাকে সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কেননা আমি

জানি, পরমধন্য পিতর লিখেছেন, *যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক* [ক]।

৭। আমরা এক-ঈশ্বরে, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি, এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি], যিনি পিতা থেকে, তথা তাঁর সত্তা থেকে একমাত্র জনিতজন বলে জনিত : ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর ; তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ; স্বর্গে ও মর্তে যা কিছু রয়েছে তা সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল ; মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে অবরোহণ করলেন ও মাংস হলেন ও মানুষ হলেন ; তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন, জীবিত ও মৃতদের কিচারার্থে আগমন করবেন ; এবং আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি।

যারা বলে, 'এমন সময় ছিল যখন তিনি ছিলেন না' ; অথবা, 'জনিত হবার আগে তিনি ছিলেন না' ; অথবা, 'তিনি শূন্য থেকে বা অন্য 'হিপোস্তাসিস' বা সত্তা থেকে জনিত হয়েছেন' ; অথবা, 'ঈশ্বরের পুত্র পরিবর্তন ও রূপান্তর সাপেক্ষ', কাথলিক ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী এদের সকলকে 'আনাথেমা' বলে ঘোষণা করে।

৮। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস করছিলেন, ও গ্রীকদের [তথা পৌত্তলিকদের] অভিমত আমূলে ধ্বংস করেছিলেন। '*নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে*' [ক]। তাছাড়া '*তারা সৃষ্টবস্তুকেই আরাধনা করেছে, সৃষ্টিকর্তাকে নয়*' [খ] ও অগণন দেব-দেবী আছে বলে মনে করে নিজেদের জগতের আদিম শক্তির অধীন করেছে [গ]। সুতরাং, বহু-ঈশ্বরবাদ ভ্রান্তি খণ্ডন করার জন্য তাঁরা সবকিছুতে পবিত্র শাস্ত্র অনুসরণ করে ও সূর্যের নিচে রয়েছে যত মানুষের কাছে সত্যের সৌন্দর্য নির্দেশ করে ঘোষণা করেন ঈশ্বর এক। একই কাজ সেই অধিক প্রজ্ঞাবান মোশিও তখনই করেছিলেন যখন সুস্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন, *শোন, ইস্রায়েল : তোমার ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু* [ঘ] ; এবং সবকিছুর স্রষ্টা

ও প্রভু যিনি তিনি নিজে বলেন, *আমি ছাড়া তোমার অন্য দেব-দেবী থাকবে না* (ঙ ; এবং পবিত্র নবীদের কণ্ঠ দিয়ে তিনি বলেন, *ঈশ্বর এই আমিই প্রথম, ও আমি এসব [দেব-দেবীর] পরে, এবং আমি ব্যতীত আর কেউই নেই* (চ। তাই প্রশংসনীয় সেই পিতৃগণ উত্তমরূপে স্থির করেছিলেন, বিশ্বাসের বুনিয়াদ হবে এটা অবশ্যই ভাবা ও বলা যে, স্বরূপে ও সত্যে ঈশ্বর এক ও অনন্য, এবং ঘোষণা করলেন, তাঁরা এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

৯। তাঁরা তাঁকে সর্বশক্তিমান পিতা বলেও অভিহিত করলেন যাতে পিতার সঙ্গে সেই পুত্রকেও নির্দেশ করতে পরতেন যাঁর গুণে তিনি স্বয়ং-অস্তিত্বশীল ও তাঁর সঙ্গে সতত সহ-অস্তিত্বশীল পিতা। পিতা যে কালের গণ্ডিতে হয়ে উঠলেন তা নয়, কিন্তু তিনি এখন যা তা সততই ছিলেন, তথা সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর পূর্বে ও ঊর্ধ্বতম ঊর্ধ্বতায় অস্তিত্বশীল পিতা। তাঁর প্রতাপ ও সবকিছুর উপরে তাঁর প্রভুত্ব তাঁকে অতুলনীয় গৌরবেরও অধিকারী করে তোলে।

১০। উপরন্তু, সেই পিতৃগণ বলেন, স্বর্গে ও মর্তে যা কিছু আছে সেই সবই তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হল, যাতে এ থেকে এটা স্বীকৃত হয় যে, সমস্ত সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে তাঁর কোন সহজাত সম্পর্ক নেই। কেননা নির্মাতা ও নির্মিত বস্তুর মধ্যে, অজনিতজন ও জনিত জীবের মধ্যে, জোয়ালের অধীনস্থ ও দাসত্বে স্থিত স্বরূপ ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত ও ঐশ্বরিক ও অতিজাগতিক গৌরবের অধিকারী স্বরূপের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা তুলনার অতীত।

১১। সেই পিতৃগণ পুত্রের কথা উল্লেখ করার পর যাতে এমনটা মনে না হত যে তাঁরা তাঁকে এমন সাধারণ নাম আরোপ করছিলেন যা আমাদের জন্যই আরোপণীয় হতে পারত (কেননা আমরাও তো 'পুত্র' বলে অভিহিত), সেজন্য অধিক যত্ন সহকারে সেই নানা বচন যোগ করেন যা গুণে তাঁর সেই সহজাত স্বরূপগত দীপ্তির মর্যাদা দেখা যেতে পারে যা সৃষ্টবস্তুর মর্যাদার অতীত। কেননা তাঁরা বলেন, তিনি জনিত হলেন, নির্মিত নন; তিনি 'নির্মিত নন' বলায় তাঁরা দেখাতে চান, তিনি সত্তা অনুসারে সৃষ্টবস্তুর শ্রেণিতে স্থিত নন; বরং তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, তিনি কালের গণ্ডির বাইরে

ও ধারণাতীত ভাবে পিতা ঈশ্বরের সত্তা থেকে উদ্ভূত: বাস্তবিকই ‘*বাণী আদিতে ছিলেন*’ (ক)। পরে, প্রসবের সত্যতা অর্থপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করার জন্য (এবং ব্যাপারটা যাতে উপকারী হত, এটা অবশ্যই মানবীয় শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা দরকার ছিল) তাঁরা বললেন, পুত্র ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’ বলে জনিত হয়েছিলেন। যখন জন্ম সম্পূর্ণরূপে সত্যকার জন্ম হয়, তখন এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে এটাই স্বীকার ও ঘোষণা করা দরকার যে, জনিতজন জনকের সঙ্গে ভিন্ন সত্তার অধিকারী নন বরং সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি অনুসারে তিনি জনকেরই নিজের সত্তার অধিকারী যেহেতু সেই সত্তা জনকেরই সত্তা থেকে উদ্ভূত। যা দেহবিহীন তা দেহ অনুসারে জনিত করে না, কিন্তু ‘আলো থেকে আলো’ বলেই জনিত করে, যাতে এটা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, জাজ্বল্যমান আলো উজ্জ্বলতা-দানকারী আলোর অভ্যন্তরে বিরাজে, ও এটাও বোঝা যেতে পারে যে, সেই আলো অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয় প্রক্রিয়া গুণে [উজ্জ্বলতা-দানকারী] আলো ‘থেকে’ই উৎসারিত। তাছাড়া একত্রীকরণ ও সহজাত সমতা গুণে [জাজ্বল্যমান] আলো সেই [উজ্জ্বলতা-দানকারী] আলোর ‘মধ্যে’ [তথা ‘আলোতেই] স্থিত। এজন্য আমরা বলি, পুত্র পিতাতে আর পিতা পুত্রতে আছেন (খ); আরও, পুত্র আপন জনককে তাঁর নিজের স্বরূপে ও গৌরবে প্রকাশ করেন; কেননা তিনি প্রজ্ঞাময় ভাবে পবিত্র এক শিষ্যকে (সেই শিষ্য ছিলেন ফিলিপ) বলেন, ‘*তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে*’; ‘*আমি এবং পিতা, আমরা এক*’ (গ)। সুতরাং, পুত্র হলেন পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী। এজন্য এটা বিশ্বাসের বিষয় যে, তিনি ‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর’ বলে জনিত। তাই আমরা দেখতে পারি, ‘জনিত’ শব্দটা সৃষ্টজীবদের বেলায়ও আরোপিত হয়, যেমন ‘*আমি পুত্রদের জনিত করেছি ও প্রতিপালন করেছি*’ (ঘ) বাক্যটা যা ঈশ্বর ইস্রায়েলের রক্তের মানুষদের নির্দেশ করে উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টজীব অনুগ্রহ গুণেই এ ‘প্রজনন’ এর অধিকারী। কিন্তু যিনি স্বরূপে পুত্র, তাঁর বিষয়ে তেমন কিছু কোথাও কখনও বলা হয়নি, কিন্তু তাঁর বিষয়ে সেই সমস্ত কথা সত্য অনুসারেই [অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে] বলা হয়; এজন্যই সবার মধ্যে কেবল তিনিই বলেন, *আমিই সত্য* (ঙ)। যখন তাঁর বিষয়ে ‘প্রজনন’ ও ‘পুত্রত্ব’ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত, তখন এতে মিথ্যা বলতে কিছুই নেই:

তিনিই তো সত্য। সেজন্য যখন সেই প্রশংসনীয় ধর্মগুরুগণ ‘পিতা’, ‘পুত্র’ ও ‘প্রজনন’ শব্দগুলো ধ্রুবতা সহকারে ব্যবহার করেন, ও যখন এটা ঘোষণা করেন, তিনি ‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর’ ও ‘আলো থেকে আলো’ উদ্ভাসিত হলেন, তখন তাঁরা আমাদের প্রাণ দৃঢ় করে তোলেন। তাঁরা সেইভাবে কথা বলেন যেন সেই ‘প্রজনন’টা অশরীরী ও একক ধরনের গুণের অধিকারী হয় ও তাঁর ‘থেকে’ ও তাঁর ‘মধ্যে’ হয়; উপরন্তু এটাও উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁরা এক একজন ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিময় ভাবে অস্তিত্বশীল: পিতা তো পিতা, তিনি পুত্র নন; জনিতজন তো পুত্র, তিনি পিতা নন; স্বরূপের সমতায় এক একজনের বৈশিষ্ট্যই, তিনি যা তা হওয়া।

১২। পিতা ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা’: এটা দেখাবার পর সেই পিতৃগণ এটা ঘোষণা করেন যে, সবই পুত্রের দ্বারা হয়েছিল: এতে যে তাঁরা গৌরবে তাঁকে নিম্ন স্থান আরোপ করেন, তা দূরের কথা; কেননা সত্তার সমতায় কেমন করে কিছু নিম্ন বা মহত্তর হতে পারে? কিন্তু স্বরূপে পিতা ঈশ্বরের স্বীয় বৈশিষ্ট্যই যে তিনি [পবিত্র] আত্মায় পুত্রের মধ্য দিয়ে ছাড়া অন্যথা কাজ করেন না ও অস্তিত্বে কিছুই আহ্বান করেন না যেহেতু পুত্রই হলেন তাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞা। লেখা আছে, *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মায়ই সেগুলোর সমস্ত কর্তৃত্বের আবির্ভাব* (ক)। এবং অধিক প্রজ্ঞাবান যোহন অনুসারে, ‘আদিতে ছিলেন বাণী ও বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর’ বলার পর যুক্তি সহকারে এটা যোগ করেন যে, ‘*সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি*’ (খ)।

১৩। পুত্র পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ও গৌরবে ও পরাক্রমে তাঁর সমকক্ষ: তা দেখাবার পর সেই পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাঁর মানুষ হওয়ার কথা উল্লেখ করেন ও মাংস-ব্যবস্থা রহস্য ব্যক্ত করেন: এতে তাঁরা উত্তম রূপে স্বীকার করেন, বিশ্বাস-পরম্পরা এভাবেই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হল। কেননা, তিনি যে ঈশ্বর রূপে পিতা ঈশ্বর-জনিত, তিনি যে তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, তিনি যে তাঁর ‘*হিপোস্তাসিসের ছাপ স্বরূপ*’ (ক), এসমস্ত কিছু শোনা ও ভাবা বিশ্বাসীদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কিন্তু এটাও জানা দরকার ছিল যে, তিনি সবার পরিত্রাণ ও জীবনের জন্য নিজেকে অবনমিত করায় একটি নারী থেকে

মাংস অনুসারে জন্মগ্রহণ করে '*দাসের অবস্থা ধারণ করলেন*' [খ] ও মানুষ হিসাবে এলেন। এজন্য তাঁরা বলেন, 'মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে অবরোহণ করলেন, মাংস হলেন ও মানুষ হলেন'।

লক্ষ কর তাঁদের যুক্তি কেমন করে যথার্থ ব্যবস্থা ও উপযোগী ক্রমবিন্যাস অনুসারে অগ্রসর হয়; কেননা তাঁরা বলেন, তিনি 'অবরোহণ করলেন' যাতে তেমনটা দ্বারা আমরা প্রভুকে স্বরূপে ও গৌরবে সবকিছুর অতিক্রমকারী বলে গণ্য করি; আরও, তিনি আমাদের জন্যই অবরোহণ করলেন কারণ, আমি বলছি, তিনি আমাদের সাদৃশ্য আপন করে নিতে ও নিজের মাংস দিয়ে জগৎকে উজ্জ্বল করে তুলতে ইচ্ছা করছিলেন। সামসঙ্গীত পুস্তকে লেখা আছে, *ঈশ্বর প্রকাশ্যেই আসবেন, নীরব থাকবেন না* [গ]। ইচ্ছা করলে সেই অবরোহণটা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে অর্থাৎ: স্বর্গ ও ঊর্ধ্ব থেকে বা স্বয়ং পিতা থেকেও অবরোহণ। যা কিছু আমাদের বোধশক্তির ঊর্ধ্বে, পবিত্র শাস্ত্র সাধারণত তা আমাদের পক্ষে বোধগম্য এমন কথা দ্বারাই ব্যক্ত করে। এজন্য পবিত্র শিষ্যদের উদ্দেশ করে তিনি বলতেন, *আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি এবং জগতের কাছে এসেছি; আবার জগৎকে ত্যাগ করছি এবং পিতার কাছে যাচ্ছি* [ঘ]; আরও, '*তোমরা নিম্নলোকের, আমি ঊর্ধ্বলোকের*' [ঙ]; এবং তিনি এটা যোগ করেন, *আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এখনও আসছি* [চ]। তাছাড়া ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত যোহন লেখেন, '*ঊর্ধ্বলোক থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে*' [ছ]; কেননা সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বতায় ও সবার উপরে সত্তা অনুসারে নিজের পিতার সঙ্গে থাকায় ও তাঁর সঙ্গে স্বরূপের সমতায় মুকুটভূষিত হয়েও '*তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে নিজেকে অবনমিত করলেন*' [জ]। ঈশ্বর হওয়ায় লোগোস-বাণী আমাদের মাংস ধারণ করলেন ও সেই অবস্থায়ও ঈশ্বর হয়ে থাকলেন; এজন্য পরমধন্য পল বলেন, তিনি মানুষের সদৃশ হলেন ও আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন। আমি যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, তিনি ছিলেন আমাদের অবস্থায় বিদ্যমান ঈশ্বর; তিনি যে প্রাণবিহীন মাংস ধারণ করলেন এমন নয়, যদিও কোন না কোন ভ্রান্তমতপন্থী [অর্থাৎ লাওদিকেয়ার আপাল্লিনারিউসের পন্থীরা] ঠিক তাই মনে

করে; না, তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় মাংসই ধারণ করলেন। এজন্য সেসময় সেই পিতৃগণ বললেন, পুত্র অবরোহণ করলেন: তিনি পিতার সত্তা থেকে উদ্গত সেই একমাত্র জনিত পুত্র, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, এবং তাঁর দ্বারা সবই হয়েছে; এবং এটাও বললেন, তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন অর্থাৎ নারী থেকে মাংস অনুসারে জন্ম বরণ করলেন ও আমাদের সদৃশ অবস্থামত এলেন। এসব কিছুই 'মানুষ হওয়া' এর অর্থ।

১৪। সুতরাং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এক, তিনি পিতার মানুষ হওয়া একমাত্র জনিত সেই একই লোগোস-বাণী যিনি যা ছিলেন তা হওয়া শেষ করেননি: তিনি মনুষ্যত্বেও ঈশ্বর হয়ে থাকলেন, দাসের অবস্থায়ও প্রভু হয়ে থাকলেন, মানবীয় অবমাননায়ও ঈশ্বরত্বের পূর্ণতার অধিকারী হয়ে থাকলেন, মাংসের দুর্বলতায়ও [স্বর্গীয়] কর্তৃত্বসমূহের প্রভু হয়ে থাকলেন; তাছাড়া, মানবীয় সীমার মধ্যে থেকেও তিনি স্বীয় সম্পদ রূপে সেটারই অধিকারী যা সমস্ত সৃষ্টজীবদের অতীত। মাংসের পূর্বে যা ছিলেন, এখনও অ-বিয়োগযোগ্য ভাবেই তিনি সেটার অধিকারী: হ্যাঁ, তিনি ছিলেন ঈশ্বর, সত্যকার পুত্র, একমাত্র জনিতজন, আলো, জীবন ও পরাক্রম। কিন্তু যা ছিলেন না, সেসম্পর্কে এটা সুস্পষ্ট যে, সেইসব কিছু তিনি ঐশব্যবস্থার লক্ষ্যেই [তথা ঈশ্বরের রহস্যময় পরিত্রাণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই] ধারণ করলেন, কেননা মাংসের যত বৈশিষ্ট্য তা তিনি আপনই করলেন। সেই মাংস অন্যের মাংস ছিল না, তাঁর নিজেরই মাংস ছিল, এমন মাংস যা তাঁর সঙ্গে অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয় ভাবে একত্রিত ছিল: প্রজ্ঞাবান যোহন এবিষয়ে বলেন, *বাণী হলেন মাংস* (ক)। রূপান্তর, পরিবর্তন বা বদলির মধ্য দিয়ে মাংসের স্বরূপে পার হলেন এজন্যই যে তিনি মাংস হলেন এমন নয়; তিনি যে মিশ্রণ বা সংমিশ্রণ বা সংসত্তা-বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার অধীন হলেন এজন্যও নয় (খ): এটা তো কোন না কোন ভ্রান্তমতপন্থীই সমর্থন করে (এ এমন যা সম্ভব নয়, কেননা স্বরূপে তিনি অপরিবর্তনশীল ও রূপান্তরসাপেক্ষ নন), কিন্তু এজন্যই [তিনি মাংস হলেন], কারণ কুমারীশোভন ও অক্ষুণ্ন একটা দেহ থেকে ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় মাংস আপন করে নিয়ে তা নিজেরই মাংস করে তুললেন। ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত পবিত্র শাস্ত্রের সাধারণ পদ্ধতিই গোটা মানুষকে বোঝাবার জন্য কেবল মাংসই নির্দেশ করা: *আমি সমস্ত মাংসের উপর আমার*

আত্মা বর্ষণ করব (গ)। ঈশ্বর ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় নয় এমন কোন মাংসের উপরে নয়, কিন্তু প্রাণ ও দেহ বিশিষ্ট মানুষদের উপরেই নিজের অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

১৫। এজন্য লোগোস-বাণী যা ছিলেন তা হওয়া শেষ না করে মানুষ হলেন, ও আমাদের অবস্থার সদৃশ অবস্থায় আবির্ভূত হয়েও লোগোস-বাণী হয়ে থাকলেন। কিন্তু এটা বলে যেন এমনটা না ভাবি যে, খ্রিষ্ট আগে মানুষ হলেন ও পরে ঈশ্বর হবার জন্য এগিয়ে গেলেন; না; বরং ঈশ্বর হওয়ায় লোগোস-বাণী মানুষ হলেন যাতে এটা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, তাঁর মধ্যে ঈশ্বর ও মানুষ একইসময়ে উপস্থিত। যারা তাঁকে দু'টো পুত্রে বিচ্ছিন্ন করে ও এমনটা বলতে দুঃসাহস করে যে, লোগোস-বাণী-ঈশ্বর দাউদ-বংশ থেকে সঞ্জাত মানুষকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন ও তার উপরে মর্যাদা, সম্মান, পুত্রত্বের উৎকৃষ্টতা সঞ্চার করলেন ও ক্রুশ সহ্য করতে, মৃত্যুবরণ করতে, ও এ সমস্ত প্রতীকমূলক ঐশ্বরিক সম্মানের গ্রহীতা রূপে সকল সৃষ্টজীবদের আরাধনার পাত্র হবার লক্ষ্যে পুনরুজ্জীবিত হতে, স্বর্গে আরোহণ করতে ও পিতার ডান পাশে আসন নিতে তাকে উপযোগী করলেন, তারা সর্বপ্রথমে দু'টো পুত্রের কথা প্রচার করে, এবং, দ্বিতীয়ত, অজ্ঞতা সহকারে রহস্যের শক্তিকে একেবারে বিকৃত করে। আমি যেমনটা বলেছি, সেই অনুসারে, খ্রিষ্ট যে মানুষ-অবস্থা থেকে ঈশ্বর হলেন এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বর হওয়ায় লোগোস-বাণী মাংস অর্থাৎ মানুষ হলেন। এটা ঘোষণা করা হয় যে, তিনি নিজেকে অবনমিত করলেন, কারণ সেই অবমাননার পূর্বে নিজের স্বরূপে তিনি ছিলেন সেই পূর্ণতার অধিকারী যা গুণে তিনি ঈশ্বর বলে পরিগণিত। তিনি অবমাননা থেকে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হলেন এমন নয়, বরং ঐশ্বরিক উচ্চতা থেকে ও অনির্বচনীয় গৌরব থেকে নিজেকে নমিত করলেন; অতএব, তিনি যে সাধারণ মানব অবস্থা থেকে গৌরবে উন্নীত হলেন তা নয়। স্বাধীন ছিলেন বলেই তিনি দাসের অবস্থা আপন করে নিলেন, তিনি যে দাসের অবস্থা থেকে স্বাধীনতার গৌরবে আরোহণ করলেন এমন নয়। যিনি পিতার [ঐশ] অবস্থায় ও সমতায় ছিলেন, তিনি মানুষদের সদৃশ হলেন; তিনি এমন মানুষ নন যে-মানুষ অংশগ্রহণ গুণে ঈশ্বরের সঙ্গে সমতুল্যতাকে অর্জন করল।

১৬। তবে, ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত যে শাস্ত্র তাঁকে ঈশ্বর বলে জানে ও অনবরতই তাঁকে মানুষ-হওয়া একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করে, সেই গোটা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা কেনই বা ঐশব্যবস্থার মূল-নিয়মসমূহ উলট পালট করে ও সত্যের মিথ্যা বর্ণনা দেয়? এজন্যই আদিপুস্তকে মোশি এটা লিখলেন যে, ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত যাকোব নিজের সন্তানদের যাব্বোক নদী পার করালেন ও একা রইলেন; পরে *একটি মানুষ ভোর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গড়াগড়ি করলেন; এবং যাকোব সেই জায়গার নাম ঈশ্বরের মুখমণ্ডল রাখলেন; তিনি বললেন, আমি তো ঈশ্বরকে মুখোমুখিই দেখেছি ও আমার প্রাণ বেঁচে থাকল; যখন তিনি ঈশ্বরের মুখমণ্ডল দেখলেন, তখন সূর্য উঠছিল, ও যাকোব তাঁর কোমরের জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন* (ক)। কেননা ঈশ্বর সেই পিতৃকুলপতিকে আগে থেকেই দেখালেন, তাঁর একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী একদিন মানুষ হবেন, ও তাঁর বিরোধী হবে সেই ইস্রায়েল যে তাঁর সম্পর্কে সরল পায়ে এগিয়ে চলবে না বরং খোঁড়ার মত হাঁটবে, সেইভাবে যেভাবে তিনি নিজে কাব্যিক সুরে বলেন, *ভিনদেশী সন্তানেরা আমাকে মিথ্যা বলল, ভিনদেশী সন্তানেরা পরাজিত হল ও তাদের পথ থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটল* (খ)। আমি মনে করি, যাকোবের সেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ঠিক তাই বোঝায়।

উপরন্তু এটাও ভাবুন: যদিও তাঁর বিরুদ্ধে একটি মানুষ লড়াই করেছিল, তবু তিনি বলেন, তিনি ঈশ্বরকে 'মুখোমুখিই' দেখেছিলেন। কেননা যখন ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মানুষ হলেন, তখনও তিনি পিতার [ঐশ] অবস্থায় রইলেন: আমি বলতে চাই, আধ্যাত্মিক প্রতীক ও গোটা অপরিবর্তনশীলতা অনুসারেই তিনি পিতার অবস্থায় রইলেন। এজন্য '*পিতার হিপোস্তাসিসের ছাপ-স্বরূপ*' (গ) যিনি, তিনি মাংসেও নিজেকে দেখিয়ে ফিলিপকে বলেছিলেন, *যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে* (ঘ)।

১৭। যখন তিনি একটা জন্মান্ধকে নিরাময় করেছিলেন, তখন মন্দিরে তাকে খুঁজে পেয়ে বললেন, 'মানবপুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?'; লোকটা উত্তরে বলল, 'প্রভু, তিনি কে, আমি যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি'; তিনি তাকে বললেন,'*তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই সে* (ক)। সেই অন্ধ লোক তাঁকে অনাবৃত বা মাংসহীন অবস্থায় নয়, আমাদের সদৃশ অবস্থায়ই দেখেছিল; যাঁকে দেখতে

পাচ্ছিল তাঁরই প্রতি, অন্য এক পুত্রের সঙ্গে সংযুক্ত পুত্রের প্রতি নয় কিন্তু সেই একমাত্রজনেরই প্রতি বিশ্বাস রাখল যিনি স্বরূপে ও সত্যে মানব জগতের উপরে দীপ্তি ছড়াচ্ছিলেন।

১৮। ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত মোশি সেই আশীর্বাদ-মালায় বলেন, *লেবীকে তাঁর অভিব্যক্তি, ও সেই পবিত্র মানুষেক সত্য দাও, যাকে তারা পরীক্ষার দিনে যাচাই করল, বিবাদের জলাশয়ে অপমান করল। নিজের পিতামাতার বিষয়ে যিনি বলেন: আমি তোমাকে দেখিনি, ও নিজের ভাইদের চিনে নেননি* (ক)। সবার ঈশ্বর যিনি, তিনি আরোনকে বৈচিত্র্যময় ভাবে অলঙ্কৃত একটা পোশাক বানাতে আজ্ঞা করেছিলেন; তেমন পোশাক কেবল মহাযাজকেরই জন্য বিধেয় ছিল, ও কেবল তারই বিশেষত্বের চিহ্ন ছিল। তাছাড়া মহাযাজকের বুকে ঝুলন্ত ক'টা পাথর ছিল, সেগুলো সংখ্যায় বারোটা, ও সেগুলোর মধ্যস্থানে আরও দু'টো পাথর ছিল তথা 'অভিব্যক্তি' ও 'সত্য' পাথর। সেই বারোটা পাথরের মধ্য দিয়ে রূপক দ্বারা সেই পবিত্র প্রেরিতদূতদের সমাবেশকে দেখানো হচ্ছিল যাঁরা সেই ইম্মানুয়েলকে কেমন যেন চারদিকে ঘিরে রাখেন যিনি স্বয়ং 'অভিব্যক্তি' ও 'সত্য'। বাস্তবিকই কে সত্য প্রকাশ করলেন এবং ছায়া ও প্রতীক শরণে উপাসনা বাতিল করে দিলেন?

১৯। ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী যখন মানুষ হলেন, তখন তিনি আমাদের মহাযাজক হয়ে উঠলেন: একথা কেমন করে সন্দেহের বিষয় হতে পারে যখন ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত পল বলেছেন, *আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজকের প্রতি, সেই যিশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ; যিনি তাঁকে নির্মাণ করেছেন, তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত* (ক)। এবিষয়ে সবাই ন্যায়সঙ্গত ভাবে একমত যে, যাজকত্বের মর্যাদা মানবীয় সীমার অপ্রাকৃতিক নয় ও ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর স্বরূপের ও গৌরবের নিম্নতর; কিন্তু তা মাংস অনুযায়ী ব্যবস্থার অনুপযোগী নয় যেহেতু তিনি মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য আপন করলেন। এজন্য তিনি বলেন, তোমরা 'লেবিকে' তথা যাজককে 'তাঁর অভিব্যক্তি ও সত্য দাও'। তিনি যে কোন্ লেবি তথা কোন্ যাজককে লক্ষ করছেন, তা 'সেই পবিত্র মানুষ' কথাটা বলায়ই ঘোষণা করেন; কেননা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট কোন পাপ

করেননি। এজন্য তাঁর বিষয়ে পল বলেন, *তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত* (খ)। এঁকেই *তারা পরীক্ষায় পরীক্ষা করেছিল, বিবাদের জলাশয়ে অপমান করেছিল* (গ)। আহা, কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি তাঁকে 'মানুষ' বলে অভিহিত করার পর সাথে সাথে তাঁকে সেই ঈশ্বর বলে দেখালেন যাঁকে ইস্রায়েল প্রান্তরে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল ও পরে বিবাদের জলাশয়ে পরীক্ষা করেছিল। সামসঙ্গীত-রচয়িতাও একদিন একই বিষয় সত্যায়িত করে বলবেন, 'মরুপ্রান্তরে শৈলশিলা বিদীর্ণ ক'রে তিনি মহা অতল গহ্বরেই যেন তাদের প্রচুর জল পান করালেন; শৈল থেকে বের করে আনলেন কত জল, নদনদীর মতই বইয়ে দিলেন জল'। তারপর কি লেখা আছে? তিনি বলেন, *তারা অন্তরে ঈশ্বরকে যাচাই করল; ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গজগজ করে একথা বলল, ঈশ্বর কি মরুপ্রান্তরে ভোজনপাট সাজাতে পারবেন যেহেতু তিনি শৈলে আঘাত হানলেই বইতে লাগল জল, উছলে পড়ল যত খরস্রোত। তিনি কি রুটিও দিতে পারবেন, আপন জনগণের জন্য কি ভোজনপাট সাজাতে পারবেন?* (ঘ)। তাই আপনি বুঝে নিন, মোশি যাঁকে 'মানুষ' বলে ডাকেন, তারা নিরাময়কারী সেই ঈশ্বরকে কেমন অপমান করল। ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত পলও একইভাবে ব্যাখ্যা অবলম্বন করে লেখেন, *তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রিষ্ট* (ঙ)। তাই, যে মানুষকে তারা গালাগালি দিচ্ছিল তিনি ছিলেন সেই পূর্ব মাংস-হওয়া-মানুষ যাঁকে ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা যাচাই করা হত।

২০। অবশ্যই, মোশি আর একটা চিহ্ন দ্বারাও এব্যাপার বিষয়ে নিশ্চিত করেন যে, মাংসের পূর্বকালে পুত্র দাউদ-বংশ থেকে সঞ্জাত পুত্রের চেয়ে ভিন্ন ছিলেন না (যেইভাবে কেউ কেউ বলতে দুঃসাহস করে) বরং ছিলেন এক ও একই পুত্র: মাংসধারণের পূর্বে তিনি কেবলমাত্র লোগোস-বাণী ছিলেন, কিন্তু পবিত্রা কুমারী থেকে জন্মগ্রহণের পরে তিনি ছিলেন মাংস-হওয়া ও মানুষ-হওয়া, সেই ভাবে যেভাবে সেই পবিত্র পিতৃগণ লিখলেন। কেননা, মোশি এমনটা ভান ক'রে যে, কেউ না কেউ তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখছিল ও জানতে চাচ্ছিল তিনি কোন্ মানুষের কথা উল্লেখ করছিলেন, মোশি এ উত্তর দেন যে, তিনি সে-ই যাঁকে ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে ও অপমান করা হয়েছে;

এবং কেমন যেন হাত বাড়িয়ে যিশুকে নির্দেশ করে তিনি বলেন, তিনি সে-ই *নিজের পিতামাতার বিষয়ে যিনি বলেন আমি তোমাকে দেখিনি, ও নিজের ভাইদের 'চিনে নেননি'* (ক)। আমরা এটা স্মরণ করি যে, পবিত্র সুসমাচার-রচয়িতাদের একজন লিখলেন, একসময় খ্রিষ্ট উপদেশ দানকালে ও কয়েকজনকে শিক্ষা দানকালে তাঁর মা ও ভাইয়েরা উপস্থিত হলেন; যেহেতু একজন শিষ্য তাঁকে ছুটে গিয়ে বলল, 'দেখুন, আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন', সেজন্য শিষ্যদের উপর হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, *যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও তা পালন করে, তারাই আমার মা ও আমার ভাই; যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা* (খ)। আমি মনে করি, মোশি ঠিক এবিষয়েই কথা বলছিলেন যখন বলছিলেন, 'সেই তিনি, নিজের পিতামাতার বিষয়ে যিনি বলেন আমি তোমাকে দেখিনি, ও নিজের ভাইদের চিনে নেননি'।

২১। হ্যাঁ, অধিক প্রজ্ঞাবান সেই দানিয়েলও বলেন, তিনি আমাদের মানবীয় অবস্থার একই অবস্থায় ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণীকে দেখেছিলেন। তিনি বললেন, লক্ষ লক্ষ উপস্থিত প্রাণী ও কোটি কোটি সেবক নিয়ে সিংহাসনে আসীন বহুদিনের সেই প্রাচীনজনকে দেখেছিলেন, এবং (আমি এখানে কিছুটা বাদ দিচ্ছি) বলে চললেন, *আমি রাত্রিবেলায় দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন আসছেন: তিনি বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে এগিয়ে এলে তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল; তাঁকে আরোপ করা হল সম্মান ও রাজ-অধিকার; ও সকল গোষ্ঠী ও সকল জিহ্বা তাঁর সেবা করবে* (ক)। লক্ষ কর, সেসময় তিনি প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্ট ভাবে সেই ইম্মানুয়েলকে দেখলেন যিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে আরোহণ করছিলেন। কেননা তাঁকে একটা মেঘ ঘিরে রাখল ও দানিয়েল এটা বলেন যে, তিনি সাধারণ একটা মানুষ ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন 'মানবপুত্রের মত': আমাদের সদৃশ-হওয়া লোগোস-বাণী ছিলেন ঈশ্বর। তেমনিভাবে ব্যাপারটা বুঝে অধিক প্রজ্ঞাবান পলও এটা বলেন যে, তিনি মানুষদের সদৃশ হলেন, আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন ও মর্তবাসীদের কাছে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে দেখা দিলেন (খ)। তিনি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোজন গুণে ঈশ্বর হিসাবে সম্মানিত একটি মানুষ হতেন, তাহলে নবী বলতেন, তিনি যাঁকে

মেঘের সঙ্গে আসতে দেখেছিলেন তিনি ছিলেন 'ঈশ্বরের মত' বা 'ঈশ্বরের পুত্রের মত'; কিন্তু তিনি তেমনটা বলেন না, বরং বলেন, তিনি 'মানবপুত্রের মত'। তাই তিনি জানেন: তিনি ছিলেন ঈশ্বর, তিনি ছিলেন মানুষ-হওয়া-পুত্র অর্থাৎ, পলের কথা অনুসারে 'মানুষের সদৃশ-হওয়া' পুত্র। মাংসে আত্মপ্রকাশ করলেও তিনি 'বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে এগিয়ে গেলেন' তথা সনাতন পিতার সিংহাসন পর্যন্ত আরোহণ করলেন। 'তাঁকে আরোপ করা হল সম্মান ও রাজ-অধিকার, ও সকল গোষ্ঠী ও সকল জিহ্বা তাঁর সেবা করবে'। যখন তিনি বলেছিলেন, *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর* (গ), তখন নিঃসন্দেহেই এসমস্ত নির্দেশ করতে ইচ্ছা করছিলেন।

২২। ঈশ্বরের মাংস-হওয়া লোগোস-বাণী যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আসীন ও মাংস-সহও গৌরবে তাঁর সমান (কেননা পুত্র যখন মানুষ হলেন সেসময়ও তিনি এক ছিলেন), একথা অধিক প্রজ্ঞাবান পলই বলেন, কেননা তিনি লেখেন, *আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন* (ক)। হ্যাঁ, যখন একজন ইহুদী লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি সত্যিই সেই খ্রিষ্ট কিনা, তখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নিজেও ঘোষণা করেন, *আমি তোমাদের বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না; আর তোমাদের প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে না; কিন্তু এখন থেকে মানবপুত্র ঈশ্বরের পরাক্রমের ডান পাশে আসীন থাকবেন* (খ)। সুতরাং, পবিত্র নবীদের সমাবেশ ঈশ্বরত্বের সিংহাসনে মাংস-হওয়া-পুত্রকেও দেখতে পেল।

২৩। এসো, নূতন নিয়মের ঘোষকদের দেখতে যাই, জগতের সেই ধর্মগুরুদের দেখতে যাই যাঁদের বিষয়ে খ্রিষ্ট নিজেই বলতেন, *বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন* (ক)। তবে আমরা ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেই বাপ্তিস্মদাতাকেও দেখতে পাব যিনি বলেন, *আমার পরে এমন মানুষ আসছেন, যিনি আমার আগে নির্মিত হয়েছেন, কারণ আমার আগেও ছিলেন* (খ)। যিনি তাঁর পরে আসছিলেন তিনি কেমন করে তাঁর আগে ছিলেন? খ্রিষ্ট যে মাংস অনুসারে যোহনের পরবর্তীকালীন, একথা কি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়? এবিষয়ে আর কি বলা

যায়? ত্রাণকর্তা নিজেই সমস্যা সমাধান করেছেন; ইহুদীদের কাছে কথা বলার সময়ে তিনি বলছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: আব্রাহাম জন্মাবার আগে আমিই আছি* (গ)। কেননা ঈশ্বরত্ব অনুসারে তিনি আব্রাহামের আগেও ছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিব্যক্তির পরে মানুষ হিসাবে তাঁর পরবর্তীকালীন বলে গণ্য। উপরন্তু, যেহেতু পিতা ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলছিলেন, *আমি আমার গৌরব অন্যের হাতে ছেড়ে দেব না* (ঘ) (কেননা তিনি ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই), সেজন্য খ্রিষ্ট আমাদের বললেন, *মানবপুত্র পবিত্র দূতবাহিনীর সঙ্গে নিজের পিতার গৌরবে আসবেন* (ঙ)। স্বর্গ থেকে অবরোহণকারী এক মানবপুত্রের প্রতীক্ষায় অধিক প্রজ্ঞাবান পল লেখেন, *ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি* (চ)। যারা ইস্রায়েলের রক্তের মানুষ, তাদের বিষয়ে অন্যত্র কথা বলে তিনি এটা বলেন যে, *সেই প্রতিশ্রুতি, সেই বিভিন্ন সন্ধি ও সেই বিধান, সব তাদেরই; মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে, ধন্য ঈশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন* (ছ)।

২৪। সুতরাং, পিতৃগণের স্বীকারোক্তির পদচিহ্নে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এগিয়ে চলতে চলতে আমরা বলি, পিতা ঈশ্বর-জনিত লোগোস-বাণী নিজে হলেন সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি মাংস হলেন, মানুষ হলেন, যন্ত্রণাভোগ করলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন। সার্বিক স্বীকারোক্তি ক্রমে তাঁর নিজের স্বরূপ গুণে ঈশ্বরের লোগোস-বাণী হলেন যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন, ও তত অবোধ এমন কেউই নেই যে এটা ভাববে, সমস্ত স্বরূপের উপরে উর্ধ্বতম যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ যন্ত্রণাসাপেক্ষ হতে পারে। কিন্তু, পবিত্রা কুমারী থেকে আগত মাংসকে নিজেরই মাংস করায় যেহেতু তিনি মানুষ হলেন, সেজন্য ঐশব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুসরণ করে আমরা ঘোষণা করি, তিনি নিজের মাংসে মানবীয় ভাবে যন্ত্রণাভোগ করলেন যদিও ঈশ্বর বলে তিনি যন্ত্রণাধীনতার বাইরে রয়েছেন। কেননা, ঈশ্বর বলে যদিও তিনি মানুষ হলেন, তবু ঈশ্বর হওয়া কখনও শেষ

করেননি; যদিও তিনি সৃষ্টজীবের অংশী হলেন, তবু সৃষ্টজীবের ঊর্ধ্বে রইলেন; ঈশ্বর হিসাবে অস্তিত্বশীল বিধায় যদিও তিনি বিধানকর্তা, তবু বিধানকর্তা হয়ে থেকেও বিধানের অধীন হলেন (ক); ঈশ্বর হওয়ায় যদিও তিনি প্রভু, তবু দাসের অবস্থা ধারণ করলেন (খ) যদিও প্রভুত্বের মর্যাদা অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিজস্ব বলেই রাখতে থাকেন; একমাত্র জনিতজন হিসাবে যদিও তিনি বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হয়ে থাকেন (গ), তবু একমাত্র জনিতজনও হয়ে থাকেন। মানুষ বলে মাংসে যন্ত্রণা ভোগ করায় যদি তিনি ঈশ্বর বলে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন বলে গণ্য, তবে এতে বিস্ময়ের কী আছে?

২৫। এজন্য অধিক প্রজ্ঞাবান পল বলেন, যিনি পিতা ঈশ্বরের অবস্থায় ও সমতায় বিরাজমান, সেই লোগোস-বাণী *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন* (ক)। তাঁর পত্রাবলির অন্য একটা পত্রে তিনি তাঁর বিষয়ে বলেন, *তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে, সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ* (খ)। তাছাড়া তিনি বলেন, তাঁকে মণ্ডলীর মাথারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (গ) ও তিনি নিদ্রাগতদের প্রথমফসল ও মৃতদের মধ্যে প্রথমজাত (ঘ)। উপরন্তু, পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণী হলেন জীবন ও জীবনদাতা, কেননা তিনি জীবন থেকে তথা আপন জনক থেকে উৎসারিত। তেমনটা হলে তিনি কেমন করে মৃতদের মধ্যে প্রথমজাত ও নিদ্রাগতদের প্রথমফসল হলেন? উত্তর এ, কারণ তিনি মাংসকে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম করার পর তা তাঁর নিজের মাংস করলেন: এবিষয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান পল বলেন, *ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করলেন* (ঙ); এবং তেমনটা সেই মাংসের গুণে সিদ্ধিলাভ করল যে মাংস যন্ত্রণাভোগ করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু এজন্য নয় যে, তিনি জীবন হওয়া শেষ করেছিলেন। তাই যদিও বলা হয়, তিনি মাংসে যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তথাপি তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপে তিনি যন্ত্রণাসাপেক্ষতা গ্রহণ করে নেননি, বরং, যেইভাবে আগেও বলেছি, তিনি নিজের মাংসে সেই মাংসকে ধারণ করলেন যা যন্ত্রণা ভোগ করতে সক্ষম ছিল।

২৬। এজন্যই সেই ধন্য নবী ইশাইয়া এবিষয়ে সচেতন হয়ে যে সেই মানুষ-হওয়া ঈশ্বর মাংসে যন্ত্রণা ভোগ করবেন তাঁর বিষয়ে বললেন, *তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়েদের সামনে নীরব মেষেরই মত—তবু খুললেন না মুখ। বিচারিত হয়ে তাঁকে জোর প্রয়োগে নেওয়া হল; কে তাঁর প্রজননের কথা বর্ণনা করবে? কেননা তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উত্তোলন করা হচ্ছে* (ক)। সুতরাং, এসমস্ত ভক্তিহীন মতবাদের প্রণেতারা যেইভাবে বলে থাকে, সেই অনুসারে যদি তিনি কেবল এমন একটা মানুষ ছিলেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত পুত্র বলে গণ্য, তাহলে এমন একটা লোক পাওয়া যে তাঁর প্রজননের কথা বর্ণনা করবে তা কেমন করে কঠিন ব্যাপার হতে পারে? কেননা তিনি যেসে-বংশ থেকে সঞ্জাত হয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর প্রজনন বা সেই প্রজনন যে কেমন হয়েছে, তা কেইবা বর্ণনা করতে পারে? 'তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উত্তোলন করা হচ্ছে', অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব (এখানে 'জীবন' বলতে 'অস্তিত্বই' বোঝায়) ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়ে পৃথিবী বাসীদের উপর উড়তে থাকে। অনির্বচনীয় স্বরূপ বিষয়টা মানবীয় মন দ্বারা বোধগম্য নয়, তা ধারণাতীত।

২৭। আমি যা বলে এসেছি, তাতে এটাও যোগ করব। অধিক প্রজ্ঞাবান পলের কথা অনুসারে *প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক* (ক)। যেহেতু প্রভু এক, বিশ্বাস এক ও বাপ্তিস্ম এক, সেজন্য যে প্রভুতে আমরা বিশ্বাস রেখেছি ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই প্রভু কে? আমরা নিঃসন্দেহে এটা ঘোষণা করতে পারি যে, পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর উপরে সেই প্রভুত্ব, আমাদের বিশ্বাস ও সেই পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম আরোপ করা উত্তমরূপে বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিকই তিনি পবিত্র প্রেরিতদূতদের এ আদেশ দিয়েছিলেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (খ)। এবং ঐশপ্রেরণাপ্রাপ্ত পল সেই প্রভুত্বের গৌরব, বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ও পবিত্র বাপ্তিস্মের পরাক্রম এ বলে প্রকাশ করেন, *তুমি মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? অর্থাৎ, খ্রিষ্টকে নামিয়ে আনবার জন্য কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? একথাও বলো না, কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে? অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে? আসলে শাস্ত্র কী বলে? সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে। অর্থাৎ,*

এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; কেননা মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে (গ)। তাছাড়া তিনি এটাও লেখেন, *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি?* (ঘ)। লক্ষ করুন কেমন স্পষ্টতা ও প্রজ্ঞা সহকারে তিনি প্রভুত্ব, বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ও পবিত্র বাপ্তিস্মের সেই অনুগ্রহও তাঁরই উপর আরোপ করেন যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

২৮। তবে কি, আমরা দু'টো পুত্রতে বিশ্বাস করি? আমরা কি, পিতা থেকে দীপ্তিমান লোগোস-বাণীকে এক পাশে ফেলে রেখে প্রভুত্বের গৌরব, বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ও স্বর্গীয় বাপ্তিস্ম তাঁরই উপর আরোপ করি যিনি অন্য এমন পুত্র বলে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন যিনি তাঁর থেকে ভিন্ন? তেমন কিছু ভাবা বা বলা কেমন করে নির্বুদ্ধিতা এমনকি একেবারে অভক্তি না হয়ে পারবে? তাই আমরা কি বলব? সত্যিই 'এক প্রভু, এক বিশ্বাস ও এক বাপ্তিস্ম রয়েছে।' কেননা পুত্র ও প্রভু এক, কিন্তু এজন্য নয় যে লোগোস-বাণী সংযোজন ক্রমে (ক) একটা মানুষকে ধারণ করে তাকে তাঁর নিজের মর্যাদার অংশী করলেন ও তাকে পুত্রত্ব ও প্রভুত্ব সঞ্চার করলেন, সেইভাবে যেভাবে সেই উন্মাদেরা বলে ও লিখেছে, বরং এই কারণে যে, যিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, যিনি আলো থেকে আলো, সেই লোগোস-বাণী মানুষ হলেন ও মাংস হলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে কারণ তিনি আপন মাংসের মনুষ্যত্ব অনুসারে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন কিন্তু ঈশ্বরত্ব অনুসারে যন্ত্রণাতীত ও সদা-জীবিত হয়ে রইলেন: তিনিই তো পিতা ঈশ্বরের জীবন থেকে জীবন। যে মৃত্যু জীবনের দেহ আক্রমণ করতে দুঃসাহস করেছিল, সেই মৃত্যু এইভাবেই পরাজিত হয়েছিল। তেমনিভাবে আমাদের মধ্যেও ক্ষয়শীলতা ধ্বংসিত হয়েছে ও মৃত্যুর প্রতাপ দুর্বল করা হয়েছে। এজন্যই খ্রিষ্ট বলতেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই* (খ)। অতএব, খ্রিষ্টের পবিত্র দেহ ও রক্ত জীবনদায়ী। কেননা, যেইভাবে বলেছি, সেই অনুসারে, সেই দেহ সাধারণ এমন একটা

মানুষের দেহ নয় যে জীবনের সহভাগী, বরং তাঁরই প্রকৃত দেহ যিনি জীবন, তথা সেই একমাত্র জনিতজনেরই আপন দেহ।

২৯। আমাদের সঙ্গে খ্রিষ্টে প্রিয় সেই পবিত্র পিতৃগণের সমবেশও একই ধারণা সমর্থন করে, যিনি আজ কনস্তান্তিনোপলিসের পবিত্র মণ্ডলীর আসন ভূষিত করেন সেই ধর্মপ্রাণ ও ভক্তিময় ভাই ও বিশপত্বে সঙ্গী প্রক্লসও সেই মত ভাবেন। তিনি ভক্তিময় সেই প্রাচ্য বিশপদের কাছে একথা লিখেছেন, 'যিনি অপরিবর্তনশীল ভাবে রূপবিহীন, তিনি মাংস হলেন; যিনি অনাদি, তিনি মাংস অনুসারে জন্ম নিলেন; যিনি স্বরূপে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত, তিনি দেহগত বয়সে অগ্রসর হন; যিনি যন্ত্রণাতীত তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেন; যে অপমান সহ্য করেন তা তিনি যা ছিলেন তাতে নয়, কিন্তু দেহের যন্ত্রণা গ্রহণ করায়, যা তিনি হলেন, তাতেই তা সহ্য করেন। একথার চেয়ে ভিন্ন কথা যারা ভাবে বা লেখে, তাদের দুষ্ট অভিমত এখন অভক্তিতে ও সত্যকার ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিতে একেবারে পচা বলে প্রকাশিত।

৩০। খ্রিষ্ট বিষয়ক তাঁদের বিবরণী সমাপ্ত করার পর সেই ত্রিগুণ-ধন্য পিতৃগণ পবিত্র আত্মার কথা স্মরণ করান: তাঁরা সেই পবিত্র আত্মায় নিজেদের বিশ্বাস সেইভাবে ঘোষণা করেন যেভাবে পিতা ও পুত্র বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; তিনি, বলতে গেলে, পিতা ঈশ্বরের জলের উৎস থেকে বের হন বা [আরও সূক্ষ্ম ভাষায়] *বের হয়ে এগিয়ে চলেন* (ক), ও সেই পুত্রের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির উপর বর্ষিত যিনি (কথাটা স্মরণ করুন) পবিত্র প্রেরিতদূতদের উপর ফুঁ দিয়ে বলেছিলেন, *পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর* (খ)। সুতরাং, [পবিত্র] আত্মা হলেন ঈশ্বর ও ঈশ্বর থেকে [উৎসারিত], যে সত্তা সমস্ত সত্তার অতিক্রম করে, তিনি সেই সত্তা থেকে অন্য কিছু নন বরং সেই সত্তা থেকে [আগত], সেই সত্তায় [বিরাজমান] ও [নিজেই] সেই সত্তার অধিকার।

৩১। তবে এটাই হল সেই পবিত্র পিতৃগণের সোজা অবিচল বিশ্বাস বা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি। তথাপি, যেইভাবে পল বলেন, সেই অনুসারে *এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী*

মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রিষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের সেই দীপ্তি না দেখতে পায় যা তাদের উপরে জাজ্জ্বল্যমান (ক)। এটা জানা কথা যে, কেউ না কেউ সত্যের সোজা পথে চলা বন্ধ করেছে ও *নিজেদের বিষয়ে এমন দাবি রেখে যে, তারা নাকি বিধানপন্ডিত, অথচ যা বলে ও যা জোর দিয়ে সমর্থন করে, তা নিজেরাও না বুঝে* (খ) পথের চাঁইয়ের উপরে ছোটে। তারা পুত্রত্বের গৌরব কেবল পিতা ঈশ্বর থেকে উৎসারিত সেই লোগোস-বাণীতে আরোপ করে, এটাই ঘোষণা ক'রে যে, যেসে ও দাউদ বংশের অন্য এমন পুত্রকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যে লোগোস-বাণীর পুত্রত্বের, ঐশ্বরিক মর্যাদার ও বসবাসের অংশী, ও তাঁর থেকে সবকিছু গ্রহণ করে থাকে কিন্তু নিজে থেকে কোন কিছুরই অধিকারী নয়। আমি মনে করি, সেই ধরনের লোকদের বিষয়েই ত্রাণকর্তার শিষ্যেরা একথা লিখেছিলেন, *কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ভক্তিহীন মানুষ গোপনে গোপনে অনুপ্রবেশ করেছে,—এই বিষয়ে দণ্ডের পাত্র হবার জন্য তারা তো বহুদিন থেকেই চিহ্নিত—যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় বিকৃত করে, এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে* (গ)। মানব অবস্থায় প্রকাশ্য লোগোস-বাণী ন্যায়সঙ্গত ভাবেই 'যিশু খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত। তাই আমাদের সেই বিরোধীরা যারা নিজেদের চরম উন্মাদনায় নেস্তরিউসের ও থেওদোরুসের অভিমত সমর্থন করতে বা ব্যক্ত করতে লজ্জা করে না, তারা আমাদের জিজ্ঞাসায় উত্তর দিতে বাধ্য: 'যিনি পবিত্রা কুমারী থেকে সঞ্জাত, তোমরা কি তাঁকে ঈশ্বর ও পিতা ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র হওয়া অস্বীকার কর? পাছে ঈশ্বর যন্ত্রণাসাপেক্ষ বলে ঘোষিত হন, তোমরা লোগোস-বাণী-ঈশ্বর থেকে যন্ত্রণাভোগ প্রত্যাহার করে কেবল তাঁর উপরেই কি যন্ত্রণাভোগ আরোপ কর?' এটাই হল তাদের বিরক্তিকর ও ঘোলা কল্পনার মূল বিষয়। তেমনটা হলে তবে পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণীকে, লোগোস-বাণী হিসাবে, 'খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত করা উচিত হত না, কেননা যন্ত্রণা যখন মাংস থেকে আলাদা ভাবে ধারণা করা হয় তখন যেমন তাঁর সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না, তেমনি তৈলাভিষেকও [খ্রিষ্টের অর্থই তৈলাভিষিক্ত] তাঁর বেলায় অসঙ্গত। কেননা ঈশ্বর নাজারেথের যিশুকে পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করেছেন (ঘ), কিন্তু ঈশ্বরের লোগোস-বাণী নিজেতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তাঁর পক্ষে

কোন তৈলাভিষেক আদৌ দরকার ছিল না। তেমনটা হলে তবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অস্বীকার কর, সেই একমাত্র জনিতজনকে জগতের প্রতি সমস্ত ভালবাসা থেকে বঞ্চিত কর। তোমাদের পক্ষে তাঁকে ‘খ্রিষ্ট’ বলে অভিহিত করা আর চলবে না। মানবীয় সীমাবদ্ধতার গন্ডির মধ্যে সৃষ্ট তাঁর অস্তিত্ব কি নিছক ব্যাপার ছিল না? তেমনটা হলে তবে ব্যাপারটা তাঁর বেলায় অসঙ্গত বলে গণ্য হওয়ায় আর কেউই যেন তাঁর মানুষ হওয়াটা মেনে না নেয় যার ফলে খ্রিষ্ট তাদের বলতে পারেন, *তোমরা শাস্ত্রও জান না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জান না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছ* (ঙ)। তাই যারা তেমন অভিমত সমর্থন করে, আসুন, যিনি স্বয়ং সত্য, আমরা তাদের তাঁর শত্রু বলে গণ্য করি ও তাদের অনিষ্টকর অসারতা দূর করে দিই; বরং আসুন, পবিত্র পিতৃগণের ধারণাসমূহ এবং পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও সুসমাচার-রচয়িতাদের পরম্পরা অনুসরণ করি। কেননা যিনি তাঁর মধ্যে কথা বলছিলেন, তিনি সত্যিকারে ছিলেন সেই মানুষ-হওয়া-বাণী যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে, পবিত্র আত্মার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ (ক) যোহন ১৭:৩।

২ (ক) যাকোব ২:২০ দ্রঃ।

(খ) দ্বিঃবিঃ ১৮:১৩ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) যেরে ২২:১৭ সত্তরী পাঠ্য।

৩ (ক) প্রবচন ৪:২৫।

(খ) ১ করি ১২:৯ দ্রঃ।

(গ) যোব ১২:২২।

(ঘ) সাম ১৩:৪।

৪ (ক) লুক ১:২।

(খ) মথি ১৮:২০।

(গ) বিশপ সিরিল আরিউসের ভ্রান্তমত সংক্রান্ত বিবাদের কথা ইঙ্গিত করছেন, কেননা সেই পরিস্থিতিতেই নিকেয়া-মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র জারীকৃত হয়েছিল (৩২৫ সালে)।

(ঘ) ১ করি ৩:১১।

(ঙ) ২ পি ১:১৯ দ্রঃ।

৫ (ক) ‘আন্থ্রপোলাত্রেইয়া’ (ανθρωπολατρεία) গ্রীক শব্দের অর্থ হল মানব-আরাধনা। যেহেতু বিশপ সিরিল খ্রিষ্টের একত্বের উপর খুবই জোর দিতেন, সেজন্য আন্তিওখিয়ার বিশপগণ তাঁকে ‘মানব-আরাধনা’ অভিযোগে অভিযুক্ত করতেন। এই বিশপগণের আপত্তি এটা ছিল যে, তেমন খ্রিষ্টতত্ত্ব পালন করলে তবে সেই একক খ্রিষ্টে লোগোস-বাণীর ঈশ্বরত্বকে মাংসের সঙ্গে একীভূত করার ঝুঁকি ছিল, এবং এর ফলে খ্রিষ্টের মাংস ঐশ্বরিক পর্যায় উন্নীত হবে। এবিষয়ে সুকেন্সুসের কাছে দ্বিতীয় পত্র ৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬ (ক) ১ পি ৩:১৫।

৮ (ক) রো ১:২২-২৩।

(খ) রো ১:২৫।

(গ) গা ৪:৩ দ্রঃ।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) যাত্রা ২০:৩ সত্তরী পাঠ্য।

(চ) ইশা ৪৪:৬ সত্তরী পাঠ্য।

১১ (ক) যোহন ১:১ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১৪:১০ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১৪:৯; ১০:২৯।

(ঘ) ইশা ১:২ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) যোহন ১৪:৬।

১২ (ক) সাম ৩৩:৬ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) যোহন ১:১, ৩।

১৩ (ক) হিব্রু ১:৩ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:৭।

(গ) সাম ৫০:৩ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) যোহন ১৬:২৮।

(ঙ) যোহন ৮:২৩।

(চ) যোহন ৮:৪২ দ্রঃ।

(ছ) যোহন ৩:৩১ দ্রঃ।

(জ) ফিলি ২:৬-৮।

১৪ (ক) যোহন ১:১৪.

(খ) যেহেতু আপোল্লিনারিউস-পন্থীরা খ্রিষ্টকে একক সত্তায় পরিণত করত, সেজন্য তারা ‘সংসত্তা-বিশিষ্ট’ বলেও অভিহিত ছিল। শব্দটা এক-স্বরূপ-মুখী শব্দ হওয়ায় বিশপ সিরিল ও আন্তিওখিয়ার মন্ডলীগুলোর বিশপগণ উভয়েই শব্দটার বিরোধী ছিলেন।

(গ) যোয়েল ৩:১ সত্তরী পাঠ্য.

১৬ (ক) আদি ৩২:২২, ৩১-৩৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) সাম ১৮:৪৫ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) হিব্রু ১:৩।

(ঘ) যোহন ১৪:৯।

১৭ (ক) যোহন ৯:৩৫-৩৭ দ্রঃ।

১৮ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩৩:৮-৯ সত্তরী পাঠ্য।

১৯ (ক) হিব্রু ৩:১-২ দ্রঃ।

(খ) হিব্রু ৭:২৬।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৩৩:৮ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) সাম ৭৮:১৫-১৬, ১৮-২১ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) ১ করি ১০:৪।

২০ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩৩:৮ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) মথি ১২:৪৮-৫০ দ্রঃ।

২১ (ক) দা ৭:১৩-১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:৭; রো ৮:৩ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১৭:৫।

২২ (ক) হিব্রু ৮:১।

(খ) লুক ২২:৬৭-৬৯।

২৩ (ক) মথি ১০:২০।

(খ) যোহন ১:৩০।

(গ) যোহন ৮:৫৮।

(ঘ) ইশা ৪২:৮।

(ঙ) মার্ক ৮:৩৮।

(চ) তীত ২:১১-১৩।

(ছ) রো ৯:৪-৫।

২৪ (ক) গা ৪:৪ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:৭ দ্রঃ।

(গ) রো ৮:২৯ দ্রঃ।

২৫ (ক) ফিলি ২:৮।

(খ) কল ১:১৫-১৭ দ্রঃ।

(গ) এফে ১:২২ দ্রঃ।

(ঘ) ১ করি ১৫:২০ দ্রঃ।

(ঙ) হিব্রু ২:৯।

২৬ (ক) ইশা ৫৩:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৭ (ক) এফে ৪:৫।

(খ) মথি ২৮:১৯।

(গ) রো ১০:৬-৯।

(ঘ) রো ৬:৩।

২৮ (ক) একথা স্মরণ করা উচিত যে, বিশপ নেস্তরিউস ও আন্তিওখিয়ার মণ্ডলীগুলোর বিশপগণের কাছে ‘সংযোজন’ শব্দটা খ্রিস্টে বিরাজমান ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যকার সংযোগ উত্তমরূপে ব্যক্ত করে। অন্যদিকে বিশপ সিরিলের ধারণায় শব্দটা এমন আপেক্ষিক সংযোগ

ব্যক্ত করে যা লোগোস-বাণী ও তাঁর মাংসের মধ্যকার সত্তাময় একত্রীকরণ তুলে ধরতে অক্ষম।

(খ) যোহন ৬:৫৩।

৩০ (ক) যোহন ১৫:২৬।

(খ) যোহন ২০:২২।

৩১ (ক) ২ করি ৪:৪।

(খ) ১ তি ১:৭।

(গ) যুদা ৪।

(ঘ) প্রেরিত ১০:৩৮ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ২২:২৯।

তিবেরিউস ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে দেওয়া উত্তর

এই তিবেরিউস যে কে ও তাঁর সঙ্গীরা যে কারা, সেবিষয়ে বিশেষ কোন খবর নেই; শুধু এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, তাঁরা ছিলেন পালেস্তিনার কোন একটা অজানা মঠের সন্ন্যাসী যাঁরা নানা জিজ্ঞাসা বিষয়ে বিশপ সিরিলের উত্তর প্রার্থনা করেছিলেন। তিবেরিউসের পত্র ও বিশপ সিরিলের উত্তর আনুমানুক ৪৩৪ সালের লেখা।

সূচীপত্র

১। আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ ধন্য সিরিলের কাছে পালেস্তিনা থেকে আগত ভ্রাতাদের পত্র

২। পরিসেবক তিবেরিউস ও তাঁর আট ভ্রাতার দ্বারা আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ সুখ্যাত সিরিলের কাছে সম্বোধন করা পত্র

৩। পরিসেবক তিবেরিউস ও তাঁর বাকি সঙ্গীদের কাছে আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ সিরিলের পত্রের অনুলিপি

আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ ধন্য সিরিলের কাছে পালেস্তিনা থেকে আগত ভ্রাতাদের পত্র

পালেস্তিনার বাসিন্দা হওয়ায় তিবেরিউস মিসর-বাসিন্দা বিশপ সিরিলের অধীনস্থ নন; এজন্য বিশপ সিরিলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ধর্মীয় অধিকার ভিত্তিক তত নয় কিন্তু, যেভাবে পরবর্তী বাক্যগুলো স্পষ্ট দেখায়, তিনি বিশপ সিরিলকে যথার্থ বিশ্বাসের ব্যাখ্যাতা হিসাবেই শ্রদ্ধা করেন: তিবেরিউসের মতে, নেস্তরিউসের সঙ্গে বিশপ সিরিলের বিবাদ তাঁর যোগ্যতা আরও বেশি স্পষ্ট করে তুলেছিল।

(...) [ক]

সেজন্য, দেখুন, ভালবাসার বন্ধন দিয়ে আবদ্ধ হয়ে আমরা আপনারই। সবকিছু ছেড়ে আমরা বাণী ও ভালবাসা দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনুসরণ করি। কিন্তু আমরা আদৌ সন্দেহ করি না যে, খ্রিষ্টে আপনার পিতৃ ভালবাসা সংক্রান্ত বিষয়াদি আমাদের জন্য এই বিষয়াদির অনুলিপি হয়ে উঠেছে, কেননা যা ঘটেছে তা আমাদের জন্য অঙ্গীকার স্বরূপ (...)। হে ধন্য পরুষ, আবেদনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো আমাদের আত্মার সাহায্যার্থে

গৃহীত হবে, এবং আবেদনের নিচে উল্লিখিত ভ্রান্তমত সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর বিরুদ্ধে আপনার লেখা আপনার নিজের গৌরবার্থে অবদান রাখবে।

পুত্র-ঈশ্বর, হ্যাঁ, সেই ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মানবজাতিকে তার আদি অবস্থায় আহ্বান করতে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে বাসনা ক'রে আমাদের সঙ্গে বিনম্রতায় জীবনযাপন করতে ও পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা নিজের সঙ্গে আমাদের উন্নীত করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি আমাদের খাতিরে সেই রহস্য সিদ্ধ করলেন ও নিজের মণ্ডলীকে সিদ্ধতামণ্ডিত করলেন, এবং এমর্মে তার জন্য তার অবিচল প্রাচীর স্বরূপ ঐশ্বরিক নির্দেশনা স্থির করলেন। শয়তানের বহিরাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে, আমাদের মধ্য থেকে নির্গত হচ্ছে এমন কুমনা মানুষদের দ্বারা উৎপন্ন আগাছার বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত প্রজন্ম জুড়ে সত্যকার ধর্মের নিজের সহায়কদের নিজেই প্রতিষ্ঠিত করলেন যাতে তারা প্রেরিতদূতদের আধ্যাত্মিক অগ্নি-জিহ্বা দ্বারা গমের বিরোধী সেই আগাছা পুড়িয়ে দিতে ও সত্য-স্বীকার দ্বারা সেই প্রলুব্ধকারীর উপর জয়ী হতে পারে। তাই, সবকিছু অস্তিত্বশীল হওয়ার আগেও যিনি সেই সবকিছু জানেন, যেহেতু সেই ঈশ্বর শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের অতীতকালীন পিতৃগণকে ও বর্তমান কালে তোমাদের বের করে আনলেন, সেজন্য সত্যকার ধর্মের পূর্ণতা ধারণ করার ও উপলব্ধি করার ব্যাপারে তোমাদের নিজেদের সক্ষমতায় তোমরা জেগে উঠে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি (খ) উচ্চারণ ও ঘোষণা করেছ, স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সাক্ষাতে সাক্ষ্য দিয়েছ ও খ্রিষ্টের পালকে উত্তম চারণভূমিতে চালনা করেছ। এবং এখন সেই সমস্ত কিছুর কারণে যা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে নিস্তার পেয়ে (এমনকি, আমাদের খাতিরে ঈশ্বরের দূরদৃষ্টি দ্বারা আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে) সময়মত বিশ্বাসীদের চালনা করছ যাতে বিশ্বাসের দ্বিবিধ বিজয় তোমাদের উপর বর্ষিত হতে পারে। কেননা তোমাদের উপরে অযোগ্য ভাবে চাপিয়ে দেওয়া সেই যন্ত্রণা ভোগ করে তোমরা দানশীলতার খাতিরে দুষ্ট নেস্তরিউসের ভাড়াটে লোকদের যোগ্যভাবে সহ্য করেছ যাতে করে এসমস্ত অনুগ্রহ তোমাদের উপরে বর্তে। তোমাদের অবনমিত করায় তারা তোমাদের জন্য এমন পুষ্পমণ্ডিত মালা গেঁথেছে যা সাক্ষ্যমরণের সমস্ত গৌরবে অলঙ্কৃত। কেননা তারা এটা জানত না যে, যা দ্বারা তারা তোমাদের বহু কষ্ট দেবে বলে প্রত্যাশা করছিল, ঠিক সেটাই তোমাদের জন্য স্বর্গীয়

বিজয় প্রস্তুত করছিল। যেহেতু খ্রিষ্ট তোমাদের সেই কথা বলেছেন যা পলকেও বলেছিলেন, তথা, *ভয় করো না, বরং কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; কারণ আমি নিজেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ও সবকিছু থেকে তোমাদের উদ্ধার করব* (গ), সেজন্য তিনি আমাদের তথা তাঁর অনন্য মণ্ডলীর পূর্ণতা রক্ষা করেছেন।

অতএব, এসমস্ত কিছুর জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে যে তোমরা ঠিক এলক্ষ্যে নিরূপিত ও পবিত্রীকৃত তথা এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যে পবিত্র রহস্যাদির রক্ষার্থে তোমাদের প্রস্তুত করা হয়েছে, আমরা, খ্রিষ্টের খাতিরে নব নব লড়াই ও জয়মালার লক্ষ্যে, তোমাদের আহ্বায়ক হয়ে উঠেছি এবং যিনি ধর্মের খাতিরে যুদ্ধে নামেন সেই অভিমানী ঈশ্বরকে তোমাদের লেখা নিবেদন করি ও দুষ্ট মনা লোকদের ভ্রান্তমত সম্পর্কে আমাদের প্রভুর শিক্ষা তাঁর কাছে আনি: তা এমন শিক্ষা যা ইতিমধ্যে রোমীয়দের মধ্যে [তথা রোমসাম্রাজ্য জুড়ে] গজিয়ে উঠেছে। তাই আমরা প্রার্থনা রাখি তোমরা যেন [পবিত্র] আত্মায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার ও সেই খ্রিষ্টকে জাগিয়ে তোল যিনি তোমাদের অন্তরে কথা বলেন ও সেই বাণীকে ধারাল করে তোলেন যা যথার্থ শিক্ষা স্থির করে। তাদের ভুলভ্রান্তির যে যে সূত্র এ পত্রের নিচে উল্লিখিত, সেটার বিরুদ্ধে তোমরা যেন সজোরে সত্যের শক্তি দাঁড় করাতে পার যাতে করে আমরা যারা যখন প্রস্তুত তখন পবিত্র মণ্ডলীর অঙ্কুর গ্রহণে পুষ্টিলাভ করি, সেই আমরা যেন আরও বেশি প্রস্তুত হয়ে আধ্যাত্মিক শাকপাতার ফুলাদিতে পুষ্টিলাভ করতে পারি, এবং যারা এখন পর্যন্ত নিজেদের ধারণায় শিশু ও ঈশ্বর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ছিল, তারা যেন সরল পরিচালনা অর্জন করতে পারে; এবং যারা ভুলভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়েছে তারা নিজেরাও যেন আবিষ্কার করতে পারে যে, কোন না কোন মন্দাত্মা দ্বারা নিজেদের প্ররোচিত করে তারা নতুন বিনাশ পেয়ে গেছে, বা, হয় তো, তোমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও সবার ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের দ্বারা মনপরিবর্তন করতে পারে যিনি ইচ্ছা করেন প্রতিটি মানুষ সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে গিয়ে পৌঁছবে (ঘ)।

তোমাদের বিষয়ে, যেহেতু তোমরা এই লড়াই পূর্ণ করেছে ও জগতের কাছে সত্য দেখিয়েছ, সেজন্য তোমরা ধর্মময়তার মুকুট (ঙ) উত্তোলন করবে ও সময়মত ঈশ্বর থেকে মজুরি পাবে, কেননা তোমরা যে আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সবসময় গ্রহণযোগ্য

প্রার্থনা নিবেদন কর তা শুধু নয়, কিন্তু, তোমাদের শিক্ষালাভে উপকৃত হয়েছি ও পরিত্রাণ পেয়েছি যে আমরা, তোমরা নিজেদের হাতে সেই আমাদের আলিঙ্গন করে এ বলে আমাদের বহন করবে, *এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, যাদের তুমি, হে প্রভু, আমাকে দিয়েছ* (চ)। এবং বেচারা এ আমাদের বিষয়ে, আমরা যা বিশ্বাস করি, তা থেকে দূরে সরে যাইনি বিধায় অধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব: তেমনটা আমাদের ঘটেছে তোমাদের প্রার্থনা গুণে, আবার ঘটেছে কেননা আমরা, ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের মঞ্জুর করা আত্মিক প্রজ্ঞা গুণে ও সেইসঙ্গে এসমস্ত কিছু গুণে সাহায্য পেয়েছি। তবে আমরা এখন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের শান্তি ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা নিবেদন করায় শেষ করব না, এবং তাঁর দিকে যাত্রা করতে করতে আমরা আমাদের প্রাণে খোদাই করা তোমাদের ভক্তির ছাপ স্বচ্ছন্দেই প্রদর্শন করি।

(ক) পত্রটা অপূণাঙ্গ, তাই যেখানে পাঠ্যে ফাক রয়েছে, সেখানে এ চিহ্ন (…) দেওয়া হয়ে থাকে।

(খ) ১ তি ৬:১২ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১৮:৯-১০ দ্রঃ।

(ঘ) ১ তি ২:৪ দ্রঃ।

(ঙ) ১ তি ৪:৮ দ্রঃ।

(চ) ইশা ৮:১৮ সত্তরী পাঠ্য।

পরিসেবক তিবেরিউস ও তাঁর আট ভ্রাতার দ্বারা আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ সুখ্যাত সিরিলের কাছে সম্বোধন করা পত্র

নতুন ও জঘন্য নানা ভ্রান্তমত পুনরায় গজিয়ে উঠেছে। বিকৃত শিক্ষার নবীন নানা ঘোষণা পুনরায় আবির্ভূত হচ্ছে। কোন না কোন স্থান থেকে কোন না কোন মানুষ পুনরায় আমাদের এলাকায় এসেছে ও আমাদের ভক্তির শুচি গমের মধ্যে তাদের শিক্ষার আগাছা বুনতে চেষ্টা করছে। দেহের অঙ্গগুলো পুনরায় ছত্রভঙ্গ হচ্ছে, এবং তেমনটা খণ্ডন করার জন্য পরিকল্পনা করতে করতে আমাদের জন্য এখনই আপনার নিরাময়-জ্ঞান দরকার।

গত বছর ধরে এমন ঈশ্বরনিন্দা উচ্চারিত হল ও এমন দুষ্ট ধর্মতত্ত্ব গোপনে ছড়িয়ে দেওয়া হল যা আগে বশীভূত করা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সেসব কিছু দুষ্ট গাছের শিকড় থেকে দূর করে দেওয়া হয়নি, সেজন্য একটা অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছে যা অল্প সময়ের মধ্যে নিজের ফল দ্বারা পালেস্তিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পূর্ণ করবে; এবং যদিও এসমস্ত আগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তবু পচনশীল রোগ আজ পর্যন্ত ঘটতে থাকল। আমরা সরল মৌনতা-আসক্তির অধিকারী ছিলাম, শুধু অসুস্থ সদস্যদের মৃত্যুর জন্য শোক পালন করতাম বা প্রার্থনা দ্বারা তাদের সুপরামর্শ দিতাম যেন তারা আগেকার সুস্থতায় ফিরে আসে। কিন্তু, যেহেতু শত্রু আগেকার লুট করা সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না, সেজন্য সে এখন সুস্থ দেহের বিনাশও যোগ করছে। হ্যাঁ, যারা সত্যে আসতে ইচ্ছা করে, সেই শত্রু এখন মণ্ডলী-দেহের বাইরের সেই লোকদের পথে পতনের বাধা বসাতে সচেষ্ট। সত্যিকথা বলতে গেলে, আমাদের জন্য জরুরী সমস্যা অর্থাৎ প্রধান অমঙ্গল এটাই হল যে, সরলদের প্রতারিত করার লক্ষ্যে অনিষ্টের উদ্ভাবকেরা প্রবীণত্বের আচরণ ধারণ করে, মঠে মঠে বসবাস করে, ও বেশির ভাগ সদস্যদের দ্বারা 'শিক্ষাগুরু' বলে অভিহিত হতে চায়। তারা বয়স, দাড়ি ও প্রবীণ সংক্রান্ত সম্মানে এবং ঈশ্বরের খাতিরে অতিথিসেবায়ও সকলকে অতিক্রম করে। তারা চায়, যারা একই স্থানে বসবাস করে, তারা তাদের আরও বেশি সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য করবে। মেষের পোশাকে পরিবৃত হয়ে তারা নেকড়ের দুষ্টতা ও হিংস্রতা লুকোয়: তারা সত্যিই জলবিহীন মেঘ (ক)।

সুরভী ঠাণ্ডা বাতাস ও বৃষ্টির শিশিরতুল্য জলবিন্দুর বদলে তারা শিশুতুল্য মনা মানুষদের উপর অবিরতই অগ্নিশিলা নিক্ষেপ ক'রে তাদের অনন্ত আগুনে ডুবিয়ে দেয়।

এজন্যই, হে ধর্মপ্রাণ, এতে আস্থা রেখে যে, যখন আপনি অবশেষে উঠে দাঁড়াবেন ও পবিত্র আত্মায় জ্বলন্ত হবেন, তখন এতক্ষণে উপস্থাপিত বিতর্কিত সমস্ত বিষয়ে আমাদের সত্য ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবেন। কেননা খ্রিষ্ট আপনাকে তাঁর স্বর্গীয় দেহের আলো ও চোখ (খ) করেছেন যাতে সত্য ধর্মভক্তির আলো দ্বারা আলো ও সত্যের সন্তানদের প্রাণ আলোকিত করতে পারেন; তিনি আপনাকে তাঁর মণ্ডলীর ডান হাত করেছেন যাতে আপনি যথার্থ বিশ্বাস দ্বারা তাদের মন স্থিতমূল ও দৃঢ় করে তুলতে পারেন; এবং যারা তত দুষ্টতার সঙ্গে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কথা উচ্চারণ করে, তাদের মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য তিনি আপনাকেই নির্মল খ্রিষ্টবিশ্বাসের রক্ষার্থে নিযুক্ত করেছেন। একটা উত্তর দেবার জন্য তত বিরক্তিকর ব্যাপার হবে না আমরা এ আস্থা রাখি বিধায় আপনি আমাদের কানে খাটো মনে করে যেন সত্যকে না লুকোন, কেননা আপনি এবিষয়ে সচেতন যে, পুনরুত্থানের দিনে আমাদের আবেদন খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে আপনার পক্ষে পেশ করা হবে কিন্তু, হে পুণ্যবান, এসমস্ত বিষয়ে আপনার শিক্ষা আমাদের পক্ষে হবে আমাদের নিশ্চয়তা স্বরূপ, ও সেই অপকর্মাদের বিপক্ষে তা হবে, হয় তাদের দু'মনা ও অস্বীকার জনিত দণ্ড, না হয় সত্যে তাদের ফিরে আসার সুযোগ। কেননা আমরা তর্কযুক্তিতে বাকবিতণ্ডার অন্বেষণ করছি না, কিন্তু আমাদের নিজেদেরই মনে ভ্রান্তিতে আকর্ষিত না হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। কারণ, যদি ঊর্ধ্বরাজ্যের আত্মিক দান (গ) যথার্থ ভাবে ভক্তি ও ন্যায্যতা সহকারে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত একজনের দ্বারা ঈশ্বরের দিকে চালিত হয় এবং যারা খ্রিষ্টে সিদ্ধতাপ্রার্থীরা তারা যদি গৌরবের অম্লান মুকুট সহ দ্বিবিধ জয়মালায় ভূষিত হই, তাহলে খ্রিষ্টের সেই যে প্রিয় শিষ্যেরা সৎসাহস দেখিয়ে লড়াই করেছে তারা আত্মিক অনুগ্রহদান দু'টো জয়লাভে আনন্দিত হবে। সেই দান দু'টোর একটারও অভাবী হলে সেই বেচারা অবশ্যই খোঁড়া, এবং খোঁড়া হওয়ার ফলে ঈশ্বরের গৃহে ঢোকে না (ঘ); এবং সেই অনুগ্রহদান-বঞ্চিত হওয়ায় এটা স্পষ্ট যে, সে সেই বিশ্রামে ঢোকে না। সেজন্য, সমস্ত দোষ থেকে বিমুক্ত হয়ে উঠে, এমনকি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠে আমরা যথার্থ বিশ্বাস ক্ষেত্রে অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করার ব্যাপারে আস্থাবান, এ আশা

রেখে যে, ঊর্ধ্ব থেকে আপনার উপরে বর্ষিত ঐশপ্রেরণা-পূর্ণ ধীশক্তির উপস্থিতি দ্বারা সেই দান দু'টোর ফলে (আমি বলছি, অনুগ্রহ দু'টোতে বিরাজমান ভক্তি ও নিষ্ঠার ফলে) ন্যায়সঙ্গত ভাবে যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে আমরা যেন ক্ষুদ্রতমও কোন এটা অনুগ্রহ লাভ করতে পারি যা সেই ক্ষণে আমাদের সহায়তা করবে যখন ন্যায়বান বিচারকর্তা এক একটা মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী মজুরি দেবেন। তাই, হে ধর্মপ্রাণ, আমরা আপনাতে এ আস্থা রাখি, এসমস্ত বিষয়ে আপনার কাছ থেকে সঠিক সমাধান পাব, কেননা আপনার দ্বারা ঈশ্বরভীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যথার্থ বিশ্বাস-দৃঢ়ীকরণ কর্ম আপন করে নিচ্ছি। হে পুণ্যবান, আপনার দ্বারা ন্যায়-স্বভাবে পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে ও [পবিত্র] আত্মা থেকে স্বর্গীয় পাথেয়ের যথার্থ অংশ গ্রহণ করে নিয়ে আমরা আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে স্বীকার করব যে, সেই আত্মিক অনুগ্রহদান ঈশ্বর দ্বারা মহাযাজক সিরিলের মধ্য দিয়ে আমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে। যে দুষ্ট ঘোষণা ওরা ছড়িয়ে দিচ্ছে ও কেবল সম্প্রতিকালেই প্রকাশ পেয়েছে ও যা বিষয়ে আমরা আপনার উত্তর অন্বেষণ করছি, সেই ঘোষণাগুলো নিম্নে উপস্থাপিত।

(ক) যুদা ১২ দ্রঃ।

(খ) মথি ৬:২২ দ্রঃ।

(গ) তিবেরিউস বলতে চান, স্বর্গে যাবার জন্য আমাদের পক্ষে ভক্তি ও যথার্থ বিশ্বাস দরকার আছে, এবং 'ঊর্ধ্বরাজ্যের আত্মিক দান' এর লক্ষ্য অর্থাৎ ধর্মসেবার লক্ষ্যই যেন আমাদের মধ্যে সেই ভক্তি ও যথার্থ বিশ্বাস বিরাজ করে।

(ঘ) ২ সামু ৫:৮ দ্রঃ।

পরিসেবক তিবেরিউস ও তাঁর বাকি সঙ্গীদের কাছে আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ সিরিলের পত্রের অনুলিপি

অধ্যায়ঃ ৫ ১০ ১৫

১।

যারা ঘোষণা করে, ঈশ্বরত্ব আকারে প্রকারে মানবীয়, ও লিখিত অনুসন্ধান-বিষগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাদের প্রতি উত্তর।

সমাধান : আমি শুনতে পাচ্ছি, ঐশ্বরিক শাস্ত্র বলে, *তোমরা তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত থাক, কারণ হিসাব দিতে হবে বিধায়ই তাঁরা তোমাদের প্রাণের রক্ষার জন্য সজাগ থাকেন* (ক)। কেননা মেষপালের পক্ষে এটা প্রয়োজন যে, তারা পালকদের মন আঁকড়িয়ে ধরবে, ও তাঁরা যেখানে চালনা করেন তারা নির্দ্বিধায় সেদিকে চলবে; কারণ লেখা আছে, তাঁরা উত্তম চারণভূমিতে ও উর্বরতম চারণমাঠে তাদের চরে বেড়াবেন (খ)। কেননা উত্তম ধরনের পালক তাদের নেকড়ের সম্মুখীন করবেন না বা মেষগুলো দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেই অপেক্ষায় থাকেন না; অন্যথা যাঁরা সেইমত ব্যবহার করতে সম্মত নন তাঁরা আবিষ্কার করবেন, মেষগুলোর প্রাণের ব্যাপারে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।

আমি এটা লিখছি কেননা এটা জানতে পেরেছি যে, এমন কেউ রয়েছে যারা এমন বিষয়ে তোমাদের বিরক্ত করে যা যথাযথ ও শাস্ত্র-ভিত্তিক বিষয় নয়, তারা বরং নিজেদের অন্তর থেকে অস্বাস্থ্যকর ও ভ্রান্তিময় বিষয় উদ্গিরণ করে। কেননা তারা এত দুষ্ট ধরনের চিন্তাধারায় পতিত, যার ফলে অনুমান করে ও মনে করে, অনতিক্রমণীয় ঐশ্বরিক সত্তা দেখতে ও আকারে প্রকারে মানবীয়। আমাদের দিক দিয়ে আমি তা বিশ্বাস করি না, কেননা তেমনটা ভাবতে ইচ্ছা করা চরম উন্মাদনার প্রকাশ্য প্রমাণ। এমনকি, যারা এভাবে তর্কাতর্কি করে ও কথা বলে অথবা সেই বিষয় এমনিও ধরে নেয়, ঐশ্বরিক শাস্ত্র যে তেমন মানুষকে পৌত্তলিক বলে ঘোষণা করে, তারা যে এবিষয়ে অজ্ঞ, আমি এতে বিস্মিত। এজন্য তাদের বিষয়ে পল বলেন, *নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ*

হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের আকারে পরিণত করেছে (গ)। ফলত, যারা মনে করে, ঈশ্বর আকারে মানবীয়, তারা পৌত্তলিকদের সঙ্গে নির্বোধ, এবং তাদের দুষ্টতার মধ্যে ধরা পড়ায় সেবিষয়েই দণ্ডিত। তারা যে সত্য থেকে ভ্রষ্টপথে চলছে ও প্রকৃতপক্ষে পবিত্রই উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে রয়েছে, তা অন্যান্য যুক্তি দ্বারাও অনুমান করা যেতে পারে। কারণ অধিক প্রজ্ঞাবান পল পিতা ঈশ্বরের লোগোস-বাণীকে লক্ষ করে এটাও বলেন, *খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন* (ঘ)। এটা দে'খে যে, 'নিজেকে শূন্য করাটা' (অর্থাৎ নিজেকে মানুষ করাটা) পুত্রকে অবস্থায় দাস করল (অর্থাৎ তাঁকে মানবীয় করল) অথচ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের অবস্থায়, সেজন্য এটা দাঁড়ায় যে, আমাদের অবস্থা থেকে ঈশ্বরের অবস্থা অবশ্যই ভিন্ন হবে। কেননা যদি ঐশ্বরিক স্বরূপ আকারে মানবীয় হত, তাহলে তিনি লোগোস-বাণী-ঈশ্বর-হওয়াকালে অবশ্যই আমাদের ভিন্ন স্বরূপ ধারণ করতেন না।

এমনকি, যারা তেমনটা ভাবে, তাদের 'নির্বোধ' ও 'অজ্ঞ' বলে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের পরিত্রাণ-রহস্যাদির যত্নবান গৃহাধ্যক্ষের আর একটা কারণ আছে। সর্বপ্রজ্ঞার অধিকারী পল এফেসীয়দের কাছে পত্রের কোন এক পদে এটাও লেখেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* (ঙ); অথচ তারা অবস্থায় ছিল মানুষ (এটা স্পষ্ট যে, তিনি ঠিক একারণেই তাদের কাছে এধরনের কথা লিখছিলেন)। কিন্তু যদি খ্রিষ্টের অবস্থা আমাদের মধ্যে এমন ভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে যা মনের কাছে উপলব্ধ ও আধ্যাত্মিক ভাবে সৃষ্ট, তাহলে ঐশ্বরিক স্বরূপের চেহারা আমাদের দৃশ্যমান চেহারার মত হতে পারে না। কেননা সেই ঐশ্বরিক অবস্থা আমাদেরটার মত নানা অংশে বা অঙ্গে গঠিত নয়, বরং তা অশরীরী তথা তা এমন রূপের যা পরিমাণ ও সীমা দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ নয়। এজন্যই আমাদের ত্রাণকর্তা ইহুদীদের উদ্দেশ করে পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তাঁর কণ্ঠস্বর তোমরা কখনও শোননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখনি* (চ)। অথচ, যদি ঈশ্বর আমাদের রূপ ও চেহারার অধিকারী হতেন,

তাহলে যখন লোকেরা একে অন্যের প্রতি তাকাত তখন কেমন করে পিতাকে না দেখে পারত? কেমন করে পুত্র তাঁর একমাত্র প্রতিমূর্তি ও তাঁর ব্যক্তিত্বের গৌরব ও ছাপ হতে পারেন যখন (তাদের কথামত) তিনি মানুষদের একেবারে একই চেহারার অধিকারী? ওরা কি এটা উপলব্ধি করে না যে, তারা অসুস্থ উদ্ভাবনা-রোগে আক্রান্ত? ওরা কি তাদের নিজেদের অভিমত ও কল্পনার হাস্যকর অযৌক্তিকতা দেখতে পায় না? ওদের কি ধন্য পলের সেই কথা মনে পড়ে না? তিনি তো এথেন্সের লোকদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, *আমাদের পক্ষে ঈশ্বরত্বকে মানুষের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে গড়া সোনা, রুপো বা পাথরের মূর্তির মত বিবেচনা করা উচিত নয়* [ছ] যদিও পুতুলগুলোর ভাস্কর যারা ও সেই অন্যান্যরা যারা এধরনের বস্তু গড়ে, তারা তাদের বানানো মিথ্যা-ঈশ্বরগুলোতে মানবীয় চেহারা চাপিয়ে দেয়। কিন্তু, ঈশ্বরত্ব যে তাদের খোদাই করা বস্তুগুলোর মত, যখন একথা ভাবা অন্যায়, তখন কেমন করে মানুষ ঘোষণা করতে পারে, তিনি মানবীয় চেহারায় ও গঠনে অস্তিত্বশীল? তবে ওরা কি, নিজেদের অমিতাচারী বর্ণনা বিষয়ে লজ্জাবোধ করে না?

কেননা ওদের স্মরণ করা উচিত ছিল যে ওরা পবিত্র শাস্ত্র পড়েছিল, ধন্য পলের একথাও ওদের স্মরণ করা উচিত ছিল কেননা তিনি এটাও লিখেছিলেন, *কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি [তথা ঈশ্বর] তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন (...) আর আগে থেকে তাদের আহ্বানও করেছেন* (ইত্যাতি) [জ]। ঈশ্বর যদি মানবীয় রূপের অধিকারী, তাহলে কেনই বা সকল মানুষ ঈশ্বরের পুত্রের প্রতিমূর্তি ও চেহারার অংশী নয়? অথবা, তেমনটা হলে তবে কেনই বা কয়েকজন মাত্রই মনোনয়ন ক্রমে তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তি ও চেহারার অংশী হবার জন্য আহূত? কেনই এটা বলা হয় না যে সবাই সেই প্রতিমূর্তির অংশী? না, এটাই বরং স্পষ্ট যে, ঈশ্বরত্ব চেহারাবিহীন, তিনি কোন চেহারা, রূপরেখা বা প্রতিমূর্তির অধিকারী নন যেহেতু তিনি অশরীরী কিন্তু আমরা চেহারায় ও রূপরেখা ক্ষেত্রে পরিমাণ-বিশিষ্ট।

কিন্তু এমনটা হতে পারে, ওরা জিজ্ঞাসা করবে, কেন সেই ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্র এমনটা বলে, ঈশ্বরের মুখমণ্ডল আছে? কেন এটাও ঘোষণা করে যে, তাঁর হাত, পা,

কান, চোখ ও মুখ আছে? এবিষয়ে আমাদের উত্তর এ, ঈশ্বরের আত্মা মানবীয় সংজ্ঞা ব্যবহার করেন ও এমন ভাষায় কথা বলেন যা আমাদের পক্ষে বোধগম্য। কিন্তু আমরা যদি এটা ধরে নিই, এসমস্ত এমন বিষয় যা ভিত্তি করে আমরা এমনটা ভাবতে পারি ঈশ্বর মানব চেহারার অধিকারী, তাহলে ঐশ্বরিক শাস্ত্রের এ অন্যান্য বচন বিষয়ে কি বলব? কেননা এটা লেখা রয়েছে, *এগুলো ঈশ্বরের সাত চোখ, যা সমস্ত পৃথিবীর উপরে লক্ষ রাখে* (ঝ); আরও, *তিনি ডানা মেলে তাদের তুলে বহন করলেন* (ঞ)। তবে ওরা কি আমাদের বলবে, কেমন করে আমাদের মুখমণ্ডলে সাত চোখ থাকতে পারে, বা কেমন করে আমাদের মেলানো ডানা থাকতে পারে, ও সেইসঙ্গে কেমন করে আমাদের মানবীয় চেহারাও থাকতে পারে? বাস্তবিকই আমাদের সাত চোখও নেই, মানুষেরও কোন মেলানো ডানা নেই।

তাই যারা তত নির্বোধ ভাবে ভাবে ও কথা বলে, তারা ক্ষান্ত হোক। কেননা, আমি যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, অশরীরী হওয়ায় ঈশ্বর আদৌ দৈহিক রূপ বা চেহারার অধিকারী নন, বরং তিনি সমস্ত ধারণা ও ভাষার অতীত। এমনকি তিনি মনের বাস্তবতা দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে অতিজাগতিক গৌরবের অধিকারী বলেই দৃষ্ট ও দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত বিষয়ের অতীন্দ্রিয়, কারণ বিশ্বস্রষ্টা হওয়ায় তিনি স্বরূপে সবকিছু থেকে ভিন্ন। অপরদিকে, আমরা বলি, মানুষ পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে সৃষ্ট হয়েছে, কারণ সে ধর্মময়, পবিত্র, উত্তম ও প্রজ্ঞাবান হতে সক্ষম। মানুষ গোটা মর্তের উপর অধিকার রাখে, কেননা লেখা রয়েছে, *কারণ তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তার পদতলে* (ট), এবং এসমস্ত কিছুর সঙ্গে অনুগ্রহদান হিসাবে চেহারাও গ্রহণ করলেন (ঠ)।

অতএব, যারা অন্যথা শেখাতে চায়, তোমরা সেই সকলকে সংযত রাখ ও তেমন মানুষকে চুপ করে থাকতে উপদেশ দেওয়ায় ক্ষান্ত কর। ওরা বরং ধর্মসম্মত জীবনযাপন দ্বারা ও নিজেদের আচরণ নানাভাবে বিশেষ সংশোধন-চর্চা দ্বারা ঊর্ধ্বজগতকে খ্রিষ্টে অর্জন করতে সচেষ্ট থাকুক।

(ক) হিব্রু ১৩:১৭।

(খ) এজে ৩৪:১৪ দ্রঃ।

(গ) রো ১:২২-২৩ দ্রঃ।

(ঘ) ফিলি ২:৫-৭।

(ঙ) গা ৪:১৯।

(চ) যোহন ৫:৩৭।

(ছ) প্রেরিত ১৭:২৯।

(জ) রো ৮:২৯-৩০ দ্রঃ।

(ঝ) জাখা ৪:১০ সত্তরী পাঠ্য।

(ঞ) দ্বিঃবিঃ ৩২:১১ দ্রঃ।

(ট) ১ করি ১৫:২৭।

(ঠ) বিশপ সিরিলের মতে, মানুষে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এমন সহজাত কার্যক্ষমতায় নিহিত যা মনুষ্যত্ব-ধারণ দ্বারা দেওয়া ঐশ্বরিক অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে; এবং সেইসঙ্গে, সেই কার্যক্ষমতা সেই 'পুত্রত্ব' ভিত্তিক সম্পর্ক দাবি করে যা ঈশ্বরের এমন উপহার যা মানুষের সহজাত নয় বরং মনুষ্যত্ব-ধারণ দ্বারা অর্পিত। এক কথায়, যুক্তিক্ষমতা, স্বাধীনতা, প্রভুত্ব, অক্ষয়শীলতা ও পুত্রত্ব: এগুলোই প্রতিমূর্তির 'উপাদান'।

২।

যারা বলে, পুত্র যখন মানুষ হলেন ও পৃথিবীতে ছিলেন, তখন পিতার সঙ্গে ঈশ্বরত্বের অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু সেসময় তাঁর নিজের 'হিপোস্তাসিসে' আর ছিলেন না: তাদের বিপক্ষে।

সমাধান: আমি এমনটা বুঝতে পেরেছি যে, অবিবেচিত নির্বুদ্ধিতার কোন না কোন অভ্যাসগত সমর্থক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়ে এমন আজেবাজে কথা ঘোষণা করে যা অনুসারে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র যখন পৃথিবীতে ছিলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাচ্ছিলেন [ক], তখন ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী হওয়ায় ঈশ্বরত্বের অবস্থায় ও সত্তায় পিতার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু 'হিপোস্তাসিস অনুসারে' তাঁর সঙ্গে আর ছিলেন না, কারণ, তাদের কথা অনুসারে, পুত্র হিসাবে তাঁর গোটা 'হিপোস্তাসিস' স্বর্গ থেকে এমনকি পিতৃ-বুক থেকে শূন্য করা হয়েছিল [খ], কারণ কোন 'হিপোস্তাসিস' এক-সত্তায় যুক্ত হতে বা অস্তিত্বশীল হতে পারে না। যারা তেমনটা ভাবে, আমি সেই ধরনের মানুষদের অজ্ঞতা ও প্রমত্ততায় বিস্মিত হই ও এটা নির্দেশ করতে নিজেকে বাধ্য মনে করি যে, তারা ঈশ্বরের সত্তাকে পরিমাণযোগ্য একটা বস্তু করেছে ও সেটাকে এমন গণ্ডিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ বস্তু করেছে যা আর অপরিমেয় নয় ও আর অসীমও নয় কিন্তু স্থান অনুসারে সীমিত ও আয়তন অনুসারে ধারণকৃত। অথচ এসমস্ত বিষয় দেহেরই নির্দেশক বৈশিষ্ট্যসমূহের অনুরূপ বিষয়। সেই অনুসারে ঈশ্বরের সত্তাকে হতে হবে একটা দেহ, একটা গঠন অনুযায়ী অস্তিত্বশীল ও দেহ থেকে অবিচ্ছিন্ন হতে হবে যেহেতু তেমন বৈশিষ্ট্যগুলো দেহেরই অধিকার। ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে ত্রাণকর্তা কেনই বা বলেন, '*ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ*'? [গ]। বাস্তবিকই তিনি এজন্যই তাঁকে 'আত্মা' বলে অভিহিত করেন যাতে তাঁর অতিপ্রাকৃতিক ও অনির্বচনীয় স্বরূপকে দৈহিক কল্পনা-মুক্ত অবস্থায় রক্ষা করতে পারেন। যারা এধরনের প্রলাপ বকে ও তেমন ধারণা সমর্থন করে, তাদের কাছে শাস্ত্রের একথা আরোপ করা সমুচিত হত, *সদোম তোমার চেয়ে ধর্মময় ছিল* [ঘ]। কেননা পৌত্তলিক তত্ত্ববিদগণ যখন এটার উপর জোর দেন যে ঈশ্বরত্ব অশরীরী, রূপবিহীন, অপরিমেয়, অঙ্গবিহীন, চেহারাবিহীন, ও এটাও যোগ করেন যে তিনি সর্বত্রই

অস্তিত্বশীল ও কোন কিছু থেকে দূরবর্তী নন, তখন তাঁরা [সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের চেয়ে] আরও বেশি ধর্মসম্মত ধারণা পোষণ করেন।

ওরা কেন এবিষয়েও লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে যে, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী সেই পুত্র যখন মানুষ হলেন ও পৃথিবীতে জীবন কাটালেন তখন যদি স্বর্গকে নিজের উপস্থিতি থেকে শূন্য করে থাকেন, তাহলে এটা দাঁড়ায় যে, পৃথিবীও পিতার 'হিপোস্তাসিস' বিষয়ে নিজেকে শূন্য করেছে, কারণ পিতা মানুষ হননি ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাননি, কিন্তু (ওদের নির্বোধ যুক্তি অনুসারে) তিনি স্বর্গে থেকে গেলেন। তাই পুত্র কেন বললেন, *যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন?* (ঙ)। তিনি কেনই বা নবীর মধ্য দিয়ে বলেন, '*স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?—প্রভুর উক্তি*' ও আরও বলেন, '*আমি কি শুধু কাছেই ঈশ্বর?—প্রভুর উক্তি—আমি কি দূরেও ঈশ্বর নই?*' (চ)। কেননা যিনি স্বরূপে পিতা-জনিত, সেই খ্রিষ্টে ও তাঁর সঙ্গে সেই পিতায় সবকিছু পরিপূর্ণ, এবং তিনি সবকিছুর কাছেই [ঈশ্বর]। তাছাড়া নবী দাউদ বলেন, *তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?* (ছ)। না, স্বর্গ বা পৃথিবীকে অনির্বচনীয় ঈশ্বরত্ব-শূন্য পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা, যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, সবকিছু ঐশ্বরিক ও সমসত্তাময় ত্রিত্বে পরিপূর্ণ। উপরন্তু আমরা স্মরণ করি যে সেই প্রভু ও সকলের ত্রাণকর্তা প্রেরিতদূতদের বলেছেন, *আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব* (জ)। যখন তিনি চলে গেলেন তখন সেই সহায়ক আত্মাকে স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। [পবিত্র] আত্মা পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী। তাই, যখন সেই আত্মা আমাদের পবিত্র করার জন্য পৃথিবীতে নেমে এলেন, তখন তিনি কি স্বর্গে ছিলেন না? এটা বলা কি সমীচীন হবে যে, আমাদের পবিত্র করার পর তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন ও আমাদের সঙ্গে আর থাকেন না যদিও শাস্ত্র এটা ঘোষণা করে যে, *বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ* (ঝ)। কিন্তু পিতার কাছে নিজের স্বর্গারোহণের আগে খ্রিষ্ট নিজেই তো বলেছিলেন, *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (ঞ)। তাই, যখন তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন (ওদের মত

অনুসারে) স্বর্গ এখন তাঁর পুত্র-‘হিপোস্তাসিস’ বিষয়ে শূন্য; তিনি অবশ্যই পিতার বুক ছেড়ে গিয়েছেন ও মানুষদের সঙ্গে পৃথিবীতে বসবাস করছেন।

যেইভাবে আমি বলেছি, এগুলোই ওদের অসার যুক্তি। ওদের এসমস্ত অসারতা কে সহ্য করবে? যারা ঐশশাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞ, অপরীক্ষিত বিষয় উদ্গিরণ করে ও মণ্ডলীর যথার্থ শিক্ষা থেকে পথভ্রষ্ট হয়, কোন্ বিচক্ষণ মানুষ তেমন লোকদের উপরে অঝোরে চোখের জল ফেলবে না? পিতা বিষয়ে ফিলিপকে উত্তর দিতে গিয়ে কেনই বা প্রভু তাঁকে একথা বলেছিলেন, *তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন?* [ট]। সুতরাং, একজন অন্য একজনের সঙ্গে ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারেন না; যেখানে পিতা আছেন (এবং তিনি সর্বত্রই আছেন), সেইখানে পুত্র আছেন; এবং যেখানে পুত্র আছেন, সেখানে পিতাও আছেন। যখন পুত্র হলেন পিতার দীপ্তি, তাঁর লোগোস-বাণী, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম, তখন কেমন করে পিতা বিষয়ে ভাবা যেতে পারে তিনি লোগোস-বাণীবিহীন, প্রজ্ঞাবিহীন ও পরাক্রমবিহীন? এবং পিতার প্রজ্ঞা, তাঁর লোগোস-বাণী ও তাঁর পরাক্রম কীভাবেই বা পিতাকে ছাড়া ভাবা যেতে পারে? তাঁর নিজের ছাপ স্বরূপ যিনি, তিনি কি করে সেই পিতাতে অস্তিত্বশীল হওয়া ব্যর্থ হতে পারেন। ছাপ যাঁর ছাপ, সেই পিতাকে ছাড়া সেই ছাপ কীভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারেন?

কিন্তু ওরা এটা ঘোষণা করছে, ‘হিপোস্তাসিসত্রয়’ নিজেদের মধ্যে যুক্ত করা যায় না, এক-সত্তায়ও অস্তিত্বশীল হতে পারে না; এতে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা সত্য বলে দেখাবার জন্য ওরা যেই রকমে হোক না কেন আমাদের মানবীয় অবস্থা অপব্যবহার করছে।

ব্যাপারটা এমনটা হলে তবে ওদের পক্ষে এটা কি লক্ষ করা উচিত নয় যে, ঐশ্বরিক স্বরূপের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং সেগুলো নিজেদের স্বীয় স্বীয় নিয়ম দ্বারাই অস্তিত্বশীল, এবং সেগুলো বিশ্বাস দ্বারাই ধারণকৃত হয় ও অনুসন্ধিৎসু যুক্তিসাপেক্ষ নয়? কেননা অনির্বচনীয় ঈশ্বরত্বের একমাত্র স্বরূপ তিনটে বিশিষ্ট ‘হিপোস্তাসিসে’ অস্তিত্বশীল যা আমাদের অবস্থার নিয়মগুলোর বাইরে রয়েছে ও সৃষ্টজীবদের পথ অনুসরণ করে না। এবিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। আমরা নিঃসরণ ও বিভেদ দ্বারাই আমাদের ছেলেমেয়েদের পিতা, কারণ যা কিছু সঞ্জাত তা পূর্ণ ও একেবারে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু, আমরা যখন বলি, পুত্র পিতা ঈশ্বর

থেকে জনিত হলেন, তখন একথা সেই যুক্তির সঙ্গে একই অর্থ বহন করে না। তিনি তাঁর সত্তা থেকে দীপ্তিমান হয়ে নিঃসৃত হলেন ও তাঁর থেকে আলো রূপে জ্যোতির্ময় হলেন; তিনি তাঁর থেকে বাইরে নন কিন্তু তাঁরই থেকে উৎসারিত ও তাঁর মধ্যে বিরাজমান। মানবীয় পিতা যারা তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু ঈশ্বর ক্ষেত্রে এ যুক্তি আদৌ চলে না। তিনি পিতার সঙ্গে সহ-অস্তিত্বশীল, ও নিজের জনকের সঙ্গে অজনিত অস্তিত্বের অধিকারী, যার ফলে পিতাও সবসময় প্রকাশিত হচ্ছেন যেহেতু এমন সময় কখনও হয়নি যে সময়ে ব্যাপারটা এরূপ ছিল না। তাই সেই ঐশ্বরিক ও অতিজাগতিক জনিতজন স্বরূপে পিতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একই: তাঁর থেকে শুধু পুত্রত্বেই ভিন্ন; কেননা তিনি পিতা নন; পিতাও পুত্র নন। তাই, আমি যেমন বলেছি, এটা দেখে যে, সৃষ্টি, ধীশক্তি ও যুক্তির অতীত সেই যে সত্তা অন্য সমস্ত সত্তা অতিক্রম করে, যেহেতু সবকিছু সেই সত্তায় পরিপূর্ণ, সেজন্য সেই নির্বোধেরা, শাস্ত্রের কথামত, *নিজেদের মন যা বলে তা-ই বলে, প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়* (ঠ) তেমনটা করে যেন নিজেদের প্রলাপ বন্ধ করে, পাছে সত্যকে উলট পালট করে ও নিজেদের প্রাণ তেমন ব্যবহারের যোগ্য শাস্তি দ্বারা নিমজ্জিত করে।

(ক) বারুক ৩:৩৮ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:৭ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৪:২৪।

(ঘ) এজে ১৬:৫২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ১৪:১০।

(চ) যেরে ২৩:২৪, ২৩।

(ছ) সাম ১৩৯:৭।

(জ) যোহন ১৬:৭।

(ঝ) প্রজ্ঞা ১:৭।

(ঞ) মথি ২৮:২০।

(ট) যোহন ১৪:১০।

(ঠ) যেরে ২৩:১৬ দ্রঃ।

৩।

যারা বলে, মানুষ হওয়ার সময়ে সেই একমাত্র জনিতজন স্বর্গকে নিজের ঈশ্বরত্ব-শূন্য করে রেখেছেন ; তাদের বিপক্ষে।

সমাধান : আমি এমনটা বুঝতে পেরেছি যে, কেউ না কেউ একেবারে প্রচণ্ড ও অবিশ্বাস্য কথা বলতে বলতে ঘুরে বেড়ায় ও, শাস্ত্রের কথামত, *নিজেদের মন যা বলে তা-ই বলে, প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়* (ক)। কেননা যেখানে সত্যের সৌন্দর্য নিজেকে দেখাতে ব্যর্থ হয়, সেখানে মিথ্যার জনক সবসময় নিজের শঠতার বিষাক্ত গরল ঢালে। তাই আমি এমনটা বুঝতে পেরেছি যে, একেবারে নির্বুদ্ধিতা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কেউ না কেউ এমনটা সমর্থন করে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী যখন মানুষ হলেন ও পৃথিবীতে মানুষদের মাঝে মাংসে জীবন কাটালেন, তখন স্বর্গকে নিজের ঈশ্বরত্ব-শূন্য করে রেখেছিলেন। একথার অর্থ হল, তিনি পরিমাণের দিক দিয়ে পরিমেয়, সীমাবদ্ধ স্বরূপের অধিকারী এবং দেহের মত বা বাকি সৃষ্টজীবদের মত একটা স্থান দখল করেন। ওরা হয় তো এটা জানে না যে, ঈশ্বরত্ব অশরীরী, চেহারাবিহীন ও অঙ্গবিহীন, পরিমাণের দিক দিয়ে অপরিমেয় ও স্থানের দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ নন, বরং সবকিছু ঈশ্বরত্বে পরিপূর্ণ ও ঈশ্বরত্ব সবকিছুতে বিরাজমান যেহেতু তিনি স্বরূপেই অসীম। শাস্ত্র বলে, *তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব? স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি আছ। যদি উষার পাখায় ভর ক'রে আমি সমুদ্রের অতীতে বসবাস করি, সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করে, সেখানেও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখে* (খ)। তাই ওদের উচিত তত রুক্ষ ও অবোধ কথা বলা বর্জন করা ও ঈশ্বরের ঐশ্বরিক, অতিজাগতিক ও অনির্বচনীয় স্বরূপের মহিমময় বৈশিষ্ট্যসকল ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করা। কবেই বা লোগোস-বাণী-ঈশ্বর পিতার সঙ্গে থাকা বন্ধ করে দিলেন বা সেই পিতাতে বসবাস করা শেষ করলেন? যদি দীপ্তি নিঃশেষ হতে পারত ও নিজের আলোর উৎস থেকে ছিন্ন করা যেতে পারত, তবেই এটাও ভাবা যেতে পারত যে, পুত্র পিতার সঙ্গে নাও অস্তিত্বশীল হতে পারতেন। সেই যে সূর্য নিজেই এমন সৃষ্টবস্তু যা স্বয়ং

লোগোস-বাণী দ্বারাই অস্তিত্বশীল হল, সেই সূর্যও তার নির্ধারিত পরিক্রমার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছয় কিন্তু নিজের আলো সর্বস্থানেই ছড়িয়ে দেয়, ওরা এটা কি লক্ষ করেনি? সূর্য নিজের মধ্য থেকে যে দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়, যদিও সেই দীপ্তিতে সবকিছু পরিপূর্ণ হয়, তবু সে ইতিমধ্যে তা নিজের মধ্যে রাখে, তাই না? তাই, লোগোস-বাণীর গৌরবের দীপ্তি কবেই বা পিতাতে ছিল না? কবেই বা তাঁর ছাপ তাঁর 'হিপোস্তাসিস' থেকে ছিন্ন হল? যদি সবকিছু পিতাতে পরিপূর্ণ কিন্তু পুত্র স্বরূপের জোরে সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হন (আমি সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি যা অনুসারে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান হওয়ায় সবকিছু তাঁর অস্তিত্বে পরিপূর্ণ ও কোন কিছু থেকে অনুপস্থিত নন), তাহলে পুত্র অবশ্যই পিতার অন্য জাতের অধিকারী। ফলত, যারা তাঁর বিষয়ে এধরনের কথা বলতে দুঃসাহস করে, তারা আরিউসপন্থীদের জঘন্য ধর্মতত্ত্বে পতিত হয়। ওরা যদি সত্যিকারে এটা বিশ্বাস করে যে, পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর ও পিতা-ঈশ্বর থেকে স্বরূপগত ভাবে নিঃসৃত, তাহলে কেনই বা তাঁকে ঐশ্বরিক স্বরূপের উপযোগী বৈশিষ্ট্যসমূহ আরোপ করে না? অপরদিকে, যে 'ঈশ্বর' নাম ওরা তাঁকে আরোপ করে, সেই নাম যদি কাল্পনিক কিছু মাত্র হয় ও ওরা তাঁকে তাঁর নিজের ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে এবিষয়ে অজ্ঞ যে, ওরা স্রষ্টাকে সৃষ্টবস্তুর পর্যায়ে নমিত করে এবং যিনি প্রণেতা ও প্রভু, ওরা তাঁকে তাঁর নির্মিত বস্তুর সমকক্ষ করে। ফলত এটা দাঁড়ায় যে, যখন তিনি মাংসে মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে দৃশ্যমান ছিলেন, তখনও স্বর্গ তাঁর ঈশ্বরত্বে পরিপূর্ণ ছিল, কেননা, যেইভাবে আমি বলেছি, সেই অনুসারে, লোগোস-বাণী-ঈশ্বর হওয়ায় তাঁর দ্বারা সবকিছু পরিপূর্ণ।

(ক) যেরে ২৩:১৬ দ্রঃ।

(খ) সাম ১৩৯:৭-১০।

৪।

যারা ঘোষণা করে, পুত্র অন্তিম দিনের বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন: তাদের বিপক্ষে।

সমাধান: ওরা এটা সমর্থন করে যে, *সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন* (ক), যিশুকে একথা বলতে শুনে অন্যেরা অধিক নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে ঘোষণা করে, পিতা ঈশ্বরের সত্তা থেকে নিঃসৃত লোগোস-বাণী প্রকৃতপক্ষে সেই দিন ও সেই ক্ষণ বিষয়ে অজ্ঞ; ওরা এমনটা সমর্থন করে যাতে তাঁকে স্বর্গদূতদের একই পদের অধিকারী করতে পারে ও তার সৃষ্টজীবদের তুলনায় কোন কিছুতেই অভিন্ন বলে গণ্য করতে পারে। কেমন করে স্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তু একই পদ ও স্বরূপের অধিকারী হতে পারেন? স্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কি অগম্য একটা খাদ থাকার কথা নয়? স্রষ্টা তো বিশ্বকে অতিক্রম করেন, সৃষ্টবস্তু কিন্তু সেই বিশ্বের অধিকার। সুতরাং, খ্রিষ্টকে ঈশ্বর বলে গণ্য করলে, যদি ওরা এটা ধরে নেয় যে, সেই খ্রিষ্ট প্রকৃতপক্ষে যেকোন একটা বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, তাহলে কোন সন্দেহ নেই, ওরা নানা বাধার দিকে ধাবিত হচ্ছে ও নিজেদের শিং তাঁর গৌরবের বিরুদ্ধে উত্তোলন করছে। কেননা, ওরা যা বলে ব্যাপারটা ঠিক তাই হলে তবে দেখা যাবে, তিনি পিতার ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী আর হবেন না। কেননা যদি পিতা জানেন ও পুত্র জানেন না, তাহলে তিনি কেমন করে তাঁর সমকক্ষ ও তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী হতে পারেন? জ্ঞানের তুলনায় অজ্ঞতা নিম্নই হওয়া চাই। ওদের পক্ষে এটা আরও বেশি অস্বাভাবিক যে, পুত্র পিতা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও সুমন্ত্রণাদাতা; কেননা পল তাঁর বিষয়ে বলেছেন, *তিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা* (খ); আরও, *তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত* (গ); অনুপ্রাণিত দাউদ এ কথায়ই স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের স্তুতিগান করেন, *তোমার সুমন্ত্রণা দ্বারা তুমি আমায় চালনা করেছ* (ঘ): এখানে 'সুমন্ত্রণা' বলতে তাঁর থেকে নিঃসৃত পুত্রকে বোঝায়। তেমনটা হলে তবে এটা ধরে নেওয়া কি অযৌক্তিক হবে না যে, পিতার প্রজ্ঞা ও সুমন্ত্রণা যিনি তিনি পিতা সংক্রান্ত কোন কিছুর বিষয়ে অজ্ঞ হবেন? পিতা সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞানপ্রাপ্ত যিনি, কেমন করে তিনি সমাপ্তির দিনের বিষয়ে অজ্ঞ হতে পারতেন? পিতা বিষয়ে জ্ঞান ও

অন্তিম দিন বিষয়ে জ্ঞান: এ দু’টোর মধ্যে মহত্তর জ্ঞান কোন্‌টা? শাস্ত্র এবিষয়ে এটাও বলে, *আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন* [ঙ]। সুতরাং, যিনি ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয় এমনকি সবই তলিয়ে দেখেন, যখন সেই [পবিত্র] আত্মা হলেন স্বয়ং পুত্রের আত্মা, তখন পিতার যা পুত্র কেমন করে তা জানবেন না?

বহু ধারণা রয়েছে যা দ্বারা ওদের মূঢ় ও ভেজাল যুক্তি অযুক্তিতে নিঃশেষ করে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ঐশপরিকল্পনা বিষয়ে কথা বলা দরকার, ও এটাও দেখানো দরকার যে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র নিজের মনুষ্যত্বের সঙ্গে পাপ বাদে সেই মনুষ্যত্বের বাকি সমস্ত বৈশিষ্ট্যও আপন করে নিয়েছেন। ভাবী ঘটনা বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত হওয়ায় তবে তাঁকে ঈশ্বর বলে ধরে নিলে তিনি সেই সবই জানেন যা পিতা জানেন; তথাপি, মানবপুত্র হিসাবে তিনি যে অজ্ঞতার অধিকারী বলে দেখা দেবেন তা অস্বীকার করেন না, কারণ অজ্ঞতা মনুষ্যত্বের একটা বৈশিষ্ট্য। যিনি নিজেই সবকিছুর জীবন ও পরাক্রম, তিনি যেমন সেই নিজেকে শূন্য করার পদক্ষেপের খাতিরে দৈহিক খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর বিষয়ে লেখা আছে তিনি ঘুমালেন ও শ্রান্তি বোধ করলেন, তেমনি সবকিছু জানা সত্ত্বেও তিনি মনুষ্যত্বের জন্য নিরূপিত অজ্ঞতার পাত্র হতে লজ্জাবোধ করেন না; কারণ পাপ বাদে তিনি মনুষ্যত্বের বাকি সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু, যেহেতু শিষ্যেরা ভাবীকালের বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করছিল, সেজন্য তিনি এটা ঘোষণা করায় যে তিনি তা জানেন না, এমনকি এটাও বলায় যে স্বর্গদূতগণও সেবিষয়ে কিছুই জানেন না, সেইভাবে সেই শিষ্যদের সাহায্য করেছিলেন পাছে তারা এটা দেখে যে, তেমন রহস্য বিষয়ক জ্ঞান তাদের উপরে ন্যস্ত করা হয়নি, এর ফলে হতাশ হয়ে পড়ে।

(ক) মার্ক ১৩:৩২।

(খ) ১ করি ১:৩০।

(গ) কল ২:৩।

(ঘ) সাম ৭৩:২৪ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) ১ করি ২:১০।

৫।

যারা বলে, লোগোস-বাণী নিজের প্রভাবে অলৌকিক কাজ সাধন করেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র মাংস তাতে কোন সহযোগিতা রাখে না: তাদের বিপক্ষে।

সমাধান: যারা সমর্থন করে, আমাদের এমনটা মেনে নিতে নেই যে সেই একমাত্র জনিতজনের মাংস তাঁর ঈশ্বরত্বের অংশী ছিল, বা অলৌকিক কাজ সম্পাদন কালে তাঁর ঈশ্বরত্ব তাঁর মাংসের অংশী ছিলেন; বা যিনি লাজারকে কবর থেকে উত্তোলন করেছিলেন তিনি সেই মানুষ নয় বরং লোগোস-বাণী-ঈশ্বর ছিলেন; বা যাত্রাকালে ঈশ্বর নয় ধারণ-করা-মানুষই শ্রান্ত ছিলেন কিন্তু সেই মানুষই পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাদের বিষয়ে আমরা বলি, তারা সত্য ক্ষেত্রে একেবারে লক্ষভ্রষ্ট ও মাংস সংক্রান্ত ব্যবস্থা-রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ। কেননা আমরা এমনটা ঘোষণা করি না যে, দু'টো পুত্র বা দু'টো খ্রিষ্ট আছেন, বরং বলি, এক-খ্রিষ্ট ও প্রভু আছেন, তিনি একমাত্র জনিত ঈশ্বর, তিনি ব্যক্তিময় ভাবে তাঁর সেই অস্তিত্বশীল লোগোস-বাণী যিনি সমস্ত জগৎ ও যুগের পূর্বে পিতা ঈশ্বরের জনিতজন ও ঠিক ইনিই জগতের ইতিহাসের চরমকালে নারী থেকে মাংসে সঞ্জাত হলেন। তাই ওরা দু' মনা হয়ে দু'টো পুত্র ধারণায় আমাদের বিচ্ছিন্ন বা উপনীত না করুক, বরং ওদের উচিত ঈশ্বরের সেই মানুষ-হওয়া লোগোস-বাণীকে এক ও একই জন বলে মেনে নেওয়া, ও এটাও স্বীকার করা যে, কথা বা কর্ম হোক তিনি সেই সবকিছুর অধিকারী। কেননা, যেহেতু সেই একইজন হচ্ছেন ঈশ্বর ও মানুষ, সেজন্য তিনি মানবীয় ও সেইসঙ্গে ঐশ্বরিকও ভাবে কথা বলেন ও মানবীয় ও সেইসঙ্গে ঐশ্বরিকও ভাবে কর্মসাধন করেন। যখন ওরা এক-পুত্র, খ্রিষ্ট ও প্রভুকে স্বীকার করবে, তখনই দু'জনের মধ্যে এ অবোধ বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ ছাড়তে ক্ষান্ত হবে, কেননা ওরা এটাই ঘোষণা করে যে, লোগোস-বাণী-ঈশ্বর বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন এক-পুত্র বলে গণিত, এবং ধারণ-করা-মানুষ বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন আর এক-পুত্র। আমরা তেমন কথা বলিও না, বিশ্বাসও করি না। না, আমাদের ঘোষণা ও বিশ্বাস এটা: যে লোগোস-বাণী নিজেই ঈশ্বর, সেই লোগোস-বাণী মাংস অর্থাৎ মানুষ হলেন: এতে তিনি নিজের ঈশ্বর-হওয়াটা বিসর্জন দেননি বরং যা ছিলেন, শাস্ত্রের ভাষামত

আমাদের একই রক্তমাংসের অধিকারী [ক] হয়ে তা পরিবর্তন ও রূপান্তরের অতীত ভাবে হয়ে রইলেন। এবং তাঁর সঙ্গে একত্রিত যে মাংস তাঁরই মাংস হল, সেবিষয়ে আমরা ঘোষণা করি, সেই মাংস ছিল ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণে প্রাণময় মাংস।

(ক) হিব্রু ২:১৪ দ্রঃ।

৬।

যারা বলে, তাঁকে তাঁর সঙ্গে একত্রিত মাংস সহ [স্বর্গে] তুলে নেওয়া হয়নি, তাদের বিপক্ষে; এবং যারা এটা ঘোষণা করে যে, ধারণ-করা-দেহ পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে একীভূত হল: তাদের বিপক্ষে।

সমাধান: তাঁকে যে নিজের সঙ্গে একত্রিত মাংস সহ [স্বর্গে] তুলে নেওয়া হল: এবিষয়ে কেই বা সন্দেহ পোষণ করতে পারে? কেননা পিতা তাঁকেই 'স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের ডান পাশে আসন দিয়েছন' ও *সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম, প্রভুত্ব* ও *উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছন* [ক] যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন; হ্যাঁ, [পিতা] তাঁকেই অধিষ্ঠিত করেছেন যিনি মানুষ বলে দৃষ্ট ও প্রকাশিত। তিনি এইভাবে সময়মত আগমন করবেন। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরায় জীবনে আসার পর যাঁরা তাঁকে [স্বর্গে] আরোহণ করতে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাঁদের কাছে স্বর্গদূতদের উচ্চারিত কথা এবিষয়ে যথেষ্ট: তাঁরা স্পষ্টভাবে বলেন, *এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন* [খ]। তাই তাঁর আরোহণের দর্শক যাঁরা তাঁরা যদি মাংস-ছাড়া দেহকে দেখতেন, তাহলে যারা আপত্তি উত্থাপন করে, তাদের এটা ধরে নিতে হবে যে, তিনি সেইভাবে আবার আসবেন; কিন্তু যখন তিনি পবিত্র প্রেরিতদূতদের নিজের স্পর্শনযোগ্য দেহকে দেখিয়েই (তাঁকে তো সেইভাবেই তুলে নেওয়া হয়েছিল) তাঁদের নিশ্চিত করলেন, তখন এটা আবশ্যক যে তিনি ঠিক সেইভাবেই পুনরাগমন করবেন, এবং সেই স্বর্গীয় প্রাণীদের উচ্চারিত বাণী এবিষয়ে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে না।

যারা এ সমস্যা উত্থাপন করে, তাদের পক্ষে এমন কুকল্পনা করা উচিত নয় যে লোগোস-বাণীর সঙ্গে একত্রিত দেহ ত্রিত্বের সঙ্গে একীভূত হয়েছে। যে সত্তা যত ধীশক্তি ও ভাষার অতীত বলে গণ্য, সেই অনির্বচনীয় ও অতিজাগতিক সত্তার পক্ষে নিজের সঙ্গে কোন কিছু যুক্ত করা সম্ভব নয়, বিশেষভাবে তখনই যখন সেই যোগ করা 'কিছু' বহিরাগত ভিন্ন স্বরূপেরই অন্য কিছু হয়। ত্রিত্ব নিজ বৈশিষ্ট্যসমূহতে একেবারে

স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কোন হ্রাসীকরণের সাপেক্ষ নন, কারণ সতত পরিবর্তন ও রূপান্তরের অতীত; আরও, যেমনটা বলেছি, সেই অনুসারে ত্রিত্বের পক্ষে কোন সংযোজনের দরকার হয় না। যারা অজ্ঞতাবশত ঘোষণা করে, দেহটা পবিত্র ত্রিত্বের স্বরূপের সঙ্গে একীভূত বা সমসত্তাময় হয়েছে, তারা যুক্তিসঙ্গত কথা বলে না। সেটা আমাদের ধারণা নয়: সবার ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্ট সম্পর্কে আমরা যথার্থ শিক্ষা রক্ষা করি। আমরা ঘোষণা করি: ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী যিনি তিনি নিজের স্বরূপকে মাংসে পরিণত করায় নয় কিন্তু পবিত্রা কুমারী থেকে সেই দেহকে নেওয়ায়ই মানুষ হলেন, এবং তিনি আবার আসবেন, কিন্তু পবিত্র দূতদের সঙ্গে পিতার গৌরবেই আসবেন।

(ক) হিব্রু ৮:১, ১:৩; এফে ১:২১ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ১:১১।

৭।

‘বাণী হলেন মাংস’ বাক্যটা কেমন বোঝা উচিত।

সমাধান: আমি যেমন বুঝতে পেরেছি, সেইভাবে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি, কেউ কেউ *বাণী হলেন মাংস* [ক] বাক্যের অর্থ ও ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করার ভান করছে, সেজন্য আমরা এটা বলতে বাধ্য যে, অনুপ্রাণিত শাস্ত্র সময় সময় শুধু ‘মাংস’ শব্দটা ব্যবহার করেই মানুষকে নির্দেশ করে। নবীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি নিজের আত্মাকে *সমস্ত মাংসের উপরে* [খ] বর্ষণ করবেন; তিনি আরও বলেন, *সমস্ত মাংস ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাবে* [গ]। আমরা তো এটা বুঝাতে চাই না যে, পবিত্র আত্মা কেবল মাংসের উপরে বর্ষিত হলেন, বা কেবলমাত্র মাংসই খ্রিষ্টের সাধিত পরিত্রাণ দেখতে পেয়েছে; না, পবিত্র আত্মা মানবজাতির উপরে বর্ষিত হলেন ও মানবজাতি সেই পরিত্রাণ দেখতে পেয়েছে। তাই যখন সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, ‘এবং বাণী হলেন মাংস’, তখন এমন শিক্ষা প্রদান করছেন না যা অনুসারে ঈশ্বরের লোগোস-বাণী মাংসে রূপান্তরিত হলেন (কেননা অপরিবর্তনশীল পিতা থেকে আগত বলে সেই লোগোস-বাণী অপরিবর্তনশীল), কিন্তু তিনি বলতে চান যে, ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণময় মাংসকে নিজেরই করায় তিনি অলৌকিক ভাবে পবিত্রা কুমারী থেকে মানুষ বলে নিঃসৃত হলেন, এবং যেহেতু সেই মানুষ এমন অস্তিত্বশীল মানুষ ছিলেন না যাঁকে ঈশ্বরীকৃত করা হয়েছিল বরং ছিলেন স্বরূপে ঈশ্বর, সেজন্য মানুষের কাছে প্রকাশ্য ছিলেন।

(ক) যোহন ১:১৪।

(খ) যোয়েল ৩:১ আক্ষরিক অনুবাদ।

(গ) ইশা ৪০:৫ সত্তরী পাঠ্য।

৮।

যারা জিজ্ঞাসা করে, মাংসে খ্রিষ্টের আগমন মানব স্বরূপকে কিছু যোগ করেছে কিনা; আরও, মানুষ কেমন করে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। তাদের কাছে উত্তর।

সমাধান: ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী মানুষ হওয়ার মধ্য দিয়ে যে মানবস্বরূপের জন্য সমস্ত মঙ্গলের প্রণেতা হলেন, একথা কেইবা অস্বীকার করবে ? কেইবা একথা মেনে না নিয়ে এটা ঘোষণা করবে যে, এজগতের কাছে তাঁর প্রেরিত হওয়াটা আমাদের উপকারে আসেনি? সর্বপ্রথমে, মানুষ তাঁর প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মিত হয়েছিল, এবং তার স্বরূপ মঙ্গল সবকিছু অর্জন করতে ও সদ্‌গুণ সাধন করতে সক্ষম করা হয়েছিল। কেননা, যেইভাবে সর্বপ্রজ্ঞাবান পল বলেন, সেই অনুসারে তিনি *সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই* (ক) আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু পাপ সেই প্রতিমূর্তির সৌন্দর্য নষ্ট করল ও শয়তান মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল চেহারা নোংরা করল; পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা এসে, যা নষ্ট করা হয়েছিল তা তার আদি অবস্থায় পুনরায় গড়লেন ও আমাদের তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে পুনরায় খোদাই করলেন, যার ফলে ঐশ্বরিক স্বরূপের চিহ্ন এখন পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও পুণ্যাচরণ দ্বারা আমাদের মধ্যে দীপ্তিমান। কেননা তিনি হলেন সেই দরজা ও সেই পথ যা দ্বারা আমরা সেইখানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত যেখানে সবকিছু উৎকৃষ্ট, ও সেদিকে সোজা পথে চলার সামর্থ্য প্রাপ্ত। এইভাবে আমরা যারা খ্রিষ্টে রয়েছি ও আমাদের কাজকর্মে সাহস ভরে ব্যবহার করেছি, সেই আমাদের উপরে সেই উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্তি দীপ্তি ছড়ায়। সেই আদিনির্মিত মানুষে সদ্‌গুণ অর্জন করার ক্ষমতা-বিশিষ্ট যোগ্যতা উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু বাস্তবায়ন-ক্ষমতা ছিল না। সেজন্য খ্রিষ্ট তাঁর মেষ এই আমাদের বিষয়ে বললেন, *আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়* (খ)। আদিতে যা আদমে ছিল অর্থাৎ পবিত্রতা, তা মানবস্বরূপের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আমার মতে, 'প্রচুর পরিমাণে' বলায় তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য বলে ও সৎকর্ম সাধন দ্বারা উজ্জ্বল বলে গণ্য হওয়া বোঝান।

(ক) এফে ২:১০।

(খ) যোহন ১০:১০ দ্রঃ।

৯।

যে লোগোস-বাণী স্বয়ং ঈশ্বর, সেই লোগোস-বাণী নিজের মাংসের মধ্য দিয়ে অলৌকিক কাজ সাধন করেন। সেপ্রসঙ্গে।

সমাধান: আমরা ঘোষণা করি, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নয় যে তিনি নিজের ঈশ্বর-হওয়াটা বিসর্জন দেবেন বা কেবল লোগোস-বাণী বলে উপলব্ধ হবেন, কিন্তু যেন মানুষ হওয়ার মাধ্যমে ও পবিত্রা কুমারী ও ঈশ্বরজননী থেকে পাওয়া দেহটা আপন করে নেওয়ার মাধ্যমে মানুষ হন। তাই যে কেউ 'খ্রিষ্ট' নামটা ব্যবহার করে, সে কেবল সেই লোগোস-বাণীকে বা আমাদের মত সাধারণ একটা মানুষকে নয়, কিন্তু, যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, সে পিতা ঈশ্বরের মানুষ-হওয়া সেই লোগোস-বাণীকে বোঝে যিনি তাঁর প্রেরণকর্মের জন্য তৈলাভিষিক্ত। কেউ কেউ যেমন ঘোষণা করে, সেই অনুসারে, লোগোস-বাণীর সঙ্গে যুক্ত ঈশ্বরীকৃত কোন মানুষ ছিল না, কিন্তু লোগোস-বাণী নিজেই মানুষ হয়ে মাংস ধারণ করলেন ও সেই অবস্থায়ও ঈশ্বর হয়ে রইলেন।

অতএব, যখন তিনি অলৌকিক কাজ সাধন করেন, তখন তাঁর পবিত্র মাংস থেকে ঈশ্বরের লোগোস-বাণীকে বিচ্ছিন্ন করতে নেই ও সেই কর্মসম্পাদনে নিহিত পরাক্রম কেবলমাত্র লোগোস-বাণীর উপরেও আরোপ করতে নেই, বরং সত্য ধর্মভক্তি অনুসারে আমাদের দেখতে হবে যেন ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী মানুষ হওয়ায় কাজকর্মের জন্য প্রায়ই নিজের মাংসই ব্যবহার করেন, কারণ তিনি একীভূতি বা সংমিশ্রণ ছাড়াই নিজের মাংস বলেই সেই মাংসের অধিকারী। উদাহরণ স্বরূপ, একটা ছুতোর বা কর্মকারের বেলায় একজন দেখতে পায়, প্রাণ দেহের সাহায্যেই কর্ম সম্পাদন করে, এবং এমন কেউই নেই যে বলবে, যদিও লোকটা দেহে চলাচল করে তবু কাজটা শুধু প্রাণেরই কাজ; বরং সবাই এটা মেনে নেবে যে, কাজটা প্রাণ ও দেহ দু'টোর মিলিত কাজ। তোমরা সেইভাবেই খ্রিষ্টকে লক্ষ করবে। মানুষ হওয়ার আগে লোগোস-বাণী নিজে থেকেই অস্তিত্বশীল ছিলেন ও নিজের দ্বারা নিজের ঐশ্বরিক কাজ সম্পাদন করতেন; কিন্তু মনুষ্যত্ব ধারণের পর তিনি, যেমন আমি বলেছি, সমস্ত কিছু নিজের মাংস

দ্বারাই সম্পাদন করলেন। এজন্যই তিনি হাত বাড়ানোর মাধ্যমে সেই অন্ধকে স্পর্শ করলেন ও খাটুলি স্পর্শ করার মাধ্যমে সেই বিধবার ছেলেকে আবার উঠিয়ে দিলেন; এজন্যই তিনি থুথু ফেললেন, কাদা তৈরি করলেন ও সেই জন্মান্ধের চোখে তা মাখিয়ে দিলেন (ক)।

যদিও তাঁর গতিপথ আত্মিকই ছিল, তবু তোমাদের এটা লক্ষ করা উচিত যে, তিনি মানবীয় ভাবেই কাজটা শুরু করেছিলেন, কারণ তিনি আমাদের জীবন-অবস্থাকে আত্মিক নাগরিকত্বেই উন্নীত করছিলেন, অর্থাৎ তাঁর অভিপ্রায় ছিল, মানুষের স্বরূপের জন্য তিনি এমন পথ ও সূচনা হবেন যেন সেই মানবস্বরূপ মাংসময় ও বিলাসী নয় এমন জীবন আর নয়, কিন্তু পবিত্র ও আত্মিক এমন জীবনই যাপন করতে সক্ষম হয়। তিনি আমাদের সমস্ত মঙ্গলের সূচনা, এবং তিনি মানুষ হিসাবে প্রকাশ্যমান হলেন যাতে আমাদের স্বরূপকে আদমে তার সেই দুর্বলতা থেকে মুক্ত করতে পারেন, এবং সবার আগে তাঁর নিজের মধ্যেই যেভাবে সেই মানবস্বরূপ আছে, তিনি সেইভাবে সেই মানব-স্বরূপকে আত্মিক করে তুলতে পারেন।

(ক) মথি ৯:২৯; লুক ৭:১৪; যোহন ৯:৬ দ্রঃ।

১০।

একই প্রকারে : মানুষ কেমন করে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি?

সমাধান : যেহেতু ওরা বলে, অন্যান্যরা জিজ্ঞাসা করছে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে সৃষ্ট মানুষকে আমাদের কেমন করে উপলব্ধি করা উচিত, ও তাছাড়া যেহেতু ওরা নিজেরাও এমন একেবারে অবোধ ভাবে ঘোষণা করছে যা অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে সাদৃশ্যটা দেহের প্রতিমূর্তি ও দৃশ্যগত চেহারা অনুযায়ী বলে এমনকি শুধু সেই চেহারা অনুযায়ীই বলে অনুধাবনযোগ্য, সেজন্য আমি এটা ঘোষণা করতে নিজেকে বাধ্য মনে করছি যে, ওরা ভ্রান্তিতে রয়েছে ও এমন মনের অধিকারী যা সত্যকে দর্শন করতে উৎসুক নয়। *‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’* (ক) : ত্রাণকর্তার এ সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও ওরা এটা সমর্থন করে যে, আমরা যেমন, তেমনি ঐশ্বরিক স্বরূপও তেমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তবে তিনিও একটা দেহ নাকি, যার ফলে তাঁকে আর আত্মা বলে পরিগণিত করতে নেই? কেননা চেহারা তো দেহেরই অধিকার। কিন্তু যেহেতু ‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’, সেজন্য তাঁকে অবশ্যই চেহারাবিহীন ও রূপরেখা, আকৃতি ও সমস্ত সীমাবদ্ধতার অতীত হতে হবে। তাঁর সম্পর্কে আমরা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই, অর্থাৎ, সর্বপ্রথমে ও সর্বোপরি সদ্‌গুণ ও পবিত্রতা নিয়েই গড়া। কেননা ঈশ্বরত্ব পবিত্র, ও তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের উৎস, সূচনা ও উৎপত্তি স্বরূপ। কিন্তু মানুষ যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মিত, সেবিষয়ে সর্বপ্রজ্ঞাবান পলই এই উত্তম ব্যাখ্যা তোমাদের দেবেন; কেননা তিনি গালাতীয়দের বলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* (খ)। কেননা খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার পবিত্রীকরণ দ্বারা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান দ্বারাই গঠিত হচ্ছেন; কিন্তু যারা বিশ্বাস লঙ্ঘন করে, তাদের মধ্যে সেই সমস্ত চিহ্ন দুর্বল আলো ছড়ায়। সেইজন্যই তাদের পক্ষে বিশেষ প্রসবপ্রক্রিয়া, অর্থাৎ আদর্শই একটা নবজন্মই দরকার যাতে পবিত্র আত্মা নিজের পবিত্রীকরণ দ্বারা তাদের অন্তরে ঐশ্বরিক প্রতিমূর্তিকে আলোময় করে তোলেন যার ফলে তারা খ্রিষ্টে পুনর্গঠিত হতে পারে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সাদৃশ্য যে মানুষের অন্তরে আদিতেও ছিল, তা বলার জন্যও উত্তম প্রমাণ আছে, কারণ পৃথিবীর যত নিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার মানুষকেই দেওয়া হয়েছিল। এটা হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্যের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। যখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ বা সৃষ্টি মানুষের দেহে ও চেহারায় অধিষ্ঠান করত, তখন কেমন করে তা হারানো যেতে পারত এই কারণে যে, আমরা আমাদের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর একটাও ফেলে দিইনি? কিন্তু এটা লক্ষ ক'রে যে, পবিত্রতা ও ধর্মময়তা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের অনুরূপ করে, সেজন্য আমরা ঘোষণা করি, যারা পবিত্রতা ও ধর্মময়তায় জীবন যাপন করা শেষ করেছে, তারা সেই বিশিষ্ট ও মহান সৌন্দর্য ফেলে দিয়েছে। এজন্যই তা পবিত্রতা, সদ্‌গুণ ও ধর্মসম্মত জীবনধারণ দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সেই লোকেরা এতই খালি হাতে অবস্থায় থাকে যার জন্য ওরা ভাবে যে, ঐশ্বরিক স্বরূপ মানবীয় চেহারা অনুযায়ী, তাহলে এটা কেমন হতে পারে যে ত্রাণকর্তা পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে ইহুদীদের বললেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও শোননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখনি?* (গ)। আমি যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, তাঁর যদি মানবীয় চেহারা থাকে, তাহলে এ কেমন হতে পারে যে সেই ইহুদীরা, এমনকি মানবজাতির বাকি সবাইও তাঁর চেহারা দেখেনি?

(ক) যোহন ৪:২৪।

(খ) গা ৪:১৯।

(গ) যোহন ৫:৩৭ দ্রঃ।

১১।

এউখারিস্তিয়া যে কেবল কাথলিক গির্জাগুলোতেই পালন করা উচিত, সেসম্পর্কে।

সমাধান : অর্ঘ্যটা তথা রহস্যময় নৈবেদ্যটা সেই পবিত্র গির্জাগুলোতে অনুষ্ঠিত হতে হবে যেগুলো যথার্থ বিশ্বাসের পন্থী; অন্য কোথাও নয়। অন্যথা অনুষ্ঠান একেবারে বিধান-বিরুদ্ধ। পবিত্র লেখাগুলো এবিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। কেননা বিধান এমনটা আজ্ঞা করত যে, মেষ পাস্কা পর্বদিনে বলি দেওয়া হবে, ও সেই মেষ খ্রিষ্টকে নির্দেশ করত। শাস্ত্রে বলে, *তা কেবল এক ঘরের মধ্যেই খাওয়া হবে; তোমরা ঘরের বাইরে তার মাংসের কিছুই নিয়ে যাবে না* [ক]। যারা তা খ্রিষ্টের একটা কাথলিক ঘরে (আমি বলতে চাই, গির্জায়) পালন করে না, তারা অর্ঘ্যটা বাইরে নিয়ে যায়। আর একটা বিধি একই অর্থ বহন করে; শাস্ত্রে বলে, *যে কেউ শিবিরের মধ্যে একটা বলদ বা একটা ভেড়া বলি দেয় ও সেগুলা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে আনে না, সেই প্রাণ আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে* [খ]। সুতরাং যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর বাইরে বলি দেয়, তারা ভ্রান্তমতপন্থী ছাড়া আর কিছুই নয়, ও তাদের দুঃসাহসী কর্মের উপর বিনাশ বর্তে। তাই আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, গির্জাগুলোতে রহস্যময় অর্ঘ্য খ্রিষ্টের দ্বারা পবিত্রিত, আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও সিদ্ধীকৃত হয়।

(ক) যাত্রা ১২:৪৬।

(খ) লেবীয় ১৭:৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১২।

আমরা আমাদের মাংসময় ও স্বরূপগত বিলাসিতা সঙ্কুচিত করতে পারি, কিন্তু এখনও তা একেবারে উচ্ছেদ করতে পারি না: সেসম্পর্কে।

সমাধান: কারও কারও বিবেচনায়, পবিত্র প্রেরিতদূতগণ যা বলেন, তার চেয়ে সর্বপ্রজ্ঞাবান পল কঠিন কথা, অর্থাৎ বুঝতেই কঠিন কথা বলেন। তথাপি এতে কোন সন্দেহ আদৌ থাকতে পারে না যে, তাঁর কথাগুলো উচ্চতর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, কেননা খ্রিষ্টই তাঁর মধ্যে কথা বলেন। পল বলেন, *আসলে আন্তরিক মানুষ হিসাবে আমি ঈশ্বরের বিধানে প্রীত; কিন্তু আমার অঙ্গগুলিতে অন্য ধরনের এক বিধান দেখতে পাচ্ছি: তা আমার মনের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে বিধান আমার অঙ্গগুলিতে রয়েছে, তা আমাকে তার বন্দি করে ফেলে* (ক); আরও, *দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারাই! এক কথায়, আমি মন দিয়ে ঈশ্বরের বিধানের সেবা করি, কিন্তু রক্তমাংস দিয়ে পাপের বিধানের সেবা করি* (খ)। মাংসের উত্তেজনা সংযমে তৎপর এমন মনের বিরুদ্ধে, তার ঈশ্বরভীতির খাতিরে, যুদ্ধ করে ও কৌমার্যের প্রতি যত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম জাগায়। যারা ঈশ্বরভীরুদের উপযোগী উপবাস পালন করে তারা মাংসের উত্তেজনা সংযত রাখে ও কৃচ্ছ্রসাধনা ও অন্যান্য যত উপযোগী অনুশীলন দ্বারা পাপের তেজের তীক্ষ্ণতা ভোঁতা করে। মূল কথা এ যে, মাংস থেকে তার সহজাত কামনা বিলীন করা সম্ভব নয়, কিন্তু, যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, পাপ যেন মনের উপর প্রাধান্য না পায়, তেমনটা অর্জন করা সতর্কতা দ্বারা সম্ভব হতে পারে, বিশেষ ভাবে একথা ভেবে যে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত লোগোস-বাণী মানুষ হলেন ও তিনি পাপের বিধানকে আমাদের অঙ্গগুলোতে হাঙ্গামা চালাতে দেন না। সর্বপ্রজ্ঞাবান পল স্পষ্টভাবে তোমাদের এশিক্ষা দেবেন, কারণ তিনি বলেন, *কারণ বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই*

বশে চলি [গ]। তাই আমরা এক নিমেষেই যে আমাদের উত্তেজনার উপরে জয়ী হব তা নয়; তেমন অবস্থা সেই সুখময় জীবনের জন্য সংরক্ষিত যা আমরা আসন্ন জগতে পাব বলে প্রত্যাশা করি। কিন্তু তবুও আমরা মানুষের মত মানুষ বলে ব্যবহার করতে পারি, ও ঈশ্বরের যে সহযোগিতা ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের জন্য শক্তি যুগিয়ে দেয়, তা দ্বারা আমরা মাংসের উত্তেজনা দমন করতে পারি। কামনা শিথিলদের উপর বেশি প্রখর ও তাদের হৃদয়-মনের উপর কেমন যেন প্রভুত্ব করে। যারা ঈশ্বরভীতি রাখে, তাদের মধ্যে সেই কামনা দুর্বল, তা সহজে দমিত হয় ও আমাদের মন থেকে দূর করে দেওয়া হয়। শাস্ত্র বলে,'*প্রভু-ভয় পুণ্যময়* [ঘ], অর্থাৎ সেই ভয় পবিত্রতা আনে।

(ক) রো ৭:২২।

(খ) রো ৭:২৪-২৫।

(গ) রো ৮:৩-৪।

(ঘ) সাম ১৯:৯।

১৩।

যারা জিজ্ঞাসা করে, যখন খ্রিষ্ট আদমের সাদৃশ্য পরিধান করতেন, তখন মাংসের কারণে পাপ করতে পারতেন কিনা : তাদের প্রতি উত্তর।

সমাধান : যেহেতু ঐশ্বরিক পরিকল্পনার জন্য খ্রিষ্ট আমাদের মানবীয় চেহারায় অস্তিত্বশীল হলেন, দাসের অবস্থা ধারণ করলেন, ও পৃথিবীতে মানুষদের সঙ্গে চলাফেরা করলেন, সেজন্যই যে তিনি পাপ করতে পারলেন তেমন বিষয়ে লোকদের পক্ষে কোন রকমে কোন ভাবে কল্পনা করা একেবারে নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। তিনি যা ছিলেন, যদি তা হওয়া শেষ করতেন, তিনি ঈশ্বর হওয়া থেকে আমরা যা, যদি শুধু তাতেই নিজেকে পরিবর্তন করতেন, তাহলে তাদের পক্ষে তাঁর মধ্যে মানবীয় দুর্বলতা সংক্রান্ত অভিযোগ খোঁজ করা প্রয়োজন হত। কিন্তু, যে মানব স্বরূপ আদমে পীড়িত অবস্থায় ভুগছিল, সেই স্বরূপকে পাপের আরও বেশি প্রভাবশালী প্রভু করার জন্যই তিনি যদি সেই মানব স্বরূপ পরিধান করে থাকতেন, তাহলে ওরা যা খুঁজে বের করতে পারে না সেবিষয়ে অযথা অনুসন্ধান করছে কেন? তিনি যা বলেছিলেন, তথা *এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই* (ক), তাঁর একথা ওরা কেন ভুলে গেছে? কেননা পাপের উদ্ভাবক সমস্ত মাংসের বিষয়েই অভিযোগ তোলে; তবু তাসত্ত্বেও তার দুষ্ট কৌতূহল খ্রিষ্টের বেলায় করার মত কিছুই পায় না, কারণ তাঁর মধ্যে তেমনটা পাওয়ার মত আদৌ কিছুই ছিল না। বাস্তবিকই তিনি ইহুদীদের বলেছিলেন, *তোমাদের মধ্যে কে পাপের বিষয়ে আমাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে পারে? আমি যদি সত্য বলি, তবে কেন তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না?* (ক)। আমরা যেমন আদমে অবাধ্যতা ও ঐশ্বরিক আদেশ লঙ্ঘন বিষয়ে দণ্ডিত, তেমনি খ্রিষ্টের সম্পূর্ণ নির্দোষিতা ও তাঁর পূর্ণ ও নির্মল বাধ্যতা গুণে খ্রিষ্টে আমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। মানব স্বরূপ তাঁর বিষয়ে গর্ববোধ করে। অভিশাপ কেটে গেছে, পাপের মুখ বন্ধ হয়েছে, ও তাঁর সঙ্গে মৃত্যুর প্রতাপ শূন্য হয়ে গেছে, তা কেমন যেন তার নিজের শিকড় সহ শুকিয়ে গেছে। যখন পাপ আমাদের সমস্ত অমঙ্গল ঘটিয়েছে, তখন খ্রিষ্টে অর্জিত ধর্মময়তা তাঁর নিজের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে এসে তাঁর পুরা নির্দোষিতার অধিকারী হওয়ায় পাপের সমস্ত

সঙ্গীদের উচ্ছেদ সাধন করবেই। এর ফলাফল এটা হল যে, যদিও তিনি নিজেকে আদমে পরিবৃত করেছিলেন (ওরা তো তেমনটাই বলে থাকে), তবু মাটি থেকে আগত সেই মৃন্ময় আদম যা ছিলেন তিনি তা ছিলেন না; না, তিনি ছিলেন স্বর্গীয়, ও যা মৃন্ময় ছিল, তার চেয়ে তিনি ছিলেন অতুলনীয় ভাবে উচ্চতর। তাঁর মধ্যে পাপহীনতার প্রশংসায় মাল্যভূষিত স্বরূপকে দেখা যেতে পারে; অনুপ্রাণিত শাস্ত্র তাঁর বিষয় সাক্ষ্যদান করে বলে, *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (গ)।

(ক) যোহন ১৪:৩০।

(খ) যোহন ৮:৪৬।

(গ) ১ পি ২:২২।

১৪।

যারা জিজ্ঞাসা করে, দূতগণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে কিনা : তাদের প্রতি উত্তর।

সমাধান : যখন আমরা ‘ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে’ বাক্যটা মানুষকে আরোপিত বলেই ব্যাখ্যা করেছিলাম, তখন বলেছিলাম, বাক্যটার অর্থ এ নয় যে, দেহের চেহারা ঈশ্বরের রূপে রূপান্তরিত হয়েছে, কারণ ঈশ্বরত্ব অশরীরী, বস্তুবিহীন ও স্পর্শনযোগ্য নয়, পরিমাণ, সীমাবদ্ধতা, গঠন ও রূপরেখা বিহীন [১০ নং দ্রঃ]। ঐশ্বরিক প্রতিমূর্তি-ধারণাটা মানুষের বেলায় উপযোগী করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, মানুষ তাঁর আচরণ, নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও সেই আধ্যাত্মিক চেহারা ক্ষেত্রেই নিজের স্রষ্টার সাদৃশ্যে নির্মিত, যে বৈশিষ্ট্যসমূহ গুণাবলির উৎকৃষ্ট চেহারার মধ্য দিয়ে দীপ্তিমান। কেননা ঈশ্বরত্ব সেই সমস্ত কিছুতে বিদ্যমান যা মঙ্গলকর, এবং তিনি সমস্ত গুণাবলির একমাত্র উৎস, মূল ও উৎপত্তি, ও যা কিছু মঙ্গলকর, তা তাঁর থেকেই আমাদের কাছে আগত। গুণাবলি যা উৎপন্ন করে, মানুষ যদি সেই চেহারা ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে গড়া, তাহলে সেই পবিত্র দূতগণ আমাদের চেয়ে আরও বেশি ও আরও অতুলনীয়ভাবে তদ্রূপ। যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন গোটা সৃষ্টি যে পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও সমস্ত গুণাবলি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে গড়া, তা ভাবা অসম্ভব নয়। যখন ঈশ্বরিক ও অতিজাগতিক সৌন্দর্য পার্থিব মানুষ এই আমাদের অলঙ্কৃত করতে পারে, তখন যে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রতাপসমূহের উপর ঈশ্বর কেমন যেন বিশ্রাম করেন, সেই সৌন্দর্য কি সেই প্রতাপসমূহকে আরও বেশি করে অলঙ্কৃত করবে না? এজন্য ঐশ্বরিক শাস্ত্র স্বর্গকে ঈশ্বরের ’আসন’ বলে অভিহিত করে।

১৫।

যারা জিজ্ঞাসা করে, অশরীরী সেই অপদূতেরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কেমন করে যৌন সংসর্গ করতে পেরেছে: তাদের প্রতি উত্তর।

সমাধান: যেহেতু ওরা বলে, কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, অশরীরী হওয়ায় কেমন করে অপদূতেরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সংসর্গ করতে পেরেছে এবং এই স্ত্রীলোকেরা কেমন করে সেই সংসর্গের ফলে দৈত্যদের জন্ম দিল, সেজন্য এবিষয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছুটা বলতে হবে: আমরা বিষয়টা দীর্ঘায়িত করব না, সেই ঘটনার অর্থ সম্পর্কে শুধুমাত্র একটা সারাংশই উপস্থাপন করব। সুতরাং, ওরা বলে, সেই আদিকালে বা আদিযুগে একটা প্রভেদ রাখা হয়েছিল, তা এমন প্রভেদ যা কাইনের ও এনোশের উত্তরসূরীদের মধ্যেই বর্তমান: সেই এনোশকে তাঁর মহৎ ধর্মময়তার কারণে তাঁর সমকালীন মানুষ দ্বারা 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, 'কারণ তিনি তাঁর ঈশ্বর প্রভুর নাম অনুসারে অভিহিত হতে আশা করছিলেন'[ক]। এই এনোশের কয়েকজন উত্তরসূরী তাঁদের পিতার পথ অনুসরণ করে ধর্মময়তা ও সম্পূর্ণ সদ্‌গুণ অনুশীলন করেছিলেন; অপরদিকে, কাইনের উত্তরসূরীরা ছিল হিংস্র ও জঘন্য, এবং যত দুষ্কর্ম সম্পাদন করতে তৎপর ছিল যেহেতু তাদের পিতা ঠিক তাই হয়েছিল। তবে, যতদিন জাতিগুলো অমিশ্রিত হয়ে থাকল, ততদিন ধরে এনোশের উত্তরসূরীরা নিজেদের উৎকৃষ্ট জীবনধারণ রক্ষা করে চলল। কিন্তু, শাস্ত্র এটাই বলে যে, যিনি ঈশ্বর বলে অভিহিত ছিলেন তথা সেই এনোশের সন্তানেরা যখন কাইনের উত্তরসূরীদের কন্যাদের দেখল (শাস্ত্র সেই কন্যাদের 'মানব-কন্যাদের' বলে অভিহিত করে), তখন তারা সেই কন্যাদের দ্বারা নীতিভ্রষ্ট হয়ে জঘন্য কামনার বশীভূত হল ও সেই কন্যাদের গতিপথে মন পালটাল। কাজটা ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে তুলল, ফলত তিনি এমনটা করলেন যাতে তাদের বেছে নেওয়া স্ত্রীসকল সেই জঘন্য দানবদের জন্ম দেয় যাদের আচরণের ও পশুতুল্য উগ্রতার ঘৃণ্য হিংস্রতার জন্য 'দৈত্য' নামে চিহ্নিত হল।

যে চারজন অনুবাদক সেই সত্তরজনের পরে এলেন, তাঁরা এই বচন অনুবাদে 'ঈশ্বরের সন্তানেরা মানব-কন্যাদের দে'খে' না লিখে অন্য ভাবে তথা 'যাঁরা শাসন

করছিলেন তাঁদের সন্তানেরা’ ও ‘শাসকদের সন্তানেরা’ লিখলেন। দেহগুলো যা করে, অশরীরী অপদূতেরা যে তাই করতে পারে ও তাদের স্বরূপের বিপরীত ভাবে আচরণ করতে পারে, তেমনটা ধরে নেওয়া নির্বুদ্ধিতা মাত্র। কোন জীব নিজের স্বরূপের বিপরীতে ব্যবহার করতে পারে না, কিন্তু এক একটা বস্তু সেইভাবে থাকে যেইভাবে তা সৃষ্ট হয়েছিল। কেননা ঈশ্বর হলেন সবকিছুর প্রণেতা, ও তাঁর আদেশ ক্রমে এক একটা জীব যা হয় তা হয়ে থাকে। অতিরিক্ত এই বিষয় লক্ষণীয়, তথা: কোন না কোন অনুলিপি অনুসারে এটা রয়েছে, ‘ঈশ্বরের দূতেরা মানব-কন্যাদের দে’খে [ইত্যাদি]’। কিন্তু এটা হল বহিরাগত একটা প্রক্ষেপ, কারণ সত্যকার পাঠ্য হল, ‘ঈশ্বরের সন্তানেরা মানব-কন্যাদের দে’খে [ইত্যাদি]।

(ক) আদি ৪:২৬ সত্তরী পাঠ্য।

কালোসিরিউসের কাছে পত্র

যারা এমনটা ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরত্ব মানব চেহারার অধিকারী, সেবিষয়ে আর্সেনোইতে অঞ্চলের বিশপ কালোসিরিউসের কাছে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ পবিত্র সিরিলের পত্র।

বিশপ কালোসিরিউসের কথা ৪৪৯ সালে এফেসসে অনুষ্ঠিত মহাসভার দলিলে উল্লিখিত; দলিলটা অনুসারে তিনি নিজের পরিসেবক যুলিউসের মধ্য দিয়ে কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ নেস্তরিউসের বিপক্ষে কনস্তান্তিনোপলিসের সন্ন্যাসী এউতিখেসের পক্ষে কথা বলেছিলেন।

তিনি সেই আর্সেনোইতে অঞ্চলের বিশপ ছিলেন যা আজকালের মিশরে অবস্থিত ফাইউম।

কালামোন নামক যে পর্বত পত্রের শুরুতে উল্লিখিত, তা ফাইউম শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত; সেখানে শামুয়েল নামক একজন সন্ন্যাসী, বিশপ কালোসিরিউসের আনুমানিক ১০০ বছর পূর্বে একটা মঠ স্থাপন করেছিলেন যা ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

সূচীপত্র

কয়েকজন লোক কালামোন পর্বত থেকে এখানে এলে আমি তাদের কাছে সেখানকার সন্ন্যাসীদের অবস্থা, সেই সন্ন্যাসীদের জীবনচর্চার পর্যায় ও জীবনধারণের গুণমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। উত্তরে তারা বলল, অধিকাংশ সন্ন্যাসী তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধতার জন্য সম্মানের পাত্র ছিলেন, ও সন্ন্যাসজীবন যেমন ধারণ করা উচিত সেইভাবে সেজীবন ধারণ করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এমন কয়েকজন ছিলেন যাঁরা অজ্ঞতায় প্রণোদিত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্তশিষ্ট মনা সন্ন্যাসীদের বিরক্ত করেন। সেই আগন্তুকেরা এটাও বলল যে, তাদের মধ্যে প্রায় এধরনের তর্কাতর্কি হয়: যেহেতু ঐশ্বরিক শাস্ত্র বলে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে সৃষ্ট হয়েছে, সেজন্য আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, ঈশ্বরত্ব মানব গঠন বা চেহারার অধিকারী। একথা

এমন যা একেবারে উন্মাদনার নামান্তর, এমনকি, যারা তেমনটা ভাবতে স্থির করে তারা চরম ঈশ্বরনিন্দা অভিযোগে পতিত হতেও পারে। মানুষ যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাদৃশ্যটা দৈহিক সাদৃশ্য নয় কেননা ঈশ্বর অশরীরী। ত্রাণকর্তা নিজেই এবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করবেন, কেননা তিনি বলেন, *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ* (ক)। ফলত, তিনি যখন আত্মাস্বরূপ, তখন কোন দৈহিক গঠনে অঙ্গীভূত হতে বা অস্তিত্বশীল হতে পারেন না; কারণ যা কিছু দেহ-ক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে, তা সংগঠনের বাইরে রয়েছে: বাস্তবিকই ঈশ্বরত্ব মাত্রা ও সংগঠন বিহীন। কিন্তু যদি তারা মনে করে, যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে সেই ঈশ্বর নিজেই মানবদেহের স্বরূপ অনুযায়ী সংগঠনের অধিকারী হন, তাহলে তারা আমাদের বলুক, হাঁটবার জন্য পা, কাজ করার মত হাত ও দেখবার জন্য চোখও তাঁর আছে কিনা। সেই অনুসারে, তিনি কোথায় হেঁটে বেড়ান? যাঁতে বিশ্ব পরিপূর্ণ, তিনি কোথায় যাওয়া-আসা করেন? কেননা তিনি বলেছেন, *স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?—প্রভুর উক্তি?* (খ)। যিনি তাঁর জীবনময় লোগোস-বাণী দ্বারা সৃষ্টি করেন, তিনি নিজের কোন্ হাত কার্যকারী করেন? তাঁর চোখ যদি আমাদের চোখের মত তাঁর মুখমণ্ডলে স্থিত, তাহলে তাঁর পিছনে যা রয়েছে তা তিনি দেখতে পান না। যখন তিনি পূব দিকে তাকান, তখন পশ্চিমে অবস্থিত লোকেরা যে কি করে, তিনি কি সেবিষয়ে সচেতন আছেন? এবং যখন তিনি পশ্চিমের দিকে তাকান, তখন কি পূবের লোকদের দেখতে পান না?

এধরনের কথা বলায় আমার লজ্জা লাগে, কিন্তু কয়েকটা লোকের উন্মাদনা তাদের নিজেদেরই প্ররোচনার ফলে আমাকে অনিচ্ছুক-উন্মাদ করে ফেলেছে। এবিষয়ে অজ্ঞ বাচালদের স্তব্ধ করা উচিত, তাদের শান্তশিষ্ট থাকা উচিত, ও তাদের শক্তির বাইরে যা রয়েছে তা তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়; এক কথায়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কথা বলা তাদের বন্ধ করা উচিত, কারণ ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টিকে অতিক্রম করেন। তিনি একটা দেহের মত বলে অথবা দৈহিক রূপরেখা ও আকৃতির মধ্যে ধারণকৃত বলে বিবেচিত নন, তিনি কিন্তু একক, অশরীরী, রূপ ও সংগঠন বিহীন, আমাদের মত নানা অংশে, অঙ্গে ও খণ্ডে সংযুক্ত নন, বরং, শাস্ত্রের কথা অনুসারে, তিনি এমন আত্মাস্বরূপ যিনি সবকিছুর উপর লক্ষ রাখেন, সর্বস্থানে উপস্থিত, তাঁর দ্বারা সবকিছু পরিপূর্ণ ও কোন

কিছু থেকে অনুপস্থিত নন; কেননা স্বর্গ ও পৃথিবী ঈশ্বরে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মিত মানুষের প্রাণ বিবিধ অর্থ ও তাৎপর্যের অধিকারী। পৃথিবীর অন্যান্য যত জীবদের বৈষম্যে, কেবল মানুষই যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন, করুণা-বিশিষ্ট, সমস্ত গুণাবলি ক্ষেত্রে যোগ্যতার অধিকারী, যেহেতু ঈশ্বরের সাদৃশ্য ও প্রতিমূর্তি অনুসারে সৃষ্ট হওয়ায় সে সকল মর্তবাসীদের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার-প্রাপ্ত। এর ফলেই তার বিষয়ে বলা হয়, সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মিত হয়েছে, যেহেতু সে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন জীব, সদ্‌গুণের প্রতি আসক্তির অধিকারী ও মর্তবাসীদের উপরে কর্তৃত্বেরও অধিকারী। ওরা যদি মনে করে, সেই প্রতিমূর্তি দেহের সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাহলে কোন কিছুই ওদের থামাবে না; না, শেষে ওরা এটাও বলে চলবে যে, ঈশ্বর পাশবিক জন্তুদের মত রূপের অধিকারী। কেননা আমরা তো দেখতে পাই যে, এগুলোও আমাদের মত বিবিধ অঙ্গ দিয়ে গঠিত; হ্যাঁ, সেগুলোরও পা, মুখ, চোখ, নাসারন্ধ্র, জিহ্বা ও দেহের বাকি যত অঙ্গের অধিকারী। শ্রদ্ধেয়, আপনার পক্ষে এসমস্ত লোকদের থামানো দরকার, আর শুধু তা নয়, যারা তেমন আবর্জনা উদ্গিরণ করে তাদের ভর্ৎসনা করা উচিত।

আমি এটাও শুনতে পেয়েছি, তারা এটাও বলে যে, নৈবেদ্যের একটা অংশ যদি পরদিন পর্যন্ত থেকে যায়, তাহলে পবিত্রীকৃত রহস্যময় [তথা সাক্রামেন্তীয়] উপাদানগুলো তাদের নিহিত পবিত্রতাদানকারী কার্যকারিতা হারায় (গ)। তেমনটা বলা একেবারে ক্ষিপ্ততার নামান্তর: খ্রিষ্ট তো পরিবর্তিত হন না, পবিত্র আকারগুলোও বদলি হবে না। না, রহস্যের [তথা সাক্রামেন্তের] প্রভাব ও সেটার জীবনদায়ী অনুগ্রহ তার মধ্যে সদাই উপস্থিত (ঘ)।

তারা এটাও বলে, অন্য কেউ ঘুরে বেড়ায় এটা বলে যে, ওরা কেবল প্রার্থনায় নিবিষ্ট থেকে, কোন কাজ না করেই সময় কাটাবে; নিজেদের ধারণায় ভ্রান্ত হয়ে ওরা ধর্মকে জীবিকা লাভের উপায়ে ও কাজ এড়াবার অজুহাতে পরিণত করে (ঙ)। সে কি, অবস্থা-পরিস্থিতি তেমনটা করতে দিলে যাঁরা কাজ করতেন ও ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর খাতিরে নিজেদের বিলিয়ে দিলেন, ওরা সেই পবিত্র প্রেরিতদূতদের চেয়েও নিজেদের মহত্তর ঘোষণা করুক। এটা কেমন হতে পারে যে, ওরা ধন্য পলের কথা ভুলে গেছে? তিনি তো কয়েকজনকে লিখেছিলেন, *আমরা আসলে শুনতে পেলাম, তোমাদের মধ্যে*

নাকি কেউ কেউ কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটাচ্ছে; কিছুতেই ব্যাপৃত না হয়ে এমনি অতিব্যস্ত দেখাচ্ছে [চ]। সুতরাং মণ্ডলী তেমন আচরণ অনুমোদন করে না। যাঁরা শৃঙ্খলাবদ্ধ সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন তাঁদের যে অবিরত প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকতে হবে তা বলা বাহুল্য। কিন্তু শ্রম তেমনটা রোধ করে না; এমনকি, যাদের শ্রমের ফলে উপকৃত যে মানুষ তাদের কাছে বোঝাস্বরূপ, তসেই মানুষকে বন্ধ করা একান্ত উপকারী, কেননা সে নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা বিধবা, এতিম, ও অসুস্থ ভাইদের সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়ে উঠবে। ওরা যখন মনে করে, কাজের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই, তখন যদি সবাই তাদের আচরণ অনুকরণ করে, তাহলে কে সেই দুর্ভাগাদের দেখবে? তাই এরা এদের তথাকথিত কর্তব্য কেবল প্রার্থনা করায়ই পূরণ করে ও আদৌ কিছুই না করাটা শিথিলতা ও পেটুকতার অজুহাত করে তোলে।

আপনি তথাকথিত মেলেতিউস-পন্থীদের [ছ] সঙ্গে যথার্থ বিশ্বাসপন্থীদের মেলামেশা করতে দেবেন না, পাছে এরা ওদের ধর্মত্যাগের সঙ্গী হয়। যারা মনপরিবর্তন করে ও যথার্থ বিশ্বাসের কাছে পার হয়, তাদের অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। কেউই যেন এব্যাপার তাচ্ছিল্য মনে না করে; আরও, কেউই যেন মনপরিবর্তন করেনি এমন লোকদের সঙ্গে সহভাগিতা করে পাছে, যেমন বলেছি, সেই অনুসারে এরাও ওদের অবিশ্বস্ততার ভাগী হয়

শ্রদ্ধেয়, আপনি ব্যবস্থা করবেন যেন পত্রটা সেই সমস্ত সন্ন্যাস-মঠে সেগুলোর বাসীন্দাদের উপকারের জন্য পাঠ করা হয়; আপনি এমনটাও দেখবেন যেন সেই মঠগুলোর অন্নসংস্থানের উপর নজর রাখা হয় পাছে যথার্থ বিশ্বাসপন্থীরা নিজেদের সচেতনা লঘু করায় শিথিল হয় ও অলস পেটওয়ালারা সৎমানুষ বলে প্রতীয়মান হবার সুযোগ পায়।

হে প্রিয় ও প্রীতির পাত্র [কালোসিরিউস], আমি প্রভুতে বিদায় নিচ্ছি।

(ক) যোহন ৪:২৪।

(খ) যেরে ২৩:২৪।

(গ) হয় তো এই ধারণা যাত্রাপুস্তক ১৬:১৯-২০ থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল যা অনুসারে পরদিনের জন্য রাখা সেই মান্না খাদ্যে কীট জন্মাত ও দুর্গন্ধ হত।

(ঘ) বিশপ সিরিলের ধারণায়, খ্রিষ্টে লোগোস-বাণী ও মাংসের একত্রীকরণ যেমন বিলীন হতে পারে না, তেমনি এউখারিস্তীয় রুটি ও আঙুররসও নিজ নিজ কার্যকারিতা হারাতে পারে না; কেননা, বিশপ সিরিলের ব্যাখ্যা অনুসারে, সেই রুটি ও আঙুররস সেই খ্রিষ্টের দেহ হয়ে ওঠে যিনি নিজেই এমন জীবনদায়ী দেহ যা মাংস-হওয়া লোগোস-বাণীর সঙ্গে গ্রহণকারীদের সহ-দেহময় করে তুলে তাদের সঞ্জীবিত করেন। তাই বিশপ সিরিলের এউখারিস্তিয়া-তত্ত্ব মনুষ্যত্ব-ধারণ-তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যেহেতু এউখারিস্তিয়া হল সেই মনুষ্যত্ব-ধারণ-তত্ত্বের সম্প্রসার বা ফলাফল।

(ঙ) ১ তি ৬:৫ দ্রঃ। এখানে সেই εὐχίτης (এউখিতেস - প্রার্থনারত) পন্থীদের লক্ষ করা হচ্ছে যারা এফেসস মহাসভায় (৪৩১ সালে) ভ্রান্তমতপন্থী বলে দণ্ডিত হয়েছিল; সিরিয়ায় উৎপন্ন এই ভক্তিধর্মী ভ্রান্তমত সেসময় বহু জায়গায় বিস্তার লাভ করেছিল।

(চ) ২ থে ৩:১১।

(ছ) মেলেতিউস ছিলেন আন্তিওখিয়ার বিশপ, যিনি ৩৮১ সালে কনস্তান্তিনোপলিস-মহাসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ৩৬০ সালে তাঁর সমর্থনকারীরা ধর্মবিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল: দু'টো দল দু'জন বিশপ নিযুক্ত করেছিল, একজন আরিউসপন্থী ও একজন নিকেয়া-মহাসভাপন্থী। এজন্যই বিশপ সিরিল এই পত্রে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা নিষেধ করেন। বস্তুতপক্ষে, যাঁর কাছে পত্রটা প্রেরিত, সেই কালোসিরিউস সেই আর্সেনোইতে অঞ্চলের বিশপ ছিলেন যেখানে মেলেতিউস-পন্থী খুবই প্রভাবশালী ছিল এমনকি ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে থাকল।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্টে বিশপ সিরিলের ক'টা উপদেশ উপস্থাপিত যা তাঁর লেখা 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা ও আরাধনা' থেকে ও 'পর্বীয় পত্রাবলি' থেকে উদ্ধৃত। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-পদ্ধতি পালন করে তিনি দেখান, পুনরাতন নিয়ম প্রভু যিশুতে পূর্ণতা লাভ করে, বা অন্য কথায়, পুরাতন নিয়ম সর্বত্র প্রভু যিশুর কথা বলে। বাস্তবিকই যেমন প্রভু যিশু মোশি ও সকল নবী থেকে শুরু করে সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ এম্মাউসের সেই শিষ্য দু'জনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন (লুক ২৪:২৭), তেমনি বিশপ সিরিল উপদেশ দানকালে প্রভুর সেই শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা ও আরাধনা

লেখার শিরনামটা (তথা 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা ও আরাধনা') প্রভু যিশুর নিজেরই একটা উক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে (যোহন ৪:২৩, ২৪)। সেই উক্তিতে ভিত্তি করে বিশপ সিরিল, ৪১২ ও ৪২৩ সালের মধ্যে, খ্রিষ্টীয় নীতি সংক্রান্ত নানা উদেশ রচনা করেন। এখানে উপস্থাপিত উপদেশগুলো আংশিক মাত্র।

লেখাটা এ লিংকে পাওয়া যেতে পারে। প্রতিটা উপদেশের শিরনামের নিচে পৃষ্ঠার নং দেওয়া আছে (যেমন ২৭৫-২৭৯, ইত্যাদি)।

খ্রিষ্টের পরাক্রম ও তাঁর মণ্ডলী

(৩য় পুস্তক ২৭৫-২৭৮, ২৯০-২৯১)

মোশি একটা পর্বতে গিয়ে উঠলেন যেন সেখান থেকে যুদ্ধ ও সংগ্রামে যোশুয়ার ভাগ্যবান কীর্তি দেখতে পারেন। মোশি উর্ধ্বের দিকে হাত তুললে ইস্রায়েল বিজয়ী হত; তিনি হাত নামালে ইস্রায়েল নিঃশেষ হয়ে যেত ও আমালেক জয়ী হত।

স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হাত দু'টো ক্রুশেরই স্পষ্ট একটা প্রতীক। বস্তুতপক্ষে গোটা ইস্রায়েল শুধু নয়, কিন্তু খ্রিষ্টের অবমাননা তথা তাঁর পূজনীয় ক্রুশ সহ্য ক'রে যারা

খ্রিষ্টের অনুরূপ হওয়া মহা সম্মান বলে গণ্য করল, তারা সকলেও কোন মতে শয়তান দ্বারা বা ধ্বংসনকারী অন্য কোন শত্রু দ্বারা পরাজিত হতে পারে না।

একথাও লেখা আছে যে, মোশির হাত দু'টো ভারী হতে লাগল, তিনি কষ্ট করেই তা উচ্চ করে রাখতে পারতেন। *তাই ওঁরা একটা পাথর এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে বসলেন; একই সময়ে আরোন ও হুর একজন এক পাশে ও অন্যজন অন্য পাশে তাঁর হাত উচ্চ করে ধরে রাখলেন* (যাত্রা ১৭:১২)। খ্রিষ্টই কিন্তু সেই *যাচাই-করা মহামূল্যবান স্থিতমূল সংযোগপ্রস্তর* (ইশা ২৮:১৬) যার উপরে হাত প্রসারিত ক'রে অর্থাৎ ক্রুশ বহন ক'রে বিশ্রাম নেয় ইস্রায়েলের সেই সবচেয়ে বাধ্য ও নম্র মানুষেরা তথা অনুগ্রহের মনোনয়ন অনুসারে সেই ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ মানুষ যারা স্থিতমূল ও সংরক্ষিত সেই খ্রিষ্ট দ্বারা, হুর ও আরোন যাঁর প্রতীক ছিলেন। সুতরাং খ্রিষ্টই সেই একমাত্র বিচারক ও যাজক যিনি অনুগ্রহে মনোনীত সেই ইস্রায়েলকে বিশ্বাস রক্ষার জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন। আমি মনে করি, এটিই ইশাইয়ার এ অনুপ্রাণিত বাণীর অর্থ: *সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছুটা লোককে অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের মত হতাম, গমোরার সদৃশ* (ইশা ১:৯)। তবে যখন প্রতিরোধকারী সেই আমালেকের পতন হল, তখন প্রভু বললেন, *এর স্মরণার্থে তুমি একথা এক পুস্তকে লিখে রাখ, এবং যোশুয়ার কানে দাও* (যাত্রা ১৭:১৪)।

প্রকৃতপক্ষে এ প্রয়োজন ছিল, খ্রিষ্টের সেই আশ্চর্য কীর্তির কথা নিত্য ও চিরস্মরণীয় হবার জন্য পুণ্যবান সুসমাচার-রচয়িতাদের লেখায় স্থান পাবে। তাই প্রভু আদেশ দিলেন, সেই লেখাগুলো যেন যোশুয়ার কানে দেওয়া হয়, কেননা সেই পুণ্যবান পুরুষদের কর্মকীর্তি মনোনীত পাত্রের মতই খ্রিষ্টের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। আমালেককে পরাভূত ও পরাজিত করে মোশি ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি বেদি নির্মাণ করলেন ও তার নাম রাখলেন: *প্রভুই-আমার-জয়ধ্বজা* (যাত্রা ১৭:১৫)। এও খ্রিষ্টের প্রতীক, কেননা এসংসারের অধিপতিকে পরাভূত ক'রে, মৃত্যুর কর্তৃত্ব পদদলিত ক'রে ও আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত ও নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে তিনি আমাদের জন্য প্রভু ও জয়ধ্বজা হয়ে উঠলেন। অতএব সেই বেদি

ছিল খ্রিষ্টের প্রতীক, যাঁর বেলায় ‘আমার প্রভু, আমার জয়ধ্বজা’ নামটা সত্যিকারে আরোপণীয়।

(…)

মণ্ডলী পবিত্রই একটা নগরী, আর আমি মনে করি, তার বাসিন্দারা জীবনময় রুটি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করে। ধন্য দাউদও এ মহান ও বিস্ময়কর নগরীর কথা উল্লেখ করে বলেন, *হে পরমেশ্বরের নগর, তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা* (সাম ৮৭:৩)। বস্তুত জীবন ও জীবনদাতা সেই খ্রিষ্ট আমাদের মাঝে বসবাস করলেন বিধায় ঈশ্বর যাদের পবিত্রীকৃত করেছেন তাদের কাছ থেকে সেই সংহারককে দূর করে দেন। এমনকি, ভোজনপাটের আভাসে পূর্বপ্রদর্শিত সেই পবিত্র ভোজ যখন প্রবর্তিত হয়েছিল, তখন থেকে সেই সংহারককে জয়লাভ করতে আর দেওয়া হল না।

দাউদ যাঁর পূর্বাভাস ছিলেন, সেই খ্রিষ্টই আমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন। যখন তিনি দেখলেন, মানুষ মৃত্যুর হাতে পতিত, তখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ায় তিনি আমাদের সান্ত্বনাদানকারী ও সহায়ক হলেন; পাপকে আপন বলে ঘোষণা করে তিনি সেই সংহারককে প্রতিরোধ করলেন—তিনি যে কোন পাপ করেছিলেন এজন্য তাই বললেন এমন নয়, বরং তিনি তাই বললেন কেননা শাস্ত্র অনুযায়ী *বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন* (ইশা ৫৩:১২)। পাপ না জানা সত্ত্বেও *তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন* (গা ৩:১৩)।

উপরন্তু খ্রিষ্ট বলেন, মেষগুলির চেয়ে পালকই প্রায়শ্চিত্ত করবে, এ ন্যায়সঙ্গত; আর সেজন্য উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য প্রাণ দিলেন। ঐশপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দাউদ যেখানে বিনাশী দূতকে থামতে দেখেছিলেন সেখানে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুলে ঈশ্বরের কাছে আহুতি দিয়েছিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করেছিলেন। সেই যেবুসীয়ের খামার বলতে (২ শামু ২৪:১৬ দ্রঃ) তুমি সেই মণ্ডলী বোঝ, যেখানে খ্রিষ্ট থামা মাত্র মৃত্যু বিনষ্ট হল ও বিনাশী দূত তার সেই মৃত্যুজনক ও ধ্বংসনকারী হাত ফিরিয়ে নিল। কেননা মণ্ডলী হল সেই জীবনেরই গৃহ যিনি নিজেই স্বরূপে জীবন, অর্থাৎ মণ্ডলী খ্রিষ্টের গৃহ।

আমরা সাদৃশ্য-ভিত্তিতে মণ্ডলীকে খামার বলি, কেননা তার মধ্যে ফসলের আঁটির মত সেই সকলেই সংগৃহীত হয়, স্বর্গীয় খামারে সংগৃহীত হবার জন্য ফসলকাটিয়ের দ্বারা তথা প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের প্রচার দ্বারা যাদের সংসার থেকে কাটানো হয়। তারা সেই সবকিছু যা তুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ অসার ও অনর্থক কাজকর্ম ত্যাগ করেছে শুধু নয়, ইন্দ্রিয়ও দমন করেছে বিধায় বাছাই করা গমের মত প্রভুর খামারে তথা স্বর্গীয় যেরুশালেমে তাদের প্রবেশ করানো হয়।

খ্রিষ্ট একদিন পবিত্র প্রেরিতদূতদের বলেছিলেন: *তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে* (যোহন ৪:৩৫-৩৬)। তিনি আরও বললেন, *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান* (লুক ১০:২)।

আমি মনে করি, তিনি আধ্যাত্মিক ফসল সেই বিপুল জনতাকে বললেন যাদের একদিন বিশ্বাসী হওয়ার কথা, আর ধন্য ফসলকাটিয়ে তাদের বললেন যাদের অন্তরে ও মুখে রয়েছে সেই *ঈশ্বরের বাণী যা জীবন্ত ও কার্যকর; যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়* (হিব্রু ৪:১২)।

খ্রিষ্ট পঞ্চাশটা রুপোর টাকার মূল্যে এ খামার তথা মণ্ডলীকে কিনে নিলেন—তা তো কম মূল্য নয়! বস্তুত তিনি তার জন্য নিজেকে দান করলেন, ও তার মধ্যে একটা বেদি নির্মাণ করলেন; একইসময় যাজক ও যজ্ঞবলি হওয়ায় তিনি আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

মণ্ডলী খ্রিষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে

(৫ম পুস্তক ৩৯১-৩৯৩, ৩৯৪-৩৯৫)

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (মথি ১৬:২৪)। অর্থাৎ, কেউ যদি আমার শিষ্য হতে চায়, তাহলে এ প্রয়োজন যে, আমি দুঃখকষ্টপূর্ণ যে পথে চলেছি, সেও সেই একই পথে সাহসের সঙ্গে চলবে, এবং সেই পথে চলে সেই পথ ভালবাসবে: তবেই সে আমার সঙ্গে বিশ্রাম পাবে ও আমার সঙ্গে বাস করবে। কেননা আমাদেরই জন্য খ্রিষ্ট পিতা ঈশ্বরের কাছে এ প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, *আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে* (যোহন ১৭:২৪)।

আমরা তখনও খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি, যখন পৃথিবীতে বাস করেও মাংস অনুসারে নয়, আত্মা অনুসারে চলি এবং তিনি যাতে প্রীত, তাতেই আরাম পেতে সচেষ্ট থাকি। এবিষয়ে আমরা গণনাপুস্তকে একটা দৃষ্টান্ত পাই: প্রান্তরে সেই মঞ্জুষা নির্মিত হলেই একটি মেঘে তা পরিপূর্ণ হল, আর ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের এ আদেশ দিলেন, তারা যেন যাত্রা শুরু করার নির্দিষ্ট কাল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই পালন ক'রে সেই মেঘের সঙ্গে চলে, আবার সেই মেঘের সঙ্গে থামে। আর অলসতা-প্রবণ এমন কেউ থাকলে, তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন, এ নিয়ম লঙ্ঘন করা কতই না বিপজ্জনক।

এবার এসো, বর্ণনাটির আধ্যাত্মিক অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। প্রকৃত মঞ্জুষা তথা মণ্ডলী পৃথিবীতে নির্মিত ও আবির্ভূত হলেই খ্রিষ্টের গৌরবে পরিপূর্ণ হল: আমার মতে, প্রাচীন মঞ্জুষা মেঘ দ্বারা যে আবৃত হয়েছিল ঠিক তাই বোঝায়।

খ্রিষ্ট আপন গৌরবে মণ্ডলীকে পরিপূর্ণ করলেন; আর যারা অজ্ঞতা ও ভুলভ্রান্তির তামসী রাত্রিতে নিমজ্জিত, তাদের জন্য তিনি আত্মিক আলো বিকিরণ ক'রে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে আলোকিত ও যাদের হৃদয়ে এ আলোর প্রভা উজ্জ্বল, তিনি তাদের ছায়া ও রক্ষা দান করেন ও আত্মিক শিশির দানে, অর্থাৎ আত্মার দেওয়া পরম সান্ত্বনা দানে তাদের পরিতৃপ্ত করেন; এজন্যই তিনি রাতে আগুনের মত ও দিনের বেলায় মেঘের মত প্রতীয়মান ছিলেন। কেননা যারা সাধনার প্রথম পর্যায়ে

রয়েছে, তাদের পক্ষে অবিরত আলো-দান দরকার, যা দিয়ে তারা ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত হতে পারে; কিন্তু যারা সাধনার পথে এগিয়ে আছে ও বিশ্বাস দ্বারা আলোকিত, তাদের পক্ষে রক্ষা ও সহায়তা দরকার, তারা যেন এজীবনের দুশ্চিন্তা ও দিনের ভার দৃঢ়তার সঙ্গে বহন করতে পারে, কেননা *যারা খ্রিষ্ট যিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে* (২ তি ৩:২২)।

সেই মেঘ উঠতেই মঞ্জুষাও এগতে লাগত, আর সেইসঙ্গে ইস্রায়েল সন্তানেরাও এগতে লাগত। বস্তুতপক্ষে মণ্ডলী খ্রিষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে, আর সেই অসংখ্য পুণ্য বিশ্বাসী-সমাজ তাঁরই কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, যিনি পরিত্রাণে তাদের চালিত করেন।

(…)

যিনি আমাদের আগে আগে চলছেন ও চালিত করছেন, সেই খ্রিষ্টের পিছনে আমাদের এগিয়ে চলা ও থামা কোন্ অর্থ অনুসারে বুঝতে হবে? শাস্ত্রের এবাণীতে কঠিন কিছু নেই: মেঘের সঙ্গে এগিয়ে চলা বা থামাই হল ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবার আকাঙ্ক্ষী আমাদের ইচ্ছার প্রতীক। তবু শ্রোতাদের মনোযোগী অন্তর যেন যথাসাধ্য গভীরতর উপলব্ধি লাভ করতে পারে, আমরা বলব, প্রথম এগিয়ে চলাটা হল অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভে উত্তরণ—তাঁরই বিষয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানলাভ, যিনি স্বরূপে সত্যকার ঈশ্বর, যিনি নিখিল সৃষ্টির প্রভু ও স্রষ্টা।

এইমাত্র ব্যাখ্যা করা চলাটার চেয়ে উপকারী সেই দ্বিতীয় এগিয়ে চলা তখনই ঘটে, যখন বিশৃঙ্খল ও অমিতাচারী জীবনধারণ থেকে আমরা ভাবে ও কাজে শ্রেয় হতে চেষ্টা করি।

তৃতীয় এগিয়ে চলাটা শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্ট: তা তখনই ঘটে, যখন অপূর্ণাঙ্গ পর্যায় থেকে আমরা কাজ ও বিশ্বাসের নিখুঁত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হই। আমরা যখন *খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি* (এফে ৪:১৩), তখন খ্রিষ্টে আমরা কি নিত্যবর্ধমান বৃদ্ধিলাভে আকর্ষিত নই? সম্ভবত ধন্য পল ঠিক একথাই ঘোষণা করলেন, *পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত*

হয়ে শেষ-সীমানার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি যেন খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি (ফিলি ৩:১৩-১৪)।

মোশি ও বিধানের পরে
খ্রিষ্টই হয়ে উঠলেন আমাদের অগ্রনেতা

(৮ম পুস্তক ৫৭৪-৫৭৫)

প্রাক্তন সন্ধির নানা স্থানে খ্রিষ্ট-রহস্যের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এবং একপ্রকারে আমাদের ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগেরই কথা বর্ণিত হয় যার মধ্যে ও যা দ্বারা আমরা সেই সমস্ত অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেয়েছি যা আমাদের বিচলিত করতে পারছিল ও নিরাময়ের অতীত দুর্দশায় আমাদের নিক্ষিপ্ত করেছিল। সেই যে ব্যবস্থা, যা অনুসারে প্রতি সাত বছর ঋণ-শোধ করা হত, তাতে সার্বজনীন পরিশোধ-কালের দৃষ্টান্ত পূর্বপ্রদর্শিত ছিল; সেই কশাঘাত দণ্ড যে চল্লিশ কশাঘাতের ঊর্ধ্বে চালিয়ে যেতে নেই (দ্বিঃবিঃ ২৫:৩ দ্রঃ), তাও ইঙ্গিত করে মাংসধারী একমাত্র পুত্রের সেই ব্যবস্থা-কাল, আমাদের পক্ষে সেই অতি প্রত্যাশিত কাল যখন *তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম*। তিনি তো *আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন* (ইশা ৫৩:৫), যখন ইস্রায়েলীয়েরা তাঁকে নির্মম ভাবে অপমান করছিল ও পিলাত তাঁকে কশাঘাত করিয়েছিল—আর সেইসময় আমরা যত দণ্ড ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম!

কেননা একসময় কশা দিয়ে পাপীকে বহু আঘাতে মারা হত, খ্রিষ্টকে কিন্তু আমাদের জন্যই কশাঘাত করা হল: যেহেতু তিনি সকলের হয়ে উপস্থিত হলেন, সেজন্য তিনি যেমন সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন, তেমনি সকলের জন্য তাঁকে কশাঘাতও করা হল।

সুতরাং কশাঘাত যে চল্লিশ আঘাতের ঊর্ধ্বে চালিয়ে যাওয়া হবে, তা বিধান নিষেধ করত, যাতে খ্রিষ্টের আগমন পর্যন্ত কোন দণ্ড অতিমাত্রায় না দেওয়া হয়: একপ্রকারে আঘাতগুলি বন্ধ করা হয়, ও একইসময় ঋণ-শোধের কাল পূর্বঘোষিত হয়। কেননা দৃষ্টান্তের মধ্যে সত্যের সৌন্দর্য নিহিত।

একথাও জানতে হবে যে, ঈশ্বরকে অপমান করেছিল বিধায় ইস্রায়েল চল্লিশ বছর প্রান্তরে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলেছিল; ঈশ্বর শপথ করে বলেছিলেন, তিনি প্রতিশ্রুত দেশে তাদের প্রবেশ করাবেন না; তবু একাল অতিবাহিত হলে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল, আর তাদের বংশধরেরা যর্দন পার হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করল, কেননা তাঁর অসন্তোষ চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে যায়নি। অতএব কশা দিয়ে কাউকে যে চল্লিশ আঘাতের ঊর্ধ্বে মারতে নেই, একথা সেই সবকিছুর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল; কেননা তেমন সংখ্যায় সেই ক্ষমার কাল জড়িত ছিল যা আমাদের যর্দনের আধ্যাত্মিক পারে চালিত করার কথা; আর শুধু তা নয়, আমরা চালিত হয়েছি সেই পাথুরে ছুরি তথা আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদনের কাছে, আর পরিশেষে যিশুর রাজ-অধিকারের কাছে: কেননা মোশি ও বিধানের পরে খ্রিষ্টই হয়ে উঠলেন আমাদের অগ্রনেতা।

আত্মা ও সত্যের শরণে প্রকৃত উপাসনা

(৯ম পুস্তক ৫৮৭-৫৮৯)

ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ সত্যিই উত্তম, এমনকি এ দু'টো আজ্ঞায় বিধানের সারকথা। যে কেউ গৌরবের এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে, সে খ্যাতি লাভ করবে, সম্মানের পাত্র হয়ে উঠবে, ও সেই সময়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততম সেবকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যখন খ্রিষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলবেন, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর* (মথি ২৫:২১)।

তেমন মানুষ সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় যেরুশালেমে প্রবেশ করবে, ও দিব্য আবাসে বসবাস করে সেই সমস্ত মঙ্গলদান ভোগ করবে যা উপলব্ধি ও প্রত্যাশার অতীত। এবিষয়ে নবী ইশাইয়াও কিছু কথা বললেন, *তোমার চোখ যেরুশালেম দেখতে পাবে, তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস, এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না, যার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না, যার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না* (ইশা ৩৩:২০)। শাস্ত্র আরও বলে, *এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে* (১ করি ৭:৩১), কিন্তু ভাবী মঙ্গলদানের আশা সুনিশ্চিত ও অবিচল। তবু বর্তমান যত কিছু যখন লোপ পাবে, তখন এ প্রয়োজন হবে

যে, আমরা আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করায় তাঁকে ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক রূপে উপাসনা করতে করতে ও সুসমাচারের আদেশগুলি অনুসারে নির্মল জীবনাচরণে তাঁর অনুসরণ করতে করতে যেন তাঁর সাক্ষাতে পুণ্যবান ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারি।

তেমন প্রশংসনীয় ও সম্মাননীয় জীবনধারণের পূর্বাভাস তখনই আদি মানুষের জন্য বিধান দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, যখন বিধান পশু হত্যা করতে ও তাদের বলিদান করতে, দশমাংশ ও প্রথমফসল ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গ করতে ও উপকারের প্রতিদানে উপহার অর্পণ করতে নির্দেশ দিত। কিন্তু আদেশ ছিল, এসব কিছু কিন্তু পবিত্র তাঁবুর বাইরে উদ্‌যাপন করা যাবে না।

উপরন্তু বিধান লেবীয় মনোনীত গোষ্ঠীকে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গ করল, আর এতে এমন দৃষ্টান্ত দিল যা আমাদের পক্ষে উপযোগী। কেননা পবিত্র শাস্ত্রে আমাদেরও *মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন* (১ পি ২:৯) বলা হয়, এই আমরা যারা অধিক সত্যকার এমন তাঁবুতে প্রবেশ করি যা মানুষের হাতে নয়, ঈশ্বর দ্বারাই তৈরী, যে তাঁবু হল মণ্ডলী; তাছাড়া আমরা বৃষ ও ছাগ দিয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে প্রসন্ন করার জন্য যে সেই তাঁবুতে প্রবেশ করি এমন নয়, বরং সরল ও শুদ্ধ বিশ্বাসে ধনবান হয়ে গভীরতর উপলব্ধির সঙ্গে সুরভিত নৈবেদ্য রূপে আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করি। *তেমন যজ্ঞেই ঈশ্বর প্রীত* (হিব্রু ১৩:৬), আর আমাদের ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে *যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়* (যোহন ৪:২৪)।

পর্বীয় পত্রাবলি

১৮৮ সাল থেকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপগণ প্রতি বছর একটা পত্রের মধ্য দিয়ে মিশরের সমস্ত মণ্ডলীর কাছে আসন্ন পাস্কাপর্বের তারিখ জানিয়ে এসেছিলেন। তেমন ঐতিহ্য রক্ষা করে বিশপ সিরিলও প্রতি বছর মিশরের মণ্ডলীগুলোর কাছে পর্বীয় পত্র প্রেরণ করে পর্বের তারিখ জানিয়ে পাস্কা-রহস্য সংক্রান্ত উপদেশ নিবেদন করতেন। এখানে উপস্থাপিত পত্রগুলো আংশিক মাত্র।

পত্রগুলো এ লিংকে পাওয়া যেতে পারে। প্রতিটা পত্রের শিরনামের নিচে পৃষ্ঠার নং দেওয়া আছে (যেমন ৪৪৬-৪৫০, ইত্যাদি)।

এমন সময় নেই,
যে সময়ে ঈশ্বর সকলকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান না করেন

(৪১৫ সালের পত্র: ২:৮, ৪৪৬-৪৫০)

আমাদের প্রভু এমন ভালবাসার খাতিরেই মানুষের পিছু পিছু ধাওয়া করে থাকেন যে, এমন সময় নেই যে সময়ে তিনি সকলকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান না করেন। তবু, যারা নির্লজ্জভাবে পালিয়ে যায়, মাঝে মাঝে অধিক কঠোরতার সঙ্গে তাদের ভর্ৎসনা করে তিনি বলেন, *কৃষ্ণাঙ্গ কি নিজের চামড়া, কিংবা চিতাবাঘ নিজের চিত্রবিচিত্র রেখা বদলি করতে পারে? তাহলে অপকর্ম অভ্যাস করেছ যে তোমরা, তোমরা কি সৎকর্ম করতে পারবে?* (যেরে ১৩:২৩)। বাস্তবিকই সমস্ত পাপের জনক মানবজাতির উপরে এমনভাবে কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল, যার ফলে বিধানের দাতাকে স্মরণ করা উচিত এমন কথায় দৃঢ়প্রত্যয়ী প্রকৃত ঈশ্বরপূজারী খুবই লঘুসংখ্যক ছিল। আর যেহেতু পাপ সকলের উপর স্বৈরশাসকের মত প্রভুত্ব চালাচ্ছিল, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে কুয়াশার মত পরিব্যাপ্ত ছিল, সেজন্য পবিত্রজনেরা প্রার্থনা করছিলেন যাতে ঈশ্বরের বাণী আমাদের মাঝে নেমে আসেন ও সকলের অন্তরে পরিত্রাণদায়ী আলোতে উদ্ভাসিত হন। তাঁরা চিৎকার করে বলছিলেন, *তোমার সত্য, তোমার আলো প্রেরণ কর* (সাম ৪৩:৩)।

তবে আমাদের কাছে সেই সত্যকার আলো প্রেরিত হল, যে আলো জগতে আসন্ন প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে—সেই আলো হলেন সেই ঈশ্বরের বাণী-ঈশ্বর, যিনি

আমাদের সাদৃশ্য ধারণ করে পবিত্রা কুমারী দ্বারা সঞ্জাত হয়ে মানবজাতির কাছে পরিত্রাণ এনে দিলেন, এবং এভাবে মানবস্বরূপের প্রাচীন অক্ষয়শীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, ও—পলের কথা অনুসারে—*বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করে দিয়ে* স্বর্গ ও পৃথিবীকে মিলিত করে আমাদের জন্য এক নতুন পথ সৃষ্টি করলেন (এফে ২:১৪-১৫ দ্রঃ)।

তাই যখন আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট আমাদের প্রতি নিজের মঙ্গলময়তা প্রকাশ করলেন ও আমাদের খাতিরে ক্রুশ সহ্য করলেন, তখন সেই ঘন ঘন মৃত্যু-শৃঙ্খল খসে পড়ল ও সকলের অশ্রু মুছে দেওয়া হল, যেমন নবী বলেছিলেন, *শোক পুলকেই পরিণত হল* (যেরে ৩১:১৩)। ত্রাণকর্তা নিজেই একথা বলেছিলেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)।

সুতরাং যত আত্মা পাতালে ছিল, তাদের কাছে বাণী প্রচার ক'রে ও *শেকলে আবদ্ধ ছিল যারা, তাদের কাছে একথা ব'লে, বেরিয়ে এসো; ও যারা অন্ধকারে ছিল, তাদের একথা ব'লে, নিজেদের দেখাও* (ইশা ৪৯:৯ দ্রঃ), তিনি তিনদিনের মধ্যে নিজের পবিত্রধাম পুনরুত্থিত করে তুললেন ও মানবস্বরূপের জন্য নতুন স্বর্গারোহণও ব্যবস্থা করলেন। এতে, যারা পৃথিবীতে রয়েছে তাদের কাছে অনুগ্রহের অগ্রিমদানস্বরূপ পবিত্র আত্মায় সহভাগিতা নিবেদন করে তিনি পিতার কাছে মানবজাতির প্রথমফসল স্বরূপ নিজেকে অর্পণ করলেন।

আমাদের পরিত্রাণের জন্য খ্রিষ্ট পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন

(৪১৭ সালের পত্র: ৫:৭, ৪৯৫-৪৯৮)

যে সমস্ত ঘটনা একসময় প্রতীকাকারে ঘটেছিল, তা সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত করা ও এক একটাকে স্পষ্টতর ভাবে ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন; এভাবে সেগুলিতে নিহিত গভীর ধর্মভক্তি-রহস্য উপলব্ধি করা আমাদের শ্রোতাদের কাছে আরও সহজ হতে পারবে।

সেই তিনগুণ-ধন্য আব্রাহাম ছোট্ট ছেলেকে সঙ্গে করে ঈশ্বরের দেখানো স্থানের দিকে তৎপর হয়ে রওনা হন। পুত্র পিতা দ্বারা বলিদানে চালিত হচ্ছিল—এ এমন প্রতীক ও আধ্যাত্মিক লক্ষণ যাতে আমরা না মনে করি যে মানব-ক্ষমতা বা শত্রুদের শঠতার ফলেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ক্রুশে চালিত হলেন, বরং যেন বুঝতে পারি যে তা ঘটল সেই পিতারই ইচ্ছা অনুসারে, যিনি পূর্বনিরূপিত পরিকল্পনা মত এমনটি হতে দিলেন যেন তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য মৃত্যু বরণ করেন। স্বয়ং ত্রাণকর্তাই একথা পিলাতকে বলেছিলেন: *আমার উপর আপনার কোনও অধিকারই থাকত না, ঊর্ধ্বলোক থেকে যদি না আপনাকে দেওয়া হত* (যোহন ১৯:১১)। অন্যত্র তিনি স্বর্গস্থ পিতাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন, *পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও, তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক* (লুক ২২:৪২)।

আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইস্‌হাকের কাঁধে চেপে দিলেন (আদি ২২:৬)। একইপ্রকারে ঐশস্বরূপের ক্ষমতাকে অতিক্রম ও বাধ্য না ক'রে, বরং পূর্বনিরূপিত সঙ্কল্প এমনকি সহযোগিতা অনুসারে পিতাই তা অনুমোদন করলেন বিধায়ই ইহুদীরা ত্রাণকর্তার কাঁধে ক্রুশ চেপে দিল। এবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরযোগ্য ও সত্যাশ্রয়ী সাক্ষীরূপে আমরা সেই নবী ইশাইয়াকে পাই, যিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, *তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম; প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন* (ইশা ৫৩:৫-৬ সত্তরী পাঠ্য)।

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে পিতৃকুলপতি সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে একটা বেদি নির্মাণ করলেন: নিঃসন্দেহে আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি, মানুষের চোখে যা কাঠ মনে হচ্ছিল, আমাদের ত্রাণকর্তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সেই ক্রুশ সকলের পিতার চোখে এমন মহা ও উৎকৃষ্ট বেদি ছিল যা জগতের পরিত্রাণের জন্য উত্তোলিত ও তেমন পবিত্রতম ও নিষ্কলঙ্ক বলির সুবাসে সুরভিত। তাছাড়া নবী ইশাইয়া কশাঘাতে বিদীর্ণ ও নির্মম ইহুদীদের থুথুতে আবৃত সেই পবিত্রতম দেহের বিষয়ে লিখেছিলেন, *যারা আমাকে*

মারছিল, তাদের দিকে পিঠ, যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম (ইশা ৫০:৬)।

কেননা ঈশ্বর এক, তিনি সেই পিতা; এবং প্রভু এক, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি যুগযুগ ধরে ধন্য, আমেন। আমাদের ত্রাণ করতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে অবনমিত করে সমস্ত অপমান উপেক্ষা করলেন ও পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন। তিনি আমাদের জন্য ও আমাদের হয়ে আপন প্রাণ দান করলেন, যাতে করে তিনি আমাদের মৃতদের মধ্য থেকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত অবস্থায় আহ্বান করে ও স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে শাশ্বত আবাসে উন্নীত করে পিতার সাক্ষাতে সেই মানবস্বরূপকে উপনীত করতে পারেন যা বহুদিন আগে অতি দ্রুতই তাঁর কাছ থেকে পাপের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল।

প্রিয়জনেরা, আমাদের ত্রাণকর্তার এ সমস্ত মহিমময় কীর্তিকলাপের জন্য সকলের ওষ্ঠ উন্মোচিত হোক, ও সকলের জিহ্বা একমাত্র প্রশংসাগানে সমবেত হোক: সেই মধুর সঙ্গীত আপন করে সবাই গেয়ে উঠুক: *ঈশ্বর আরোহণ করেছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে* (সাম ৪৭:৬)। হ্যাঁ, তিনি আমাদের জন্য পরিত্রাণ-ব্যবস্থার সিদ্ধি ঘটিয়ে আরোহণই করেছেন, এমনকি, আরোহণ করেছেন শুধু নয়, বরং *বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে ও মানুষদের মধ্যে উপঢৌকন প্রদান করে ঊর্ধ্ব আরোহণ করেছেন* (সাম ৬৮:১৯ দ্রঃ)।

পিতা সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব করেন

(৪২১ সালের পত্র: ৯:৬, ৫৯৯-৬০২)

প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান] (এফে ৪:৫-৬)। বস্তুত সমস্ত কিছুকে অবিরতই জীবন দান ক'রে ও সুস্থির ক'রে পিতাই পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা সমস্ত কিছুর উপরে রাজত্ব ও প্রভুত্ব করেন ও সমস্ত কিছু শাসন করেন; পিতা কিন্তু পুত্রকে এমন এক যন্ত্রের মত ব্যবহার করেন না যেভাবে একটা কাজের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয়; কেননা যিনি তাঁর আপন জনিত ঈশ্বর, সেই বাণী তাঁর ডান পাশে আসীন ও একই সিংহাসনের অংশীদার, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মাও রাজত্ব করেন;

কেননা পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞা যিনি (১ করি ১:২৪ দ্রঃ), যেহেতু সেই পুত্র পবিত্র আত্মায় সমস্ত কিছু সম্পন্ন করেন, সেজন্য পিতা ঈশ্বর কেমন যেন তাঁরই নিজের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা দ্বারাই সেই সমস্ত কিছু সুস্থির করে রাখেন ও সবকিছুর উপরে প্রভুত্ব করেন।

সুতরাং, সবকিছুর আগে অক্ষুণ্ন ও অবিকৃত বিশ্বাস ভিত্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন ক'রে, ও তারপরে সেই অন্য বিষয়ও তথা সমস্ত প্রকার সদ্‌গুণও উপযুক্ত ভাবে স্থাপন ক'রে যা দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠব, আমরা দিব্য প্রেমে জ্বলন্ত অন্তরের উপযোগী কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়ে উঠব। কেননা যেমন *বিশ্বাসের যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে মৃত* (যাকোব ২:১৭), তেমনি আমাদের অন্তরে আগে বিশ্বাস না থাকলে কর্মও আমাদের আত্মার কোন উপকারে আসে না, যেমনটি লেখা আছে, *সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে* (২ তি ২:৫)।

বস্তুত এক ব্যক্তি কুশতিগিরিতে যতই দক্ষ হোক না কেন, ও বলের দিক থেকে অন্যদের চেয়ে যতই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হোক না কেন, তথাপি কখনও এমনটি হয় না যে, তাকে জয়মালায় ভূষিত করা হয়, যদি না আগে গৌরবের কারণস্বরূপ সেই লড়াই বহন করে ও ক্রীড়াঙ্গনের পরিদর্শককে তার সাধিত কর্মকীর্তির দর্শক বলে না পায়।

সুতরাং এসো, তাঁর দিব্য বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় ঈশ্বরের সম্মুখে লড়াই করে চলি, ও তিনি যেদিকে ইচ্ছা করবেন, সর্বত্রই তাঁর সেবায় নিয়োজিত থেকে সেদিকে আমাদের জীবনের গতি চালিত করি, তবেই পিবত্রজনদের লড়াইয়ের পরিদর্শক সেই ঈশ্বরের সম্মুখে সুরভিত ধূপের মত নিজেদের উপস্থিত করে আমরা উত্তম যত বিষয়ের আগুনে জ্বলন্ত ও অনতিক্রমণীয় আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত বলে নিজেদের দেখাতে পারব।

এসো, সেই বাণীও ভাবি, যা ঈশ্বর নিজে উচ্চারণ করলেন: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র* (লেবীয় ১১:৪৪); তাই এসো, আমরা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত বলে ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াই, যাতে যিনি শুচিশুদ্ধ, তিনি আমাদের শুচিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেন; তবেই আমরা আত্মিক আশীর্বাদের সহভাগিতা লাভ করার ফলে আমাদের হৃদয় সমস্ত মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সত্যকার মেষশাবক আমাদের জন্য আত্মবলিদান করলেন

(৪৩১ সালের পত্র : ১৯:২, ৮২৩-৮২৬)

মিশরে ইস্রায়েলীয়েরা মোশির আদেশ ও শিক্ষা অনুসারে একটি মেষশাবক বলিদান করেছিল। তাছাড়া তাদের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল যেন খামিরবিহীন রুটি ও বন্য শাকও খায়, কেননা একথা লেখা আছে, *সাত দিন ধরে তুমি তেতো শাকের সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি খাবে* (যাত্রা ১৩:৬-৭)। এজন্য কি আমরাও চিরকালের মত প্রতীক ও দৃষ্টান্তে আবদ্ধ থাকব? তাহলে, *আমরা তো জানি, বিধান আত্মিক* (রো ৭:১৪), বিধানপণ্ডিত ও জ্ঞানে অত্যন্ত বিখ্যাত পলের এই বাণীর অর্থ কী হতে পারে? যিনি নিজের মধ্যে খ্রিষ্টকে বহন করতেন ও—আবার বলছি—যিনি সত্যকথা বলতেন ও মিথ্যার মত কখনও কিছুই বলতে সাহস করতেন না, তাঁর কথা কি সন্দেহ করা যায়? আর কোন্ কারণেই বা আমাদেরও সেই প্রাচীন বিধানের অধীন হতে হবে, যখন খ্রিষ্ট এতই স্পষ্টভাবে বলেছেন *তোমরা মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না* (মথি ৫:১৭-১৮; ২৪:৩৫)। সুতরাং সেই সত্যকার বিশ্বপাপহর মেষশাবক নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন আমাদেরও জন্য যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্রতায় আহূত।

অতএব এসো, আমরা তাঁর সঙ্গে সেই আত্মিক, শ্রেষ্ঠ ও সত্যিকারে পবিত্র ভোজসভার দিকে এগিয়ে যাই, যা একপ্রকারে বিধানের আদিষ্ট খামিরবিহীন রুটিতে পূর্বপ্রদর্শিত হয়ে এবার আমাদের দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবেই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কেননা পবিত্র শাস্ত্রে খামির সবসময় শঠতা ও পাপের প্রতীকরূপে প্রদর্শিত। সেজন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আপন পবিত্র শিষ্যদের শাস্ত্রী ও ফরিশীদের খামির এড়াতে সতর্ক করেন; তিনি বলেছিলেন, *তোমরা শাস্ত্রী ও ফরিশীদের খামিরের ব্যাপারে সাবধান থাক* (মথি ১৬:৬)। সুদক্ষ পলও পবিত্রীকৃতরা যেন আত্মা-কলঙ্কদায়ী অশুচিতার খামির থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকে তাদের লেখেন, *তোমরা পুরনো খামিরটা*

ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন (১ করি ৫:৭)।

অতএব আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবে মিলিত হবার জন্য ও আত্মাকে শুচি রাখার জন্য আমাদের নিজেদের নষ্টামি ও পাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করা ও পাপ এড়ানো, এক কথায় কলুষিত করতে পারে তেমন কিছু থেকে আমাদের আত্মাকে দূরে রাখা যে নিষ্প্রয়োজন, তা দূরের কথা, তা বরং একান্ত দরকার। তবেই আমরা যে কোন দোষের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে কমুনিয়নের দিকে উপযুক্ত ভাবে এগিয়ে যেতে পারব। তবু তেতো শাকও খাওয়া বলতে একথা বোঝায় যে, সহনশীলতার নাগাল পেতে হলে আমাদের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই এগতে হবে। অবশ্যই, প্রথমে আমাদের নিজেদের জন্য, কেননা সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে না গিয়ে ও দৃঢ়তার উজ্জ্বল ও মহান আদর্শ না দিয়েই যে ধর্মপ্রাণ মানুষ অন্যভাবেই সদ্‌গুণের অধিকারী হবে ও কষ্ট স্বীকার ক'রে পরের প্রশংসার পাত্র হবে, তেমন কিছু মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে।

সদ্‌গুণের পথ সমতল নয়, বরং কঠিন ও অনেকের পক্ষে অগম্য; কেবল তাদেরই পক্ষে সমতল ও সহজ, যারা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে ভয় করে না, এমনকি স্বেচ্ছায়ই যত পরিশ্রম মেনে নিয়ে দ্রুত পদে এগিয়ে যায়।

খ্রিষ্ট নিজে আমাদের সতর্ক করে বলেন, *তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ কর, কেননা চওড়াই সেই দরজা ও প্রশস্তই সেই পথ, যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়; আর অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়; আর অল্পজনই তার সন্ধান পায়* (মথি ৭:১৩-১৪)।

খ্রিষ্ট করুণাময় মহাযাজক হলেন

(৪৩৮ সালের পত্র: ২৬:৩, ৯২৬)

খ্রিষ্ট এই পথ চলেই আমাদের জন্য করুণাময় মহাযাজক হলেন। স্বর্গদূতদের সেবাকর্মের মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের কাছে দেওয়া বিধান আদেশ করত, অপরাধে পতিত যারা তাদের ইতস্তত না করে শাস্তি দেওয়া হোক। পলও একথা উল্লেখ করেন, *যে কেউ*

মোশির বিধান অমান্য করে, দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে বিনা করুণায় তার প্রাণদণ্ড হয় (হিব্রু১০:২৮)। এজন্য বিধানের নিয়ম অনুসারে যাঁরা যাজকীয় ভূমিকা অনুশীলন করতেন, যারা অবহেলা ক'রে পাপ করত তাঁরা তাদের প্রতি করুণা দেখাবার চিন্তাও করতেন না। অপরদিকে খ্রিষ্ট করুণাময় মহাযাজক হলেন। তিনি পাপের জন্য প্রতিশোধ হিসাবে কোন দণ্ড মানুষের কাছে দাবি করলেন না, আর শুধু তা নয়, তিনি অনুগ্রহ ও করুণা গুণে তাদের ধর্মময়ও করে তুললেন; উপরন্তু তিনি এমনটি করলেন যাতে আমরা আত্মার শরণে ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারি, এবং প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবেই আমাদের চোখের সামনে সত্য তুলে ধরলেন, অর্থাৎ কিনা তিনি আমাদের দেখালেন সেই প্রকৃত সদাচরণ যা দিব্য সুসমাচারে বিশদভাবে প্রকাশিত।

মোশির আদেশগুলো নিন্দা করে বা প্রাক্তন বিধিনিয়ম ধ্বংস করেই যে তিনি সত্য দেখিয়েছেন এমন নয়, বরং সেই বিধানের বাহ্যিক অক্ষর যা ছিল দৃষ্টান্তের কেবল একটা আভাস, তা তিনি আত্মা ও সত্যের শরণে সাধিত উপাসনা ও আরাধনায় পরিণত করলেন।

এজন্য তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, *মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়* (মথি ৫:১৭-১৮)।

যিনি দৃষ্টান্তগুলোকে বাস্তবতায় পরিণত করেন, তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করেন না, সেগুলোর সিদ্ধিই বরং ঘটান। চিত্রকর যেমন আগে দেওয়া নানা রঙগুলি মুছে না দিয়ে নতুন নতুন রঙ দেন যাতে চিত্রটা আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি খ্রিষ্ট অস্পষ্ট চিত্রগুলিকে সত্যের নিখুঁত নমুনা অনুসারে সঠিক করলেন।

বিধান ও নবীরা বহুরূপে রহস্যের সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও ইস্রায়েল কিন্তু রহস্যটা বুঝতে পারল না; আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের অসংখ্য কাজকর্মও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারত তারা যেন বিশ্বাস করে যে, আমাদের কল্যাণার্থে ঐশমঙ্গলময়তার বিধি অনুসারে মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েও, তবু তিনি আদিতে যা ছিলেন তা হয়েই থেকেছিলেন, তথা ঈশ্বর। ফলত স্রষ্টা হিসাবে তিনি এমন কিছুও সাধন করলেন যা মানুষের সাধারণ

সাধ্যের অতীত, ঐশক্ষমতাপূর্ণ অলৌকিক কাজও সাধন করলেন: সমাধি থেকে পচা ও ক্ষয়প্রাপ্ত মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত করলেন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন, স্বপরাক্রমে অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, ইঙ্গিত দেওয়া মাত্রই কুষ্ঠরোগীদের সারিয়ে তুললেন, আর কতই না কিছু সাধন করলেন যা বর্ণনা ও বিস্ময়ের অতীত। এজন্য তিনি [ফরিশীদের] বলতেন, *আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন* (যোহন ১০:৩৭)।